Scanned with CamScanner

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ

ইলা মাগফিরাহ

[তাওবা-ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহের অনন্য সংকলন]

মূল

মুফতি মুহাম্মাদ খুবাইব হাফি.

ভাষান্তর

এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা

মুফতি হানীফ আল-হাদী

আল-ইহদা

যার আদর-স্নেহে ভুলে যেতাম মায়ের মমতা। নাতি-নাতনীদের মধ্যে আমি ছিলাম যার অনন্য এক স্বপ্নের পৃথিবী। যে ছিল আমার জীবনের প্রায় সকল আবদার ও চাওয়া-পাওয়া পূরণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। যিনি কোথাও ভালো কিছু খাওয়ার সময় সর্বপ্রথম আমাকে স্মরণ করতেন। মুখের ভেতরে করে এনেও অনেক কিছু খাওয়াতেন আদরের এই নাতিটাকে।

এই গ্রন্থের অনুবাদকালে (২৪ মে ২০২১ ইসায়ী রোজ সোমবার) ১১৬ বছর বয়সে যিনি আমাদেরকে ইয়াতিম করে চলে গেছেন পরপারে। সেই শ্রদ্ধেয়া দাদিজান রাহিমাহুমাল্লাহ ও আমার সকল আসাতিজায়ে কেরামের রূহের মাগফিরাত কামনায় আমার এই ক্ষুদ্র নজরানা। যেন সকলে পেয়ে যায় জান্নাতের ঠিকানা ও ফিরদাউসের সামিয়ানা। কবুল করো হে রাব্বানা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

রহমান রহিম আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত : উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং সেখানে উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা-মাগফিরাত।" [আল কুরআন : ৪৭/১৫] "কেহই জানেনা তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" [আল কুরআন : ৩২/১৭] "আমার সালেহিন বান্দাদের জন্য আমি তৈরি করেছি : যা কোন চোখ দেখেনি। কোন কান শুনেনি। কোন মানবহৃদয় কল্পনাও করেনি।" [হাদিসে কুদসী, হজরত আবু হোরায়রা রাদি.। বোখারী : ৪৭৭৯, মুসলিম : ২৮২৪]

জান্নাতের বর্ণনাসংক্রান্ত আয়াতের তাফসিরে লব্ধ : দুনিয়াতে বিদ্যমান বস্তুনিচয়ের প্রতীক শব্দ দ্বারা জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কেবল মানবীয় বোধশক্তি কল্পনাকরণের স্বার্থে। প্রকৃতার্থে জান্নাতী কোন নেয়ামতই জাগতিক বস্তুর সাদৃশ্য নয়। ৩২/১৭ আয়াত ও উদ্ধৃত হাদিসে তাই ভাস্বর। বলা যায়, জান্নাতী নেয়ামতের স্থান শুধুই জান্নাত এ জগতে জান্নাতের কোন নেয়ামত লাভ করা যায় না। ৪৭/১৫ আয়াতে বর্ণিত জান্নাতী নেয়ামতপঞ্চের পঞ্চমটি মাগফিরাত। মাগফিরাত উভয় জাগতিক নেয়ামত। অন্য শব্দে মাগফিরাতই একমাত্র জান্নাতী নেয়ামত; যা দুনিয়াতেও দান করা হয়। "ইলা মাগফিরাহ" নামটিকে ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, "সর্বাগ্রেপ্রাপ্ত

জান্নাতী নেয়ামতের আহ্বান"।

মাগফিরাত মারেফাতের সূচনা। মারেফাতে এলাহী-আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সদাবর্ধনশীল (মাআজাল্লাহ, সংকোচনশীলও) একটি আত্মিক গুণ। স্পর্শকাতর। স্পর্শকাতরতার গভীরতা অনুধাবনে মানব-কল্পনা অক্ষম। এ পথে প্রধান বিপত্তি গোনাহ। অথচ ইনসান তো নিসইয়ান থেকেই।[১] যেমনটি হজরত আনাস বিন মালিক রাদি.-এর রেওয়ায়েত : "আদম সন্তান সকলেই ভুল করে। ..." [তিরমিজি : ২৪৯৯, ইবনে মাজাহ : ৪২৫১]। এই ভুল, এই গোনাহ হতে মুক্তিসনদের নাম মাগফিরাত। যে সনদ ব্যতীত মারেফাতের জগতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যে সনদ ব্যতীত ওলাইয়াত-আল্লাহ তা'আলার সাথে বন্ধুত্বের জগতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব "ইলা মাগফিরাহ" নামটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, "মাওলা পাকের সাথে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আহ্বান"।

কোন মুমিন যখন আল্লাহ তা'আলার পরিচয় পেতে শুরু করে, তার সবচেয়ে বড় চাওয়া-নিত্য তামান্না এই মাগফিরাত। মাগফিরাত চাওয়া ক্রিয়াটির নাম 'ইস্তিগফার'। ইস্তিগফার করার প্রতিদান মাগফিরাত। ইস্তিগফার করার পূর্বশর্ত মারেফাত। আল্লাহ তা'আলার মারেফাত ব্যতীত ইস্তিগফার করা অসম্ভব। যাকে যতটুকু মারেফাত দান করা হয় সে ততটুকু ইস্তিগফার করতে সক্ষম হয়। ইস্তিগফার করার প্রথম অংশ লজ্জা। কাউকে না চিনলে, কারো মারেফাত-পরিচয় না থাকলে তার নিকট লজ্জিত-অনুতপ্ত হওয়ার দাবি হাস্যকর। 'মারেফাত ও ইস্তিগফার করা' একটি অপরটি বাদে অর্জন হয় না; তাহলে উপায়? উপায় হল, 'ইস্তিগফার পড়তে' থাকা। ইস্তিগফার পড়তে পড়তে কোন এক শুভ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ইস্তিগফার করার তাওফিক দান করে থাকেন। ইস্তিগফার 'করা ও পড়া'র পার্থক্য জ্ঞান; বরং ধারণাও না থাকা ইস্তিগফারের পথে আজ আমাদের বড় বাধা। ইস্তিগফার 'পড়া'টি কোন আহলুল্লাহ-আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের তত্ত্বাবধানে হলে তুলনামূলক দ্রুত ও সহজে 'করা'র পথ সুগম হয়।

কিতাবটিকে মাগফিরাহ সংক্রান্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে; সম্পাদনাকালে অধমের নিকট বিপরীত একটি সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। আর

[১] 'নিসইয়ান' শব্দের অর্থ ভুল। আরবি ব্যাকরণ হিসেবে ইনসান (মানুষ) শব্দটির শব্দমূল নিসইয়ান।

তা হল– তথ্য সংগ্রহের মানসিকতায় পাঠের চেয়ে 'অজিফা' জ্ঞান করে শব্দের দেয়াল টপকে মর্মজগতে উঁকি দিতে পারলেই 'সংকলন-সফলতা' অর্জিত হবে। অন্যথা নিছক ছাপার অক্ষরে কিছু কথা পাঠ করলে কোথাও কোথাও পাঠক হয়ত বিরক্ত হবেন।[২] কোন পাঠককে আঘাত করা যদি সম্পাদনা-পেশাদারিত্বে অপরাধ না হত, 'পাঠান্তে বারবার পাঠের তাগিদ অনুভব না করলে—জেনে নিন, আপনি শব্দের দেয়াল টপকাতে পারেননি'। কথাটুকু না বলার ভদ্রতা বিসর্জন দিতাম।

বন্ধুবর এনামুল হক মাসউদ দা.বা. একজন ভালো দায়ী ও মনোযোগী অনুবাদক। তা'লিমে কোরআনের খেদমতে কাটিয়েছেন জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময়। তবে তিনি বেশ বোকাও। কী কারণে যে, বারবার বিরক্ত হওয়ার পরও সেই পুরনো অলসটাকেই সম্পাদনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন– যুক্তিটা আমি আজও খুঁজে পাই না। ঋদ্ধ পাঠক ভাষা সংশ্লিষ্ট অসঙ্গতি যা পাবেন, পুরোটার দায় সেই অলস লোকটার। নিজ মহানুভবতায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অতি ভব্যতায় জানানোর কষ্টটুকু বরণ করলে অধিক প্রীত হব।

আমার বিশ্বাস, কোন আহলুল্লাহর নিকট পাঠপ্রতিক্রিয়া চাইলে, তিনি সর্বপ্রথম যে বাক্যটি বলবেন—একজন সালেকের নিত্যপাঠ্য তালিকায় কিতাবটি থাকা উচিত।

বিনীত

মুফতি হানিফ আল হাদী
hanifalhadi@gmail.com

২০ মুহার্‌রম ১৪৪৩ হি.

[২] পড়তে পড়তে পাঠকের মনে ইস্তিগফারের আগ্রহ তৈরি এবং জীবনে কৃত গোনাহগুলোর জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে লজ্জা-অনুশোচনার অনুভূতি জাগ্রতকরণের স্বার্থে স্থানে স্থানে একই আলোচনার প্রশংসনীয় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মনোজগতে প্রতিক্রিয়া-মাগফেরাতের অদম্য আগ্রহ সৃষ্টিতে পুনরাবৃত্তিগুলো আবশ্যক। এই আগ্রহকেই 'সংকলন-সফলতা' বলেছি।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। শতকোটি দুরূদ ও সালাম সমগ্র মানবতার নবি, শাফিউল মুজনিবিন রাহমাতুল লিল আলামিন, সাইয়িদুল মুরসালিন, নবিজি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

মাগফিরাত! শব্দটি শুনতেই হৃদয়ে এক অন্যরকম প্রশান্তি-প্রশান্তি শিহরণ অনুভব হয়। একজন মুমিনের গোটা জীবনের পরম চাওয়াটাই হল এই মাগফিরাত। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা আর পরকালের চিরমুক্তি। মাগফিরাতের জন্য প্রয়োজন খাঁটি তাওবা আর ইস্তিগফার। অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম, নিজের ও উম্মতের গাফেল-হৃদয়কে সজাগ করতে এ বিষয়ে কিছু লিখব। কিন্তু আমার জাহালত, গাফলত ও আর কমজুরির কারণে তা একদম হয়ে ওঠেনি। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! এবার আল্লাহ তা'আলার রহমত শামেলে হাল হয়েছে। তাই এরই মধ্যে হাতে আসে পাকিস্তানের মাজলুম কারাবন্দি মুজাহিদ আলেম মুফতি খুবাইব হাফি.-এর রচিত **"ইলা-মাগফিরাহ"** গ্রন্থটি। যে গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে মুহতারাম লেখক পুরো কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত সকল আয়াত, আয়াতের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির সুরার বিন্যাস অনুসারে একত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফারের সংজ্ঞা, ফজিলত ও মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার বিষয়ের হাদিস ও আসার তথা বিভিন্ন বাণী একত্রিত করেছেন। মোটকথা মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার সম্পর্কে অসাধারণ

একটি গ্রন্থ।

তাই আমিও ভাবলাম, এ গ্রন্থটির অনুবাদই হতে পারে আমার সেই দুর্বল ও অলস ভাবনাটির যথাযথ ও চমৎকার বাস্তবায়ন। মাগফিরাত শব্দটির প্রতি এক বুক মহব্বত, ভালোবাসা ও প্রত্যাশায় অনুবাদ গ্রন্থটিও মূল নামেই নামকরণ করেছি **"ইলা-মাগফিরাহ্ বা মাগফিরাতের আহ্বান"**।

অনুবাদে কতটা সফল হয়েছি তা বিচারের ভার প্রিয় পাঠকের। তবে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি লেখকের মূলভাব অক্ষুন্ন রাখতে এবং ভুল কমাতে। তারপরও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আর পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইন শা' আল্লাহ।

পরিশেষে মহান রবের দরবারে লেখক-অনুবাদক, সম্পাদক-প্রকাশক ও পাঠকসহ গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মাগফিরাত কামনা করছি। আমিন

নিবেদক
মাগফিরাতের ভিখারী
এনামুল হক মাসউদ
psfoundation2001@gmail.com
২৬ নভেম্বর, ২০২১

প্রথম খণ্ড

তাওবা-ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ

সুরাতুল ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। বিচার দিবসের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আমরা আপনার নিকটই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।"[১]

[১]. ফাতিহা- ১: ১-৭

দুরূদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

> "হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত।"[১]

---

[১] . সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৩৩৭০; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৪০৫; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৯৭৮; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৪৮৩; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ১২৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৯০৩; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৩৯৬

সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ আপনিই আমার রব, আপনাকে ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে করা প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গিকারের উপর রয়েছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের কুফল থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। আপনি আমার প্রতি আপনার যে নিয়ামত দান করেছেন তা স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি আমার পাপরাশি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।"[১]

---

[১] . সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৬৩০৩; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৫০৭০; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৯৩; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ৫৫২২; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮৭২; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৭১১১

গ্রন্থ পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মাগফিরাতকামী বানিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে তাঁর দয়ায় মাগফিরাতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।

মাগফিরাত শব্দটি অনেক ব্যাপক। মাগফিরাত কোন সাধারণ বস্তু নয়। কুরআনুল কারিমে দেখা যায় যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। হজরত নূহ আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। উভয় সম্মানিত পয়গাম্বরই বলছেন যে, হে আল্লাহ! আমি যদি মাগফিরাত বা ক্ষমা না পাই তাহলে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলার খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কালিম হজরত মূসা আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। দেখুন কুরআনুল কারিমে কত আশ্চর্যজনক দৃশ্য। ফিরআউন তার পরিপূর্ণ ফিরআউনিয়াতের সাথে ইমান আনয়নকারী জাদুকরদেরকে ধমকাচ্ছে, আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের সাথে উপুড় করে লটকিয়ে রাখব। আমি তোমাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাব। আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে তিলে-তিলে মারব। ইমান আনয়নকারী জাদুকররা বললেন, কোন অসুবিধা নেই। তুমি এগুলো সবকিছু করে ফেল। আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু এতটুকুই যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত তথা ক্ষমা পেয়ে যাই। মাগফিরাত তথা ক্ষমার প্রত্যাশায় তোমার সকল নির্যাতন সহনীয়। মাগফিরাত তথা ক্ষমার জন্যে জবাই করে হত্যা করা, উল্টো করে ঝুলিয়ে

হত্যা করা সবকিছু মনজুর। তারা দেখেছে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এরা সকলেই নিষ্পাপ পয়গাম্বর। সগিরা-কবিরা সকল প্রকার গুনাহ থেকেও পবিত্র। তথাপিও তারা কীভাবে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন। এত মহান রব। এত মহান। এত মহান। আর আমরা এত ক্ষুদ্ররা এমন মহান রবের হক কি করে আদায় করতে পারি? আমরা কি তাঁর সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী ইবাদাত করতে পারি? হে আল্লাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ মাগফিরাত দান কর। কুরআনুল কারিম ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ মাগফিরাত দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ! মদিনার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দের সীমা নেই। তিনি বললেন আজ তো এমন সুরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট সকল বস্তু থেকে প্রিয়। অতঃপর মাগফিরাতের শুকরিয়া স্বরূপ পূর্বের চেয়ে ইবাদাত-বন্দেগি আরও বাড়িয়ে দিলেন। মেহনত বাড়িয়ে দিলেন। বলুন তো তাহলে আমাদের মত গুনাহগার ও অকর্মণ্যদেরও কি মাগফিরাত মিলবে? এটা চিন্তা করেই কলিজা কেঁপে উঠে। কখনো ভয়ে চুপসে যাই আবার কখনো আশার আলোও দেখতে পাই। মাগফিরাত! মাগফিরাত! মাগফিরাত। এই মাগফিরাত কামনা করাকেই ইস্তিগফার বলে। ইস্তিগফার অর্থ হল মাগাফিরাত কামনা করা। ক্ষমা প্রার্থনা করা। মাগফিরাত তালাশ করা। মাগফিরাতের প্রত্যাশায় মনে আগ্রহ জেগেছিল, কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত, তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে একত্রিত করব। কুরআনুল কারিমের ইস্তিগফার ও তাওবা সংক্রান্ত দু'আসমূহ একত্রিত করব। বহু বছর যাবৎ অন্তরে এই ইচ্ছা লালন করে আসছি। ইচ্ছাটি শুধু মনে-মনেই পোষণ করছিলাম কিন্তু আমলে রূপান্তর হচ্ছিল না। ইতোমধ্যে তাওবা ও ইস্তিগফারের উপর কিছু লেখার তাওফিক হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক চমৎকার ফলাফল এসেছে। অতঃপর ইস্তিগফারের ধারাবাহিক আমল চলছে এবং এর উপর লেখারও তাওফিক হয়েছে। মা শা'আল্লাহ! অনেক আশাব্যঞ্জক ফলাফলও

পেয়েছি। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, ধারাবাহিক ইস্তিগফার জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে অনেক উপকৃত করেছে। মুজাহিদদের মাঝে নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ইস্তিগফারের উৎসাহ-উদ্দীপনা এক ঝড়ের ন্যায় আবির্ভূত হয়েছে এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করেন যারা ভোর রাতে মাগফিরাত কামনা করে তথা ইস্তিগফার করে। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

| "আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকত।"[১]

আলহামদুলিল্লাহ! এই অবস্থাও মজবুত হয়েছে। ফিদায়ী মুজাহিদরা আবেদন করেছে, ইস্তিগফারের ধারাবাহিকতা বার বার চালানো হোক। একদিনে ত্রিশ হাজার বার ইস্তিগফারের আমলও অনেক হয়েছে। দৈনিক একহাজার বার ইস্তিগফার অসংখ্য ব্যক্তির ওযিফা হয়েছে। ফিদায়ী মুজাহিদদের অন্তর থাকে আয়নার মত পরিষ্কার। আর ইস্তিগফারের মর্যাদা তো আহলে দিলগণই বুঝে থাকেন। প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করা, প্রিয়তমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, প্রিয়তমের নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং মনযোগ আকর্ষণের সবিনয় অনুরোধ করা, নিজের কোন আমলের উপর অহংকার না করা বরং ক্ষমা প্রার্থনাই করে যাওয়া। এটা ঐ আমল যা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়। যা নফসকে পবিত্র করে দেয়। যা পর্দাকে ছিন্ন করে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে। এ সকল অবস্থা দেখে আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় যে, ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্রিত করব।

একটি বিষয় বুঝুন

কুরআনুল কারিম কোন একটি বিষয়ের আয়াতকে একত্রে বর্ণনা করেনি। তাওহিদের আয়াত হোক কিংবা সালাতের। জিহাদের আয়াত হোক কিংবা ইস্তিগফারের। ঘটনাবলী সংক্রান্ত আয়াত হোক অথবা পরকালের চিন্তা-ভাবনা সংক্রান্ত। সবরকম আয়াত পুরো কুরআনুল কারিম জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এমনটি করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ

[১] আয-যারিয়াত– ৫১: ১৮

করেছেন। কুরআনুল কারিমের যদি মানবরচিত গ্রন্থের ন্যায় প্রতিটি বিষয়ের আয়াত একত্রিত হত। আমরা অনেক কল্যাণ এবং অনেক ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতাম। মানুষের মনে যখন নতুন কোন কথা স্মরণ হয় তখন অতীতের কথা ভুলে যায়। আমরা প্রথমে তাওহিদের আয়াত পাঠ করতাম। যা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত। কিন্তু যখন ঐ আলোচনা সমাপ্ত হত আর আমরা নামাজের শত শত আয়াত একত্রে পাঠ করতাম, তখন তাওহিদের সবক স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেত। অতঃপর যখন জিহাদের শত শত আয়াত আরম্ভ হত তখন নামাজের শত শত আয়াত দুর্বল হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনুল কারিমে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়কে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে প্রতিটি সবক প্রতিটি স্থানে তাজা থাকে এবং মানুষ মনোযোগ ছাড়াই বিবেককে আলোকিত করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় যখন পরস্পর একত্রিত হয় এবং একেকটি আয়াতে কয়েক প্রকার সবক পাওয়া যায় তখন মানুষের স্মৃতিশক্তি ও তার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়ে যায়। আপনি কুরআনুল কারিমের যেকোন পৃষ্ঠা খুলুন। আপনি শুধুমাত্র একটি বিষয়ই পাবেন না বরং প্রতিটি পৃষ্ঠায় মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের পথ পেয়ে যাবেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

এটা তো শুধুমাত্র একটি হিকমতের কথা বললাম। মূলত আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি কাজে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা করে তখন হিকমতের দরজাসমূহ খুলতে থাকে। এখন দ্বিতীয় বিষয়টি বুঝুন। এটা কি জায়েয আছে যে, কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করে কুরআনুল কারিম থেকে একটি বিষয়ের আয়াতসমূহ এক স্থানে একত্রিত করবে? অতঃপর নিজেও এগুলো থেকে উপকৃত হবে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করবে। হ্যাঁ! এটা জায়েয আছে। অনেক উত্তম কাজ এবং বহু উপকারী ও লাভজনক। কুরআনুল কারিমের যেকোন একটি বিধান সংক্রান্ত আয়াত একত্রিত করে তা বুঝলে তখন উক্ত বিধানের সকল নিয়ম-কানুন অন্তর ও বিবেকে বসে যায়। অতঃপর যখন মানুষ কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে তখন তাতে তার আরো অধিক স্বাদ ও উপকার লাভ হয়।

বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন আফসোস যে, অধিকাংশ মুসলমান কুরআনুল

কারিমের অর্থ জানে না। অর্থাৎ তাদের এটাও জানা নেই যে, তার খালিক ও মালিক তার হিদায়াতের জন্য যে সংবিধান নাযিল করেছেন তা কী? এমতাবস্থায় কোন একটি বিষয়ের আয়াতসমূহকে একত্রিত করে সেই বিষয়টি মুসলমানদেরকে বুঝানো অতঃপর অন্য আরেকটি বিষয়ের আয়াতসমূহ একত্রিত করে উক্ত বিষয়টি বুঝানো একটি উপকারী ও লাভজনক খিদমত। এটা কুরআনুল কারিম থেকে ছিন্ন করা নয় বরং মুসলমানদেরকে কুরআনুল কারিমের সাথে জোড়া।

আলোর ঝলক

তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্রিত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জীবনের বিশৃঙ্খলা, কূল-কিনারাহীনতা, সাহসের দুর্বলতা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে একটি আসমানী ইশারা যেন দৃষ্টিগোচর হল। একজন মুজাহিদ আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছেন। তার ত্যাগ ও কুরবানী, জীবন উৎসর্গ ও শহিদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা অন্তরে অনেক প্রভাব বিস্তার করল। তিনি তার কথা এবং তাশকিল শেষ করে চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় কুরআনুল কারিমের চমৎকার একটি কপি হাদিয়া দিয়ে গেলেন। এমন হাদিয়া তো এমনিতেই বরকতময় হয়ে থাকে। আর সেখানে এত বড় ত্যাগ ও কুরবানীদাতা মহান মর্দে মুমিনের হাদিয়া।

ব্যাস! আমি নিয়ত করে ফেললাম যে, ইন শা' আল্লাহ এই পবিত্র কপিটি থেকেই আমি ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ একত্রিত করব। সেই শহিদ ভাইটি এমন কোন ওসিয়াত কিংবা আবেদন করেননি। তিনি শুধু কুরআনুল কারিমের কপিটি হাদিয়া পাঠিয়েছেন। আমার জানা নেই তিনি কোন দু'আ আশা করেছেন কি-না। প্রিয় মানুষদের তো নিজস্ব ভঙ্গি ও নিজস্ব আন্দাজ থাকে। এই শহিদ ভাই অনেক ত্যাগ ও কুরবানীওয়ালা ছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন যে, আমি আপনাকে কয়েকবারই দেখেছি কিন্তু আপনি আমাকে দেখেননি। আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার আবেদন করিনি। আমি আমার এই প্রবল ইচ্ছাটিও আল্লাহ তা'আলার জন্য কুরবানী করছি। ব্যাস! আমি অনুমতি চাই। তিনি চলে গেলেন।

কুরআনুল কারিমের কপিটি দিয়ে গেলেন। কয়েক দিন পরেই আমি আমার এক ভাইয়ের সাথে বসে দুই দফা তিলাওয়াতের সময় তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দাগ দিয়েছি। আমার ধারণা ছিল না যে, এই বিষয়ের উপরও শত শত আয়াত বিদ্যমান। সাধারণ তিলাওয়াত এবং সাধারণ তাফসীরের সময় অধিকাংশই এর ধারণা হয় না। আয়াতের সংখ্যাও ছিল ধারণার চেয়ে অধিক। এজন্য পুনরায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল এবং আমি সফরে-হজরে কুরআনুল কারিমের এই কপিটি সাথে নিয়ে ঘুরতাম।

আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এ আয়াতসমূহের সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখে দেই। এ কাজটি যদিও "ফাতহুল জাওয়াদ" এর কাজের মত কঠিন ছিল না। সেটা অনেক ইলমী সতর্কতা ও পরীক্ষিত কাজ ছিল। একেবারে নতুন এবং নির্বাচিত কাজ ছিল। সেই "ফাতহুল জাওয়াদ"ও যদি সাধারণ দৃষ্টিতে পাঠ করা হয় তাহলে এমনই মনে হবে যে, এটাও সাধারণ একটি কাজ। আয়াত এবং তরজমা লিখে দিয়েছে এবং নিচে তাফসির গ্রন্থসমূহ থেকে ইবারত বা মূলপাঠ সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। তবে বিষয়টি এমন নয়। বরং এমন কোন আলেম যার জীবনের বহু বছর কেটেছে তাফসির অধ্যয়ন ও তাফসীরের পঠন-পাঠনে। তিনি যদি "ফাতহুল জাওয়াদ" গ্রন্থটি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে, এটা কতটা কঠিন কাজ ছিল। একটি বিষয়ের আয়াত একত্রিত করা, উক্ত আয়াতসমূহের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা, উক্ত লক্ষ্যের আলোকে আসলাফ তথা পূর্বসূরীদের মতামত একত্রিত করা, অতঃপর বর্তমানকে অতীতের সাথে সংযোগ এবং জিহাদ অস্বীকারের ফিতনার মূলোৎপাটনের প্রতিটি দলিলকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খণ্ডন করা। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছিল তাই কাজ হয়ে গেছে। বাস্তবে না আমার সামর্থ্যের ভেতর ছিল, না প্রকৃতার্থে এতে আমার কোন কৃতিত্ব ছিল। বর্তমান যুগের শুহাদায়ে কেরামের ত্যাগ ও কুরবানীর উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, জিহাদ এমন গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা আলোকিত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

তবে "ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াত" এর কাজ সহজ ছিল। কেননা কোন মুসলমানই ইস্তিগফারকে অস্বীকার করে না। হ্যাঁ! এ সম্পর্কে অলসতার

সমস্যা প্রকট। অস্বীকার আর অলসতার মাঝে অনেক পার্থক্য। অলসতা দূর করার জন্য দলিলের চেয়েও অধিক দাওয়াত এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়। তাই কাজ সহজই ছিল কিন্তু তারপরও কুরআনুল কারিমের প্রতিটি কাজ বিশেষ আদব, বিশেষ মনোযোগ ও বিশেষ সময় কামনা করে। সুতরাং এই বিশেষ মনোযোগ এবং বিশেষ সময়ের সন্ধানে দুই-তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং কুরআনুল কারিমের লাল গিলাফওয়ালা কপিটি সফরে-হজরে আমার সাথেই ছিল।

ইস্তিগফারের উপর দ্বিতীয় মেহনত

এমতাবস্থায় চিন্তা–ভাবনা তো ছিল যে, এ কাজটি অনেক দ্রুতই সমাপ্ত করার যেন নিজের মাগফিরাত তথা ক্ষমার একটু পুঁজি হয়ে যায়। যেহেতু ইস্তিগফার এবং তাওবার বিষয়ে অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত একত্রিত হচ্ছিল। এক তো হল রঙ্গে-নূর ওয়েবসাইটের কোন-কোন আলোচনা। দ্বিতীয়ত ইস্তিগফার সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তৃতীয়ত ইস্তিগফারের শাব্দিক আলোচনা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। চতুর্থ হল তাওবা সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। পঞ্চম হল ইস্তিগফারের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসসমূহ। ষষ্ঠ হল ইস্তিগফার সম্পর্কে ইমাম গাজালী রাহি. জ্ঞানগর্ব আলোচনার সারসংক্ষেপ এবং ব্যাখ্যা আর সপ্তম হল ইস্তিগফার এবং তাওবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

আলহামদুলিল্লাহ! এ সকল কাজ একত্রিত হচ্ছিল এবং সাথে সাথে তার সংকলনের কাজও চলছিল। অতঃপর তা বিন্যস্তের কাজও সমাপ্ত হয়। বিন্যস্তের পর অধম এই পুরো পাণ্ডুলিপিটি দ্বিতীয়বার পাঠ করার পর অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তাই পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে অনেক দূরের একটি মসজিদে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে এই কাজকে দৈনিক নিয়মতান্ত্রিকভাবে করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করি। আলহামদুলিল্লাহ! আয়াতসমূহের উপর কাজ শুরু হয় এবং দেড় মাসের মধ্যে সমাপ্ত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

গ্রন্থটির চুম্বকাংশ

কুরআনুল কারিমের তাওবা সংক্রান্ত আয়াত, ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াত ও মাগফিরাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পাঠ করলে অন্তর আশ্চর্যরকম একটি আলোয় আলোকিত হয়। নিম্নে তার কিছু সারমর্ম তুলে ধরছি।

» আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মাগফিরাতের দিকে ডাকছেন। আসো আমার বান্দা আসো। তোমাকে মাফ করে দেব। তোমাকে ক্ষমা করে দেব।

» যে আল্লাহ তা'আলার যে পরিমাণ কাছের সে সেই পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য লালায়িত এবং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট বার বার মাগফিরাত চায় এবং ইস্তিগফার করে। যদিও আমরা মনে করি এমন লোকদের ইস্তিগফারারের কি প্রয়োজন? তারা তো ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকই।

» যে আল্লাহ তা'আলা থেকে যত দূরে, যে যেই পরিমাণ নিফাকে ডুবে আছে সে সেই পরিমাণ ইস্তিগফার থেকে দূরে। তার অন্তরে সব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষা নেই। বস্তুত এমন লোকদেরই ইস্তিগফারের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু সে নিজের নিফাক, নিজের গুনাহ এবং দুনিয়ার মহব্বতের উপর নিশ্চিন্ত। এজন্য না সে মাফ চায়, না ইস্তিগফার করে।

» মুসলমানের এমন কোন বিষয় নেই যা ইস্তিগফারের দ্বারা সমাধা হতে পারে না। অসম্ভব থেকে অসম্ভব কাজও ইস্তিগফারের বরকতে সম্ভবপর হয়ে যায়। মাছের পেট হতে জীবিত বের হওয়ার ঘটনা প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। ইস্তিগফারের বরকতে পরাজয় বিজয়ে পরিণত হয়ে যায়। ইস্তিগফারের বরকতে বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ইস্তিগফারের বরকতে পানি, বাতাস, মাটি ও আগুনের নিয়মতান্ত্রিকতা মানুষের জন্য ঠিক হয়ে যায়। বংশগত সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যায়। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং সামাজিকভাবে পরস্পরে মহব্বত, ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সেবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

» মুমিনের অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত ও ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে তা অনেক উপকারী। প্রথমতো হল তাতে অহংকার সৃষ্টি হয় না। সেই অন্তর সর্বদা বিনয়ী থাকে। আর বিনয় আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পছন্দ। দ্বিতীয়ত হল তার দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং সে অনেক শক্তিশালী মুমিনে পরিণত হয়।

» মুজাহিদরা ইস্তিগফার করলে তাদের শক্তি, অবিচলতা এবং বিজয় অর্জন হয় এবং তাদের জিহাদ এবং জিহাদি কার্যক্রম অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। উলামায়ে কেরাম ইস্তিগফার করলে তাদের ইলমের মধ্যে নূর ও বরকত তৈরি হয় এবং তার ইলম স্বয়ং তার জন্য এবং অন্যদের জন্য উপকারী হয়ে যায়।

» কোন গুনাহ এমন নেই যা তাওবা এবং ইস্তিগফারের দ্বারা মাফ হয় না। শর্ত হল যে, তাওবা জীবিত থাকতে করা এবং সঠিক তাওবা করা। যখন আজাবের নিদর্শন শুরু হয়ে যায়, মৃত্যুর বিভিষিকা শুরু হয়ে যায় কিংবা মৃত্যু এসে যায় তখন তাওবা কবুল হয় না। এর পূর্বে সকল গুনাহের দরজা উন্মুক্ত এবং সঠিক তাওবার জন্য এমন সুসংবাদও রয়েছে যে, গুনাহসমূহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়।

» তোমরা দেখে থাকবে, মানুষ সম্পদ, সন্তান, নারী, গবাদী পশু, ঘোড়া, অলঙ্কার ও জায়গা-জমি লাভ করার ক্ষেত্রে একে অপরকে পেছনে ফেলতে চায়। একে অপরের থেকে এগিয়ে যেতে চায়। এমতাবস্থায় তুমি এই অস্থায়ী বস্তুকে ছাড় এবং স্বীয় প্রভুর মাগফিরাত এবং স্বীয় প্রভুর জান্নাত পাওয়ার জন্য দৌড় দাও। মেহনত কর। মুকাবিলা করো এবং একে অপরের থেকে এগিয়ে যাও।

» কালিমায়ে তাইয়্যেবাকে অন্তরে বসিয়ে নাও। তাকে সুদৃঢ় কর। নিজেও পাঠ কর এবং অন্যদের নিকটও পৌছে দাও। ইস্তিগফার নিজেও কর। এর দ্বারা তোমাদের কালিমা সুদৃঢ় এবং মজবুত হবে এবং অন্য ইমানদারদের জন্যও ইস্তিগফার কর এবং মানুষকে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও ইস্তিগফারের দিকে ডাক।

» যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, সে আল্লাহ তা'আলার আজাব

থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেঁচে থাকবে। আর যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে না, সে সব জায়গায় মরবে। আল্লাহ তা'আলার ভয় অনেক বড় নি'আমত। তবে এমন ভয় যার সাথে আশাও আছে। ভয় এবং আশা উভয়টির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ সঠিক ইস্তিগফারের মধ্যেই হয়ে থাকে। একদিকে ভয় যে, আমার থেকে ভুল হয়ে গেছে। আমার থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি এটা কি করলাম। আমি তো ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ। সাথে সাথে আশাও আছে যে, ক্ষমা পেতে পারি। হে আল্লাহ ক্ষমা করে দাও। মাফ করে দাও। মাগফিরাত দান কর। সুতরাং যার এটা নসিব হয়ে গেছে তার ইমানের উঁচু মর্যাদা লাভ হয়ে গেছে।

» যে গুনাহ করতে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না, সে অনেক কঠিন আশঙ্কার মধ্যে আছে। আর যে গুনাহ করে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত থেকে নিরাশ হয়ে বসে আছে, সে তারচেয়েও অধিক আশঙ্কার মধ্যে আছে।

» মাগফিরাতের উপায়-উপকরণ কী কী? মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ কী কী? মাগফিরাত একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় নি'আমত। তবে কীভাবে?

এ সবকিছু কুরআনুল কারিমে বিদ্যমাণ। ব্যাস! এতটুকু সারকথা বলে দিলাম যেন সারকথা সারকথাই থাকে।

কত সহজ হয়ে গেছে

তাওবা-ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের যে আয়াত একত্রিত করেছি, তা অর্ধশতের অধিক। এই আয়াতসমূহের তাফসীরে না দীর্ঘ কোন আলোচনা লেখা হয়েছে এবং না তাফসির গ্রন্থের রেফারেন্স। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েক লাইনের মধ্যে এই বরকতময় আয়াতের তাওবা, ইস্তিগফার সংক্রান্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। যেন সাধারণ পাঠক খুব সহজেই এ সকল আয়াতসমূহের অর্থ বুঝতে পারে এবং আনুমানিক চার-পাঁচ ঘণ্টার অধ্যয়ন কিংবা তা'লীমের দ্বারা কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত সংক্রান্ত প্রায় সকল

আয়াত পাঠ করতে পারে। আর যে ইলমে দীনের তালিবুল ইলম এবং আরবী সম্পর্কে অবহিত, সে আড়াই ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা এ সকল আয়াত পাঠ করতে পারবে। মা শা' আল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ! দেখুন কত সহজ হয়ে গেছে যে, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এত অধিক আয়াত মাত্র কয়েক ঘণ্টার মেহনতে বুঝে যাবে। আপনারা জানেন যে, কুরআনুল কারিম রোগও নির্দেশ করে এবং তার চিকিৎসাও। গুনাহ হল রোগ আর তাওবা-ইস্তিগফার হল আরোগ্য লাভের উপায় ও চিকিৎসা। চিকিৎসার পরিপূর্ণ প্রেসক্রিপশন, পরিপূর্ণ সিলেবাস এবং পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-নীতি। যা আয়াতসমূহকে বুঝে পাঠ করার দ্বারা আমাদের সামনে এসে যাবে ইন শা' আল্লাহ।

ইলা-মাগফিরাহ তথা মাগফিরাতের আহ্বান

তাওবা সংক্রান্ত আয়াত ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত আয়াত দিয়ে সাজানো এই গ্রন্থটির নাম রাখা হল **"ইলা-মাগফিরাহ"** তথা "মাগফিরাতের আহ্বান"। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহ এবং কুরআনুল কারিমের ইস্তিগফার সংক্রান্ত দু'আসমূহ। আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ইস্তিগফার এবং তাওবা সংক্রান্ত সকল হাদিস, ইস্তিগফার সংক্রান্ত বাণীসমূহ এবং ইস্তিগফারের দাওয়াত বা আহ্বান। প্রথম খণ্ডে এমন অনেক কিছু আপনারা আয়াতসমূহের মধ্যে পাঠ করবেন যার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডের হাদিসসমূহে পেয়ে যাবেন।

কৃতজ্ঞতা হে শহিদ ভাই!

কুরআনুল কারিমের কপিটি প্রদানকারী শহিদ ভাইটির কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তার ত্যাগ ও কুরবানীর গভীর প্রভাব এবং তার ইখলাসের গভীর উত্তাপ আমার মন-মানসিকতা ও প্রতিজ্ঞাকে শক্তিশালী করেছে। কুরআনুল কারিমের কপি তো বিভিন্ন সময়ই হাদিয়া এসে থাকে। সবই অনেক সম্মানী এবং অনেক বরকতময়। অধিকাংশই কিছু তিলাওয়াত করে অন্যদের দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই কপিটি কয়েক বছর যাবত আমার সাথেই রয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ এমন এক কাজের ভিত্তি হয়ে গেছে যা স্বয়ং আমার

নিজেরও খুব প্রয়োজন ছিল। মনে চায় উক্ত শহিদ ভাইয়ের নাম-পরিচয়, অবস্থা, ত্যাগ ও কুরবানীও এখানে লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু এমন অনেক কারণ রয়েছে, যা লিখতে পারছি না। এটাও উক্ত শহীদের কারামত এবং ইখলাস যে, এভাবেই গোপনে সকলের কাছ থেকে মহব্বত ও দু'আ পাচ্ছে। হে শহিদ ভাই আমার! অনেক শুকরিয়া! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর শান অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করুন।

দুটি দু'আ

গ্রন্থ পরিচিতির এই শুভক্ষণে মুসাফিরের অন্তর স্বীয় দয়াময় ও মেহেরবান প্রভুর নিকট দুটি দু'আ করছি।

প্রথম দু'আ: হে আল্লাহ! আমাকে আপনার মাগফিরাতের এমন প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা দান করুন যেন আমি এই গ্রন্থ থেকে আপনার মাগফিরাত ব্যতীত কখনোই আর অন্য কোন প্রতিদানের আশা না করি। হে আল্লাহ! এই গ্রন্থের লেখক-সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে আপনার মাগফিরাতের এমন সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা দান করুন, তারা যেন এ গ্রন্থের প্রচার-প্রসারে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ব্যয় করে। হে আল্লাহ! আপনার কিছু সৌভাগ্যশীল বান্দাকে আপনার মাগফিরাতের এমন মহান আকাঙ্ক্ষা দান করুন, তারা যেন এই গ্রন্থটি নিজেরাও পাঠ করে এবং অধিক পারিমাণ বিতরণ করে। হে আল্লাহ! এই গ্রন্থের সকল পাঠককে আপনার মাগফিরাতের এমন ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা দান করুন, তারা যেন সকাল-বিকাল, দিন-রাত আপনার নিকট ইস্তিগফার করে তথা আপনার নিকট মাগফিরাত এবং ক্ষমা চায়। বিশেষ করে সেহরীর সময় তথা ভোর রাতে ইস্তিগফারকে নিজের জন্য আবশ্যিক আমলের তালিকার শীর্ষে যুক্ত করে নেয়।

দ্বিতীয় দু'আ: হে আল্লাহ! প্রথম দু'আতে যাদের আলোচনা তাদের সকলকে মাগফিরাতের আশা-আকাঙ্খা, প্রচন্ড কামনা ও চাহিদা দেওয়ার পরে তাদের এই আশা-আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা ও চাহিদাকে পূরণও করে দিন এবং তাদের সকলকে পরিপূর্ণ মাগফিরাত দান করুন। এক বুজুর্গের ঘটনা

পড়েছিলাম। সে একটি কুকুরকে রুটি খাওয়াত আর এর দ্বারা আশা করত যে, আমি এই কুকুরের চাহিদাকে পূরণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তো আমার প্রতি অনেক বেশি দয়ালু এবং উদার। আমি যদিও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমতের দ্বারা তো অসম্ভব নয় যে, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আমার আশা-আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা ও চাহিদাকে পূরণ করে দেবেন। আর আমার আশা-আকাঙ্খা, তীব্র বাসনা ও চাহিদা তো একটাই। আল্লাহ তা'আলা-আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমাকে স্বীয় মাগফিরাত দান করবেন।

সুরা বাকারা

সুরাতুল বাকারা-এর

৩৭. ৫২. ৫৪. ৫৮. ৫৯. ১০৯. ১২৭. ১২৮. ১৫৯. ১৬০. ১৭৩. ১৭৪. ১৭৫. ১৭৮. ১৮২. ১৮৭. ১৯২. ১৯৩. ১৯৯. ২১৮. ২২১. ২২২. ২২৫. ২২৬. ২৩৫. ২৩৭. ২৬৩. ২৬৮. ২৭১. ২৭৯. ২৮৪. ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩৭

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।"

আয়াত নং—৫২

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"অতঃপর আমি তোমাদেরকে এ সবের পর ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"

আয়াত নং—৫৪

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"আর যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম, নিশ্চয় তোমরা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করে নিজেদের উপর জুলুম করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা কর। অতঃপর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। এটি তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট উত্তম। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—৫৮

বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিজিত শহরে বিনয়ের সাথে ইস্তিগফার করতে করতে প্রবেশ করো।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ করো এই জনপদে। আর তা থেকে আহার কর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দরজায় প্রবেশ কর মাথা নীচু করে। আর বলো, 'ক্ষমা'। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব।"

আয়াত নং—৫৯

বনী ইসরাইল সেই নির্দেশ মানেনি। প্রবেশ করার সময় না মাথা নীচু করেছে। না ইস্তিগফার করেছে এবং حِطَّةٌ—যে ইস্তিগফারের বাক্য ছিল তার স্থানে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে حِنْطَةٌ يَا حَبَّةٌ فِي

شَعْرَةٍ—বলে প্রবেশ করেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্লেগ রোগ নাযিল করলেন। যার পাদুর্ভাবে হাজার হাজার লোক মারা যায়।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"অতঃপর জালিমরা পরিবর্তন করে ফেলল সে কথা যা তাদেরকে বলা হয়েছিল, অন্য কথা দিয়ে। ফলে আমি তাদের উপর আসমান থেকে আজাব নাযিল করলাম, কারণ তারা পাপাচার করত। (ইস্তিগফারের দ্বারা আজাব দূর হয় আর ইস্তিগফার না করার কারণে আজাব আসে)"

আয়াত নং—১০৯

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ইমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

আয়াত নং—১২৭-১২৮

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ

> "আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কা'বার ভিৎগুলো উঠাচ্ছিল (এবং বলছিল) হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এই বরকতময় দু'আর দুটি অংশ। কবুলিয়াতের দু'আ। আর ক্ষমা ও তাওবার দু'আ। এ উভয় অংশ একত্রে মিলে কুরআনুল কারিমের এই দু'আটির রূপ লাভ করেছে।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

আয়াত নং—১৫৯-১৬০

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সত্যকে গোপন করে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং সকল মাখলুক তথা গোটা সৃষ্টির লা'নত বা অভিশাপ। তবে যদি সে তাওবা করে নেয় এবং সত্যকে বর্ণনা করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণীয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> "নিশ্চয় যারা গোপন করে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং

> লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে। তবে তাদেরকে ব্যতীত যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—১৭৩

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—১৭৪-১৭৫

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

> "নিশ্চয় যারা গোপন করে যে কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা শুধু আগুনই তাদের উদরে পুরে। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। তারাই হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আজাব ক্রয় করেছে। আগুনের উপর তারা কতই না ধৈর্যশীল।"

আয়াত নং—১৭৮

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> "হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার উপর অনুগ্রহ করেছেন। ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর কাছ থেকে কিসাস তথা প্রাণদণ্ড নিয়ে নাও আর ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর কাছ থেকে দিয়াত তথা অর্থদণ্ড নিয়ে নাও। আর ইচ্ছা করলে সবকিছুই ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই সহজলভ্যতা ও অনুগ্রহ এই উম্মাতের পূর্ববর্তী কোন উম্মাতের জন্য ছিল না। ইহুদিদের জন্য কিসাস তথা প্রাণদণ্ড অত্যাবশ্যক ছিল। দিয়াত তথা অর্থদণ্ড ও ক্ষমা করার অনুমতি ছিল না। আর খ্রিস্টানদের জন্য দিয়াত তথা অর্থদন্ড ও ক্ষমা করা অত্যাবশ্যক ছিল। কিসাস তথা প্রাণদন্ডের কোন অনুমতি ছিল না।

এই আয়াতটি থেকে এটাও প্রতিভাত হয় যে, হত্যার মত জঘন্য পাপের ক্ষেত্রেও ক্ষমার সুযোগ বিদ্যমান। পরস্পর ক্ষমা এবং সঠিক তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও ক্ষমা। এর দলীল হল এই যে, আয়াতের শুরুতে 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৮২

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও পাপের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

আয়াত নং—১৯২-১৯৩

فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

> "তবে যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয় (তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায়), তাহলে জালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।"

আয়াত নং—১৯৯

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—২১৮

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—২২১

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ইমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ইমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"

আয়াত নং—২২২

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"আর তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।"

আয়াত নং—২২৫

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। কিন্তু পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তরসমূহ অর্জন করেছে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।"

আয়াত নং—২২৬

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—২৩৫

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে প্রস্তাব করবে কিংবা মনে গোপন করে রাখবে। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে স্মরণ করবে। কিন্তু বিধি মোতাবেক কোন কথা বলা ছাড়া গোপনে তাদেরকে (কোন) প্রতিশ্রুতি দিয়ো না। আর আল্লাহর নির্দেশ (ইদ্দত) তার সময় পূর্ণ করার পূর্বে বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর

। জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।"

আয়াত নং—২৩৭

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> "আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মোহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক (দিয়ে দাও)। তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়। আর তোমাদের মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"

মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ এবং তালাকের বিষয়টি হয়েই থাকে। কিন্তু এসকল বিষয়েও একে অপরের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করা উচিত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখেন। এজন্য পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করো এবং এসকল আচরণের বেলায় ভুল-ত্রুটি করে নিজের পরকাল ধ্বংস করো না। একটি মত এমনও রয়েছে যে, পুরুষ যদি ক্ষমার আচরণ করে এবং পূর্ণ মোহর আদায় করে তাহলে এটা তার জন্য তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। কেননা তালাক তো সে-ই দিয়ে থাকে। তাতে নারীর কোন ভূমিকা নেই। সে তো বিবাহে আবদ্ধ হয়েছে। এখন পুরুষ সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিচ্ছে, তাহলে এমতাবস্থায় অনুগ্রহ করে পূর্ণ মোহরই আদায় করে দাও।

আয়াত নং—২৬৩

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ

> "উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল।"

অর্থাৎ ভিখারীকে নম্র ভাষায় জবাব দেওয়া এবং তার আবেদন-নিবেদনের উপর জিজ্ঞাসাবাদ না করা ঐ দান-খয়রাত থেকে উত্তম যা দান করে কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় কিংবা লজ্জা দেওয়া হয় অথবা তিরস্কার করা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল– নম্র ভাষায় জবাব দেওয়া এবং এই নম্র ভাষায় জবাবের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত পাওয়া ঐ দান-খয়রাত থেকে উত্তম যার পরে কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়। মোটকথা হল, দান-সদকা ইখলাসের সাথে করা উচিত। দান করার পর খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তা নষ্ট না করা। আর যদি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তাহলে আবেদনকারীকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং তার সাথে কঠোরতা না করা। এমন আচরণ করা মাগফিরাত ও গুনাহ মাফের উসিলা হয়ে থাকে।

শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় যে, জাকাত দিলে এবং দান-সদকা করলে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, জাকাত ও দান-সদকা দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং সম্পদের মধ্যে উন্নতি ও বরকত হয়।

আয়াত নং—২৬৮

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

গোপনে দান-সদকা করা গুনাহ মাফের এবং মাগফিরাতের কারণ।

আয়াত নং—২৭১

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

> "তোমরা যদি সদকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকিরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

আয়াত নং—২৭৯

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

> "যদি তোমরা তা না কর (সুদ পরিত্যাগ না কর) তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের জুলুম করা হবে না।"

আয়াত নং—২৮৪

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে জমিনে। আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আজাব দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

আয়াত নং—২৮৫

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"রাসুল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ইমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ইমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।"

আয়াত নং—২৮৬

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

সুরা আলে-ইমরান

সুরা আলে-ইমরান-এর

১৬. ১৭. ৩১. ৮৯. ৯০. ৯১. ১২৮. ১২৯. ১৩৩. ১৩৪. ১৩৫. ১৩৬. ১৪৭. ১৫২. ১৫৫. ১৫৭. ১৫৯. ১৯৩ ও ১৯৫ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ দুনিয়াবী বস্তুর উপর আসক্ত হয়ে থাকে। যেমন স্ত্রী-সন্তান, স্বর্ণ-রূপা, মূল্যবান ঘোড়া, গবাদী পশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি। বস্তুত এগুলো হল সাময়ীক উপকারী বস্তু। স্থায়ী সফলতা নয়। যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করেছেন, তা এসকল বস্তু থেকে উত্তম। আর তা হল চিরস্থায়ী জান্নাত, হুরসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। এগুলো হল স্থায়ী নি'আমত, যা মুত্তাকী বান্দাদের জন্য। তাদের গুণ হল যে, তারা তাদের ইমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়। যেমন সুরাআলে-ইমরানে ইরশাদ হয়েছে—

আয়াত নং—১৬

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

> "যারা বলে হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ইমান আনলাম। অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন।"

আয়াত নং—১৭

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

> "যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা-প্রার্থনাকারী।"

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল সফল মুমিনের অন্যতম একটি গুণ হল তারা সাহরির সময় তথা রাতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে।

আয়াত নং—৩১

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

বুঝা গেল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ মাগফিরাতের কারণ। যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ তা'লার ভালোবাসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের বরকতে তার পেছনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

আয়াত নং—৮৯

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তবে তারা ছাড়া যারা এরপরেও তাওবা করেছে এবং শুধরে নিয়েছে তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ঐ সকল লোক যাদের নিকট ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু

তারপরও তার তাদের অহংকার, হিংসা, পদমর্যাদা ও সম্পদের লোভের কারণে ইমান গ্রহণ করছে না এবং ঐ সকল লোক যারা ইমান গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায় এমন লোকদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে ফেরেশতা ও মুসলমানরাও অভিশাপ দেয়। এমন লোক চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাদের মধ্য হতে যারা সত্যিকারের তাওবা করে নেয় তাদের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এমন কঠিন অপরাধী ও প্রচণ্ড বিদ্রোহীদেরকে দুনিয়ার কোন বাদশাহই ক্ষমা করবে না। কিন্তু এটা তো ঐ ক্ষমাশীলের আশ্রয়স্থল যে, এমন কঠিন অপরাধ ও প্রচণ্ড বিদ্রোহের পরেও যদি অপরাধী লজ্জিত হয়ে খাটি মনে তাওবা করে এবং উত্তম চাল-চলন অবলম্বন করে তাহলে সকল গুনাহ সাথে সাথে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

আয়াত নং—৯০

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

> "নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ইমান আনার পর, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে, তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট।"

আয়াত নং—৯১

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

> "নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো কাছ থেকে জমিনভরা স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"

যারা সত্যকে উপলব্ধি করেছে কিন্তু তারপরও সত্যকে গ্রহণ না করে স্বীয় কুফরীর উপর অটল থাকে এবং উক্ত কুফরীর উপরই মৃত্যুবরণ করে, এমন লোক যদি মৃত্যুর বিভীষিকার সময় তাওবা করে অথবা মৃত্যুর পরে তাওবা করে অথবা এমনিতেই মৌখিকভাবে প্রথাগত তাওবা করে তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না। এমন লোক যদি গোটা জমিনভর্তি স্বর্ণও ফিদিয়া দেয় তাহলেও কবুল হবে না। দুনিয়াতেও যদি কোন কাফির জমিনভর্তি স্বর্ণ খরচ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তা এক বিন্দু পরিমাণও দাম নেই। না পরকালে এই আমল তার কোন কাজে আসবে। কারণ আমলের প্রাণ হল "ইমান"। যে আমল ইমানের প্রাণ শূন্য হয় তা মৃত আমল। যা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে কোন কাজে আসবে না।

আয়াত নং—১২৮

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

> "এ বিষয়ে আপনার কোন অধিকার নেই- হয়তো তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে আজাব দেবেন। কারণ নিশ্চয় তারা জালিম।"

আয়াত নং—১২৯

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে এবং যা আছে জমিনে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা আজাব দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কারো তাওবা কবুল করা, কাউকে ক্ষমা করা এবং কাউকে আজাব দেওয়া এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। উহুদ যুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কোন মুশরিকের নাম নিয়ে

বদ-দু'আ করার ইচ্ছা করলেন তখন নির্দেশ অবতীর্ণ হল যে, ফলাফলের বিষয় আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিন। হতে পারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাওবা করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপনার গোলাম এবং ইসলামের প্রাণ উৎসর্গকারী সৈনিক বানিয়ে দেবেন। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই।

আয়াত নং—১৩৩

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

> "আর তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার পরিধি হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

আয়াত নং—১৩৪

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

> "যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

জান্নাতের উত্তরসূরি তথা সফল মুসলিমদের এটিও একটি গুণ যে, যখনই এদের কোন নির্লজ্জতা ও গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তখন সাথে সাথে তারা আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয় এবং তাওবা-ইস্তিগফার করে।

আয়াত নং—১৩৫

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

> "আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনেশুনে তা তারা বার বার করে না।"

এ আয়াতে যে গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সবই মাগফিরাতের কারণ। যেমন: তাকওয়া, আনন্দ এবং দুঃখ উভয় অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় খরবচ করা, রাগ হজম করা, মানুষকে ক্ষমা করা। যদি কোন গুনাহ হয়ে যায় তাহলে তাওবা-ইস্তিগফার করা।

আয়াত নং—১৩৬

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

> "এরাই (উপরোল্লেখিত গুণের মুসলিমরা) তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!"

হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ এবং তাদের আল্লাহওয়ালা সহচরগণ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কিতাল তথা জিহাদ করেছেন। উক্ত জিহাদে যখন তাদের উপর কোন বিপদ, পরীক্ষা কিংবা বাহ্যিক পরাজয় এসেছে তখন না তারা ভয় পেয়েছে, না তারা সাহস হারিয়েছে এবং না তারা শত্রুর সামনে নত করেছে। বরং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয়ে ইস্তিগফার করতে শুরু করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দৃঢ়পদ থাকা এবং সাহায্য কামনা করেছে। আল্লাহওয়ালা মুজাহিদদের ইস্তিগফার কুরআনুল কারিমে বর্ণিত অনেক প্রভাবশালী ইস্তিগফার।

আয়াত নং—১৪৭

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا

وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

> "আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পাসমূহকে (অবস্থানকে দৃঢ় করুন), আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ এবং তাদের আল্লাহ ওয়ালা সঙ্গীসাথীগণ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কিতাল করেছেন। উক্ত জিহাদে যখন তাদের উপর কষ্ট, বিপদ কিংবা বাহ্যিক পরাজয় এসেছে তখন তারা ভীত হয়নি। না তারা সাহস হারিয়েছেন এবং না শত্রুদের সামনে দমে গিয়েছেন। বরং এমতাবস্থায় সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে ইস্তিগফার করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দৃঢ়পদ থাকা ও নুসরাত তথা সাহায্য কামনা করেছেন। আল্লাহওয়ালা মুজাহিদদের ইস্তিগফার ও কুরআনুল কারিমে বর্ণিত অউেপকারী একটি ইস্তিগফার হল—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

> হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পাসমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।

অর্থাৎ জিহাদের তীব্রতা এবং বিপদের সময় না আশঙ্কার কোন কথা বলে, না যুদ্ধ থেকে পিষ্ঠ প্রদর্শন করে অথবা শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করার মত কোন বাক্য উচ্চারণ করে। ব্যাস! শুধু এটাই বলে যে, হে আল্লাহ! যে কষ্ট কিংবা পরাজয় এসেছে তা আমাদের গুনাহের কারণেই এসেছে। আপনি আমাদের গুনাহসমূহ এবং সীমালঙ্ঘনগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জিহাদে দৃঢ়পদ রাখুন এবং সাহায্য করুন।

আয়াত নং—১৫২

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালোবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহশীল।"

আয়াত নং—১৫৫

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।"

হে মুসলিমগণ! কাফির ও মুনাফিকদের মত এমনটি বল না যে, অমুক ব্যক্তি যদি জিহাদে না যেত তাহলে মারা যেত না। জিহাদে গিয়ে নিহত হওয়া ও মৃত্যুবরণ করা তো মাগফিরাতের কারণ এবং এটা ঐ সকল বস্তু হতে

অনেক উত্তম যা জীবিত লোকেরা দুনিয়াতে জমা করে।

আয়াত নং—১৫৭

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

> "আর তোমাদেরকে যদি আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা হয় অথবা তোমরা মারা যাও, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়া তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম।"

জিহাদে গিয়ে শাহাদাতের মৃত্যু মাগফিরাতের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ।

আয়াত নং—১৫৯

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

> "অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণেই আপনি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আপনার একনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করুন।

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

> আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

নবিজি তাঁর উম্মতের জন্য, আমির তার মা'মুরদের জন্য এবং বড়রা ছোটদের জন্য ইস্তিগফার করা।

আয়াত নং—১৯৩

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

> "হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের প্রতি আহ্বান করত যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে।"

উলুল আলবাব তথা বুদ্ধিমানের একটি নিদর্শন হল– সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করে ও বেশি বেশি ইস্তিগফার করে। উপর্যুক্ত আয়াতটি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত একটি ব্যাপক ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ। যার মধ্যে সুন্দর মৃত্যুর দু'আও অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত নং—১৯৫

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

> "অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমরা পরস্পর এক। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"

আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা, ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্য করা, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ করা এবং শহিদ হওয়া এগুলো সব মাগফিরাতের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম।

সুরা নিসা

সুরা নিসা-এর

১৬. ১৭. ১৮. ২৫. ২৬. ২৭. ৩১, ৪৩, ৪৮. ৬৪. ৯২. ৯৫. ৯৬. ৯৮. ৯৯. ১০০. ১০৫. ১০৬. ১১০. ১১১. ১১২. ১১৬. ১২৯. ১৩৭. ১৪৫. ১৪৬. ১৪৮. ১৪৯. ১৫২. ১৫৩ ও ১৬৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৬

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

> "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন অপকর্ম করবে, তাদেরকে তোমরা আজাব দাও। অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং শুধরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

দুই পুরুষ যদি পরস্পরে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা নারী-পুরুষ পরস্পরে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে শাস্তি দাও। শাস্তি দেওয়ার পরে যদি তারা উক্ত কুকর্ম থেকে তাওবা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য স্বীয় আমলের সংশোধন করে নেয় তাহলে আর তার পিছু নিও না এবং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে কষ্ট দিও না। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবা

কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১৭-১৮

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

> "নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর তাওবা নাই তাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম, আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরি করেছি যন্ত্রণাদায়ক আজাব।"

এই আয়াতে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে যাদের তাওবা কবুল করা নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নিয়েছেন এবং ঐ সকল ব্যক্তি যাদের তাওবা কখনোই কবুল হয় না।

আয়াত নং—২৫

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ

وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে (বিবাহ করবে) তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্য থেকে, তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের কাউকে। আর আল্লাহ তোমাদের ইমান সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা একে অন্যের থেকে (এসেছ)। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও এমতাবস্থায় যে, তারা হবে সতীসাধ্বী, ব্যভিচারিণী কিংবা গোপন যৌনসঙ্গী গ্রহণকারিণী নয়। অতঃপর যখন তারা বিবাহিত হবে তখন যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর স্বাধীন নারীর অর্ধেক আজাব হবে। এটা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

উত্তম হল স্বাধীন নারীকে বিবাহ করা। কিন্তু যদি তার সামর্থ্য না থাকে এবং ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে দাসীকেও বিবাহ করতে পারবে। আর যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে তো ভাল। সন্তানসন্ততি স্বাধীন হবে। মোটকথা হল এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সামর্থ্য দিয়েছেন। তিনি ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—২৬-২৭

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

"আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ প্রদর্শন করতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী,

প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ চান তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা প্রবলভাবে (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হও।"

আল্লাহ তা'আলা যে এ বিধানসমূহ বর্ণনা করেছেন যে, যেনা-ব্যভিচার হারাম, বিবাহ হালাল। অতঃপর বিবাহের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, কার সাথে বিবাহ জায়েজ আর কার সাথে হারাম। এগুলো সব এজন্য বর্ণনা করেছেন যেন তোমাদের হিদায়াত, মাগফিরাত এবং তাওবার রাস্তা নসিব হয়ে যায় এবং তোমরা প্রবৃত্তির পূজারী পথভ্রষ্ট লোকদের হাতে পথ ভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে পার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তাওবা কবুল করবেন এবং তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন। এখন তোমরা যদি এ সকল ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য না কর তাহলে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত, আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের পথ থেকে দূরে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

আয়াত নং—৩১

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

"তোমরা যদি সেসব কবিরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।

যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার সগিরা গুনাহ যা সে কবিরা গুনাহ পর্যন্ত না পৌছার জন্য করেছে তা ক্ষমা করে দেবেন।"

আয়াত নং—৪৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

> "হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।"

আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনের সময় তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করেছেন এবং মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। কেননা তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি সহজ করতে চান এবং বান্দার গুনাহ ক্ষমা করতে চান। সর্বোপরি এই আয়াতে এটাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে নামাজের মধ্যে নেশা অবস্থায় যা কিছু ভুল পড়া হয়েছে সেগুলোও ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আয়াত নং—৪৮

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

> "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।"

মুশরিক ক্ষমার অযোগ্য। সে চির জাহান্নামী। তবে শিরকের নিচের যে

সকল গুনাহ রয়েছে যেমনঃ সগিরা ও কবিরা গুনাহ। সেগুলো ক্ষমার যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা যাকে ক্ষমা করতে চান তার সগিরা ও কবিরা গুনাহ মাফ করে দেন। কিছু শাস্তি দিয়ে হোক কিংবা একেবারেই বিনা শাস্তিতে। এই আয়াতে ইশারা হল ইহুদিরা যেহেতু কুফর-শিরকে লিপ্ত তাই তারা মাগফিরাত ও ক্ষমার আশাও করতে পারে না।

আয়াত নং—৬৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

> "আর আমি যে কোন রাসুল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তারা- যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।"

মুনাফিকরা তাগুতের দ্বারা তাদের বিচার-ফায়সালা করাত। অর্থাৎ ঘুষখোর ইহুদিদের দ্বারা। তাদেরকে যখন এর থেকে বারণ করে বলা হল যে, নিজেদের বিচার-ফায়সালা আল্লাহ তা'আলার বিধান এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা অনুযায়ী সমাধান কর। তখন তারা তা মানল না। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা যদি তাদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করতেন এবং তাদের উপর রহমত নাজিল করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার জন্য ইস্তিগফার করেন তার তাওবা কবুল করা হয়। শর্ত হল সে ইমানদার হওয়া এবং সে নিজেও স্বীয় ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া।

আয়াত নং—৯২

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

> "আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে সে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্তপণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

ভুলক্রমে হত্যা তথা ভুলে কোন মুসলিমকে হত্যা করে ফেললে তার ক্ষমা ও তাওবার পদ্ধতি হল একটি গোলাম আজাদ করা। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে। এটা হল আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা পাওয়ার জন্য কাফ্ফারা। আর দ্বিতীয় কাজ হল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে দিয়াত তথা রক্তপণ আদায় করা। এটা উক্ত ওয়ারিসদের হক। যা চাইলে তারা মাফও করতে পারে। তবে কাফ্ফারা কেউ মাফ করতে পারে না।

আয়াত নং—৯৫-৯৬

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওজরগ্রস্ত নয় এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদকারী মুসলিমের মর্যাদা অনেক বড় এবং অনেক উঁচু ঐ মুসলিমদের তুলনায় যারা জিহাদ করেনি। আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। জিহাদকারীদের জন্য তিনি প্রতিদানস্বরূপ মাগফিরাত এবং রহমতের যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং কোন মুজাহিদের হাতে যদি তার অজান্তে কিংবা ভুলক্রমে কোন মুসলিম নিহত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেবেন। এই আশঙ্কায় জিহাদ পরিত্যাগ করো না। বরং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ মাগফিরাতের কারণসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি কারণ।

আয়াত নং—৯৮-৯৯

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

> "তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।"

কোন কোন মুসলিম এমনও রয়েছে যে, মনে মনে তো পাক্কা মুসলিম কিন্তু দারুল কুফরে বসবাস করে এবং কাফিরদের ভয়ে ইসলামের উপর প্রকাশ্যে আমল করতে পারে না এবং জিহাদের হুকুমও বাস্তবায়ন করতে পারে না। এমন মুসলিমদের উপর ফরজ হল সেখান থেকে হিজরত করা। আর যদি তারা হিজরত না করে তাহলে তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। তবে যে মুসলিম দুর্বল, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু যারা হিজরত করতে অক্ষম কিংবা তারা হিজরতের পথ পাচ্ছে না তাহলে এমন মুসলিমগণ ক্ষমার যোগ্য।

ফায়দাঃ যে ভূমিতে মুসলিমগণ দীন ইসলামের উপর প্রকাশ্যে আমল করতে পারবে না, ইসলামের ফরজসমূহ পূর্ণ করতে পারবে না তাদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ। ঐ লোকদের ব্যতীত যারা প্রকৃতই অক্ষম এবং অসহায়। কারণ প্রকৃত অক্ষমতা এবং অসহায়ত্ব মাগফিরাতের কারণসমূহের একটি।

আয়াত নং—১০০

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে জমিনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে জমিনে বহু আশ্রয়স্থল ও

সচ্ছলতা পাবে। আর হিজরতের জন্য বের হয়ে যদি পথিমধ্যে ইন্তিকাল হয়ে যায় তাহলে তার জন্য হিজরতের সাওয়াব ও প্রতিদান অবধারিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১০৫-১০৬

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাজিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন সে অনুযায়ী যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না।"

বিচার-ফায়সালা করার ক্ষেত্রে ইনসাফ করা জরুরি। কেউ ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, মুসলিম হোক কিংবা কাফির হোক সকলের মাঝে আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী ইনসাফের সাথে ফায়সালা করতে হবে এবং খিয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বন করা যাবে না। যদি যাচাই-বাছাই করার পূর্বেই কোন খিয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বন করা হয়ে যায়। তাহলে ইস্তিগফার এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১১০-১১২

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

> "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে পাপ কামাই করবে, বস্তুত, সে নিজের বিরুদ্ধেই তা কামাই করবে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা আরোপ করে, তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করল।"

কেউ কবিরা গুনাহ করুক বা সগিরা গুনাহ করুক। আর কেউ যদি এমন গুনাহ করে যার প্রভাব অন্যদের উপরও পড়ে যেমন: অপবাদ দেওয়া কিংবা এমন গুনাহ করে যা তার নিজ সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ সকল গুনাহের প্রতিষেধক হল ইস্তিগফার ও তাওবা। তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন।

গুনাহকে নিজের শত্রু মনে কর। কেননা গুনাহের ক্ষতি গুনাহগারকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তার শাস্তিও সে নিজেই পায়। সুতরাং তাওবা করতে বিলম্ব করো না।

যে ব্যক্তি কোন ছোট কিংবা বড় গুনাহ করেছে অতঃপর তার অপবাদ কোন নিরপরাধ লোকের উপর লাগিয়ে দেয় তাহলে এটাও আরেকটি গুনাহ। প্রকৃত গুনাহও নিজের মাথার উপর এবং মিথ্যা অপবাদের গুনাহও নিজের উপর উঠিয়ে নিল। এজন্য গুনাহ করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিও না বরং তাওবা কর।

আয়াত নং—১১৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরিক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।"

কোন মুশরিক যদি তাওবা ব্যতীত মারা যায় তাহলে তার মাগফিরাতের কোন প্রকার আশা নেই। তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা মাগফিরাত থেকে

বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ।

আয়াত নং—১২৯

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কারো বিবাহে যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে এ কথা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে, আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রত্যেক আচরণের ক্ষেত্রেই সকলের সাথে সমতা বজায় রাখবে। তবে তাই বলে জুলুম করাও জায়েয নেই। যেমন কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়া এবং অপরজনকে ঝুলিয়ে রাখা। বরং সকল স্ত্রীদের সাথেই ন্যায় ও সমতা রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তারপর যেটুকু সাধ্যের বাহিরে তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১৩৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

> "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, এরপর কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করার নন।"

ঐ সকল লোক যারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়েছে কিন্তু আন্তরিকভাবে ইমান গ্রহণ করেনি এবং অবশেষে উক্ত জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তার জন্য মাগফিরাত এবং মুক্তি নেই। শুধুমাত্র বাহ্যিক মুসলমানী কোন কাজে আসবে না। এই আয়াতে ইহুদিদের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, তারা প্রথমে হজরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর ইমান এনেছে অতঃপর বাছুরের উপাসনা করে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর তাওবা করে মুমিন হয়েছে। তারপর আবার হজরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে কাফির হয়েছে। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের অস্বীকার করে কুফরীর মধ্যে আরও একধাপ অগ্রসর হয়েছে। কুফর এবং কুফরের উপর মৃত্যু মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

আয়াত নং—১৪৫-১৪৬

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

> "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর আপনি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না। তবে যারা তাওবা করে নিজেদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজেদের দীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন।"

মুসলিমদেরকে ছেড়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিফাকের দলিল। আর মুনাফিক কাফিরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাই সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর তথা ভয়াবহ স্তরে থাকবে। কিন্তু এমন পাকা মুনাফিকও যদি সত্যিকারের তাওবা করে নিজের আমল শুধরে নেয়, আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় দীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে এবং লৌকিকতা ইত্যাদি রোগ থেকে স্বীয় দীনকে পাক-পবিত্র রাখে তাহলে

তার তাওবা গ্রহণীয় এবং সে দুনিয়া ও আখিরাতে ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয়াত নং—১৪৮-১৪৯

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

> "মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো উপর জুলুম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যদি তোমরা ভাল কিছু প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান।"

কারো কোন দোষ সম্পর্কে জানা থাকলে তা মানুষের সামনে বর্ণনা করা উচিত নয়। কারণ এটা গীবত। আর গীবত করা হারাম। তবে মাজলুমের ক্ষেত্রে অবকাশ রয়েছে যে, সে জালিমের জুলুমের কথা মানুষের নিকট বর্ণনা করতে পারবে। এমতাবস্থায় গীবত নিষেধ নয়। কিন্তু তারপরেও যদি মাজলুম ব্যক্তি সবর করে এবং ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা অতি উত্তম। অন্যকে ক্ষমা করা এটা মাগফিরাতের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ। তাইতো বলা হয়—**ক্ষমা কর, তাহলে ক্ষমা পাবে।**

আয়াত নং—১৫২

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করেনি, তাদেরকে অচিরেই তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—১৫৩

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا

> "আহলে কিতাবগণ আপনার নিকট কামনা করে যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুত এরা মূসার কাছে এরচেয়েও বড় কিছু চেয়েছিল, যখন তারা বলেছিল, আমাদেরকে সামনাসামনি আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। ফলে তাদেরকে তাদের অন্যায়ের কারণে বজ্র পাকড়াও করেছিল। অতঃপর তারা বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করল, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পরও। তারপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে দিয়েছিলাম স্পষ্ট প্রমাণ।"

ইহুদিরা আবেদন করল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যেন আসমান থেকে এমন লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন যেমনটি হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত এনেছেন। এর উপর আয়াত নাজিল হয়েছে যে, ইহুদিদের স্বভাব হল যে, নবি গণের প্রতি এমন আবেদন করে কষ্ট দেওয়া। তারা তো বাছুরকে পর্যন্ত উপাস্য বানিয়েছে কিন্তু তারপরও আমি তাদেরকে একেবারে শেষ করে দেইনি বরং সামান্য কিছু শাস্তি দিয়ে মাফ করে দিয়েছি।

আয়াত নং—১৬৮

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

> "নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না।"

ঐ সকল লোক যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করেছে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ সকল গুণাবলীকেও গোপন করেছে যা তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা কুফরীও করেছে জুলুমও করেছে। তাই তাদের জন্য মাগফিরাত এবং হিদায়াত কোনটাই নেই। কারণ কুফর এবং কিতমানে হক তথা সত্যকে গোপন করা মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

সুরাতুল মায়িদা

সূরাতুল মায়িদা-এর

৩. ৯. ১২. ১৩. ১৫. ১৮. ৩৩. ৩৪. ৩৯. ৪০. ৪৫. ৬৫. ৭১. ৭৪. ৯৫. ৯৮. ১০১ ও ১১৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে জবেহ করা হয়েছে; গলা টিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু, অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে—তবে যা তোমরা জবেহ করে নিয়েছ তাছাড়া, আর যা

> মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এই আয়াতের শুরুতে হারাম বস্তুসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবে শেষের দিকে এ অবকাশ দেওয়া হয়েছে– যে ব্যক্তি অক্ষম তথা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে অসহায় ও নিরুপায় হয়ে গেছে। খাবারের জন্য কোন প্রকার হালাল বস্তু পাচ্ছে না। তাহলে এমতাবস্থায় যদি সে হারাম বস্তু খেয়ে বা পান করে জীবন বাঁচায়। শর্ত হল শুধুমাত্র প্রয়োজন তথা জীবনধারণ পরিমাণই ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করতে পারবে না এবং স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। অর্থাৎ ঐ বস্তু তো হারামই কিন্তু অক্ষমতার সময় তা খেয়ে ও পান করে জীবনধারণকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অপরাধী নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাতের একটি শান।

আয়াত নং—৯

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

> "যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

অর্থাৎ শুধুমাত্র তাদের ঐ সকল অপরাধকেই ক্ষমা করবেন না যা তাদের মানবিক দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। বরং তাদেরকে মহাপুরস্কার দ্বারাও পুরস্কৃত করবেন। ইমান ও নেক আমল মাগফিরাতের অন্যতম কারণ।

আয়াত নং—১২

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

> "আর অবশ্যই আল্লাহ বনি ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসুলদের প্রতি ইমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।"

সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, সকল নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান আনা, শত্রুর মোকাবিলায় নবি-রাসুলদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা এবং আল্লাহর রাস্তায় ইখলাসের সাথে নিজের হালাল মাল খরচ করা এগুলো সব মাগফিরাতের কারণ। বনি ইসরাইলের ১২ জন দলনেতা থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

আয়াত নং—১৩

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

> "সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। ফলে তাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদেরকে নিম্নের শাস্তিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। যথা—

» লা'নত তথা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

» কঠোর অন্তর তথা অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া। কারো অন্তর শক্ত হয়ে গেলে সেই অন্তর আর তখন ভালো কথা ও কোন প্রকার নসিহত গ্রহণ করে না।

» আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ বিকৃত করার রোগ।

» আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ থেকে কোন কোন বিধানকে একেবারে ভুলে যাওয়া।

» খিয়ানতে অভ্যস্ত হওয়া।

তবে তাদের মধ্য থেকে যে সকল অল্প সংখ্যক লোক ইমান আনবে তারা এ সকল শাস্তি এবং রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। অভিশপ্ত ইহুদিদের যেহেতু অভ্যাস হল তারা সকল কাজে তর্ক করে এবং খিয়ানত করে থাকে তাই এখন তাদের প্রতিটি কথার জবাব দেওয়া ও তাদের প্রতিটি খিয়ানতের মুখোশ উন্মোচন করা জরুরি নয়। বরং উত্তম হল তাদের সাথে তর্কে না জড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়ার পথ অবলম্বন করা। এই পদ্ধতির অনেক উপকারিতা রয়েছে।

এমনিভাবে পরবর্তীতে যখন জিহাদ ও কিতালের বিধান নাযিল হয়ে গেল

কিন্তু বর্তমানেও কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন জরুরি হয়ে পড়ে। কেননা তাদের সাথে সব বিষয়ে বিতর্ক করা স্বয়ং মুসলিমদের জন্যই ক্ষতিকর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে তাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করা এবং অতীতের কোন কথা বা কাজের জন্য তাদেরকে জবাবদেহি না করা এবং তিরস্কার না করা।

আয়াত নং—১৫

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

> "হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসুল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট সে প্রকাশ করেছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।"

অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার যে সকল বিধান গোপন করত আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ এনে সেগুলোর মধ্য হতে অধিকাংশই প্রকাশ করে দিয়েছেন। তবে কোন কোন বিধান যা এখন আর প্রয়োজন নেই তা ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে অর্থ হল কোন কোন কথার জবাব দেওয়া জরুরি নয়। সেগুলো এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। দ্বিতীয় অর্থ হল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সাথে ক্ষমা ও এড়িয়ে যাওয়ার অচরণ করবেন তোমাদেরকে খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। মোটকথা ক্ষমার বাক্যটিতে দা'ঈর দুটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

ক. অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ এড়িয়ে চলা।

খ. সাধারণত ক্ষমা ও অনুগ্রহের পথ অবলম্বন করা যতক্ষণ পর্যন্ত না কিতাল শুরু না হয়।

আয়াত নং—১৮

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে আজাব দেন? বরং তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত মানুষ, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আজাব দেন। আর আসমানসমূহ ও জমিন এবং তাদের মধ্যবর্তী যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।"

আয়াত নং—৩৩-৩৪

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আজাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআজাব। তারা ছাড়া, যারা তাওবা করে তোমরা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পূর্বে; সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অর্থাৎ ঐ সকল কাফির

যারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। আর ঐ সকল লোক যারা জমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়। এর ভেতরে সব ধরণের ফিতনাবাজ অন্তর্ভুক্ত। ইরতিদাদ তথা মুরতাদের ফিতনা, লুট-তরাজ, ডাকাতি, অন্যায় হত্যা ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। কিন্তু যদি গ্রেপ্তারের পূর্বেই কেউ সত্যিকারের তাওবা করে নেয় এবং অস্ত্র সমর্পণ করে তাহলে তার তাওবা গ্রহণীয়। তার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

আয়াত নং—৩৯

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "অতঃপর যে তার জুলুমের পর তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কোন পুরুষ কিংবা নারী যদি চুরি করে তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে তার হাত কাটা। কিন্তু সে যদি প্রকৃত তাওবা করে নেয় অর্থাৎ নিজের এই কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়, ভবিষ্যতে চুরি না করার দৃঢ় শপথ নেয় এবং চুরিকৃত মাল মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দেয়। আর যদি উক্ত মাল নষ্ট হয়ে যায় বা খরচ হয়ে যায় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দেয় অথবা মালিক থেকে মাফ করে নেয় তাহলে তার তাওবা আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সে আখিরাতে উক্ত অপরাধের কোন শাস্তি পাবে না।

আয়াত নং—৪০

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর জন্যই আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব, তিনি যাকে ইচ্ছা আজাব দেন এবং যাকে

| ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত বাদশা এবং মালিক এবং তাঁরই এই ক্ষমতা যে, তিনি যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন।

আয়াত নং—৪৫

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

> "আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করবে না, তারাই জালিম।"

কিসাস তথা প্রতিশোধ নেওয়া বৈধ। কিন্তু কেউ যদি মাফ করে দেয় তাহলে স্বয়ং তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি মাফ করে দিল সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। অপরকে মাফ করা, মাগফিরাত ও ক্ষমা পাওয়ার একটি কারণ।

আয়াত নং—৬৫

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

> "আর যদি কিতাবীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।"

আহলে কিতাবগণ যদি নিজেদের এত অধিক পাপ সত্ত্বেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত।

আয়াত নং—৭১

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

> "আর তারা ভেবেছে যে, কোন বিপর্যয় হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেছেন। অতঃপর তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা আমল করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।"

ইহুদিদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের বড় বড় অপরাধের পরেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবার তাওফিক দিয়েছেন এবং তাওবা কবুল করেছেন কিন্তু তারপরও তারা অন্ধ হয়ে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল দেখছেন এবং তাদেরকে উম্মতে মুহাম্মাদির হাতে শাস্তি দিচ্ছেন।

আয়াত নং—৭৪

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "সুতরাং তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তিন ইলাহ মান্যকারী ত্রিত্ববাদের অনুসারী খ্রিস্টানরা পাক্কা কাফির। এরা যদি নিজেদের এই ভ্রান্ত আকিদা থেকে ফিরে না আসে তাহলে তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি পেতে হবে। তবে ইস্তিগফার এবং তাওবার দরজা তাদের জন্যও উন্মুক্ত। তাওবা ও ইস্তিগফার করো আর গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু রবের মাগফিরাত ও রহমতের উপযুক্ত হয়ে যাও।

আয়াত নং—৯৫

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

> "হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না এবং যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হল যা হত্যা করেছে, তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক- উক্ত গৃহপালিত পশুটি কুরবানীর জন্তু হিসেবে কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অথবা মিসকিনকে খাবার দানের কাফ্ফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

ইহরাম অবস্থায় শিকার ধরা এবং মারা উভয়টিই হারাম। কেউ যদি শিকার ধরে তাহলে ছেড়ে দেবে। আর যদি কেউ শিকার মেরে ফেলে তাহলে তার শাস্তি হল সে নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উক্ত পশুর মূল্য নির্ধারণ করবে এবং উক্ত মূল্যের সমমূল্যের ছাগল, দুম্বা, গাভী, উট ইত্যাদি হারামের সীমায় নিয়ে জবাই করবে এবং নিজে উক্ত গোশত খাবে না। অথবা উক্ত মূল্যের খাদ্য-শস্য অভাবীদের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করবে যেন প্রত্যেক অভাবী এক সদকায়ে ফিতির পরিমাণ পায়। কিংবা অভাবীদের পরিমাণ রোজা রাখবে। এই বিধান অবতীর্ণের পূর্বে যে ব্যক্তি শিকার করেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে এমনটি করবে তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ নেবেন।

আয়াত নং—৯৮

اِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ভালো করে শুনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ যদি জবরদস্তি করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা কর তাহলে তিনি শাদিদুল ইকাব তথা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। আর ভুল-ভ্রান্তির কারণে ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে তিনি গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১০১

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

> "হে মুমিনগণ, তোমরা এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদেরকে পীড়া দেবে। আর কুরআন অবতরণ কালে যদি তোমরা সে সম্পর্কে প্রশ্ন কর তাহলে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিক প্রশ্ন করো না। অতীতে যা করেছো করেছো। তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন ভবিষ্যতে যেন এমনটি আর না হয়।

আয়াত নং—১১৮

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই

বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

আল্লাহ তা'আলা যদি কিয়ামতের দিন কোন অপরাধীকে শাস্তি দেন তাহলে এটা অবশ্যই ইনসাফ এবং হিকমত। আর যদি কাউকে মাফ করে দেন তাহলে এটা কোন দুর্বলতা কিংবা অক্ষমতার কারণে নয়।

সুরাতুল আন'আম

সূরাতুল আন'আম-এর

৫৪. ১২০. ১৪৫. ও ১৬৫ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫৪

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ইমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, তোমাদের উপর সালাম। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

যে ব্যক্তি না জেনে খারাপ কাজ করে সে মূলত গুনাহের ভয়াবহ পরিণতি না জেনে না বুঝেই গুনাহ করে। গুনাহের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে যদি পুরোপুরি ধারণা থাকত তাহলে কে আছে যে, এমন দুঃসাহস করে? মুমিনের উপর যখন একটি অস্থায়ী মূর্খতা ভর করে তখনই গুনাহ হয়ে যায়।

কিন্তু যখন সে ভাবে তখন সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেয়।

আয়াত নং—১২০

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

> "আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেওয়া হবে, তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে।"

আয়াত নং—১৪৫

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "বলুন, আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত হয়— কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

যে নিরুপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ হারাম খায় তার জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১৬৫

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জমিনের খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

সুরাতুল আ'রাফ

সূরাতুল আ'রাফ-এর

২৩. ১৪৩. ১৪৯. ১৫১. ১৫৩. ১৫৫. ১৬১. ১৬২. ১৬৭. ১৬৯ ও ১৯৯ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২৩

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> "তারা বলল, হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

এটি হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া আলাইহাস সালামের মাকবুল ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশিত জীবনের ওপর অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি ইস্তিগফার।

আয়াত নং—১৪৩

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

> "আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।"

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলেন যে, আমি নিজ চোখে আপনাকে দেখতে চাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি পাহাড় স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর তাজাল্লি দিলেন। পাহাড় তখন টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং হজরত মূসা আলাইহিস সালাম বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন তার হুঁশ আসল তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার তাসবিহাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং শোকে বিহ্বল হয়ে সাক্ষাতের যে আবেদন করেছিলেন তার জন্য তাওবা করতে লাগলেন।

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

> আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।

আয়াত নং—১৪৯

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> "আর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা তো পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তারা বলল, যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

বনী ইসরাইলের মধ্যে যে লোকেরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল তারা যখন হজরত মূসা আলাইহিস সালাম ফিরে আসার পর অনুতপ্ত হল, তাদের অন্তর থেকে ভ্রান্তির জোশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং নিজেদের এত বড় গুনাহকে দেখে তাদের জান বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম তখন তারা এই ভাষায় ইস্তিগফার করেছিলেন—

لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আয়াত নং—১৫১

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> "সে বলল, হে আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে স্বীয় কওমের নিকট ফিরে আসলেন তখন দেখতে পেলেন যে, তারা বাছুরের উপাসনায় লিপ্ত। তা দেখে হজরত মূসা আলাইহিস সালামের খুব রাগ হল। তখন তিনি তার ভাই হজরত হারুন আলাইহিস সালামের উপর রাগ করলেন। হজরত হারুন আলাইহিস সালাম নিজের আপত্তি পেশ করে বললেন যে, আমি এই কওমকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তারাতো আমার কথা শুনেইনি। বরং

উল্টো আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এখন আপনি আমার সাথে কঠোর আচরণ করে তাদের নিকট আমাকে হাসির পাত্র বানাবেন না এবং আমাকে উক্ত জালিম ও অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করবেন না। তার এই আপত্তি শুনে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের জন্য এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করলেন। এটি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত একটি কার্যকরী ইস্তিগফার—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> হে আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আয়াত নং—১৫৩

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর যারা খারাপ কাজ করল, তারপর তাওবা করল এবং ইমান আনল, নিশ্চয় আপনার রব এরপরও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আয়াত নং—১৫৫

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

> "আর মূসা নিজ কওম থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানের জন্য নির্বাচন করল। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল তখন সে বলল, হে আমার রব,

> আপনি চাইলে ইতঃপূর্বে এদের ধ্বংস করতে পারতেন এবং আমাকেও। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার কারণে কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটাতো আপনার পরীক্ষা ছাড়া কিছু না। এর মাধ্যমে যাকে চান আপনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল।"

বনী ইসরাইলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের ভুলের কারণে অনেক বড় একটি পরীক্ষা এসেছে। উক্ত পরীক্ষার সময় হজরত মূসা আলাইহিস সালাম দু'আ করেছেন এবং নিজের জন্য ও নিজের কওমের জন্য ইস্তিগফার করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত এসেছে।

এটিও কুরআনুল কারিমে বর্ণিত একটি কার্যকরী ইস্তিগফার—

أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

> আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল।

কী ছিল সেই পরীক্ষা?

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তার নিজ কওমের সত্তরজন বিশেষ ব্যক্তিকে তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম তথা কথাবার্তা শুনলেন। কিন্তু তারা বলতে লাগলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে না দেখব ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করব না। তখন তাদের উপর প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসলো এবং বিজলি চমকানো শুরু হল। তারা সব ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে মারা গেল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম অনেক পেরেশান হয়ে গেলেন। কারণ তার কওম মনে করবে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আমিই মেরে ফেলেছি। এর ফলে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম দু'আ করলেন এবং ইস্তিগফার করলেন। তখন তাদের সকলকে দ্বিতীয় বার জীবন দান করা হল। বুঝা গেল যে, সম্মিলিত সমস্যার

সমাধানও আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগ এবং ইস্তিগফার।

আয়াত নং—১৬১-১৬২

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

> "আর স্মরণ করুন, যখন তাদেরকে বলা হল, তোমরা এ জনপদে (বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে) বসবাস কর এবং বল আমাদের ক্ষমা করুন। আর অবনত মস্তকে দরজায় প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেব। অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলদের বাড়িয়ে দেব। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। ফলে আমি আসমান থেকে তাদের উপর শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা জুলুম করত।"

বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিজিত শহরে প্রবেশ করার সময় ইস্তিগফার করে প্রবেশ করতে। তাহলে এর বরকতে গুনাহ মাফ হবে এবং আরও অধিক বিজয় মিলবে। কিন্তু তারা এই নির্দেশ অমান্য করেছে। তখন আসমান থেকে তাদের উপর আজাব নাজিল হয়েছে।

আয়াত নং—১৬৭

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর যখন তোমার রব ঘোষণা দিলেন, অবশ্যই তিনি তাদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে আস্বাদন করাবে নিকৃষ্ট আজাব। নিশ্চয় তোমার রব আজাব প্রদানে খুব দ্রুত এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম

| দয়ালু।"

ইহুদিদেরকে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা "সারীউল ইকাব" তথা দ্রুত শাস্তিদানকারী। তোমরা যদি অবাধ্যতায় লিপ্ত থাক তাহলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর এমন ব্যক্তিকে চাপিয়ে দিতে থাকবেন। যে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমরা যখনই অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসবে তখনই তোমাদের মাগফিরাত এবং রহমত নসিব হবে। যে যত বড় অপরাধীই হোক না কেন যখন অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে তখনই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং রহমত আসতে একটুও বিলম্ব হবে না।

আয়াত নং—১৬৯

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"অতঃপর তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এমন বংশধর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এ নগণ্য (দুনিয়ার) সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, শীঘ্রই আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। বস্তুত যদি তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তাদের নিকট আসে তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবে না? আর তারা এতে যা পাঠ করেছে এবং আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা কি বুঝ না?"

এই আয়াতে ঐ সকল অপদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে, যারা অপরাধ থেকে ফিরে আসে না। তাওবা-ইস্তিগফার করে না। কিন্তু তথাপিও বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এমন লোকদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত

মাগফিরাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার তাওবা না করবে।

আয়াত নং—১৯৯

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

> "আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন এবং ভালো কাজের আদেশ দিন। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাকুন।"

অর্থাৎ ক্ষমা ও অনুগ্রহের অভ্যাস করুন। কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে থাকুন। মানুষের জন্য সহজ করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

> মানুষের উপর সহজ কর কঠিন করো না।[১]

হজরত জিবরীল আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন—

وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

> যে আপনার উপর জুলুম করেছে আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

কোন কোন সালাফ বলেছেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "মাকারিমে আখলাক তথা উত্তম চরিত্র" শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআনুল কারিমে মাকারিমে আখলাক তথা উত্তম চরিত্রের উপর এরচেয়ে অধিক ব্যাপক আয়াত আর কোনটাই নেই।

ক. ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সহজ করার অভ্যাস করা।

খ. ভালো কাজের আদেশ এবং দাওয়াত। আর ভালো কাজ হল সে সকল কাজ যেগুলোকে শরীয়াত গ্রহণ করে এবং বিবেক পছন্দ করে।

গ. মূর্খ লোকদের থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ তাদের মূর্খতার জবাব মূর্খতা দিয়ে না দেওয়া। তাদের সাথে তর্ক না করা এবং তাদের সাথে

[১]. সহিহ বুখারী: হাদিস নং- ৬৯; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং- ১৭৩৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং- ১২৩৩৩

চলাফেরায় ধৈর্য্য অবলম্বন করা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

> ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে দান কর যে তোমাকে বঞ্চিত করে এবং তাকে মাফ কর যে তোমার উপর জুলুম করে।[২]

[২]. মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং- ১৭৩৩৪

সুরাতুল আনফাল

সুরাতুল আনফাল-এর

৪. ২৯. ৩৩. ৩৮. ৬৯. ৭০ ও ৭৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৪

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> "তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।"

গনিমতের মাল নিয়ে ঝগড়া করো না। আর এমন পাক্কা মুমিন হও যে সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। পরস্পরে সৎ ও কল্যাণকামিতার সাথে চলাফেরা করবে। সামান্য বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করো না। নিজের আগ্রহ ও নিজের মতামতের উপর নয় বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের উপর চলবে। আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও বিধান শুনে তার ইমান ও ইয়াকিন মজবুত হবে। নামাজের পরিপূর্ণ পাবন্দী করবে। সকল কাজে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করবে। তাঁর নামেই ধন-সম্পদ খরচ করবে। এমন ইমানদারদের জন্য অনেক বড় মর্যাদা, মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিজিকের ওয়াদা।

আয়াত নং—২৯

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

> "হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফায়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"

ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির জন্যে আল্লাহ তা'আলার বিধান লঙ্ঘন করো না। যে সম্পদ ও সন্তানের উপর আল্লাহ তা'আলার বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে তাকওয়া অবলম্বন করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা বিচারিক ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ক্ষমা ও মাগফিরাত দান করবেন।

আয়াত নং—৩৩

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

> "আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আজাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আজাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।"

মক্কাবাসীরা বলত যে, হে আল্লাহ! দীন ইসলাম যদি সত্যিই হয় তাহলে আমাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে ভয়াবহ আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিন। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, আজাবের জন্য দুটি বস্তু প্রতিবন্ধক। এক হল রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র উপস্থিতি। আর দ্বিতীয় হল কিছু লোকের ইস্তিগফার। মক্কাবাসীরা তাওয়াফের মধ্যে গুফরানাকা গুফরানাকা তথা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন বলত। অথবা মক্কায় যে সকল দুর্বল মুসলমান বিদ্যমান ছিল তারা ইস্তিগফার করতেন। গুনাহগার যখন যখন অনুতপ্ত হয়

তখন তাদেরকে পাকড়াও করা হয় না। যদিও অনেক বড় বড় পাপই হোক না কেন।

আয়াত নং—৩৮

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

> "যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনরায় করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো গত হয়েছে।"

অর্থাৎ কাফিররা যদি ইসলামের শত্রুতা ও কুফরী থেকে ফিরে আসে তাহলে তাদের পেছনের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

আয়াত নং—৬৯

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "অতএব তোমরা যে গনিমত পেয়েছ, তা থেকে হালাল পবিত্র হিসেবে খাও, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, গনিমতের মাল নিয়ে ঝগড়া করা উচিত নয় এবং বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে না দেওয়া উচিত নয়। এজন্য মুসলমানরা অনেক ভয় পেয়েছে যে, এখন আমরা গনিমতের মালের মধ্যে এবং মুক্তিপণের মালের মধ্যে হাত লাগাতে পারব না। তখন ইরশাদ হয়েছে যে, যা হালাল ও পবিত্র (গনিমতের মাল ও মুক্তিপণের মাল) তোমরা পেয়েছ তা খাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তোমাদের নিয়ত যেহেতু ভাল ছিল তাই আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমাদের ঐ সকল ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আয়াত নং—৭০

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "হে নবি , তোমাদের হাতে যে সব যুদ্ধবন্দি আছে, তাদেরকে বলে দাও, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে কোন কল্যাণ আছে বলে জানেন, তাহলে তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দি হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ঘোষণা—তোমাদের অন্তরে যদি বাস্তবেই ইমান এবং কোন কল্যাণ থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুক্তিপণ হিসেবে প্রদত্ত সম্পদের চেয়ে অধিক সম্পদ এবং তাঁর মাগফিরাত দান করবেন।

কোন কোন বন্দি বলেছিল যে, আমাদেরকে কুরাইশের কাফেলায় বাধ্য করে নিয়ে আসা হয়েছে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার নিয়ত আমাদের ছিল না। অথবা আমরা তো পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলাম। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি বাস্তবেই মুসলমান হয়ে থাক কিংবা মুসলমান হয়ে যাবে তাহলে দুনিয়াতে সম্পদও মিলবে এবং মাগফিরাত ও রহমতও মিলবে। (মাগফিরাতের শর্ত হল ইমান)।

আয়াত নং—৭৪

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> "আর যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।"

ইলা-মাগফিরাহ

ইমান, হিজরত, জিহাদ ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এ সবই মাগফিরাতের কারণ।

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।

সুরাতুত-তাওবাহ

সুরাতুত-তাওবাহ-এর

৩. ৫. ১১. ১৫. ২৭. ৪৩. ৬৬. ৭৪. ৮০. ৯১. ১০২. ১০৩. ১০৪. ১০৬. ১১২. ১১৩. ১১৪. ১১৭. ১১৮ ও ১৬২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩

وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"আর মহান হজের দিন (জিলহজের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন) মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও।"

আয়াত নং—৫

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে পাকড়াও করো, তাদেরকে অবরোধ করো এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাকো। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর জাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

যখন নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো, গ্রেপ্তার করো ও ঘেরাও করো এবং তাদেরকে কঠিনভাবে আঘাত কর যেন তাদের কেউ বেঁচে না থাকে। কিন্তু তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে যার বড় নিদর্শন হল সালাত আদায় করা এবং জাকাত প্রদান করা। তখন মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে লড়াই করার এবং তাদেরকে হত্যা করার ও গ্রেপ্তার করার কোন অধিকার নেই।

আয়াত নং—১১

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

> "অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত আদায় করে এবং জাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য যারা জানে না।"

এমন প্রচণ্ড শত্রুতা, জুলুম ও অপরাধ করা সত্ত্বেও যদি এই মুশরিকরা

তাদের কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে নেয়। আর সত্যিকার তাওবার নিদর্শন প্রকাশ করে তথা সালাত এবং জাকাতের যথাযথ গুরুত্বারোপ করে তাহলে তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্মানজনক অংশে পরিণত হবে। তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ঐ সকল অধিকারও পাবে যা একজন পুরাতন মুসলমান পেয়ে থাকে।

আয়াত নং—১৫

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

> "আর তাদের অন্তরসমূহের ক্রোধ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

মুসলমান যখন আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করে তখন এই বরকতময় আমলের অসংখ্য উপকারীতা প্রকাশ পায়। এই আয়াত ও তার পূর্বের আয়াতে ছয়টি উপকারিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে ষষ্ঠ উপকারিতা হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বরকতে অনেক কাফির এবং অপরাধী তাওবা অভিমুখী হয়ে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে চিরস্থায়ী ব্যর্থতা থেকে বেঁচে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। অর্থাৎ মুসলমানদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বরকতে অনেক কাফিরের সত্যিকারের তাওবার সুযোগ হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এমনটাই হয়েছে। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে গোটা আরব খাঁটি অন্তরে ইসলামে প্রবেশ করেছে। জিহাদ কুফরের অহংকারকে চূর্ণ করে। তখন তাওবার পথ খোলে।

আয়াত নং—২৭

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "এরপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা তাদের তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বরকতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর নুসরাত অবতীর্ণ হয়। সাকিনা নাজিল হয়। কাফিরদের শাস্তি হয়। এর দ্বারা কাফিররা তাওবা অভিমুখী হয় এবং তাদের মধ্য থেকে অনেকেরই সত্যিকারের তাওবা নসিব হয়।

আয়াত নং- ৪৩

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

> "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে, যতক্ষণ না তোমার কাছে স্পষ্ট হয় তারা যারা সত্য বলেছে এবং তুমি জেনে নাও মিথ্যাবাদীদেরকে।"

তাবুকের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা মিথ্যা উজর বর্ণনা করে মদিনায় থেকে যাওয়ার এবং জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি চাইলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেও না দেখে অনুমতি দিয়ে দিতেন। কেননা তারা সাথে গেলে মুসলমানদের ক্ষতিই হবে। এর উপর বলা হয়েছে যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি অনুমতি না দিতেন তাহলে ভাল ছিল। তাহলে তাদের নিফাক প্রকাশ হয়ে যেত। তারা তো কোন অবস্থাতেই যেত না। যখন ছুটি না পাওয়া সত্ত্বেও তারা ঘরে বসে থাকত, তখন তাদের মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যেত।

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ

> "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে।

আয়াতের এই বাক্য থেকে অনুমান করুন ক্ষমা এবং মাগফিরাত কত পছন্দনীয় এবং মহান নিয়ামত যে, তাঁর প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধনের শুরুতেই ক্ষমার শব্দ দ্বারা অন্তরের আনন্দ দান করেছেন।

আয়াত নং—৬৬

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

> "তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ইমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আজাব দেব। কারণ তারা হচ্ছে অপরাধী।"

অর্থাৎ মিথ্যা বাহানায় কাজ হবে না। তোমাদের নিফাক এবং দীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। হ্যাঁ! তবে তোমাদের মধ্যে যারা তাওবা করবে এবং নিফাক ছেড়ে সঠিক ইমানের উপর আসবে সে এখনো ক্ষমা পাবে।

আয়াত নং—৭৪

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

> "তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা বলেনি, অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে। আর মনস্থ করেছে এমন কিছুর যা তারা পায়নি। আর তারা একমাত্র এ কারণেই দোষারোপ করেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এরপর যদি তারা তাওবা করে, তবে তা হবে তাদের জন্য উত্তম, আর যদি তারা বিমুখ হয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক আজাব দেবেন, আর তাদের জন্য জমিনে নেই কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী।"

মুনাফিকরা কুফরি কথাও বলেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহিদ করার চেষ্টাও করেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহের কারণেই আজ এরা ভাল অবস্থায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর এ সকল অপরাধ সত্ত্বেও তারা যদি তাওবা করে নেয়, তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম। আর না হয় দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হবে এবং আল্লাহর আজাব থেকে তাদেরকে কেও বাঁচাতে পারবে না। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, 'জুলাস' নামক এক ব্যক্তি এই আয়াত শুনে খাঁটি অন্তরে তাওবা করেছে এবং তার বাকি জীবন ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

আয়াত নং—৮০

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

> "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়াত দেন না।"

মুনাফিকদের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতবারই ইস্তিগফার করুক, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারা মাগফিরাত পাবে না। কেননা তারা তাদের কুফরের উপর অটল রয়েছে।

আয়াত নং—৯১

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن

سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "কোন দোষ নেই দুর্বলদের উপর, অসুস্থদের উপর ও যারা দান করার মত কিছু পায় না তাদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকর্মশীলদের উপর (অভিযোগের) কোন পথ নেই, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

যে ব্যক্তি বাস্তবেই দুর্বল, অসুস্থ, অক্ষম কিংবা দরিদ্র এবং এই বাস্তব সমস্যার কারণে জিহাদে যেতে পারছে না এবং বাড়িতে থেকে কোন প্রকার মন্দ আচরণ করে না যেমনঃ অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো কিংবা জিহাদে গমণকারীদের নিরুৎসাহিত করা। এমন লোকদের জন্য কোন গুনাহ নেই বরং ক্ষমা ও মাগফিরাত রয়েছে।

আয়াত নং—১০২

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

একদিকে ঐ সকল মুনাফিকরা যারা তাদের অপরাধকে নিফাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং নিজেদের নিফাকের উপর কঠিনভাবে অটল থাকে। এমন লোকেরা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু অপর দিকে ঐ সকল মুসলমান যারা নেক আমলও করে আবার তাদের থেকে কিছু মন্দ কাজ এবং ভুল-ভ্রান্তিও হয়ে যায়। তবে তারা স্বীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তা স্বীকার করে। যেমনঃ ঐ সকল মুসলমান যারা নিফাকের কারণে নয় বরং অলসতার কারণেই তাবুকের যুদ্ধে যায়নি। পরে তাদের এই ভুলের জন্য অনুতপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিজেকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছে। তাদের অতীতে অনেক নেক আমলও ছিল। যেমনঃ

পূর্বের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ। এই আয়াতে এমন মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন।

এই আয়াতে ঐ মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সুসংবাদ যারা নেক আমল করে তবে তাদের থেকে কিছু গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তিও হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের গুনাহকে বৈধ মনে করে না এবং উক্ত গুনাহের উপর অটলও থাকে না। বরং তাদের অন্তর এটা স্বীকার করে যে, আমার থেকে বাস্তবেই ভুল হয়ে গেছে। এর জন্য সে তাওবা-ইস্তিগফার করে এবং এর জন্য সদকা করে পবিত্রতা অর্জন করে।

আয়াত নং—১০৩

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

> "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

সাদাকা মানুষকে গুনাহের ক্ষতি থেকে পাক-পবিত্র করে এবং ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত বৃদ্ধি করে। আর ঐ যুগে তো সাদাকার সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আও পাওয়া যেত। যার মধ্যে সাদাকা গ্রহণকারীদের জন্য অনেক সুখ ও প্রশান্তির ব্যাপার ছিল। বর্তমানেও মুসলমান নেতৃবৃন্দের উচিত সাদাকা গ্রহণকারী মুসলমানদের জন্য দু'আ করা।

তাওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ এর উপর শাস্তি ও জবাবদিহিতা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু সম্ভবত গুনাহের স্বভাবজাত প্রভাব ও ক্ষতি কিছুটা হলেও অবশিষ্ট থেকে যায়। যা সাধারণ নেক আমলের দ্বারা বিশেষভাবে সাদাকা করার মাধ্যমে বিদূরিত হয়।

আয়াত নং—১০৪

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> "তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদাকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

ইমানদারদের জন্য সুসংবাদ, তাওবা ও সাদাকার গুরুত্বারোপ। কোন কোন লোকের তাওবা এবং সাদাকা কবুল না হওয়ার কারণ।

কত বড় অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদাকাও কবুল করেন। পাক-পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির এই উভয় দরজাই সর্বদা খোলা রেখেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা 'আত-তাওয়্যাব' তথা তাওবা কবুলকারী এবং 'আর-রাহিম' তথা পরম দয়ালু। দ্বিতীয় ইশারা হল তাওবা ও সাদাকা কবুল করা, এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন এবং তিনিই জানেন যে, কার তাওবা প্রকৃত তাওবা এবং কার সাদাকা একনিষ্ঠ। এজন্য মুনাফিকদের তাওবা ও তাদের সাদাকা গ্রহণযোগ্য নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

আয়াত নং—১০৬

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

> "আর আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় অপর কিছু লোকের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়া হল। তিনি তাদেরকে আজাব দেবেন নয়তো তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়া কিছু মুসলমান যারা তাদের অবস্থা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বর্ণনা করেছে। এরা ছিল মোট তিনজন। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের বিষয়টি আপাতত স্থগিত। যার ফলে এই

ব্যক্তিদের সাথে মুসলমানগণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পরে তাদের তাওবা কবুল হয়েছে।

আয়াত নং—১১২

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

> "তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাজতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"

ঐ সকল মুখলিস এবং মুজাহিদ ইমানদারগণ যাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আর তাদের জন্য অনেক বড় সফলতার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদের অনেক গুণের মধ্যে প্রথম গুণ হল তারা তাওবাকারী।

আয়াত নং—১১৩-১১৪

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

> "নবি ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী। নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু,

> সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহিম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল।"

মুসলমানদের জন্য একদমই জায়েজ নেই যে, ঐ মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা যারা শিরকে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। চাই তারা তাদের অনেক নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টি মূলত তিনি তাঁর পিতার সাথে এ বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এটা আল্লাহ তা'আলার দুশমন তখন তার জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দেন।

আয়াত নং—১১৭-১১৮

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> "অবশ্যই আল্লাহ নবি , মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। আর সে তিন জনের (তাওবা কবুল করলেন), যাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিকট তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আর তারা নিশ্চিত বুজেছিল যে, আল্লাহর আজাব থেকে তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবা কবুল করলেন, যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়

| আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওবার বৃষ্টি। তাওবা তথা বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, বিশেষ তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ।

তাবুকের যুদ্ধের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও তাঁর ঐ সকল সঙ্গী-সাথীদের উপর যারা এমন কঠিন মুহূর্তেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার তাওবা তথা বিশেষ অনুগ্রহের ফসল ছিল যে, তারা এমতাবস্থায়ও দৃঢ়পদ ছিল।

অতঃপর ঐ তিন সাহাবীরও তাওবা কবুল হয়ে গেল যাদের বিষয়টি স্থগিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাওবা তথা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এই অনুগ্রহের ফলে তারা প্রকৃত তাওবা করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুলকারী। এই দুই আয়াতে তাওবা শব্দটি তার নিজস্ব জ্যোতি ও অর্থের সাথে সমুজ্জ্বলভাবে আলোকিত হয়ে এসেছে।

সম্মানীত পাঠকদেরকে এই দুই আয়াতে বর্ণিত তিন সাহাবীর তাওবার ঘটনাটি অন্য কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে পাঠ করে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

আয়াত নং—১২৬

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

> "তারা (মুনাফিকরা) কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর এক বার কিংবা দু'বার বিপদগ্রস্ত হয়? এরপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।"

পরীক্ষা তো এজন্য আসে যে, বান্দার অন্তর কোমল হবে এবং তাওবা ও নেক কাজের প্রতি মনোযোগী হবে। কিন্তু যাদের অন্তরে পুরোপুরিভাবে নিফাক ঝেঁকে বসেছে তাকে বার বার পরীক্ষা করা সত্ত্বেও তাওবার তাওফিক হয় না। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

সুরা ইউনুস

সুরা ইউনুস-এর

৯০. ৯১. ৯৮ ও ১০৭ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৯০-৯১

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

> "আর আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, আমি ইমান এনেছি যে, সে সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যার প্রতি বনি ইসরাইল ইমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এখন অথচ ইতঃপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছ, আর তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

ফির'আউন তার বাহিনী নিয়ে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর কওমের পিছু ধাওয়া করল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর

কওমকে আল্লাহ তা'আলা সমুদ্র পার করে দিলেন। কিন্তু ফির'আউন এবং তার বাহিনী যখন সমুদ্রের মাঝখানে পৌছল তখন পানি মিলে গেল এবং তারা সবাই ডুবে যেতে লাগল। ঐ সময় ফির'আউন জীবন বাঁচানোর জন্য ইমানের স্বীকারোক্তি দিল। তাকে বলা হয়েছে যে, গোটা জীবন নাফরমানী করে এখন আজাব দেখে তাওবা করে, ইমান আনছো? এমন তাওবা আর এমন ইমান গ্রহণযোগ্য নয়। রূহ বের হওয়ার সময় এবং আজাব দেখার পর যে ইমান আনা হয় সেই ইমান গ্রহণযোগ্য নয়।

আয়াত নং—৯৮

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

> "সুতরাং কেন হল না এমন এক জনপদ, যে ইমান এনেছে এবং তার ইমান তার উপকারে এসেছে? তবে ইউনুসের কওম ছাড়া যখন তারা ইমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আজাব সরিয়ে দিলাম এবং আমি তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম।"

খোদায়ী আজাবের নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর কোন কওমের এমন ইমান গ্রহণের অবকাশ হয়নি যা আজাবকে টলাতে পারে। তবে হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম আজাবের নিদর্শন দেখে খাঁটি অন্তরে ইমান গ্রহণ করে ফেলেছে। তাদের ইমানের কারণে তারা খোদায়ী আজাব থেকে বেঁচে গেছে।

আয়াত নং—১০৭

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ

চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"

আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ টলাতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা যার উপর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ করতে চান তাহলে কারও শক্তি নেই যে, তাকে বঞ্চিত করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ করেন এবং উক্ত বান্দার গুনাহসমূহও ক্ষমা করে দেন।

সুরা হুদ

সুরা হুদ-এর

৩. ১১. ৪১. ৪৭. ৫২. ৬১. ৭৫. ৮৮. ৯০. ও ১১২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

> "আর তোমরা তাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর (ক্ষমা চাও)। তারপর তার কাছে তাওবা কর (ফিরে যাও), (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের আজাবের ভয় করছি।"

এই আয়াতে ইস্তিগফারের কয়েকটি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন: দুনিয়াতে নিরাপত্তা ও আত্মিক প্রশান্তির জীবন। আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া। নেক আমল কবুল হওয়া এবং তার উপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করা। নিশ্চয়

তাওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দান করা নি'আমতসমূহ এবং মর্যাদাসমূহের হেফাজত হয়ে থাকে।

আয়াত নং—১১

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

> "তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।"

আল্লাহ তা'আলার যে বান্দা কষ্ট ও বিপদের সময় সবর তথা ধৈর্যধারণ করে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার এবং খুশি ও আনন্দের সময় শুকরিয়া আদায় ও নেক আমল করে, সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমতের পুরস্কার লাভ করে থাকে। কষ্টের সময় সবর তথা ধৈর্য এবং সুখের সময় নেক আমল হল মাগফিরাতের অন্যতম কারণ।

আয়াত নং—৪১

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর সে বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

হজরত নূহ আলাইহিস সালাম তার সাথীদেরকে বললেন– আল্লাহ তা'আলার নামে নৌকায় আরোহণ কর। কোন চিন্তা করো না। এর চলা এবং থামা সবই আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং তাঁর নামের বরকতে হবে। ডুবে যাওয়ার কোন ভয় নেই। আমার রব মুমিনদের অপরাধসমূহ ক্ষমাকারী এবং তাদের উপর অত্যন্ত দয়াশীল।

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

যে কোন নৌযানে আরোহণকালে বিসমিল্লাহ কিংবা এই আয়াত পড়া উচিত।

আয়াত নং—৪৭

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

> "সে বলল, হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"

তুফানের সময় হজরত নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করলেন যে, সেও আমার পরিবারভুক্ত। আর আপনি আমার পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর ওয়াদা করেছেন। এর উপর নির্দেশ আসল যে, হে নূহ! সে আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাকে আমি বাঁচানোর ওয়াদা করেছি। তার আমল খারাপ। (সে কুফর-শিরকে লিপ্ত)। সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে দরখাস্ত করা উচিত নয়। তখন হজরত নূহ আলাইহিস সালাম কেঁপে উঠলেন এবং সাথে সাথে তাওবা করলেন। এটিও কুরআনুল কারিমে বর্ণিত একটি কার্যকরী ইস্তিগফার—

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

> হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

আয়াত নং—৫২

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

> "হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও

> অতঃপর তার কাছে তাওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না।"

তাওবা-ইস্তিগফারের বরকতে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যাবে। অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। আর্থিক ও শারীরিক, আত্মিক ও ইমানী শক্তি, ব্যক্তিগত ও বংশীয় শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

আয়াত নং—৬১

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

> "আর সামূদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে, সাড়াদানকারী।"

হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম নিজ জাতিকে ইস্তিগফার এবং তাওবার দাওয়াত দিলেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে তাওবা ও ফিরে আসার জন্য ডাকলেন এবং সাথে সাথে এ কথাও বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত নিকটে এবং প্রতিটি কথা ভালোভাবেই শুনেন এবং সঠিক অন্তরে যে তাওবা-ইস্তিগফার করা হয় তা শুনে কবুল করেন।

আয়াত নং—৭৫

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ

> "নিশ্চয় ইবরাহিম অত্যন্ত সহনশীল, অধিক অনুনয় বিনয়কারী, আল্লাহমুখী।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেন। যথা—

ক. হালিম তথা সহনশীল। অর্থাৎ মন্দ আচরণকারীদের থেকে দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী নয়। কষ্টদাতাদের কষ্ট সহ্যকারী। নিজের অবাধ্যতাকারীদের প্রতি ক্ষমাকারী।

খ. আউয়্যাহ তথা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত।

গ. মুনিব তথা তাওবাকারী। আল্লাহ তা'আলার দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনকারী।

আয়াত নং—৮৮

قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

> "সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিজক দান করে থাকেন (তাহলে কি করে আমি আমার দায়িত্ব পরিত্যাগ করব)! যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তাওফিক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।"

হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম স্বীয় জাতিকে বললেন যে, আমি তোমাদের সংশোধন চাই। আমার এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর এ কাজে আমার সফলতা মিলবে কিনা সবই আল্লাহ তা'আলার হাতে। আমি তাঁরই তাওফিকে দাওয়াত দেই। তাঁরই শক্তির উপর ভরসা রাখি এবং সকল বিষয়ে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। 'আনাবাত' বলা হয় আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ও তাওবা করাকে। দীনের দা'ঈদের জন্য এই গুণ এবং এই চিন্তা অত্যন্ত জরুরী। হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের এই বরকতময় বাক্য যা কুরআনুল কারিমে বর্ণনা করা হয়েছে। দীনদার মুসলিম ও দীনের দা'ঈদের জন্য অনেক বড় দু'আ এবং তাওবার তাওফিকের ভাণ্ডার স্বরূপ।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

> আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তাওফিক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।

আয়াত নং—৯০

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

> "আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, অতীব ভালোবাসা পোষণকারী।"

হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম স্বীয় জাতিকে তাওবা ও ইস্তিগফারের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা রাহিম তথা পরম দয়ালু এবং ওয়াদূদ তথা অতীব ভালোবাসা পোষণকারী। যত বড় এবং পুরাতন পাপীই হোক না কেন যখন খাঁটি অন্তরে তাঁর দরবারে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাঁর নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন, বরং ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে নেন।

আয়াত নং—১১২

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> "সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ সেভাবে তুমি ও তোমার সাথী যারা তাওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছ নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঐ সকল লোক যারা তাওবা করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহ তা'আলার দীন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকা।

সুরা ইউসুফ

সুরা ইউসুফ-এর

২৯. ৫৩. ৯২. ৯৭ ও ৯৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২৯

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَاۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

> "ইউসুফ, তুমি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাও, আর (হে নারী) তুমি তোমার পাপের জন্য ইস্তিগফার কর। নিশ্চয় তুমিই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।"

আযীযে মিশর তথা মিশরের বাদশাহ তার স্ত্রীকে বললেন যে, তুমিই অপরাধী। সুতরাং নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও।

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ

> তুমি তোমার পাপের জন্য ইস্তিগফার কর।

ক্ষমা চাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়া অথবা হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট ক্ষমা চাওয়া।

আয়াত নং—৫৩

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"(হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন) আমি আমার নফসকে পবিত্র মনে করি না, নিশ্চয় নফস মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

অর্থাৎ মানুষের নফস সাধারণত মানুষকে মন্দের দিকেই প্ররোচিত করে থাকে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং সাহায্যই নফসকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আমিও আমার যে পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করেছি এগুলো সবই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তাওফিক ও অনুগ্রহের ফলে।

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাক্যটি দ্বারা ইশারা করেছেন যে, নফসে আম্মারা তথা অবাধ্য নফস যখন তাওবা করে নফসে লাওয়্যামাহ তথা আনুগত্যশীল নফসে পরিণত হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা তখন তার পেছনের ভুল-ভ্রান্তি ও পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। বরং একটু একটু করে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে তাকে নফসে মুতমাইন্নাহ তথা প্রশান্ত নফসের মর্যাদায় উন্নীত করেন।

আয়াত নং—৯২

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"সে বলল, আজ তোমাদের উপর কোন ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু।"

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন নিজেদের ভুল স্বীকার

করে অনুতপ্ত হল তখন হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করলেন।

আয়াত নং—৯৭

قَالُوا يَاأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ

> "তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী।"

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাদের সম্মানিত পিতার নিকট তাদের জন্য ইস্তিগফারের দরখাস্ত করলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে আল্লাহ তা'আলার থেকে আমাদের গুনাহ ক্ষমা করান। আমাদের থেকে অনেক বড় গুনাহ হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হল– প্রথমে আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, অতঃপর পরিচ্ছন্ন মনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন।

বুঝা গেল যে, নিজের থেকে বড় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিদের দ্বারা নিজের জন্য ইস্তিগফার করানো উচিত। তবে শর্ত হল—নিজের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হতে হবে এবং নিজেও ইস্তিগফার করতে হবে।

আয়াত নং—৯৮

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "সে বলল, অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার পুত্রদের সাথে ওয়াদা করলেন—আমি অচিরেই তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। অর্থাৎ কবুলিয়াতের সময় ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল—জুমার রাত অথবা তাহাজ্জুদের সময়। বুঝা গেল—এই সময়গুলোতে নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য ইস্তিগফারের গুরুত্বারোপ করা উচিত।

সুরা রা'আদ

সুরা রা'আদ-এর

৬. ২৭ ও ৩০ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৬

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

> "আর তারা আপনার নিকট মঙ্গলের পরিবর্তে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করে, অথচ তাদের পূর্বে অনেক (অনুরূপ লোকদের) শাস্তি গত হয়েছে। আর নিশ্চয় তোমার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের জুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা।"

এই কাফিররা রাগ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বলে যে, আমরা ইমান আনব না। আমাদের উপর দ্রুত শাস্তি নিয়ে আসো। অথচ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর শাস্তির ঘটনা তাদের সম্মুখে বিদ্যমান। তথাপিও শাস্তি অবতীর্ণ করা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষের গুনাহ ও অপরাধ ক্ষমাকারী। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার এই গুণটিই আজাবকে বাধা দিয়ে

রেখেছে। তবে জুলুম-অত্যাচার ও পাপের ধারাবাহিকতা যখন সীমাতিরিক্ত বেড়ে যায় তখন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতাও বটে।

আয়াত নং—২৭

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

> "আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাজিল হয় না? বল, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি তাঁর দিকে পথ দেখান।"

হিদায়াত সে-ই পায় যে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। হিদায়াত নৈকট্যশীলদের জন্য।

আয়াত নং—৩০

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

> "এমনিভাবে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির নিকট, যার পূর্বে অনেক জাতি গত হয়েছে, যেন আমি আপনার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি, তা তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন। অথচ তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বলুন, তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।"

সুরা ইবরাহিম

সুরা ইবরাহিম-এর

১০. ৩৬ ও ৪১ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১০

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

> "তাদের রাসুলগণ বলেছিল, আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন। তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত করত, তা থেকে ফিরাতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস।"

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ডাকছেন যে, তোমাদেরকে মাগফিরাত দান

করব এবং তোমাদেরকে দুনিয়ার এই আজাব থেকেও বাঁচাব যা কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর নাজিল হয়।

আয়াত নং—৩৬

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "হে আমার রব, নিশ্চয় এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে, নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দু'আ করেছেন—হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিসমূহ থেকে বাঁচান। এই মূর্তি ও প্রতীমাসমূহ অনেক লোকের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ। হে আল্লাহ! তাদের মধ্য হতে যে বিশুদ্ধ তাওহিদের উপর চলে এসেছে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার কথা মানেনি, আপনি তো গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহে তাদের তাওবার তাওফিক দিতে পারেন।

আয়াত নং—৪১

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

> "হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।"

নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতার জন্য ও সকল ইমানদারের জন্য ইস্তিগফার করা। এই দু'আ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম করেছেন। তবে তিনি পরবর্তীতে তাঁর পিতার জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছেন।

সুরা হিজর

সুরা হিজর-এর

৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৪৯-৫০

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

> "আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার আজাবই যন্ত্রণাদায়ক আজাব।"

এটা অনেক বড় সুসংবাদ যে, গুনাহগারদেরকেও নিজের বান্দা আখ্যা দিয়ে স্বীয় মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেন তারা তাওবা করে বাস্তবেও আল্লাহ তা'আলার বান্দা হয়ে যায়।

সুরাতুন নাহল

সূরাতুন-নাহল-এর

১৮. ১১০. ১১৫ ও ১১৯ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৮

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা কর, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

অর্থাৎ তোমাদের এত গুনাহ ও পাপ-পঙ্কিলতা সত্ত্বেও ক্ষমা ও অনুগ্রহ করে স্বীয় নি'আমতসমূহ দান করেন। অথবা উদ্দেশ্য হল– আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহ অসংখ্য। তাঁর নি'আমতের পুরোপুরি শুকরিয়া তোমরা আদায় করতে পারবে না। সুতরাং শুকরিয়া আদায়ে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন এবং এই সামান্য শুকরিয়ার উপর অনেক বেশি প্রতিদান দান করেন। অথবা যে ব্যক্তি নাশুকরি থেকে তাওবা করে শুকরগুজার হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে মাগফিরাত ও রহমত দান করেন।

আয়াত নং—১১০

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তারপর তোমার রব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং সবর করেছে, এ সবের পর তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফিররা প্রচণ্ড জুলুম-অত্যাচার করেছে এবং তাদেরকে কুফরী বাক্য উচ্চারণে বাধ্য হয়ে করেছে। কোন কোন মুসলমান বাধ্য হয়ে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করেছে। তারপর তারা হিজরত করেছে, জিহাদ করেছে এবং অনেক দৃঢ়তার সাথে ইসলামের উপর অটল ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তাদের পেছনের ভুল-ভ্রান্তি মাফ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত নসিবহয়েছে। সাথে সাথে এটাও বুঝা গেল যে, হিজরত ও জিহাদ মাগফিরাতের কারণ।

আয়াত নং—১১৫

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে জন্তুর জবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

অর্থাৎ বাস্তবিক অক্ষমতাও মাগফিরাতের কারণসমূহের অন্যতম।

আয়াত নং—১১৯

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তারপর নিশ্চয় তোমার রব তাদের জন্য, যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। নিশ্চয় তোমার রব এসবের পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাওবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা। মহান অনুগ্রহ ও দয়া। অজ্ঞাতসারে বলা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ যে গুনাহ ও নাফরমানিই করে চাই তা জেনে-বুঝেই করুক মূলত তা আকলহীন ও অজ্ঞ হয়েই করে। যখন বান্দা তাওবা করে নেয় এবং নেক আমলে লিপ্ত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। চাই তা যত মারাত্মক গুনাহই হোক না কেন।

সুরা বনি ইসরাইল

সুরা বনি ইসরাইল-এর

২৫ ও ৪৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২৫

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

> "তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।"

অর্থাৎ পিতা-মাতার সম্মান, তাদের খিদমত এবং তাদের সামনে বিনয় এসব কিছুই অন্তর থেকে হওয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের হালাত জানেন। তোমরা যদি বাস্তবেই অন্তর থেকে নেক এবং ভাল হও আর কখনো সাময়িকের জন্য পিতা-মাতার ব্যাপারে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তারপর এর জন্য তাওবা করে নাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী ও দয়ালু। অন্তরের পবিত্রতা, অন্তরের সংশোধন ও অন্তরের ভাল নিয়ত এসবই মাগফিরাতের কারণসমূহের অন্যতম।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

> "সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবিহপাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবিহপাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবিহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"

অর্থাৎ এমন মহান সত্তা,.সকল সৃষ্টি যার তাসবিহও ইবাদাতে লিপ্ত। তোমরা তাঁর সাথে শরিক কর, তাঁর জন্য (নাউজুবিল্লাহ) সন্তান সাব্যস্ত কর, এটা এমন অপরাধ যার ফলে তোমাদেরকে সাথে সাথেই ধ্বংস করে দেওয়া হত কিন্তু তিনি হালিম তথা সহনশীল অর্থাৎ সাথে সাথেই প্রতিশোধ নেন না। তিনি গাফুর তথা ক্ষমাপরায়ণ অর্থাৎ তাওবা করলে ক্ষমা করে দেন।

সুরাতুল কাহাফ

সূরাতুল কাহাফ-এর

৫৫ ও ৫৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫৫

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

> "আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত এসেছে, তখন তাদেরকে ইমান আনতে কিংবা তাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করতে বাধা প্রদান করেছে কেবল এ বিষয়টিই যে, পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আমার নির্ধারিত) রীতি তাদের উপর পুনরায় নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর আজাব সরাসরি এসে উপস্থিত হবে।"

মক্কার কাফিররা যারা ইমান গ্রহণ করছে না এবং স্বীয় কুফরী থেকে তাওবাও করছে না। তারা মূলত নিজেদের উপর আজাবকে দাওয়াত দিচ্ছে। যেন তাদের উপরও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় আজাব চলে আসে। অতঃপর এমনটাই হয়েছে এবং বদরের যুদ্ধে আজাবের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে।

আয়াত নং—৫৮

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

> "আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আজাব ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।"

আল্লাহ তা'আলা গাফুর তথা ক্ষমাপরায়ণ এবং যুর-রাহমাহ তথা দয়া ও অনুগ্রহকারী। অর্থাৎ কাফির ও অপরাধীদের কর্মকাণ্ড তো এমন যে, আজাব আসতে একটুও বিলম্ব হবার নয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য্য এবং মাগফিরাত সাথে সাথে আজাব আসতে দেয় না। তিনি তাঁর রহমতের কারণে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং অনেক বড় বড় অপরাধীকেও সুযোগ দেন, যেন তাওবা করে নিজের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নেয় এবং ইমান গ্রহণ করে রহমতের উপযুক্ত হয়ে যায়।

সুরা মারইয়াম

সুরা মারইয়াম-এর

৪৭ ও ৬০ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৪৭

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

> "ইবরাহিম বলল, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।"

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্বীয় পিতাকে বললেন যে, আমি আপনার জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রতি বড়ই দয়ালু। অতঃপর তিনি এই ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বিষয়টি যখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল তখন তা পরিত্যাগ করলেন।

আয়াত নং—৬০

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

> "তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।"

অর্থাৎ তাওবার দরজা কোন অপরাধীর জন্যই বন্ধ নয়। এটা সালাতকে বরবাদকারী এবং প্রবৃত্তিতে লিপ্ত অপরাধীও যদি সত্যিকারের তাওবা করে এবং নেক আমলের পথ অবলম্বন করে তাহলে তার জন্যও জান্নাতের দরজা খুলে দেয়। তাওবার পরে যে নেক আমল করবে তাতে তার পেছনের অপরাধের কারণে কোন কমতি করা হবে না। অর্থাৎ তাওবাকারী একদম তেমন যেমনটি একজন বেগুনাহ্ নিষ্পাপ।

সুরা ত্ব-হা

সুরা ত্ব-হা-এর

৪০. ৭৩. ৮২. ও ১৩৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৪০

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

> "যখন তোমার বোন (সিন্দুকের সাথে সাথে) চলছিল। অতঃপর সে গিয়ে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব, যে এর দায়িত্বভার নিতে পারবে? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম; যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তখন আমি তোমাকে মনোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে আমি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীর মধ্যে অবস্থান করেছ। হে মূসা, তারপর নির্ধারিত সময়ে তুমি এসে উপস্থিত হলে।"

হজরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের

আলোচনা। এতে বলা হয়েছে—

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

> "তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তখন আমি তোমাকে মনোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম।"

অর্থাৎ হজরত মূসা আলাইহিস সালামের হাতে এক কিবতী মারা গেল তখন তার দুটি পেরেশানি হল। একটি হল এই হত্যার জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে ও শাস্তি পেতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হল দুনিয়াতেও এর জন্য গ্রেপ্তার হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা উভয় চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্তি দিলেন। পরকালের পেরেশানি থেকে মুক্তি দিলেন এভাবে যে, তাওবার তাওফিক দান করলেন যা কবুল হয়ে যায়। আর দুনিয়াবী পেরেশানি থেকে মুক্তি দিলেন এভাবে যে, ফির'আউনের দেশ থেকে বের করে স্বাধীন অঞ্চল মাদায়েন পৌঁছে দিলেন।

আয়াত নং—৭৩

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

> "নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের প্রতি ইমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে জাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।"

ফির'আউন যখন তার জাদুকরদেরকে ধমক দিল যে, তোমাদেরকে লটকাব এবং হত্যা করব। তখন তারা বলল, আমরা এমন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেখে এখন তোমার জন্য কুফরীর উপর থাকতে পারব না। আমাদের আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির বিপরীতে তোমার এসব হুমকি-ধমকির কোন পরওয়া নেই। তুমি যা করতে পার কর। তুমি তো বেশি থেকে বেশি এটাই করবে যে, আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এর জন্য আমাদের কোন চিন্তা নেই। আমরা এখন পরকালের চিরস্থায়ী জীবন ও

সফলতাকে আমাদের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছি। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তির কোন চিন্তা নেই। আশা ও আকাঙ্ক্ষা কেবল এটাই যে, আমাদের রব আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। বিশেষ করে ঐ গুনাহ যা আমরা তোমার ভয়ে জোর-জবরদস্তিমূলক করতে হয়েছে। অর্থাৎ সত্যের মোকাবিলা জাদু দ্বারা করেছি। আমরা শুধু আমাদের রবের সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত চাই।

আয়াত নং—৮২

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

> "আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে চলতে থাকে।"

পেছনের আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম না মেনে অবাধ্যতা করেছে। এমন লোকদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়। আর এই আয়াতে আলোচনা করা হচ্ছে ঐ সকল লোকদের যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, যদি খাঁটি অন্তরে তাওবা করে ইমান ও নেক কাজের পথ অবলম্বন করে এবং তারপরে মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর দৃঢ়পদ থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের কমতি নেই।

আয়াত নং—১২৩

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

> "তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই জান্নাত হতে একসাথে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।"

আল্লাহ তা'আলা হজরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল করেছেন।

সুরা আম্বিয়া

সুরা আম্বিয়া-এর

৮৭ ও ৮৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৮৭-৮৮

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

> "আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"

এই দুই আয়াতে হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে—তিনি তার কওমের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাগে সেখান থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। তার ধারণা ছিল না যে, এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

অতঃপর যখন মাছ তাকে গিলে ফেলেছে তখন তিনি মাছের পেটে আল্লাহ তা'আলার তাসবিহ ও তাওহীদ বর্ণনা করলেন এবং স্বীয় গুনাহের উপর ইস্তিগফার করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার ইস্তিগফারকে কবুল করেছেন এবং এই সংকীর্ণতা ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর আল্লাহ তা'আলা ইমানদারদেরকে এভাবেই উদ্ধার করে থাকেন। যখন তারা স্বীয় ভুল স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে। হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের তাসবিহএবং ইস্তিগফারের বাক্য ছিল নিম্নরূপ—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।

এটি এমন একটি ব্যাপক বাক্য যে, এতে তাহলীলও রয়েছে, তাসবীহও রয়েছে এবং ইস্তিগফারও রয়েছে। হাদিস শরিফে এই দু'আটির অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। বুজুর্গানে দীন সর্বদা বিপদ-মুসিবতে এই দু'আটিকে পরীক্ষিত পেয়েছেন।

(এটি কুরআনুল কারিমের নির্দেশিত একটি ইস্তিগফার এবং এতে ইসমে আজমের প্রভাব রয়েছে।)

সুরাতুল হজ

সূরাতুল হজ-এর

৫০ ও ৬০ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫০

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> "সুতরাং যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।"

ইমান এবং নেক আমল মাগফিরাতের কারণ।

আয়াত নং—৬০

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

> "এটাই প্রকৃত অবস্থা। আর যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে; অতঃপর তার উপর আবার নিপীড়ন করা হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।"

মাজলুম যদি জালেমের উপর জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। তারপর জালেম তার উপর পুনরায় বাড়াবাড়ি করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য উক্ত মাজলুমের সাথে থাকবে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা মক্কার মুশরিকদের কষ্টের প্রতিশোধ নিয়েছেন। অতঃপর মক্কার মুশরিকরা পুনরায় বাড়াবাড়ি করতে লাগল। তাই ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন।

إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

। "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

অর্থাৎ মুসলমান যদি সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলে তাহলে আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল। আর এই আয়াতে দ্বিতীয়ত ইশারা হল—বান্দাদেরও পরস্পর নিজেদের সামাজিক আচার-আচরণে ক্ষমা ও অনুগ্রহের গুণ অর্জন করা উচিত।

সুরাতুল মুমিন

সূরাতুল মুমিন-এর

১০৯. ১১০. ১১১ ও ১১৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১০৯-১১১

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

> "আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের রব, আমরা ইমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে। নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয় তারাই হল সফলকাম।"

দুনিয়াতে ইস্তিগফারকারী মুমিনদের জন্য রয়েছে অনেক উঁচু মর্যাদা। আর পরকালে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সামনে তাদের প্রশংসা করবেন এবং

তাদের সফলতার ঘোষণা দেবেন।

কাফির ও মুনাফিকরা দুনিয়াতে নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ও সফল মনে করে এবং ঐ মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করে যারা দু'আ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকে।

আয়াত নং—১১৮

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

> "আর বল, হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন আমরা তাঁর নিকট মাগফিরাত এবং রহমত কামনা করি। এটিও কুরআনুল কারিমে বর্ণিত কার্যকরী একটি ইস্তিগফার।

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

সুরাতুন নুর

সুরাতুন-নুর-এর

৫. ১০. ২২. ২৬. ৩১. ৩৩ ও ৬২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোন করে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদদাতা ফাসিক। আর কোন ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ সে এমন আমানতদার সম্মানিতদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে যাদের সাক্ষ্য ইসলামী আদালতে গ্রহণযোগ্য। তবে সে যদি তাওবা করে সংশোধন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে ফাসিক ও নাফরমানের মধ্যে গণ্য করা হবে না এবং আল্লাহ তা'আলা রাহিম তথা অনুগ্রহ করে তাকে তাওবার তাওফিক দেবেন। তবে ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

আয়াত নং—১০

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

> "যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) আর নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়।"

স্বামী যদি তার স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় আর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে এ ব্যাপারে সাধারণ বিধান থেকে ব্যতিক্রম একটি বিধান রয়েছে। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় "লি'আন" [১] বলা হয়। যার বিস্তারিত বর্ণনা এই আয়াতের পূর্বের দুই আয়াতে করা হয়েছে। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, লি'আনের এই বিধান আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় অনুগ্রহ এবং রহমত। আর আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা তো অনেক উঁচু এবং হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। এই বিধান যদি না হত তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিথ্যার আবরণ উন্মোচিত হয়ে যেত এবং কোন এক পক্ষের উপর শরয়ি শাস্তিও কার্যকর হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমত উভয়কেই ঢেকে নিয়েছে। যে সত্যবাদী সে শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছে। আর যে মিথ্যাবাদী তার অপরাধকে গোপন করা হয়েছে এবং সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, সে যদি স্বীয় জীবনে তাওবা করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুলকারী।

আয়াত নং—২২

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

---

[১]. লি'আন শব্দের শাব্দিক অর্থ হল– অপবাদ; অভিশাপ; লা'নত; একে অপরের উপর লা'নত করা ইত্যাদি। আর শরীয়তের পরিভাষায় লি'আন বলা হয় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর যেনা-ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া এবং বিচারকের সামনে নিজের সত্যতার জন্য চারবার কসম খাওয়া; পঞ্চমবার স্বামী বলবে আমি মিথ্যা বললে আল্লাহর অভিশাপ আমার উপর বর্ষিত হোক; এমনভাবে স্ত্রীরও কসম ও শপথ গ্রহণ করা। অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটা।

> "আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহার উপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে অজ্ঞতার কারণে কিছু মুসলমানও শামিল হয়েছিলেন। তার মধ্যে হজরত মেসতাহ রাদিআল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি মিসকীন ছিলেন, মুহাজির ছিলেন এবং বদরী ছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুর খালাতো ভাই কিংবা ভাতিজা ছিলেন। এই ঘটনার পূর্বে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু তকে আর্থিক সাহায্য করতেন। ইফকের ঘটনার পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু কসম খেলেন যে, ভবিষ্যতে আর হজরত মেসতাহ রাদিআল্লাহু আনহুকে সাহায্য করবেন না। এমনিভাবে অন্যান্য আরও সাহাবায়ে কেরামও কসম খেলেন যে, অপবাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে কখনও দান-সাদাকা করবেন না। এ ঘটনা উপলক্ষেই এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দীনি মর্যাদা এবং আর্থিক সঙ্গতি দিয়েছেন তাদের জন্য উচিত নয় এমন কসম খাওয়া। তাদের মর্যাদা ও চরিত্র তো অনেক বড় হওয়া উচিত। বীরত্ব তো হল—মন্দের প্রতিদান উত্তম দ্বারা দেওয়া। গরিব আত্মীয়-স্বজন এবং আল্লাহর রাস্তার মুহাজিরদের জন্য খরচ না করার কসম খাওয়া বুজুর্গ, সম্মানিত ও বীরদের কাজ নয়। তোমাদের শান তো হওয়া চাই, ভুল-ত্রুটিকারীদেরকে ক্ষমা করা। যদি এমনটি কর তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে তাঁর মাগফিরাত দান করবেন ও ক্ষমা করবেন। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুক? এর উপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—হে আমার রব! আমি চাই যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর নিজের কসমের কাফ্‌ফারা দিলেন এবং বললেন—এখন আমি কোন খরচ বন্ধ করব না। তাই খরচ চালু করে দিলেন বরং কোন কোন বর্ণনায় এসেছে

যে, পূর্বের চেয়ে খরচ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদেরকে ক্ষমা করা মাগফিরাতের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ। অন্যকে ক্ষমা কর, তাহলে তুমিও ক্ষমা পাবে।

আয়াত নং—২৬

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> "দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য; লোকেরা যা বলে, তারা তা থেকে মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।"

পবিত্র এবং সম্মানী লোকেরা ঐ বিষয় থেকে মুক্ত যা খারাপ লোকেরা তাদের সাথে করে থাকে এবং এই খারাপ লোকদের কথা ও অপবাদের উপর ধৈর্যধারণের কারণে পবিত্র লোকদের গুনাহ মাফ হয়। আর যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করে তার প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পরকালে সম্মানজনক রিজক বরাদ্দ করে রেখেছেন।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহা এই আয়াতের উপর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন—

خُلِقْتُ طَيِّبَةً وَّ وُعِدْتُ مَغْفِرَةً وَّرِزْقًا كَرِيْمًا

> আল্লাহ তা'আলা এটাকে তাইয়্যেবা তথা পবিত্র বলেছেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত ও সম্মাজনক রিজকের ওয়াদা করেছেন।

আয়াত নং—৩১

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে ইমানদার নারী-পুরুষদেরকে নিজেদের দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানকে গুনাহ থেকে হেফাজত করার এবং মুসলিম নারীদের প্রতি পর্দার গুরত্বারোপ করা হয়েছে। এমনভাবে চলাচল করতেও নিষেধ করা হয়েছে যেভাবে চললে চলাচলের কিংবা অলঙ্কারের শব্দ পরপুরুষ শুনতে পায়। এ সকল বিধানসমূহ আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

আয়াত নং—৩৩

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

জাহেলী যুগে কোন কোন লোক তাদের দাসীদের দ্বারা দেহ ব্যবসা করাত। মুনাফিক সর্দার ইবনে উবাইরও বেশ কয়েকজন দাসী ছিল। যাদের দ্বারা সে দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। তাদের মধ্যে কয়েকজন দাসী মুসলমান হয়ে গেলে তারা এই গুনাহের কাজ করতে অস্বীকার করে। যার ফলে উক্ত মালাউন তথা অভিশপ্ত তাদেরকে শাস্তি দিয়ে উক্ত কাজে বাধ্য করত। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে যে, এই কাজ তো হারামই এবং এই কাজের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও অপবিত্র এবং হারাম। কিন্তু যখন দাসীদের অনিচ্ছায় অর্থের জন্য তাদেরকে এই কাজে বাধ্য করা হয় তখন এর গুনাহের ভয়াবহতা, শাস্তি ও পরিণাম আরও বেড়ে যায়। তবে ঐ অক্ষম মুসলিম দাসী, যাকে জুলুম-নির্যাতন করে এই কাজে বাধ্য করা

হয়েছে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। প্রকৃত অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব মাগফিরাতের কারণসমূহের অন্যতম একটি কারণ।

আয়াত নং—৬২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "মুমিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ইমান আনে এবং তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয় আপনার কাছে যারা অনুমতি চায় তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ইমান আনে; সুতরাং কোন প্রয়োজনে তারা আপনার কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে আপনার যাকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

প্রকৃত মুমিন তারা, যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন সম্মিলিত কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমন: জিহাদ, জুমার সালাত, ঈদের সালাত ও পরামর্শসভা ইত্যাদি। এ সকল কাজ থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ব্যতীত উঠে না যাওয়া। তাদের মধ্য হতে কোন ওজরের কারণে যারা অনুমতি প্রার্থনা করে তারা মুমিন। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমতা রয়েছে যে, যাকে ভাল মনে করবে তাকে ছুটি এবং অনুমতি দেওয়ার। আর যাকে ছুটি এবং অনুমতি দেবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করার। আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সম্মিলিত কাজ এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংশ্রব থেকে বঞ্চিত হওয়া চাই তা কোন ওজরের কারণেই হোক তা একটি ক্ষতি। তাই

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন তাহলে এর বরকতে উক্ত ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। বুঝা গেল ইস্তিগফারের একটি ফায়দা হল এর বরকতে অনেক বড় ক্ষতিও পূরণ হয়ে যায়।

সুরাতুল ফুরকান

সুরাতুল ফুরকান-এর

৬. ৭০ ও ৭১ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৬

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِى يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "বলুন, যিনি আসমান ও জমিনের রহস্য জানেন তিনি এটি নাজিল করেছেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কাফিররা বলে যে, কুরআনুল কারিম (নাউযুবিল্লাহ) অতীত হয়ে যাওয়া একটি গ্রন্থ। যার মধ্যে পুরাতন কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নেই। এই আয়াতে তাদের এই অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এই কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। যিনি আসমান ও জমিনের সকল রহস্য এবং গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত। তিনি গাফুরুর রাহিম তথা অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর এটা তাঁর মাগফিরাত এবং রহমতের ধারা যে, এমন মহান পথপ্রদর্শক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যার মধ্যে ইলম, আমল ও সফলতার সর্বপ্রকার রহস্য বিদ্যমান। যে কেউ এই গ্রন্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তারই বুঝে এসে যাবে যে, এই গ্রন্থ কোন মানুষের তৈরী

হতে পারে না। অতঃপর যে এমন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখেও অস্বীকার করে তাকেও অধিকাংশ সময়ই সাথে সাথেই শাস্তি দেন না। কারণ তিনি গাফুরুর রাহিম তথা অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—৭০

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "তবে যে তাওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

পেছনের আয়াতে তিনটি বড় গুনাহ এবং তার শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যথা—

ক. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য বানানো।

খ. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

গ. যেনা-ব্যভিচার করা।

যে ব্যক্তি এই তিনটি পাপে লিপ্ত হবে, সে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে এবং এতে সর্বদা লাঞ্ছিত হতে থাকবে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সত্যিকারের তাওবার দ্বারা উপরোক্ত তিনটি গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নেক কাজের তাওফিক হবে এবং ধারাবাহিক তাওবার বরকতে তার গুনাহের সমপরিমাণ তাকে নেকি দান করা হবে।

সুবহানাল্লাহ! কত বড় অনুগ্রহ এবং কত মহান ক্ষমা ও মাগফিরাত।

আয়াত নং—৭১

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

> "আর যে তাওবা করে এবং সৎকাজ করে তবে নিশ্চয় সে

। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"

পেছনের আয়াতে ঐ কাফিরদের তাওবার আলোচনা করা হয়েছে যারা ইমান এনেছে। এই আয়াতে ঐ মুসলমানদের আলোচনা করা হয়েছে যাদের থেকে মুসলমান অবস্থায় কোন গুনাহ হয়ে গেলে তারাও তাওবা করে।

সুরাতুশ শু'আরা

সুরাতুশ শু'আরা-এর

৫১. ৮২ ও ৮৬ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫১

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

> "আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে প্রথম।"

মাগফিরাত এমন বৃহৎ নি'আমত যে, এর জন্য যে কোন ত্যাগ তুচ্ছ। ফির'আউনের জাদুকরেরা যখন ইমানের ঘোষণা দিলেন ফিরআউন তখন তাদেরকে উল্টো লটকিয়ে হত্যা করার হুমকি দিল। তারা তখন বললেন, মৃত্যুসহ আরও সবকিছু কবুল, তবুও যেন আমরা আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত পেয়ে যাই।

আয়াত নং—৮২

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

> "আর যিনি আশা করি, বিচার দিবসে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।"

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বর্ণনা যে, আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের আশা রাখি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তাঁর অনুগ্রহে ক্ষমা পাওয়ার আশাবাদী। তাঁকে ছাড়া তো আর কেউ ক্ষমাকারী নেই।

আয়াত নং—৮৬

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

"আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্বীয় পিতার জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন। পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ হয়ে গেলে এই দু'আ পরিত্যাগ করেন।

সুরাতুন-নামল

সুরাতুন-নামল-এর

১১. ৪৪. ও ৪৬ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১১

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তবে যে জুলুম করে। তারপর অসৎকাজের পরিবর্তে সৎকাজ করে, তবে অবশ্যই আমি অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

পেছনের আয়াতে বলেছেন—হে মূসা আপনি ভয় পাবেন না। কেননা কোন রাসুল আমার সামনে ভয় পেতে পারে না। অর্থাৎ আমার সামনে তো একমাত্র জালিমরা ভয় পাবে। আর আপনি তো আমার রাসুল। আপনি কেন ভয় পাবেন?

এই আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, জালিমও যদি তাওবা করে নেয় তাহলে তার জন্যও আমার রহমত ও মাগফিরাতের দরজা খোলা। অতঃপর তারও ভয়ের কোন কারণ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে ভয় এবং শঙ্কা কেবল তাদেরই যারা কোন বাড়াবাড়ি ও গুনাহ করে এসেছে। তবে তারাও যদি বাড়াবাড়ি ও গুনাহ করার পরে তাওবা করে ফেলে এবং নেক কাজ করে গুনাহের নিদর্শন মুছে ফেলে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয়

রহমতে ক্ষমাকারী।

আয়াত নং—৪৪

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"তাকে বলা হল, প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর। অতঃপর যখন সে তা দেখল, সে তাকে এক গভীর জলাশয় ধারণা করল এবং তার পায়ের গোছাদ্বয় অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল, এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ। সে বলল, হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সাথে সৃষ্টিকূলের রব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।"

হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এক জায়গায় তাশরিফ নিলেন। রাস্তায় পাথরের স্থানে কাঁচের বিছানা ছিল। এই চমৎকার কাঁচ দূর থেকে পানির ঝর্ণার মত মনে হচ্ছিল এবং সম্ভবত কাঁচের নিচে বাস্তবেই পানি ছিল। রাণী বিলকিছ সেখানে পৌঁছে এটাকে পানি মনে করে পোষাক উঁচু করে পা অনাবৃত করল। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন—এটা কাঁচের বিছানা, পানি নয়। এখানে রাণী বিলকিছের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জ্ঞানের পূর্ণতা প্রকাশ পেল। সে জেনে গেল যে, দীনের বিষয়েও সে যেটা বুঝেছে সেটাই সঠিক হবে। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাকে সতর্ক করলেন যে, সূর্য ও তারকাদের ঝলক দেখে এদেরকে রব মনে করা এমনই ধোঁকা যেমনটি মানুষ কাঁচের ঝলক দেখে পানি মনে করা।

আয়াত নং—৪৬

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

> "সে (হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম) বলল, হে আমার কওম, তোমরা কল্যাণের পূর্বে কেন অকল্যাণকে তরান্বিত করতে চাইছ? কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যেন তোমাদেরকে রহমত করা হয়?"

হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম যখন স্বীয় জাতিকে অনেক বুঝালেন এবং তারা মানল না তখন তিনি তাদেরকে আজাবের ভয় দেখালেন। তারা তখন রেগে গিয়ে বলতে লাগল যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে দ্রুত আজাব নিয়ে এসো। প্রতিউত্তরে হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম বললেন যে, তোমরা ইমান ও তাওবার কল্যাণের পথে তো আসলেই না, উল্টো অকল্যাণ তথা দ্রুত আজাব কামনা করছ। আজাব আসলে তো তোমাদের কিছুই রক্ষা পাবে না। এখনো সময় আছে গুনাহ থেকে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও হেফাজতে চলে আসো। ইস্তিগফারের ফল হল আল্লাহ তা'আলার রহমত।

সুরাতুল কাসাস

সুরাতুল কাসাস-এর

১৬ ও ৬৭ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৬

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "সে বলল, হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

হজরত মূসা আলাইহিস সালামের ইস্তিগফার—

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। মূলত হজরত মূসা আলাইহিস সালাম এক জালেম কিবতীকে ঘুষি মেরে ছিলেন। যার ফলে সে মারা গিয়েছিল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পারেননি যে এক ঘুষিতে সে মারা যাবে। এর জন্য তিনি অনেক লজ্জিত হলেন যে, নিরপরাধ খুন হয়ে

গেল। বস্তুত সে কিবতী হারবী কাফির ও জালেম ছিল এবং হজরত মূসা আলাইহিস সালামেরও তাকে হত্যা করার নিয়ত ছিল না। শুধুমাত্র সতর্ক করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তারপরও অনেক পেরেশান ও লজ্জিত হলেন। আর মনে করলেন যে, এতে কোন না কোনভাবে শয়তানের হাত রয়েছে। হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের স্বভাব-চরিত্র এমন পাক-পবিত্র হয়ে থাকে যে, নবুওয়াত পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলেরও এমন আত্মসমালোচনা করেন এবং চিন্তা-ভাবনার সামান্য ভুল-ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্যও আল্লাহ তা'আলার নিকট কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাইতো হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন।

আয়াত নং—৬৭

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

> "তবে যে তাওবা করেছিল, ইমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

অর্থাৎ পরকালের সফলতা একমাত্র ইমান এবং নেক আমলের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানেও যে কেউ কুফর-শিরক থেকে তাওবা করে ইমান গ্রহণ করবে এবং নেক কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা তার পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে তাকে সফলতা দান করবেন। আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী— عَسَىٰ অর্থাৎ 'আশা করা যায়' বাক্যটি ইয়াকিন তথা নিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুরাতুল আনকাবুত

সুরাতুল আনকাবুত-এর

৭ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৭

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

> "আর যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত।"

পেছনের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা গোটা পৃথিবীবাসী থেকে নির্মোহ, প্রাচুর্যময় ও অমুখাপেক্ষী। এই আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, নির্মোহ, প্রাচুর্যময় ও অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় রহমত এবং অনুগ্রহে তোমাদের মেহনতসমূহের মূল্যায়ন করেন ও কবুল করেন এবং এর উপর তোমাদেরকে ক্ষমা, মাগফিরাত ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। পরকালে ইমানের বরকতে নেকি পাওয়া যাবে এবং গুনাহ মাফ হবে। ইমান ও নেক আমল মাগফিরাতের কারণ।

সুরাতুর-রূম

সুরাতুর-রূম-এর

৩১ ও ৩৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং- ৩১

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

> "তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

মুসলমানদের জন্য বিজয় অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করছেন। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হল—তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা।

আয়াত নং—৩৩

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

> "আর মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা তাদের রবের প্রতি বিনীতভাবে ফিরে এসে তাকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদের স্বীয় রহমত আস্বাদন করান, তখন তাদের মধ্যকার একটি দল তাদের রবের সাথে শরিক করে।"

কোন কোন লোকের 'রুজু ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন হয়ে থাকে কেবলমাত্র বিপদাপদের সময়। বিপদ যখন কেটে যায় তখন পুনরায় কুফর-শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়।

সুরা লুকমান

সুরা লুকমান-এর
১৫ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৫

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

> "পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।"

হজরত লুকমান আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিলেন—

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

> যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অভিমুখী হওয়ার মধ্যে তাওবাও অন্তর্ভুক্ত।

সুরাতুল আহযাব

সুরাতুল আহযাব-এর

৫. ২৪. ৩৫. ৫০. ৫৯. ৭০. ৭১. ৭২ ও ৭৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় এবং ন্যায়সঙ্গত কথা হল—প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মন্ধ তার প্রকৃত পিতার দিকে করা। কেউ যদি কাউকে পালক আনে অর্থাৎ মৌখিক পুত্র বানায় তাহলে শরয়ী বিধান মতে সে তার পিতা হবে না। আর যদি তার পিতৃ পরিচয় জানা না যায় তাহলে সে

তোমাদের দীনি ভাই ও বন্ধু। তাকে ভাই কিংবা বন্ধু হিসেবেই সম্বোধন কর। তবে হ্যাঁ! কেউ যদি ভুলে কিংবা না জেনে কাউকে তার প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্য কারও দিকে সম্বোধন করে ফেলে তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। ভুল-ভ্রান্তির কোন গুনাহ নেই। তবে হ্যাঁ! জেনে-বুঝে ভুল করলে তো অবশ্যই গুনাহ হবে। অবশ্য তাও আল্লাহ তা'আলা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এই বিধান নাজিলের পূর্বে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলো সব মাফ। কেননা আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম তথা অধিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—২৪

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের আজাব দিতে পারেন অথবা তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

স্বীয় ওয়াদাকে সত্যে পরিণতকারী মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা মহা প্রতিদান দেবেন এবং মুনাফিকদেরকে যদি ইচ্ছা করেন শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং তাওবার তাওফিক দেবেন। তাঁর অনুগ্রহে কিছুই অসম্ভব নয়। إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াত নং—৩৫

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

> "নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।"

এই আয়াতে মাগফিরাতপ্রাপ্তদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫০

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "হে নবি ! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবির কাছে সমর্পণ করে নবি তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য—অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনগণের

> স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

আয়াত নং—৫৯

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কণ্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

অর্থাৎ শরীর ঢাকার সাথে সাথে চেহারাও আবৃত করতে হবে। বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলিম নারীরা শরীর ও চেহারা ঢেকে এমনভাবে বের হতেন যে, শুধুমাত্র একটি চক্ষু দেখার জন্য খোলা রাখতেন। পর্দাকে স্বাধীন নারীর নিদর্শন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেন বুঝা যায় যে, এই নারী কোন দাসী নয়। এই নারী সম্মানিতা ও নেককার নারী। কোন খারাপ ও দুঃশ্চরিত্রা নারী নয়। وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অতীতে এ সংক্রান্ত যত ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেছে কিংবা পরিপূর্ণ পর্দা পালনের পরেও যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে তা ক্ষমাকারী। তিনি রাহিম তথা মুসলিম নারীদেরকে স্বীয় রহমত এবং অনুগ্রহের দ্বারা শরয়ী পর্দার মাধ্যমে নিরাপত্তার এমন উত্তম ব্যবস্থা করেছেন।

আয়াত নং—৭০-৭১

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ

فَوْزًا عَظِيمًا

> "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং মুখে সহজ-সত্য ও সঠিক কথা বলে তার মাকবুল তথা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল ও গ্রহণীয় আমলের তাওফিক হয় এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অন্তরের তাকওয়া এবং মুখের সংশোধন এই দুটি গুণ মাগফিরাতের কারণসমূহের অন্যতম কারণ।

আয়াত নং—৭২-৭৩

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِّيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "নিশ্চয় আসমানসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় জালিম, একান্তই অজ্ঞ। যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের আজাব দেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি আমানত দান করেছেন। আর তা হল ইমান ও আহকামে ইলাহি তথা আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহের আমানত।

সুতরাং যারা এই আমানতের পরিপূর্ণ ও সঠিকভাবে হেফাজত ও সংরক্ষণ করেছে, তাদের জন্য তাওবা তথা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহের পুরস্কার রয়েছে। আর যারা আমানতের হেফাজত তো করেছে তবে তা বহন করতে তাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে তাদের জন্যও রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত। আর যারা গাফলত ও শত্রুতা ও বিরোধিতা করে এই আমানতকে ধ্বংস করেছে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আজাব।

সুরাতুস-সাবা

সুরাতুস-সাবা-এর

২. ৪. ৯ ও ১৫ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

> "তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু ক্ষমাশীল।"

অর্থাৎ আসমান-জমিনে সকল মাখলুকাত, আমল ও বিধি-বিধান আসা-যাওয়া ধারাবাহিক এক পরিক্রমা চালু আছে। এ সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে, যেমনঃ বৃষ্টির পানি, মৃত লাশ, ফসলের বীজ ইত্যাদি এবং যা কিছু জমিন থেকে নির্গত হয়, যেমন: সবুজ-শ্যামল, বৃক্ষ ও খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি এবং যা কিছু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়, যেমনঃ বৃষ্টি, ওহী, ফেরেশতা, তাকদীর ও আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান ইত্যাদি এবং যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়, যেমনঃ রূহ বা আত্মাসমূহ, দু'আসমূহ, আমলসমূহ ও ফেরেশতা ইত্যাদি। এ সকল

ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত, ক্ষমা ও রহমতেই চলছে। আর তিনি তাঁর আউলিয়াদের জন্য গাফুর এবং রাহিম তথা পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। যারা জমিনে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানকে জীবিত রাখেন এবং আসমান থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধানকে পালন করেন এবং তাদের উত্তম আমল আসমানে প্রেরণ করেন।

আয়াত নং—৪

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> "(কিয়ামত অবশ্যই আসবে) যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদেরকে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক।"

কাফিররা বলে যে, কিয়ামত আসবে না। হে নবি আপনি তাদের বলে দিন যে, আমার রবের কসম! কিয়ামত অবশ্যই আসবে যেন ন্যায় ও ইনসাফ হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের ভাল ও মন্দের প্রতিদান পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা মাগফিরাত ও সম্মানজনক রুজি পাবে। আর যারা কুফরের দিকে অগ্রসর হয় এবং মেহনত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আয়াত নং—৯

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

> "তারা কি তাদের সামনে ও তাদের পেছনে আসমান ও জমিনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আসমান থেকে এক খণ্ড (আজাব) তাদের উপর নিপতিত করব, অবশ্যই তাতে রয়েছে

আল্লাহমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন।"

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দারাই আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ বুঝেন এবং উক্ত নিদর্শনসমূহ থেকে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়া এবং পরকাল অবশ্যম্ভাবী হওয়ার ফলাফল গ্রহণ করেন।

আয়াত নং—১৫

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

"নিশ্চয় সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শন: দু'টি উদ্যান, একটি ডানে ও অপরটি বামে, (তাদেরকে বলা হয়েছিল) তোমরা তোমাদের রবের রিজক থেকে খাও আর তাঁর শোকর কর। এটি উত্তম শহর এবং (তোমাদের রব) ক্ষমাশীল রব।"

رَبٌّ غَفُورٌ তথা ক্ষমাশীল রব বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি ইমান আন এবং শোকর কর, তাহলে তোমাদের থেকে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাবে, তা ক্ষমার পথ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও ক্ষমার দরজা সর্বদাই খোলা। আল্লাহ তা'আলা ছোটখাট বিষয়ে এমন কঠোরভাবে ধরেন না। বরং স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন।

সুরাতুল ফাতির

সুরাতুল ফাতির-এর

৭. ২৮. ৩০. ৩৪. ও ৪১ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৭

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

> "যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব; আর যারা ইমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান।"

কিয়ামত অবশ্যই আসবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের ধোঁকায় পড়ো না। আর বড় ধোঁকাবাজ তথা শয়তানের ধোঁকায় পড়ো না। সে তোমাদের শত্রু। তোমরাও তার সাথে শত্রুতা পোষণ কর। সে তো তার অনুসারীদেরকে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়।

সুতরাং যে শয়তানের অনুসরণ করবে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। আর যে তার বিরোধিতা করে ইমান এবং নেক আমল আঁকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহা প্রতিদান।

ইমান ও নেক আমল মাগফিরাতের অন্যতম কারণ।

আয়াত নং—২৮

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

> "আর এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই (আলেম-উলামারাই) আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সকল মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ তা'আলার আচরণও দুই প্রকার। তিনি عَزِيزٌ তথা মহাপরাক্রমশালী। প্রতিটি ভুল-ত্রুটির জন্যই ধরবেন। আবার তিনি غَفُورٌ তথা পরম ক্ষমাশীলও বটে। সুতরাং বান্দার আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয়ও থাকবে আবার আশাও থাকবে।

আয়াত নং—৩০

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

> "যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।"

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁর বিধি-বিধানসমূহ মানে, তাঁর কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসের সাথে তা পাঠ করে এবং স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে, তাহলে বস্তুত এই লোক এমন এক ব্যবসা করছে, যে ব্যবসায় কোন প্রকার লস কিংবা ক্ষতির কোন সম্ভবনা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা "শাকূর" তথা মূল্যায়নকারী। যিনি আমলসমূহ কবুলকারী এবং গাফুর তথা অনেক গুনাহ ক্ষমা করেন এবং সামান্য আমলের উপরও ক্ষমাস্বরূপ অধিক প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

আয়াত নং—৩৪

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

> "আর তারা (জান্নাতীগণ আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে) বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।"

অর্থাৎ আমাদের থেকে দুনিয়ার ও হাশরের পেরেশানি দূর করে দিয়েছেন এবং গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের আমলসমূহের মূল্যায়ন করে সেগুলোর গ্রহণীয়তা দান করেছেন। জান্নাতীগণ দেখবে যে, গুনাহ মাফ হয়ে গেছে এবং আমলসমূহ কবুল করা হয়েছে। তখন অনিচ্ছায়ই বলে উঠবে যে, অবশ্যই আমাদের রব "গাফুর" তথা পরম ক্ষমাশীল ও "শাকূর" তথা মহাগুণগ্রাহী।

আয়াত নং—৪১

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

> "নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধরে রাখেন যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এগুলোকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ।"

এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরত যে, এত বড় আসমান এবং এত ভারী জমিন সব স্ব স্ব স্থান ও কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ সকল বস্তু যদি নিজ জায়গা থেকে সরে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কার শক্তি আছে যে, তাকে পরাস্ত্র করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার এত মহান কুদরত দেখেও অনেক লোক কুফর-শিরকের মত অপরাধ করে থাকে। এই অপরাধের কারণে উচিত তো ছিল যে, আসমান-জমিনের সকল ব্যবস্থাপনা অচল ও ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা "হালীম" তথা

পরম সহনশীল এবং "গাফুর" তথা পরম ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে সকল ব্যবস্থাপনা চলমান রেখেছেন। সব গুনাহর জন্য যদি ধরতেন তাহলে দুনিয়া বিরান হয়ে যেত।

সুরা ইয়াসীন

সুরা ইয়াসীন-এর

১১. ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১১

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

> "আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন যে, উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও পরম করুণাময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।"

কুরআনুল কারিম কে মানা এবং আল্লাহ তা'আলাকে না দেখেই ভয় করা মাগফিরাতের অন্যতম কারণ।

আয়াত নং—২৬-২৭

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

> "তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল, হায়! আমার

কওম যদি কোনক্রমে জানতে পারত আমার রব আমাকে কিসের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

ঐ নেককার ব্যক্তি যে স্বীয় জাতিকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, হে আমার জাতি! রাসুলদের কথা মান্য কর। তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। জাতি তার কথা শুনেনি বরং তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। আর যখনই তাকে শহিদ করা হয়েছে তখনই সাথে সাথে নির্দেশ আসল যে, দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ কর। যেমনটি হাদিস শরিফে এসেছে—শহিদদের রূহসমূহ কিয়ামতের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করে। জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাতের গুণ প্রত্যক্ষ করে। কীভাবে গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কীভাবে এমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সে তখন বলতে লাগলো, হায়! আমার জাতি যদি আমার এই সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারত, তাহলে তারা সকলে ইমান আনত।

সুরাতুস-সাফ্ফাত

সুরাতুস-সাফ্ফাত-এর

১৪৩ ও ১৪৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৪৩-১৪৪

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

> "আর সে যদি (আল্লাহর) তাসবিহপাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত। তাহলে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার পেটেই থেকে যেত।"

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছ গিলে ফেলেছিল। তিনি যদি অধিক পরিমাণে তাসবিহপাঠকারী না হতেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট থেকে বের হতে পারতেন না। হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের তাসবীহর মধ্যে ইস্তিগফারও ছিল। যেমন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।

সুরা সোয়াদ

সুরা সোয়াদ-এর

২৪. ২৫. ৩৪. ৩৫ ও ৪৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২৪-২৫

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ

"দাউদ বলল, তোমার ভেড়ীকে তার ভেড়ীর পালের সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। আর শরিকদের অনেকেই একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করে থাকে। তবে কেবল তারাই এরূপ করে না যারা ইমান আনে এবং নেক আমল করে। আর এরা সংখ্যায় খুবই কম। আর দাউদ জানতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তারপর সে তার রবের কাছে ক্ষমা চাইল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর অভিমুখী হল। তখন আমি তাকে তা ক্ষমা করে দিলাম। আর অবশ্যই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম

| প্রত্যাবর্তনস্থল।"

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট একটি মামলা আসল। তিনি তার ফায়সালা করে দিলেন। তখনই তার মনে পড়ল যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার জন্য হুঁশিয়ারি। তাই তিনি সাথে সাথে ইস্তিগফার করতে শুরু করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

আয়াত নং—৩৪

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

> "আর আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখেছিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ, অতঃপর সে আমার অভিমুখী হল।"

হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম একবার কসম খেলেন যে, আজ রাতে তার সকল স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবেন। এর ফলে তাদের গর্ভে যেসব সন্তান আসবে তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তবে তিনি ইন শা' আল্লাহ বলতে ভুলে যান। ফলে একমাত্র এক স্ত্রীর গর্ভেই একটি সন্তান হয়, যে ছিল বিকলাঙ্গ ও নিষ্প্রাণ প্রায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এ সন্তানকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে তার সিংহাসনে এনে রাখা হলে তিনি স্বীয় ভুল বুঝতে পেরে ইন শা' আল্লাহ না বলার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করেন। নৈকট্যশীলদের জন্য সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্যও সতর্ক করা হয়।

আয়াত নং—৩৫

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

> "সুলাইমান বলল, হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও

জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল।"

হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের শক্তির উৎস হল ইস্তিগফার। ইস্তিগফারের গুরুত্ব বুঝার জন্য এটাই যথেষ্ট। আর স্বীয় দু'আ ও প্রয়োজন কামনা করার পূর্বে ইস্তিগফার করা উক্ত দু'আ কবুল হওয়ার একটি কারণ হয়ে যায়।

আয়াত নং—৪৪

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর। আর কসম ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে ছিল আমার অভিমুখী।"

হজরত আইউব আলাইহিস সালাম অসুস্থাবস্থায় কোন এক কথার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কসম খেয়েছিলেন যে, সুস্থ হওয়ার পর তার স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই কসম বাস্তবায়নের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কেননা তার স্ত্রী ছিল নির্দোষ এবং অসুস্থাবস্থার সেবিকা। আল্লাহ তা'আলা হজরত আইউব আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন যে, সে বড় ভাল বান্দা এবং তার সবচেয়ে প্রিয় গুণ 'আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন' করা। এত বড় বিপদেও আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও দিকে প্রত্যাবর্তন করেননি বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথেই জুড়ে ছিলেন এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।

আয়াত নং—৬৬

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

"আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু রয়েছে সব কিছুর রব তিনি। তিনি মহাপরাক্রমশালী,

| মহাক্ষমাশীল।”

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন عَزِيزٌ তথা মহাপরাক্রমশালী যে, তার পরাক্রমশালী হাত থেকে কেউ বের হয়ে পলায়ন করতে পারে না এবং তিনি এমন غَفُورٌ তথা পরম ক্ষমাশীল যে, তাঁর সীমাহীন রহমত ও মাগফিরাতকে কেউ সীমিত করতে পারে না। সুতরাং কিয়ামতের দিন আসবে এবং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে, যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং মহাক্ষমাশীলও বটে।

সুরাতুয-যুমার

সুরাতুয-যুমার-এর

৫. ৮. ১৭. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৫২. ও ৫৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

> "তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"

আল্লাহ তা'আলা আজিজ তথা মহাপরাক্রমশালী ঐ লোকদেরকে আজাব দেওয়ার উপর যারা চন্দ্র এবং সূর্যের আনুগত্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং সেই আনুগত্যের ক্ষমতাশীল রবকে মানে না। তিনি গাফ্ফার তথা পরম ক্ষমাশীল ঐ লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে এবং আসমান-জমিন এবং চন্দ্র-সূর্যের পরিচালনাকারী রবের প্রতি ইমান আনে। আরেকটি

হল এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার গুণ দয়া ও অনুগ্রহ যে, এত বড় ব্যবস্থাপনা চলছে। আর না হয় মানুষের তো এমনও বহু অপরাধ ও পাপ রয়েছে যে, যার পরিণামে সবকিছু সাথে সাথে ধ্বংস করে দেওয়া হত।

আয়াত নং—৮

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

"আর যখন মানুষকে স্পর্শ করে দুঃখ-দুর্দশা, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে, তারপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নি'আমত দান করেন তখন সে ভুলে যায় ইতোপূর্বে কী কারণে তাঁর কাছে দু'আ করেছিল, আর আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। বল, তোমার কুফরী উপভোগ কর ক্ষণকাল; নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।"

কাফিরদের তাওবা, নৈকট্য ও আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন হয় ক্ষণস্থায়ী। বিপদাপদ আসলে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আবার যখন বিপদাপদ দূর হয়ে যায় তখন পুনরায় কুফর-শিরক ও অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তিদের ঠিকানা হল জাহান্নাম।

আয়াত নং—১৭

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

> "আর যারা তাগুতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।"

যে তাগুতকে পরিহার করে এবং এক আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন

করে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

আয়াত নং—৩৩-৩৫

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

> "আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে তা-ই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটাই মুমিনদের পুরস্কার। যাতে তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা ঢেকে দেন এবং তারা যে সর্বোত্তম আমল করত তার প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।"

যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন তথা নবি এবং যারা সেই সত্যের সত্যায়ন করেছে তথা ইমানদারগণ, তারা সকলে আল্লাহভীরু এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নেক আমলের প্রতিদান দেবেন এবং ভুলে যেসব মন্দ কাজ তথা গুনাহ হয়েছে তা মাফ করে দেবেন।

যিনি সত্যবাণী নিয়ে এসেছেন তিনি নবি আর যারা এই সত্যকে মেনে নিয়েছে তারা হল মুমিন। এই আয়াতে সত্যকে মান্যকারীদের প্রথম উদ্দেশ্য হল হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু।

আয়াত নং—৫৩-৫৪

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

> "বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল,

> পরম দয়ালু। আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আজাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তার (আজাব আসার) পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।"

এই আয়াত আরহামুর রাহিমীনের সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ এবং ক্ষমার এক মহান ঘোষণা এবং প্রচণ্ড হতাশার রোগীদের জন্য আরোগ্যের এক বাস্তব প্রেসক্রিপশন। এই আয়াত শোনার পরে কারও জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিরাশ হওয়ার কোন কারণ অবশিষ্ট নেই। চাই সে যত বড় কাফির-মুশরিক কিংবা যত বড় ফাসিক-ফাজির ও দুঃশ্চরিত্র এবং গুনাহগারই হোক না কেন। তাই আসো মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা কর, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, তখন যে সকল কাফির ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, তারা বুঝে ফেলল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এদিকেই। এটা মনে করে স্বীয় ভুল থেকে পিছু হটল। কিন্তু লজ্জা ও এই ভাবনায় মুসলমান হচ্ছিল না যে, এখন আমাদের মুসলমানী কবুল হবে কি? শত্রুতা করেছে, যুদ্ধ করেছে এবং বহু এক আল্লাহর ইবাদাতকারীকে হত্যা করেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– এমন কোন গুনাহ নেই যার তাওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। সুতরাং নৈরাশ না হয়ে তাওবা কর এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। ক্ষমা পেয়ে যাবে। তবে যখন মাথার উপর আজাব চলে আসবে কিংবা মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করবে তখন আর কোন তাওবা কবুল হবে না।

সুরাতুল মু'মিন

সুরাতুল মু'মিন-এর

৩. ৭. ৮. ৯. ১৩. ২৪ ও ৫৫ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

> "তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর আজাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।"

আল্লাহ তা'আলা গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী। অর্থাৎ তাওবা কবুল করে গুনাহসমূহকে এমন পাক-পবিত্র করে দেন, যেন কখনো কোন গুনাহই ছিল না এবং সর্বোপরি তাওবাকে একটি ইবাদাত আখ্যা দিয়ে তার উপর প্রতিদান দেন। তবে হ্যাঁ! যে মানবে না তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আরশ বহনকারী এবং নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের তাওবাকারী ইমানদারদের জন্য ইস্তিগফার করা

আয়াত নং—৭-৯

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

> "যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবিহপাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ইমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আজাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন। হে আমাদের রব, আর আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদের অপরাধের আজাব হতে রক্ষা করুন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আজাব থেকে রক্ষা করবেন, অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য।"

যে ইমানদার আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার মর্যাদা এত উঁচু যে, আল্লাহ তা'লার নৈকট্যশীল ফেরেশতারাও তার জন্য ইস্তিগফার করে। সেই নৈকট্যশীল ফেরেশতা যে আরশকে কাঁধে নিয়ে রাখছেন এবং যে ফেরেশতা আরশের তাওয়াফ তথা প্রদক্ষিণ করে থাকে। তাওবাকারী ইমানদারের জন্য এটা

কত বড় সৌভাগ্যের কথা যে, জমিনের উপর যদি তার থেকে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ফেরেশতারা তার জন্য গায়েবানা ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর ফেরেশতারা কোন কাজকে আল্লাহ তা'আলার বিধান হিসেবে করে না। তাহলে বুঝা গেল উক্ত কাজের জন্যও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত একটি দু'আ যার মধ্যে তাওবাকারী ইমানদারদের জন্য ইস্তিগফারও রয়েছে। দু'আটি হল—

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আয়াত নং—১৩

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ

> "তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিজক পাঠান। আর যে আল্লাহ অভিমুখী সে-ই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের অনেক নিদর্শন তোমাদেরকে দেখান। বস্তুত যাদের অন্তরে ইনাবাত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য রয়েছে, তারা সাথে সাথেই মেনে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ থেকে ঐ লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা শিরক থেকে তাওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

আয়াত নং—৪২

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

> "তোমরা আমাকে ডাকছ আমি যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করি, তাঁর সাথে শরিক করি যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি মহাপরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীলের দিকে।"

ফিরআউনের বংশধরদের মধ্য থেকে ইমানদার এক ব্যক্তি স্বীয় কওমকে বললেন- তোমরা আমাকে কুফর ও শিরকের দিকে ডাকো। অথচ আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকি যিনি আজিজ তথা মহাপরাক্রমশালী ও গাফ্ফার তথা পরম ক্ষমাশীল। সুতরাং যার মধ্যে এই দুই গুণ থাকবে সে-ই উপযুক্ত যে, তাকে উপাস্য বানানোর এবং তাঁকে ভয় করার এবং তাঁর প্রতি আশা-ভরসা করার।

বুঝা গেল যে, দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে ভয় ও আশা উভয় দিকই সামনে রাখতে হবে। আর আশার দিক হল—আল্লাহ তা'আলা মাফকারী, ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী।

আয়াত নং—৫৫

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

> "অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"

হজরত রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনে শত শত বার ইস্তিগফার করতেন। প্রত্যেক বান্দার ভুল-ত্রুটির জন্য তার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী ইস্তিগফার করা জরুরি।

এই আয়াতে ব্যাপক একটি রুটিন বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সান্ত্বনা রেখেছেন—যে ওয়াদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর উসিলায় তাঁর অনুসারীগণকে বিজয়ী রাখবেন। প্রয়োজন শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখে-কষ্টে এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা এবং যার থেকে যে পরিমাণ ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকা এবং রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা পালনকর্তার তাসবিহ তথা পবিত্রতা ও "তাহমীদ" তথা প্রশংসা জারি রাখা। প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন না হওয়া। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে মূলত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকেই ইস্তিগফারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নুসরাত তথা সাহায্য লাভের এই রুটিনে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যথা—

ক. সবর তথা ধৈর্য।

খ. ইস্তিগফার।

গ. সকাল-বিকাল তাসবিহ্‌তথা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও "তাহমীদ" তথা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ সালাত কায়েম করা।

সুরা হা-মিম আস-সিজদা

সুরা হা-মিম আস-সিজদা-এর

৬. ২৪. ৩৬ ও ৪৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৬

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

> "বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক ইলাহ। অতএব তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।"

ইস্তিগফারের নির্দেশ তাওহিদের নির্দেশের সাথেই ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, তোমাদের সকলের ইলাহ ও প্রকৃত বিচারক শুধুমাত্র এক আল্লাহ তা'আলা। যাকে ব্যতীত অন্য আর কারও উপাসনা নেই। এজন্য তোমাদের সকলের উপর কর্তব্য হল তোমাদের সর্ববিষয়ে সোজা এক ইলাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে চলা এবং তাঁর পথ থেকে একটুও এদিক-সেদিক পা না বাড়ানো। আর অতীতে যত ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে যত ভুল-ত্রুটি ও

গুনাহ তোমাদের থেকে সংঘটিত হবে তার উপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে মাফ চাওয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আয়াত নং—২৪

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ

> "অতঃপর তারা যদি ধৈর্যধারণ করে তবে জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং যদি তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তবুও তারা আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।"

কেউ যদি তাওবা, ইস্তিগফার এবং সবর বা ধৈর্যধারণ করে তাহলে তা উপকারী। মৃত্যুর পরে আখিরাতে না ধৈর্যধারণের কোন ফল পাওয়া যাবে, না ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা কোন ফায়দা হবে।

অর্থাৎ দুনিয়াতে ধৈর্যধারণ করলে কোন কোন বিপদাপদ দূর হয়ে থাকে। আর আখিরাতে ধৈর্যধারণ করুক আর না করুক জাহান্নামই তার আবাস হবে। আর দুনিয়াতে কোন কোন বিপদাপদ মান্নতের দ্বারা দূর হয়ে থাকে। কিন্তু আখিরাতে কোন মান্নতও কাজে আসবে না।

আয়াত নং—৩৬

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

> "(পূর্বের আয়াতে বর্ণিত সকল নি'আমত) পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।"

অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে বলত যে, আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা, অতঃপর এ কথার উপর অটল ছিল তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যেখানে তারা সবকিছু পাবে। যা কিছু তাদের মনে চাইবে কিংবা যা কিছু তারা মুখে বলবে, সবকিছু তাদের "গাফুরুর রাহিম" তথা পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হবে। সেই ক্ষমাশীল যিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সেই অসীম দয়ালু যিনি তাদের উপর এমন মহা অনুগ্রহ করেছেন।

আয়াত নং—৪৩

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

> "আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রাসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার রব একান্তই ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাবদাতা।"

অর্থাৎ যারা আপনাকে অস্বীকার করে, আপনাকে কষ্ট দেয়, এটা সবযুগের নবিদের সাথেই সে যুগের অস্বীকারকারীই এমনটি করেছে। আপনিও পূর্বের পয়গাম্বরদের ন্যায় ধৈর্যধারণ করুন। যার ফলাফল হবে– কিছু লোক তাওবা করে সঠিক পথে চলে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাত। আর কিছু স্বীয় অস্বীকার ও জেদের উপর অটল থাকবে। তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সুরাতুশ-শুরা

সুরাতুশ-শুরা-এর

৫. ১০. ১৩. ২৩. ২৫. ৩০. ৩৪. ৩৭. ৪০ ও ৪৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "উপর থেকে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হয়; আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবিহপাঠ করে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; জেনে রেখ, আল্লাহ, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

অর্থাৎ আসমান, আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও ক্রোধে ফেটে পড়বে। অথবা ফেরেশতারা এর বোঝা বহন করতে অক্ষম হওয়ার কারণে পড়ে যাবে। যার অর্থ হল মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক সাব্যস্ত করে এবং তাঁর জন্য সন্তানসন্ততি সাব্যস্ত করে থাকে। এটা এত বড় অপরাধ এবং এমন মারাত্মক গুনাহ যে, এর কারণে আসমান পর্যন্ত ফেটে পড়ে যায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমতের শান এবং ফেরেশতাদের তাসবিহ ও ইস্তিগফারের বরকতে এই ব্যবস্থাপনা চলছে। ফেরেশতারা

জমিনের অধিবাসীদের জন্য মাগফিরাত এবং অবকাশ কামনা করে। আর আল্লাহ তা'আলা "গাফুরুর রাহিম" তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তিনি ফেরেশতাদের দু'আ কবুল করে ইমানদারদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং কাফিরদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিয়ে থাকেন।

আয়াত নং—১০

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

> "আর যে কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই।"

অর্থাৎ সকল মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদের ফায়সালা আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত। আমার তো ঘোষণা হল– আমার রব আল্লাহ তা'আলা। তাঁর উপরই আমার তাওয়াক্কুল তথা ভরসা এবং সর্ব বিষয়ে তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

আয়াত নং—১৩

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

> "তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে

> নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।"

দু'টি শ্রেণি সৌভাগ্যবানঃ যথা—

ক. ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের জন্য নির্বাচন করেন।

খ. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করে। সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পথ প্রদর্শন করেন।

আয়াত নং—২৩

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

> "এটা তাই, যার সুসংবাদ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দেন– যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই গুণগ্রাহী।"

অর্থাৎ মানুষ যখন কল্যাণ ও নেকির পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার কল্যাণকে বৃদ্ধি করে দেন। আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিদান হিসেবে এবং দুনিয়াতে বিভিন্নভাবে। আর এমন ব্যক্তিদের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন। আয়াতের শুরুতে ইরশাদ ছিল—হে নবি মক্কাবাসীকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের নিকট আমার এই দাওয়াত ও মেহনতের জন্য কোন প্রতিদান ও বিনিময় চাই না। শুধুমাত্র একটি বস্তু চাই, আর তা হল তোমাদের সাথে আমার যে বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, অন্ততপক্ষে তার মূল্যায়ন কর। আর কিছু না হোক কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্মান রক্ষার্থে হলেও জুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত

থাক। সুতরাং তোমাদের নিকট শুধু এতটুকুই চাওয়া। আর যদি তোমরা এরচেয়ে অগ্রসর হয়ে নেক কাজ কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নেকিসমূহের মূল্যায়ন করবেন। তা বৃদ্ধি করে দেবেন এবং মাগফিরাত দ্বারা সম্মানিত করবেন।

আয়াত নং—২৫

وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

> "আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কর, তা তিনি জানেন।"

অর্থাৎ বান্দাদের উপর দুনিয়াতে যে সকল বিপদ আসে তা তাদের কর্মের ফল। আর অনেক গুনাহ তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতে মাফ করে দেন। সব গুনাহের জন্য যদি ধরতেন তাহলে জমিনের উপর কেউ বাঁচত না। মুমিন বান্দা যে সকল গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে পেয়ে যাবে তার জন্য ইন শা' আল্লাহ পরকালে কোন প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না।

আয়াত নং—৩৪

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ

> "অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।"

অর্থাৎ সমুদ্র এবং সাগরে চলমান বড় বড় জাহাজ যা দেখতে পাহাড়ের মত মনে হয়, তাও আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দেন তাহলে এই পালতোলা জাহাজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। পানি এবং বাতাস সবই আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অনুগত এবং আল্লাহ তা'আলা চাইলে মুসাফিরদের মন্দ আমলের কারণে এ সকল জাহাজসমূহকে ডুবিয়ে দিতে পারেন এবং এমন মুহূর্তেও

আল্লাহ তা'আলা অনেক ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে তাদেরকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

আয়াত নং—৩৭

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

> "আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।"

গোস্বার সময় মাফ করে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় গুণ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার চিরস্থায়ী নি'আমতের উপযুক্ত হল ঐ মুমিন যে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখে এবং বড় বড় গুনাহসমূহ ও সর্বপ্রকার বেহায়াপনা থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগের সময় রাগকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয়।

আয়াত নং—৪০

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

> "আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।"

জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক উত্তমও বটে। তবে যিনি প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয় তার জন্য রয়েছে অনেক বড় প্রতিদান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার চিরস্থায়ী নি'আমতের উপযুক্ত মুমিনদের একটি গুণ হল—তাদের উপর যখন জুলুম করা হয় তখন তারা এর প্রতিশোধ নেয় এবং মন্দ আচরণের প্রতিশোধে মন্দ আচরণই করে থাকে। কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে এর জন্য সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে। তবে

শর্ত হল—ক্ষমা করাটা যদি ক্ষতিকর না হয়। কিন্তু ক্ষমা করার দ্বারা যদি দীন ও মুসলিমদের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

আয়াত নং—৪৩

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

> "আর যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।"

অর্থাৎ রাগকে হজম করা এবং কষ্ট সহ্য করে জুলুমকে ক্ষমা করে দেওয়া অনেক হিম্মত ও সাহসের কাজ। হাদিস শরিফে এসেছে—যে বান্দার উপর জুলুম করা হয় আর সে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি করবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন।

সুরাতুল জাসিয়া

সুরাতুল জাসিয়া-এর

১৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৪

قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

> "যারা ইমান এনেছে তাদেরকে বলুন, যারা আল্লাহর দিবসসমূহ প্রত্যাশা করে না, এরা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে আল্লাহ প্রত্যেক কওমকে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন।"

অর্থাৎ ঐ বদ-দীন লোক যে "আইয়্যামুল্লাহ" তথা আল্লাহ তা'আলার দিনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন, আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নৈরাশ এবং তাঁর আজাব থেকে নির্ভয়, এমন লোক যদি মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়, তাহলে মুসলমান যেন তার থেকে প্রতিশোধের চিন্তা না করে। বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেয়। তিনিই তার ক্ষতিসমূহের জন্য তাকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিনদেরকে এই ধৈর্য-সহ্য এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

ইলা-মাগফিরাহ

অনেক মুফাসসিরীনের মতে এটা ‘জিহাদের বিধান’ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের হুকুম। আবার অনেকের মতে এটা যেখানে জিহাদের সুযোগ নেই সেখানে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে। যেন মুসলিমদের শক্তি সামান্য ছোটখাট বিষয়ে লিপ্ত হয়ে নষ্ট না হয়। এর দ্বারা জিহাদের অস্বীকার করা হয় না। কেননা এখানে ঐ প্রতিশোধকে বাধা দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য “ই‘লায়ে কালিমাতুল্লাহ” তথা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা নয় বরং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্রোধের প্রতিশোধ।

সুরাতুল আহকাফ

সুরাতুল আহকাফ-এর

৮. ১৫. ১৬ ও ৩১ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৮

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "তবে কি তারা বলে যে, সে এটা নিজে উদ্ভাবন করেছে? বলুন, যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা আমাকে আল্লাহর (আজাব) থেকে বাঁচাতে সামান্য কিছুরও মালিক নও। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় মত্ত আছ, তিনি সে বিষয়ে সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

অর্থাৎ এই কাফিররা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন কঠোর কথা বলে যে, নাউযুবিল্লাহ! এই কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বানিয়েছেন। তাদেরকে বলে দিন যে, ধরে নিলাম আমি যদি এমনটি করেও থাকি যে, নিজের

বানানো কথাকে আল্লাহ তা'আলার কালাম আখ্যা দিয়েছি, তাহলে আমাকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে কে বাঁচাবে? তোমরা যা বলছ এবং অপবাদ দিচ্ছ, এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার জানা আছে। সুতরাং তোমরা নিজেদের পরিণতির ফিকির কর। আল্লাহ তা'আলা গাফুর তথা অতি ক্ষমাশীল। তাঁর তাওবার দরজা উন্মুক্ত। এ সকল কথা ছেড়ে তাওবা করে নাও। ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তোমাদের এত কঠোর কথা সত্ত্বেও যে তোমাদেরকে এখনো ধ্বংস করা হয়নি এর কারণ হল—আল্লাহ তা'আলা রাহিম তথা পরম দয়ালু। তিনি সাথে সাথে কাউকে ধরেন না।

আয়াত নং—১৫

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

> "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নি'আমত দান করেছ, তোমার সে নি'আমতের যেন আমি শোকর আদায় করত পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"

অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এমন হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার যে সকল দয়া ও অনুগ্রহ তার উপর এবং তার মাতা-পিতার উপর রয়েছে, সেগুলোর

শোকর আদায় করে এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট নেক আমলের তাওফিক কামনা করে এবং স্বীয় সন্তানদের জন্যও নেকির দু'আ করে এবং স্বীয় গুনাহসমূহের জন্য তাওবা করে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নিজের সকল ইবাদাত, আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করে থাকে।

আয়াত নং—১৬

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

> "এরাই, যাদের উৎকৃষ্ট আমলগুলো আমি কবুল করি এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেই। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা সত্য ওয়াদা।"

পূর্বের আয়াতে যে লোকদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করা হবে এবং ভুল-ক্রটি ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নেক আমলের তাওফিক কামনা করা, নেক সন্তানের জন্য দু'আ করা, তাওবা করা ও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নিজের সকল ইবাদাত, আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করা অনেক পছন্দনীয় আমল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে—এই আয়াতটি হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এর হুকুম এবং ফজিলত সকলের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াত নং—৩১

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

> "হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ইমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ

> ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন।"

জিনদের একটি জামাত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে ইমান গ্রহণ করল এবং স্বীয় কওমের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইমানের দাওয়াত দিল এবং বলল—ইমান গ্রহণ করলে মাগফিরাত তথা চিরস্থায়ী ক্ষমা পাওয়া যাবে।

সুরা মুহাম্মাদ

সুরা মুহাম্মাদ-এর

৬. ১৫. ১৯ ও ৩৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের পরে আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় দীন একমাত্র দীনে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা ইসলাম। যে এই দীনকে গ্রহণ করবে তার সকল নেক কাজ গ্রহণীয় এবং গুনাহ মাফ। যে এই দীনকে গ্রহণ করবে না তার কোন নেক কাজই গ্রহণীয় নয় এবং না তার গুনাহসমূহ ক্ষমার কোন পথ আছে।

আয়াত নং—২

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

> "আর যারা ইমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অতীতের মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করে তাদের

বর্তমান জীবনকে সুন্দর করে দেন এবং তাদেরকে নেক কাজের তাওফিক দান করেন এবং পরকালেও তাদের ভুল-ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে তাদেরকে ভাল অবস্থায় রাখবেন।

পূর্বযুগে সকল মাখলুক একই শরীয়াতের অনুসারী ছিল না। আর বর্তমানে গোটা পৃথিবীর জন্য একই শরীয়াতের অনুসরণ করার নির্দেশ। বর্তমানে সত্য দীন এটাই এবং ভাল কাজ মুসলমানরাও করে এবং কাফিররাও করে কিন্তু সত্য দীনের অনুসারীদের গ্রহণীয়তা হল—নেকি কবুল ও গুনাহ মাফ। আর কাফিরদের শাস্তি হল ভাল কাজ বরবাদ ও গুনাহের শাস্তি অত্যাবশ্যক। ইসলাম তথা দীনে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমান আনা মাগফিরাতের কারণ।

আয়াত নং—১৫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ
مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ
عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ
هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

> "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?"

পরকালের মহান নি'আমতসমূহের মধ্যে মাগফিরাতও একটি নি'আমত। অর্থাৎ সকল ভুল-ক্রটি ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সেখানে পৌছে কখনো গুনাহসমূহের আলোচনাও হবে না। যার দ্বারা তারা কষ্ট পাবে কিংবা শাস্তির আশঙ্কা থাকবে।

আয়াত নং—১৯

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

> "অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।"

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর উপর সুদৃঢ় থাক এবং ইস্তিগফারে লিপ্ত থাক। মৃত্যুর পরে না ইমান কোন কাজে আসবে, না তাওবা কোন কাজে আসবে। দুনিয়াতেই **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর উপর ইমান আন এবং ইস্তিগফারকে গ্রহণ কর। তাহলে পরকালে সফলতা। সর্বোত্তম জিকির হল—**"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এবং সর্বোত্তম দু'আ হল—ইস্তিগফার। **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** হল সফলতার জন্য শর্ত আর ইস্তিগফারের মাধ্যমে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর দৃঢ়তা। **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** নিজেও পাঠ কর এবং অন্যকেও দাওয়াত দাও এবং ইস্তিগফার নিজের জন্যও কর এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যও। অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উম্মতকে ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করতেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহিদের উপর সুদৃঢ় ছিলেন এবং নিজের জন্য ও নিজের অনুসারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করতেন।

আয়াত নং—৩৪

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن
يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ

> "নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে। তারপর কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, আল্লাহ কখনই তাদের

। ক্ষমা করবেন না।"

কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করা মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। কুফর তো নিজেই একটি মন্দ কিন্তু যে কাফির অন্যদেরকেও দীন থেকে বাধা দেয় তাদের শাস্তি আরও কঠিন।

সুরাতুল ফাতহ

সুরাতুল ফাতহ-এর

১. ২. ৫. ১১. ১৪ ও ২৯ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১-২

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

> "নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি; যেন আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের পাপ ক্ষমা করেন, আপনার উপর তাঁর নি'আমত পূর্ণ করেন আর আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

গাজওয়ায়ে হোদাইবিয়াতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বিজয় অর্জন হয়েছে, উক্ত বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চারটি মহান নি'আমত দান করেছেন। উক্ত চারটি মহান নিআমতের প্রথম নি'আমত হচ্ছে—মাগফিরাত। অর্থাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সদা-সর্বদার জন্য মাগফিরাত দান করা হয়েছে তথা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র। কিন্তু তারপরও

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এ নি'আমতটিকে 'ফাতহে মুবীন' তথা সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী যে বিষয়সমূহ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার পরিপন্থী মনে হতে পারে, সেগুলো সদা-সর্বদার জন্য পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুসংবাদের ফলে ইরশাদ করেন—আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সুরানাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট ঐ সকল বস্তু থেকে উত্তম যার উপর সূর্য উদিত হয়।

কিয়ামতের দিন যখন সকল নবি-রাসুল শাফাআত করতে অপারগ হবেন তখন হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম মাখলুকদেরকে বলবেন যে, তোমরা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও। যিনি খাতামুন নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবি এবং যার পূর্বের-পরের সকল গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটা তাকে ছাড়া আর কারও কাজ নয়। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দরখাস্ত করা হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন শাফাআত করবেন। এই আয়াতটিতে মাগফিরাত তথা আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করার এবং ইস্তিগফার করার গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

আয়াত নং—৫

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا

> "যেন তিনি মুমিন নারী ও পুরুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আর তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন; আর এটি ছিল আল্লাহর নিকট এক মহাসাফল্য।"

এই মহান বিজয়ের সুবাদে আল্লাহ তা'আলা হোদাইবিয়া ও বাইয়াতে

রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের জন্যও বড় বড় পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। যার মধ্যে একটি পুরস্কার হল– গুনাহসমূহ ক্ষমা করা। আর এই পুরস্কারকে আল্লাহ তা'আলা فَوْزًا عَظِيمًا তথা মহা সফলতা আখ্যা দিয়েছেন। বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকৃত সফলতা হল— কোন মুমিনের মাগফিরাত এবং জান্নাত পাওয়া।

আয়াত নং—১১

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

> "পিছনে পড়ে থাকা বেদুঈনরা আপনাকে অচিরেই বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবর-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল; অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে তা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান কিংবা কোন উপকার করতে চান, তবে কে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোন কিছুর মালিক হবে? বরং তোমরা যে আমল কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"

ইস্তিগফারের মিথ্যা দরখাস্ত করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় রওয়ানা করলেন তখন কিছু গ্রাম্য লোক মুশরিকদের ভয়ে বাড়িতে থেকে গেলেন। তারা মনে করল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসবে না। এই আয়াতে তাদের নিফাকের পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যখন মদিনায় ফিরে আসবেন তখন এ সকল ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে সাথে না যাওয়ার জন্য মিথ্যা উজর পেশ করবে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দরখাস্ত

করবে—فَاسْتَغْفِرْ لَنَا তথা আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাদের এ কথা তাদের অন্তরের কথা নয়, শুধুমাত্র মুখের কথা।

আয়াত নং—১৪

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "আসমানসমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কাউকে ক্ষমা করা কিংবা শাস্তি দেওয়া এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাধীন। তবে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত তাঁর গজব তথা শাস্তির অগ্রগামী। সুতরাং যে অন্তর থেকে মাগফিরাত কামনা করে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা "গাফুরুর রাহিম" তথা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আয়াত নং—২৯

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

> "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে,

তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হল একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।"

এই আয়াতের শুরুতে হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর আয়াতের শেষাংশে তাদের জন্য অনেক বড় মহা পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। আর তা হল—আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের জন্য মাগফিরাত এবং মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য হল—সকল সাহাবায়ে কেরাম উদূল তথা সত্যের মাপকাঠি এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম মাগফুর তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন। এজন্য তারা সকলে সফল ও জান্নাতি।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

সুরাতুল হুজরাত

সুরাতুল হুজুরাত-এর

৩, ৪, ৫, ১১, ১২ ও ১৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও আদব হল– মাগফিরাতের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ।

আয়াত নং—৩

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

> "নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের নিকট নিজেদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বিনয় ও আদব এবং মর্যাদার সাথে কথা বলে এবং স্বীয় আওয়াজকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে নিচু রাখে, এরা হল তারা যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ তা'আলা আদব, তাকওয়া ও পবিত্রতার জন্য নির্বাচন করেছেন। তাদের এই আমলের বরকতে তাদের গুনাহ মাফ হবে এবং তারা অনেক অধিক প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াত নং—৪-৫

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "নিশ্চয় যারা আপনাকে হুজরাসমূহের পিছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই বুঝে না। আপনি তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাহলে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হত। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কিছু লোক নবিজি সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে আসল। নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরার ভেতরে ছিলেন। আর তারা হুজরার বাহির থেকে আওয়াজ দিতে লাগল। এটা বড় মূর্খতার কথা। তাদেরকে বুঝানো হল—নবিজি সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। মোটকথা যে কাজ মূর্খতা ও না জানার কারণে হয়ে গেছে, সেটার জন্য আল্লাহ তা'আলা "গাফুরুর রাহিম" তথা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাদের উচিত—স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে যেন এমন কাজ না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

আয়াত নং—১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

> "হে ইমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের

> নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরের মন্দ উপনামে ডেকো না। ইমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম।"

মুসলমান পরস্পর একে অপরকে ঠাট্টা করো না। এতে অন্যকে লাঞ্ছিত কিংবা ছোট করা হয় এবং একে অপরকে অপছন্দনীয় উপনামে ডেকো না। অতীতের গুনাহসমূহের জন্য একে অপরকে তিরস্কার করো না। যে এ সকল কাজে লিপ্ত আছো তারা তাওবা করে নাও। যে তাওবা করবে না সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জালিম হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

আয়াত নং—১২

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

> "হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।"

মুসলমান একে অপরের প্রতি কুধারণা করো না। একে অপরের উপর অপবাদ আরোপ করো না। একে অপরের দোষ তালাশ করো না। একে অপরের গিবত করো না। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং উপরোক্ত সকল গুনাহ থেকে এবং মন্দ স্বভাব থেকে তাওবা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী ও অতি দয়ালু।

আয়াত নং—১৪

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"বেদুঈনরা বলল, আমরা ইমান আনলাম। আপনি বলুন, তোমরা ইমান আননি। বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ইমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের আমলসমূহের কোন কিছুই নিষ্ফল হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ঐ সকল লোক যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছে কিন্তু ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তারা যদি পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা "গাফুরুর রাহিম" তথা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাদের অতীতের দুর্বলতার কারণে তাদের আমলসমূহকে ধ্বংস করা হবে না। অর্থাৎ তাদেরকে পূর্ণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

সুরাতুল কাহাফ

সূরাতুল কাহাফ-এর

৫৫ ও ৫৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫৫

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

> "আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত এসেছে, তখন তাদেরকে ইমান আনতে কিংবা তাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করতে বাধা প্রদান করেছে কেবল এ বিষয়টিই যে, পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আমার নির্ধারিত) রীতি তাদের উপর পুনরায় নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর আজাব সরাসরি এসে উপস্থিত হবে।"

মক্কার কাফিররা যারা ইমান গ্রহণ করছে না এবং স্বীয় কুফরী থেকে তাওবাও করছে না। তারা মূলত নিজেদের উপর আজাবকে দাওয়াত দিচ্ছে। যেন তাদের উপরও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় আজাব চলে আসে। অতঃপর এমনটাই হয়েছে এবং বদরের যুদ্ধে আজাবের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে।

আয়াত নং—৫৮

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

> "আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আজাব ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।"

আল্লাহ তা'আলা গাফুর তথা ক্ষমাপরায়ণ এবং যুর-রাহমাহ তথা দয়া ও অনুগ্রহকারী। অর্থাৎ কাফির ও অপরাধীদের কর্মকাণ্ড তো এমন যে, আজাব আসতে একটুও বিলম্ব হবার নয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য্য এবং মাগফিরাত সাথে সাথে আজাব আসতে দেয় না। তিনি তাঁর রহমতের কারণে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং অনেক বড় বড় অপরাধীকেও সুযোগ দেন, যেন তাওবা করে নিজের গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নেয় এবং ইমান গ্রহণ করে রহমতের উপযুক্ত হয়ে যায়।

সুরাতুয-যারিয়াত

সুরাতুয-যারিয়াত-এর

১৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১৮

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

| "আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকে।"

ইস্তিগফারের উত্তম সময় হল– তাহাজ্জুদ তথা রাতের শেষ প্রহর বা সেহরীর সময়। আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় ইস্তিগফারকারীদের প্রশংসা করেছেন। নিশ্চয় সেহরীর সময়ের ইস্তিগফার অনেক মাকবুল বা প্রিয় এবং অনেক বড় গনিমত। ঐ ব্যক্তি যার ইমান ও তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং যাদেরকে জান্নাত দান করেছেন তাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন—وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ অর্থাৎ তারা রাতের শেষ প্রহর তথা সেহরীর সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মাগফিরাত কামনা করে। অর্থাৎ সেহরীর বরকতময় সময়ে নিজের মু'আমালা আল্লাহ তা'আলার থেকে পরিষ্কার করে নেয়। রাতের অধিকাংশ অংশ ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটানোর পরও তাদের মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয় না। বরং সে যে পরিমাণ ইবাদাত-বন্দেগী করে, এতে তার ইবাদাত-বন্দেগীর

আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায় এবং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাতের দরখাস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

সুরাতুন-নাজম

সুরাতুন-নাজম-এর

৩২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩২

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

> "যারা ছোট-খাট দোষ-ক্রটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।"

আহলে জান্নাত তথা নেককার লোক হল তারা, যারা কবিরা গুনাহসমূহ এবং অশ্লীল কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকে। তবে কিছুটা ভুল-ক্রটি তো প্রত্যেক মানুষেরই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত অনেক উদার। নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না বরং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করো। তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।

সুরাতুল হাদিদ

সুরাতুল হাদিদ-এর

২০, ২১ ও ২৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২০

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে অধিক্যের প্রতিযেগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাগফিরাত ও সন্তুষ্টিও তৈরি করেছেন

এবং স্বীয় কঠিন আজাবও। আখিরাতের এই মাগফিরাত ও আজাব মানুষের দুনিয়ার জীবনের উপর নির্ভর। দুনিয়া বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয়, সবুজ-শ্যামল ও চিত্তাকর্ষক। তাই যে এতে মগ্ন হয়েছে সে আখিরাতে ব্যর্থ। আর যে দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়াতে মগ্ন হয়নি এবং এখান থেকে নিজের সাথে ইমান ও নেক আমল নিয়ে গেছে, সে আখিরাতে মাগফুর তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং সফল। দুনিয়ার উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝে আসে—দুনিয়াটা হল এমন যেমন বৃষ্টির পরে চারিদিক সবুজ-শ্যামল দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু তা সামান্য কিছুদিনই হয়ে থাকে। কিছু দিন পরে সবুজ-শ্যামলীমা শুকিয়ে হলুদ হয়ে যায় এবং পুনরায় খড়-কুটা হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থাই হল দুনিয়ার। শুরুতে অনেক চিত্তাকর্ষক কিন্তু এরপরেই দুর্বলতা, বিরাণভূমি ও ধ্বংস। সুতরাং একজন বুদ্ধিমান এই সামান্য কিছুদিনের ধোঁকায় কীভাবে পড়তে পারে?

দুনিয়ার মানুষগুলো হয়তো আখিরাতের আজাবের দিকে যাচ্ছে অথবা সেখানের মাগফিরাতের দিকে।

আয়াত নং—২১

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

> "তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ইমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"

একজন মানুষ যা কিছু করার তা দুনিয়ার জীবনেই করতে হবে। এজন্য ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহের জন্য একে অপরের মোকাবিলা করে ও প্রতিযোগিতা করে কোন লাভ নেই। তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও

জান্নাত পাওয়ার জন্য মেহনত, চেষ্টা, প্রতিযোগিতা ও মোকাবিলা করো। মৃত্যুর পূর্বেই এমন পাথেয় তৈরি করে নাও যা তোমাকে আখিরাতে মাগফিরাত এবং জান্নাত দিতে পারে। এ জান্নাত অনেক বড়। যদি আসমান-জমিন উভয়টিকে একসাথে মিলিয়ে রাখা হয় তাহলে জান্নাতের প্রশস্ততার সমপরিমাণ হবে। প্রশস্ততাই যদি এমন হয় তাহলে লম্বা কেমন হবে? এটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ জান্নাত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুমিনরাই পাবে।

আয়াত নং—২৮

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ইমান এবং তাকওয়া মাগফিরাতের কারণ। এই আয়াতের সম্বোধনটি আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা ইমান এনেছে, তাদের প্রতি করা হয়েছে—তোমরা নিজ নিজ কিতাব ও নবির উপর ইমান আনার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনুল কারিমের উপর ইমান আনার কারণে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে এবং তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নূর দান করা হবে এবং মাগফিরাত নসিব হবে।

সুরাতুল মুজাদালা

সুরাতুল মুজাদালা-এর

২. ১২ ও ১৩ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

> "তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের মা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মা নয়। তাদের মা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। আর তারা অবশ্যই অসঙ্গত ও অসত্য কথা বলে। আর নিশ্চয় আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল।"

ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলত যে, তুমি আমার মা, তাহলে এটা মনে করা হত যে, এই নারী এখন থেকে সর্বদার জন্য তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে গেছে। এই আয়াতে 'যিহার' এর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীকে মা বললে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না। প্রকৃত মা তো সে যে তাকে জন্মদান করেছে। তবে হ্যাঁ! যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সাথে অসৎ আচরণ

করেছে এবং একটি মিথ্যা ও অনর্থক কথা বলেছে, তাই এর শাস্তি সে পাবে। আর তা হল—এর কাফ্ফারাস্বরূপ একটি গোলাম আজাদ করবে। আর যদি একটি গোলাম আজাদ করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সে লাগাতার এক মাস রোজা রাখবে। আর যদি লাগাতার এক মাস রোজা রাখতেও অপারগ হয়, তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। এই কাফ্ফারা আদায় করার পর সে উক্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারবে এবং তাদের মাঝে তালাক হবে না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে—وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ নিশ্চয় আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল। অর্থাৎ জাহেলি যুগে যারা এমন কাজ করেছে, তা মাফ। এখন হিদায়াত পাওয়ার পর আর এমনটি করো না। তথাপিও যদি ভুলে করে ফেল, তাহলে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং স্ত্রীর নিকট যাওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করে দাও। অথবা এর অর্থ হল—যিহারকারী যখন কাফ্ফারা আদায় করে দেবে তখন তার জন্য ক্ষমা এবং অনুগ্রহ।

আয়াত নং—১২

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রাসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সাদাকা পেশ করো। এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়তর ও পবিত্রতর; কিন্তু যদি তোমরা সক্ষম না হও তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"

মুনাফিকরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে অনর্থক কথা বলত। যেন মানুষের মধ্যে নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করা যায় যে, আমরা বিশেষ লোক এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পৃথকভাবে একান্তে আলাপ করি। এভাবে কোন কোন মুসলমানও কিছু বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একান্তে সাক্ষাত করতে গিয়ে এত অধিক সময় নিতেন যে, অন্যরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার সময় পেত না। তখন এই হুকুম আসল—যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একান্তে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন

সাক্ষাতের পূর্বে কিছু সাদাকা করে আসে। এতে কয়েকটি ফায়দা রয়েছে। সাদাকাকারী উক্ত সাদাকার সাওয়াব পাবে। সাদাকার কারণে সে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র হবে। উক্ত সাদাকার দ্বারা গরিবদের উপকার হবে। মুখলিস তথা একনিষ্ঠ মুমিন ও মুনাফিকদের পার্থক্য হয়ে যাবে। কেননা মুনাফিকরা সাদাকা দেবে না। সুতরাং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও নষ্ট হবে না। তবে হ্যাঁ! যার সাদাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার জন্য মাফ। এই হুকুম যখন নাযিল হল মুনাফিকরা তখন কৃপণতার কারণে এই অভ্যাস ছেড়ে দিল এবং মুসলমানরাও বুঝে গেল যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অধিক পরিমাণে একান্তে সাক্ষাতের অভ্যাস আল্লাহ তা'আলাও পছন্দ করেন না। এজন্যই এই সাদাকার বিধান নাজিল করা হয়েছে। তাই পরিবেশ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর এই হুকুম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি এর পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াত নং—১৩

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

> "তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, একান্ত পরামর্শের পূর্বে সাদাকা পেশ করবে? হ্যাঁ! যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহও তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একান্তে সাক্ষাতের পূর্বে সাদাকা করার যে হুকুম ছিল, তার লক্ষ্য অর্জন হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলা এই হুকুমটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে শর্ত হল—দীনের যে স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে সেগুলোর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। সালাত এবং জাকাতের পাবন্দি করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা ইত্যাদি।

সুরা হাশর

সুরা হাশর-এর

১০ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১০

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

> "(মালে ফাই, তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে; হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ইমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ইমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।"

নিজের জন্য ও নিজের পূর্ববর্তীদের জন্য ইস্তিগফারের অনেক ফায়দা। পরবর্তীগণকে তাদের পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিয়ে দেয়। তারা যদি তাদের প্রতি মহব্বত রাখে এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করে। মালে ফাই তথা কাফিরদের থেকে বিনা যুদ্ধে অর্জিত মালের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে—

এতে তাদেরও অংশ রয়েছে যারা পরে এসেছে। তবে তারা এমন হবে যে, তাদের পূর্ববর্তীদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে এবং মুসলিমদের জন্য নিজেদের অন্তরে কোন প্রকার শত্রুতা রাখে না। এই আয়াতটি সকল মুসলিমের জন্য কুরআনে বর্ণিত অত্যন্ত উপকারী একটি ইস্তিগফার—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

সুরাতুল মুমতাহিনা

সুরাতুল মুমতাহিনা-এর

৪. ৫. ৭ ও ১২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৪-৫

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"ইবরাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের—তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আন। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের

> উক্তিটি ব্যতিক্রম: আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

কাফিরদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুমিনকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গী-সাথীদের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তারা কাফিরদেরকে সুস্পষ্ট দুশমনি ও শত্রুতা এবং সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমান না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। সাথে সাথে তারা এই দু'আও করেছেন—

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আপনার শক্তি ও প্রজ্ঞার প্রতি এটাই আশা ও প্রত্যাশা যে, আপনি আপনার বিশ্বস্তদেরকে শত্রুর মোকাবিলায় পরাজিত এবং লাঞ্ছিত করবেন না। এই দু'আটিও কুরআনে বর্ণিত অত্যন্ত উপকারী একটি ইস্তিগফার।

আয়াত নং—৭

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্ব শক্তিমান এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার মুমিন সঙ্গী-সাথীদের পথে চল। যদি তার বিপরীত কর এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব কর, তাহলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কারও বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতায় আল্লাহ তা'আলার কি আসে যায়। তিনি তো প্রাচুর্যবান ও সকল সৌন্দর্যের মালিক। আর আল্লাহ তা'আলার রহমতের দ্বারা এটাও সম্ভব যে, ঐ কাফিরগণ যাদের সাথে আজ তোমাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হচ্ছে, আগামি দিন যখন তারা ইমান গ্রহণ করবে, তখন তাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা "কাদির" তথা সর্ব শক্তিমান এবং তাঁর মাগফিরাত ও রহমতের দরজা উন্মুক্ত। এজন্য যে-ই সত্যিকারের তাওবা করে আসে তাকেই কবুল করা হয়। আর তাঁর হুকুমের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যে কারও কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে। আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আলহামদুলিল্লাহ মক্কা বিজয়ের পর মক্কার প্রায় সকলে মুসলমান হয়ে যায় এবং গতকাল পর্যন্ত যারা ছিল জানের দুশমন, তারাই হয়ে গেল মুসলমানদের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বন্ধু।

আয়াত নং—১২

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> "হে নবি, যখন মুমিন নারীরা আপনার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে

> হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা আপনার অবাধ্য হবে না। আপনি তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এই আয়াতকে "আয়াতে বাইআত" তথা বাইআতের আয়াত বলা হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নারীরা বাইআতের জন্য আসলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ওয়াদা নিতেন—

১. শিরক করবে না।

২. চুরি করবে না।

৩. ব্যভিচার করবে না।

৪. নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।

৫. জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না।

৬. সৎকাজে তারা আপনার অবাধ্য হবে না।

তবে এই বাইআত হত মৌখিক বাইআত। এতে কখনো কোন নারীর হাত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত মোবারক স্পর্শ করেনি। وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ বাইআত গ্রহণের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করুন—তাদের থেকে অতীতে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি এ সকল বিধানের আমলের মধ্যে হবে, এর উপর তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। আল্লাহ তা'আলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফারের বরকতে তাদের ভুল-ত্রুটিসমূহ মাফ করে দেবেন।

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল—শাইখ তার মুরিদদের জন্য (চাই মুরিদ পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক) নিয়মিত ইস্তিগফার করা উচিত।

সুরা-সফ

সুরাতুস-সফ- এর

১২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১২

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

> "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করাবেন)। এটাই মহাসাফল্য।"

এমন একটি লাভজনক ব্যবসা যা মাগফিরাতও দান করে এবং আজাবে ইলাহী তথা আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকেও বাঁচায়। আর তা হল—মুমিনগণ স্বীয় জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ তথা কিতাল করা। কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ মাগফিরাতের কারণ। সর্বোপরি এতে জান্নাতের আবাসসমূহেরও ওয়াদা রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার নুসরাত ও বিজয়ও। অর্থাৎ চিরস্থায়ী সফলতা ও লাভজনক ব্যবসা। يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।"

সুরাতুল মুনাফিকুন

সুরাতুল মুনাফিকুন-এর

৫ ও ৬ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

> "আর তাদেরকে যখন বলা হয় এসো, আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, অহংকারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে।"

মুনাফিকের অন্তরে ইস্তিগফারের কোন গুরুত্ব হয় না। মদিনা মুনাওয়ারায় যখন কোন মুনাফিকের খিয়ানত প্রকাশ হয়ে যেত, তখন কল্যাণকামী লোকেরা তাকে বলত যে, এখনো সময় আছে, আসো! রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে নিজের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করিয়ে নাও। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফারের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমার ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। সে তখন তার গর্ব ও অহঙ্কারের কারণে মুখ ফিরিয়ে নিত। বরং

কোন কোন কুলাঙ্গার তো সুস্পষ্ট বলে দিত যে, আমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফারের প্রয়োজন নেই।

আয়াত নং—৬

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

> "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, উভয়টি তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মুনাফিকদের জন্য ইস্তিগফার করেনও তাহলেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা পাবে না। কেননা তারা নিজেরাই ক্ষমা চায় না এবং মাগফিরাত কামনা করে না।

সুরাতুত-তাগাবুন

সুরাতুত-তাগাবুন-এর

৯. ১৪ ও ১৭ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৯

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

> "স্মরণ করো, যেদিন সমাবেশ দিবসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের সমবেত করবেন, ঐ দিন হচ্ছে লাভ-ক্ষতির দিন। আর যে আল্লাহর প্রতি ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণধারা প্রবাহিত হয়, তথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"

একটি দিন আসবে। সেই দিনটির নাম হল—"ইয়াউমুত-তাগাবুন" তথা হার-জিতের দিন। লাভ এবং ক্ষতি প্রকাশ হওয়ার দিন। এটা কিয়ামতের দিনেরই একটি নাম। ঐ দিন সে-ই জিতে যাবে যার নিকট ইমান ও নেক আমল থাকবে আর সে-ই হেরে যাবে, যে ইমান ও নেক আমল শূন্য হবে।

সেদিন জাহান্নামীগণ হেরে যাবে। আর হেরে যাওয়ার কারণ হল—আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শক্তি-সামর্থ্যকে কুপথে ব্যয় করে মূল পুঁজি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলা। আর জান্নাতিরা জিতে যাবে। আর জিতে যাওয়ার কারণ হল—সেদিন তাদের নিকট ইমান ও নেক আমলের মত মহা সম্পদ থাকবে। যার নিকট ইমান ও নেক আমল থাকবে, সেদিন তার গুনাহ মাফ করা হবে। যার নিকট ইমান ও নেক আমল থাকবে না তার নেক আমলও কোন কাজে আসবে না। ইমান এবং নেক আমল মাগফিরাতের কারণ।

আয়াত নং—১৪

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> "হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।"

অর্থাৎ সন্তানসন্ততি যদি পরকালে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অথবা তাদের ইচ্ছা হয় যে, তুমি জিহাদ এবং হিজরত থেকে বিরত থাক কিংবা তারা তোমাকে দুনিয়াতে এমনভাবে ব্যস্ত করে দেয় যে, তুমি দীন ও আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে যাও, তাহলে এমন সন্তানসন্ততি তোমাদের দুশমন। সুতরাং তোমরা তাদের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ তাদের অন্যায় আবদার মানবে না। তবে হ্যাঁ! এইটুকু চেষ্টা কর যে, নিজের দীনও বাঁচে এবং তাদের সাথেও ক্ষমাসূলভ সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। এতে অসংখ্য ফায়দা। এই উত্তম আখলাকের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন। তিনি "গাফুরুর রাহিম" তথা পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

আয়াত নং—১৭

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

شَكُورٌ حَلِيمٌ

> "যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় উত্তম মাল আনন্দচিত্তে খরচ করা মাগফিরাতের অন্যতম কারণ। এর বরকতে মালও অনেক বৃদ্ধি হয়।

সুরাতুত-তালাক

সুরাতুত-তালাক-এর

৫ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

> "এটি আল্লাহর নির্দেশ, তিনি তা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে মহান করে দেন।"

তাকওয়া তথা আল্লাহ তা'আলার ভয় মাগফিরাতের অন্যতম কারণ।

সুরাতুত-তাহরিম

সুরাতুত-তাহরিম-এর

১. ৪. ৫ ও ৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> "হে নবি, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্যে তা নিজের জন্যে কেন হারাম করেছেন? আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বৈধ কসম খেয়েছেন। উক্ত কসমের উপর বলা হয়েছে—হে নবি আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্যে নিজের উপর কোন হালাল বস্তুকে হারাম করার তথা নিষিদ্ধ করার কষ্ট করবেন না এবং এ ব্যাপারে কসম করবেন না। আল্লাহ তা'আলা "গাফুরুর রাহিম" তথা পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।

তিনি তো অনেক বড় বড় গুনাহও ক্ষমা করে দেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তো কোন গুনাহও হয়নি। একটি অনুত্তম কাজ কাজ হয়েছে যা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

আয়াত নং—৪

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

"যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে, আর তোমরা যদি তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য কর তবে আল্লাহই তার অভিভাবক এবং জিবরাইল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য হতে দু'জনকে তাওবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি ব্যাপারে তোমরা দু'জন ভুলের দিকে অগ্রসর হয়েছ। এজন্য তাওবা করো এবং ভবিষ্যতে এমন সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকবে।

আয়াত নং—৫

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

"সে যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, তবে আশা করা যায় তার রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তাকে দিবেন, যারা মুসলিম, মুমিনা, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।"

আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন পছন্দনীয় ও বরকতময় নারী যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত, তাদের একটি গুণ হল—তারা তাওবাকারী হবে। এর দ্বারা তাওবার ফজিলত, প্রয়োজন ও মর্যাদা অনুমান করা যেতে পারে।

আয়াত নং- ৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن

يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবি ও তার সাথে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।"

হে ইমানদারগণ! খাঁটি তাওবা কর। এমন খাঁটি তাওবা যেন পুনরায় উক্ত গুনাহের দিকে ফিরে আসার ইচ্ছাই অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি এমন তাওবা কর তাহলে তোমাদের উপর থেকে গুনাহসমূহের বোঝা ও ক্ষতি মিটে যাবে। তোমরা জান্নাত পেয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে যাবে। কিয়ামতের অন্ধকারে তোমরা নূর এবং আলো পাবে। যা তোমাদের সাথে সাথে দৌড়াবে। অর্থাৎ আমাদের আলো শেষ পর্যন্ত চালু থাকবে। নিভিয়ে দেওয়া হবে না। যেমনটি মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– তাদের আলো নিভে যাবে এবং তারা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। কুরআনুল কারিমে বর্ণিত ইস্তিগফারের অন্তর্ভুক্ত একটি কার্যকরী দু'আ—

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সুরাতুল মুলক

সুরাতুল মুলক-এর

২ ও ১২ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২

الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

> "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"

অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর ধারাবাহিকতা এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলসমূহ যাচাই করতে চান যে, কে মন্দ কাজ করে আর কে ভাল কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা আজিজ তথা মন্দ কাজ করা কোন লোকই তাঁর নিকট জবাবদিহি ও তাঁর প্রতিশোধ থেকে বাঁচতে পারবে না। তিনি গাফুর তথা তিনি তাওবাকারী ও নেক আমলকারীদেরকে ক্ষমা ও পুরস্কার দান করেন।

আয়াত নং—১২

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

"নিশ্চয় যারা তাদের রবকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে দেখেনি কিন্তু তাঁর উপর এবং তাঁর গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর মর্যাদা ও বড়ত্ব চিন্তা করে ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠে। অথবা এর অর্থ হল—যখন মানুষের কাছ থেকে নিরালায় একাকী থাকে তখনও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁর আনুগত্যে লিপ্ত থাকে। অথবা এর অর্থ হল—মানুষের ভিড় থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় স্বীয় রবকে স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

সুরা নূহ

সুরা নূহ-এর

৩. ৪. ৭. ১০. ১১. ১২ ও ২৮ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৩-৪

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

> "(হজরত নূহ আলাইহিস সালাম তার নিজ কওমকে বললেন) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে কিছুতেই তা বিলম্বিত করা হয় না, যদি তোমরা জানতে!"

অর্থাৎ ইমান আনবে তো পূর্বে আল্লাহ তা'আলার যত হক নষ্ট করেছ তা ক্ষমা করে দেবেন। ইমান, তাকওয়া তথা আল্লাহ তা'আলার ভয় ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য মাগফিরাতের কারণ।

আয়াত নং—৭

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

> "আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজেদের পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।"

হজরত নূহ আলাইহিস সালাম তার নিজ জাতিকে বার বার মাগফিরাতের দিকে ডেকেছেন। কিন্তু তারা এই নি'আমত থেকে পলায়ন করেছে। মাগফিরাতের দিকে যখন আসলোই না এবং আসার কোন সম্ভাবনাও নেই, তাহলে তাদেরকে আপনার আজাব দেখিয়ে দিন।

আয়াত নং—১০-১২

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

> "আর বলেছি, তোমার রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।"

হজরত নূহ আলাইহিস সালাম তার নিজ জাতিকে ইস্তিগফারের দাওয়াত দিলেন এবং সাথে সাথে ইস্তিগফারের মহান ফায়দাসমূহ ও ফলাফলও বর্ণনা করলেন। যেমন—

ক. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাগফিরাত পাওয়া যাবে।

খ. পানি, যা মানুষের বসবাসের জন্য প্রাণস্বরূপ। এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা

সমাধান হয়ে যাবে অর্থাৎ অনাবৃষ্টি ও খরা দূর হবে।

গ. অধিক সন্তানসন্ততি দান করবেন ও বন্ধ্যাত্ব দূর হবে।

ঘ. অধিক ফসল উৎপন্ন হবে।

ঙ. ঝর্ণা চালু হবে। কূপ ও ঝর্ণার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে।

অর্থাৎ এত বড় কুফর এবং এত অধিক পরিমাণ গুনাহ করা সত্ত্বেও এখনো যদি তোমরা স্বীয় মালিকের সামনে নত হও এবং তাঁর নিকট তাওবা কর, তাহলে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর ইমান ও ইস্তিগফারের বরকতে ঐ দুর্ভিক্ষ যাতে তোমরা অনেক বছর যাবৎ ভোগছ, তা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যার ফলে খেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সতেজ হয়ে যাবে। খাদ্যশস্য, ফল-ফলাদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হবে। জীবজন্তু মোটাতাজা ও হৃষ্টপুষ্ট হবে। যার ফলে দুধ ও ঘি বৃদ্ধি পাবে। নারীরা যারা কুফর এবং গুনাহের ক্ষতির কারণে বন্ধ্যা হয়ে আছে, তারা পুত্র সন্তান জন্ম দেবে। মোটকথা পরকালের পাশাপাশি দুনিয়ার আরাম-আয়েশেরও আধিক্য হবে।

কুফর ও গুনাহের মন্দ প্রভাবে বাতাসের ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, জমিনের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, সুস্থতা ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও পানি এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সবকিছুর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আর ইস্তিগফারের বরকতে এ সকল ব্যবস্থাপনা ঠিক হয়ে যায়।

আয়াত নং—২৮

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

> "হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ইমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি জালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।"

হজরত নূহ আলাইহিস সালামের বহুমুখী একটি ইস্তিগফার। নিজের জন্য, নিজের মাতা-পিতার জন্য, নিজের সাথে ইমান গ্রহণকারীদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত ইমানদার নারী ও পুরুষের জন্য।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

> হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ইমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন

এটিও কুরআনুল কারিমে বর্ণিত আরও একটি ইস্তিগফার।

সুরাতুল মুযযাম্মিল

সুরাতুল মুযযাম্মিল-এর
২০ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—২০

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি

তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তররূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আল্লাহ তা'আলার জানা আছে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরামগণ তাহাজ্জুদ এর হুকুমের পূর্ণ আমল করেছে এবং কখনো অর্ধরাত, কখনো রাতের এক তৃতীয়াংশ এবং কখনো দুই তৃতীয়াংশ তারা নামাজে কাটাতেন। আল্লাহ তা'আলার এটাও জানা আছে যে, তোমরা এটা সর্বদা পূর্ণ করতে পারবে না। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতে ক্ষমার ঘোষণা প্রেরণ করে দিলেন—فَتَابَ عَلَيْكُمْ তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। এজন্য যার উঠার তাওফিক হয়, সে যত রাকাত ইচ্ছা সালাত পড়বে এবং তাতে যে পরিমাণ ইচ্ছা কুরআন তিলাওয়াত করবে। এখন উম্মতের উপর তাহাজ্জুদের সালাত ফরজও নয় এবং না এর জন্য কোন ওয়াক্ত এবং তিলাওয়াতের নির্ধারিত পরিমাণের কোন শর্ত আছে যে, রাতের এত অংশ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং এ পরিমাণ কুরআন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থও হতে পারে। অনেকে আবার সফরে থাকতে পারে। তোমাদের মধ্যে এমন মর্দে মুজাহিদও থাকতে পারে যে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে। এজন্য তোমাদের উপর সহজ করে দেওয়া হয়েছে—তোমরা নামাজের মধ্যে যে পরিমাণ কুরআন পড়া সহজ হয়, ঐ পরিমাণই পড়। তবে হ্যাঁ! ফরজ সালাতসমূহ খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করতে থাক। জাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহর রাস্তায় আনন্দচিত্তে সম্পদ ব্যয় করতে থাক। আর স্মরণ রাখবে, তোমরা যে নেক আমল এখানে করবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে তা অনেক

উত্তমরূপে ফেরত পাবে এবং এর জন্য অনেক বেশি প্রতিদানও লাভ করবে। এ সকল নেক আমল মূলত ঐ রশদ যা তোমরা তোমাদের প্রকৃত জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট জমা করছ। এজন্য এটা মনে করো না যে, নেকি এখানে শেষ হয়ে যাবে। আর এই আয়াতে সর্বশেষ হুকুম হল— وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ আর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করতে থাক। প্রতিটি মানুষেরই কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি থাকেই। গুনাহ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়। সুতরাং সেগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য ইস্তিগফার করতে থাক। আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাক। إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুরাতুল মুদ্দাসির

সুরাতুল মুদ্দাসসির-এর

৫৬ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—৫৬

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

> "আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।"

এই কুরআনুল কারিম নসিহতের জন্য যথেষ্ট। এই গ্রন্থ সকলের জন্য। যে কেউ চাইলেই এর থেকে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু পরিপূর্ণ উপকৃত সে-ই হতে পারে, যাকে আল্লাহ তা'আলা চান। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী ও মাগফিরাত প্রদানকারী। কোন মানুষ যতই গুনাহ করুক কিন্তু তারপরে যখন সে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার তাওবা কবুল করবেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীটি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—আমি এর উপযুক্ত যে, বান্দা আমাকে ভয় করবে এবং আমার সাথে কোন কাজে কাউকে শরিক করবে না। অতঃপর যখন বান্দা আমাকে ভয় করল এবং শিরক থেকে পবিত্র হল, তখন আমার শান হল—আমি তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া।

সুরাতুল বুরুজ

সুরাতুল বুরুজ-এর

১০ ও ১৪ নং আয়াতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং—১০

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

> "নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আজাব দেয়, তারপর তাওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আজাব। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার আজাব।"

যে কেউই ইমানদারদেরকে কষ্ট দিয়ে তাদেরকে ইমান থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে এবং অতঃপর এই অপরাধের জন্য তাওবা করবে না, তাহলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং আগুনে দগ্ধ হওয়ার শাস্তি।

অর্থাৎ এই সূরাটিতে রয়েছে আসহাবে উখদুদের কাহিনী। তবে শুধুমাত্র তাদের জন্যই নয়, বরং যে কেউই ইমানদারদের উপর জুলুম-নির্যাতন করে সত্য দীন থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করবে, অতঃপর নিজের এই কাজের জন্য তাওবাকারী না হবে, তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব প্রস্তুত।

উক্ত আজাবের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের শাস্তি রয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় শাস্তি হল—আগুনে দগ্ধ করা হবে। যাতে শরীর ও আত্মা সব দগ্ধ করা হবে।

এই আয়াতটি থেকে তাওবার মর্যাদা অনুমান করা যায় যে, দীনের এমন জঘন্য দুশমনদের জন্যও তাওবার দরজা তাদের জীবদ্দশায় উন্মুক্ত। এজন্য শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তারা যদি তাওবা না করে তাহলে আজাবে পতিত হবে।

আয়াত নং—১৪

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

। "আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, প্রেমময়।"

আল্লাহ তা'আলা الْغَفُورُ তথা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। الْوَدُودُ তথা প্রেমময়। পেছনের আয়াতে ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও বড় কঠিন। আর এখানে ইরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও মহব্বতেরও কোন সীমা নেই। তিনি তাঁর নিকট তাওবাকারী অনুগত বান্দাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার নি'আমত এবং দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করেন।

সুরাতুন নাসর

সুরাতুন নাসর-এর

পুরো সূরাতে তাওবা, ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

> "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।"

বিজয়ের পরে ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলার নুসরাত বা সাহায্য পাওয়ার পরে ইস্তিগফার। মহাসফলতা ও গ্রহণীয়তা পাওয়ার পরে ইস্তিগফার। কোন কাজ ভালভাবে সম্পাদনের পরে ইস্তিগফার। দায়িত্ব আদায়ের পর ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতির পূর্বে ইস্তিগফার। নিজের দীনি কাজের হেফাজত ও উন্নতির জন্য ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়ের জন্য ইস্তিগফার। ইস্তিগফারের অসংখ্য উপকারিতা ও ফজিলত বুঝানোর সুরা হল এই সূরা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে এসে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন আরবের বিভিন্ন গোত্র দলে দলে এসে মুসলমান

হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্যে পরিণত হল। এখন উম্মতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করান। যেন শাফা'আতের মর্যাদাও লাভ হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ বয়সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, দুনিয়াতে তাঁর যে কাজ ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। এখন পরকালের সফরের সময়। তাই এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসবিহ-তাহলিল ও ইস্তিগফার বাড়িয়ে দিলেন। নামাজের মধ্যেও এবং নামাজের বাহিরেও। হাদিস শরিফে এ সকল তাসবিহ ও ইস্তিগফারগুলো এই শব্দে এসেছে। যেমন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُهٗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

মুহাম্মাদ খুবাইব হাফি
২১ জমাদিউল উখরা ১৪৩২ হিজরী
১১ এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী
ভোর: ৪. ৩০ মি:

কুরআনুল কারিম ও পছন্দনীয় ইস্তিগফার

কুরআনুল কারিম আল্লাহ তা'আলার কালাম। কুরআনুল কারিম আমাদেরকে হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের ইস্তিগফার শোনায়—অমুক নবি এই শব্দে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত চেয়েছেন। ফেরেশতারা এভাবে ইমানদারদের জন্য ইস্তিগফার করে থাকে। অতীতের আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদগণ এই শব্দে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করেছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ এই শব্দে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। ইস্তিগফার নিজেই অনেক মনোনীত একটি ইবাদাত ও সর্বোত্তম দু'আ। তারপর যদি এই দু'আ ও ইবাদাত হয় কুরআনুল কারিমের মজবুত ও মুবারক শব্দে তাহলে তো তা গ্রহণযোগ্যতার অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ সকল দু'আ বুঝে নিন। মুখস্থ করে নিন এবং নিজের কাছে লিখে নিন। অতঃপর তাহাজ্জুদের সময়, জুমার রাতে ও জুমার দিন আসরের পরে এবং সাধারণত ফরজ সালাতসমূহের পরে এই দু'আসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করুন। অর্থাৎ মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আশা করা যায় যে, ইন শা' আল্লাহ অনেক ফায়দা হবে।

কুরআনুল কারিমের আলোকিত, চমৎকার ও প্রশান্ত সমুদ্র থেকে ইস্তিগফারের মুক্তা কুড়ানোর পূর্বে কয়েকটি কথা অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে। যথা—

ক. ইস্তিগফারের অর্থ হল—আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাত

প্রার্থনা করা। যেহেতু প্রকৃত ইস্তিগফার ঐ মুসলমানই করে থাকে, যে নিজেকে গুনাহগার এবং মাগফিরাতের মুখাপেক্ষী মনে করে।

খ. ক্ষমা প্রার্থনা করা ও মাগফিরাত কামনা করা এবং নিজেকে গুনাহগার মনে করার অবস্থা যে কারো নসিব হয় না। যে লোক শয়তান ও নফসের গোলামীতে লিপ্ত সে না নিজের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হয় এবং না সে নিজের গুনাহসমূহকে গুনাহ মনে করে। এজন্য ইস্তিগফার নসিব হওয়া অনেক বড় নি'আমত।

গ. ইস্তিগফার বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। আর এটা আশা-ভরসার ঐ স্তর যা কোন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার থেকে ছিন্ন হতে দেয় না। এজন্য কুরআনুল কারিম ইস্তিগফারের দাওয়াত দিয়েছে। হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ ইস্তিগফারের দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদের সাধারণ মুসলমানদেরও উচিত অপর মুসলমানকে ইস্তিগফারের দাওয়াত দেওয়া।

ঘ. ইস্তিগফারকারী মুসলমান কয়েকটি কথা আন্তরিকভাবে স্বীকার করেন। যথা—

প্রথম—আমার একজন রব আছেন যাকে আমার মানতে হবে।

দ্বিতীয়—একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই গুনাহ মাফ পাওয়া যাবে। অন্য কারও নিকট নয়।

তৃতীয়—আমি গুনাহগার তবে স্বীয় গুনাহের উপর সন্তুষ্ট নই। এই গুনাহের ক্ষতি থেকে মুক্তি চাই।

অনুমান করুন তো উপরোক্ত তিনটি কথা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং দামী কথা। এজন্য একবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলা অনেক বড় ইবাদাত এবং দু'আ। যার মধ্যে একসাথে এতটুকু ইমানী কথা এসে যায়—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

আসুন এখন বিসমিল্লাহ বলে কুরআনুল কারিমের ইস্তিগফার সংক্রান্ত দু'আসমূহ একটি একটি করে বুঝি এবং পাঠ করি।

১. বিশ্বস্ততার ঘোষণা ও ইস্তিগফার

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

> "আমরা (আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে গ্রহণ করার নিয়তে) শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।"[১]

এই দু'আটিতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল বিধানসমূহের প্রতি বিশ্বস্ততার স্বীকারোক্তিও এসে গেছে এবং ইস্তিগফারও। অর্থাৎ মাগফিরাত কামনাও এসে গেছে। ঐ ব্যক্তি যার অন্তর বার বার গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হয় তার জন্য এই দু'আটি অধিক গুরুত্বের সাথে পাঠ করা উচিত।

২. ক্ষমা, মাগফিরাত, নুসরাত, রহমত ও সহজ জীবন কামনার জন্য একটি ব্যাপক ইস্তিগফার

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

> "হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"[২]

ইস্তিগফারের অন্তর্ভুক্ত এই দু'আটি একটি বিশেষ নুর। যা কোন মানুষ

---

[১]. বাকারা- ২: ২৮৫
[২]. বাকারা- ২: ২৮৬

যেকোন শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য বেশি বেশি পাঠ করলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। কয়েকজন ব্যক্তি যাদের অতিরিক্ত কামভাব ছিল; তারা এই ইস্তিগফারটি নিয়মিত পাঠ করে অতিরিক্ত কামভাবের ক্ষতি, অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মোটকথা, যেকোন বড় দুশমন, মন্দ অভ্যাস কিংবা মন্দ অবস্থা যদি মানুষকে দমিয়ে রাখে তাহলে এই বরকতময় দু'আটি মনযোগ ও বিশ্বাসের সাথে পাঠ করুন। ইন শা' আল্লাহ এই দু'আর নুর সাহায্যকারী হয়ে পৌছে যাবে। এই দু'আর জন্য হাদিস শরিফেও নুর শব্দটি এসেছে।

৩. চিরস্থায়ী নি'আমতের উপযুক্ত বান্দাদের ইস্তিগফার

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

> "হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ইমান আনলাম। অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন।"[৩]

মানুষ সাধারণত দুনিয়াবী বস্তুসমূহের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। দুনিয়াবী বস্তুসমূহ যেমনঃ নারী, পুত্র সন্তান, স্বর্ণ-রূপার ভাণ্ডার, মূল্যবান ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি। বস্তুত এগুলো হল—সাময়ীক উপকারী বস্তু। চিরস্থায়ী সফলতা নয়। যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা অনেক উত্তম। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, জান্নাত ও হুর-গিলমান ইত্যাদি। এ সকল চিরস্থায়ী নি'আমতসমূহ যে বান্দাগণ পাবে, তাদের একটি গুণ হল—তারা তাদের ইমানের ঘোষণা দেবে। স্বীয় গুনাহসমূহের উপর ইস্তিগফার করে এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা বলে—

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৪. জিহাদের মধ্যে পরীক্ষা এবং কঠিন মুহূর্তের বিশেষ উপকারী ইস্তিগফার

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى

[৩]. আলে-ইমরান- ৩: ১৬

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

> "হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পাসমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।"[৪]

হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ এবং তাদের আল্লাহওয়ালা সঙ্গী-সাথীগণ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কিতাল করেছে। উক্ত জিহাদে যখন তাদের উপর কষ্ট, বিপদ কিংবা বাহ্যিক পরাজয় এসেছে তখন তারা ভীত হয়নি। না তারা সাহস হারিয়েছে এবং না শত্রুদের সামনে দমে গিয়েছে। বরং এমতাবস্থায় সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে ইস্তিগফার করেছেন—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

তারা যখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করল, আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করলেন। ইস্তিগফারের এই দু'আটি অনেক গ্রহণযোগ্য ও উপকারী এবং প্রত্যেক যুগের মুজাহিদগণ এবং দীনের জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তিগণ এটা আমল করে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত, রহমত এবং নুসরাত লাভ করেছেন।

৫. বুদ্ধিমানদের ইস্তিগফার

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

"হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে।"[৫]

কুরআনুল কারিমে "উলুল আলবাব" তথা বুদ্ধিমান শব্দটি এসেছে। বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও মেধাবী মানুষ কারা? কুরআনুল কারিমে তাদের

---

[৪]. আলে-ইমরান- ৩: ১৪৭
[৫]. আলে-ইমরান- ৩: ১৯৩

নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। সুরাআলে ইমরানের শেষাংশ দেখে নিবেন। উক্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও মেধাবীদের একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে—তারা স্বীয় গুনাহসমূহের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে। নিজেদের গুনাহসমূহের ক্ষতি থেকে বাঁচতে চায় এবং তাদের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হল—তাদের যেন হুসনে খাতিমা তথা ইমানের সাথে মৃত্যু নসিব হয়। এজন্য তারা দু'আ করে—

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

৬. হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইস্তিগফার

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> "হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"[৬]

এটা হল ঐ ইস্তিগফার যা আল্লাহ তা'আলা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে স্মরণ করিয়েছেন। এটা হল ঐ ইস্তিগফার যার মাধ্যমে হজরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হয়েছে। এটা মানুষের সর্বপ্রথম ইস্তিগফার এবং এ জমিনের সর্বপ্রথম ইস্তিগফার। অনেক ব্যাপক, অনেক কার্যকরী ও অনেক গ্রহণযোগ্য ইস্তিগফার।

৭. হজরত মূসা আলাইহিস সালামের তাসবিহ এবং তাওবা

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

> "হে আল্লাহ আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।"[৭]

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম ইশক-মহব্বতে আত্মহারা হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ আমি নিজ চোখে

---

[৬] আ'রাফ- ৭: ২৩
[৭] আ'রাফ- ৭: ১৪৩

আপনাকে দেখতে চাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—দুনিয়াতে তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। তবে তুমি সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও। আমি উক্ত পাহাড়ের উপর আমার তাজাল্লি দেব। যদি পাহাড় স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর তাজাল্লি দিলেন। পাহাড় তখন টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং হজরত মূসা আলাইহিস সালাম বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন তার হুঁশ আসল তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার তাসবিহাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং শোকে বিহ্বল হয়ে সাক্ষাতের যে আবেদন করেছিলেন তার জন্য তাওবা করতে লাগলেন।

হজরত আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সর্বপ্রকার সগিরা ও কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। তাদের তাওবা-ইস্তিগফার তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কোন কথা কিংবা কাজ উক্ত মর্যাদার সামান্য পরিপন্থী হয়ে গেলেই তারা সাথে সাথে তাওবা-ইস্তিগফারে লেগে যেতেন। আমরাও যখন উক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা ইস্তিগফার করব, তখন أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ এর স্থলে مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ হবে।

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

> আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্য প্রথম।

৮. অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়া ইস্তিগফার

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

> "যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"[৮]

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত আনতে গেলেন, তখন বনি ইসরাইলের মধ্যে যে সকল লোকেরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ঈমানের জানাজা পড়ে ফেলেছিল, হজরত মূসা আলাইহিস সালাম ফিরে

[৮] আ'রাফ- ৭: ১৪৯

আসার পর তাদেরকে যখন বুঝানো হল—তখন তারা তাদের অপরাধের ভয়াবহতা বুঝতে পেরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হল, তাদের অন্তর থেকে ভ্রান্তির জোশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং নিজেদের এত বড় গুনাহকে দেখে তাদের প্রাণ নাশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন তারা এই ভাষায় ইস্তিগফার করেছিল—

لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

৯. সুসম্পর্ক স্থাপনকারী ইস্তিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> "হে আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[১]

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত আনতে তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন কওমের নিকট তার ভাই হজরত হারুন আলাইহিস সালামকে রেখে গিয়েছিলেন। যখন তাওরাত নিয়ে স্বীয় কওমের নিকট ফিরে আসলেন তখন দেখতে পেলেন যে, তারা বাছুরের উপাসনা করে শিরকে লিপ্ত। তা দেখে হজরত মূসা আলাইহিস সালামের খুব রাগ হল। তখন তিনি ভাই হজরত হারুন আলাইহিস সালামের উপর প্রচণ্ড রাগ করলেন। হজরত হারুন আলাইহিস সালাম নিজের আপত্তি পেশ করে বললেন যে, আমি এই কওমকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তারাতো আমার কথা শুনেইনি। বরং উল্টো আরও আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এখন আপনি আমার সাথে কঠোর আচরণ করে তাদের নিকট আমাকে হাসির পাত্র বানাবেন না এবং আমাকে উক্ত জালিম ও অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করবেন না। তার এই

[১] আ'রাফ- ৭: ১৫১

আপত্তি শুনে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম শান্ত হলেন এবং সাথে সাথে নিজের জন্য এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করলেন। এতে দুটি বিষয় ছিল। একটি হল—এই দু'আ করার দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমার উপর নিশ্চিন্ত আছি। আর দ্বিতীয় হল—কঠোর ব্যবহারের কারণে ভাইয়ের যে কষ্ট হয়েছে সে কষ্ট যাতে দূর হয়ে যায়। কেননা কারও জন্য ইস্তিগফার করা তথা তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মাগফিরাত কামনা করা অনেক বড় উপহার ও অনুগ্রহ। অতঃপর এতে এটাও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যদি নিজের কোন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের সাথে কোন প্রকার মনোমালিন্য হয়ে যায়, তখন সমাধানের পরে তার জন্য ইস্তিগফার করা উচিত। কুরআনুল কারিমে এই ইস্তিগফারের বাক্য বিদ্যমান। ভাইয়ের সাথে কোন মনোমালিন্যের বিষয় সমাধান হয় তাহলে হুবুহ এই বাক্যেই ইস্তিগফার করবে। আর যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে أَخِيْ এর স্থলে তার নাম বলবে। যেমনঃ স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের সমাধান হলে বলবে—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِزَوجَتِيْ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

মাতা-পিতার সাথে তো মনোমালিন্য হবেই না। তাদের জন্যও এই বাক্যে ইস্তিগফার করা যাবে। যেমন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَبِيْ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأُمِّيْ

অথবা

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

১০. সম্মিলিত বিপদ ও জাতীয় সমস্যার সময়ের ইস্তিগফার

أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

। "হে আল্লাহ আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের

ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল।"[১০]

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তার নিজ কওমের সত্তরজন বিশেষ ব্যক্তিকে তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম তথা কথাবার্তা শুনল। কিন্তু তারা বলতে লাগল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে না দেখব ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করব না। তখন তাদের উপর প্রচন্ড ভূমিকম্প আসলো এবং বিজলি চমকানো শুরু হল। তারা সব ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে মারা গেল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম অনেক পেরেশান হয়ে গেলেন। কারণ নিজের কওমকে গিয়ে কী জবাব দেবেন? তার কওম তো মনে করবে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আমিই মেরে ফেলেছি। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হয়ে দু'আ করলেন এবং ইস্তিগফার করলেন। তখন তাদের সকলকে দ্বিতীয় বার জীবন দান করা হল। বুঝা গেল যে, সম্মিলিত সমস্যার সমাধান জাতীয় সমস্যার সমাধান হল আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগ এবং ইস্তিগফার। দু'আটির শুরুতে اَللّٰهُمَّ শব্দটি যোগ করতে হবে।

اَللّٰهُمَّ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

> হে আল্লাহ আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল।

১১. দয়াময় রবের আশ্রয়

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১১]

যখন তুফান শুরু হল তখন হজরত নূহ আলাইহিস সালাম তার ইমানদার সাথীদেরকে বললেন—আল্লাহ তা'আলার নামে নৌকায় আরোহণ কর।

---

[১০]. আ'রাফ- ৭: ১৫৫
[১১]. হুদ- ১১: ৪১

কোন চিন্তা করো না। কেননা এর চলা এবং থামা সবই আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং তাঁর নামের বরকতে হবে। ডুবে যাওয়ার কোন ভয় নেই। আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য غَفُورٌ তথা অতি ক্ষমাশীল এবং رَحِيمٌ তথা পরম দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার শানে মাগফিরাত ও শানে রহমতই মুমিনদেরকে সকল তুফান এবং সকল বিপদ এবং সকল পরীক্ষা থেকে হেফাজত করে থাকে। নৌযান কিংবা যে কোন বাহনে আরোহণকালে আল্লাহ প্রদত্ত এই দু'আটি পড়া উচিত।

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

১২. হজরত নূহ আলাইহিস সালামের অতি উপকারী একটি ইস্তিগফার

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

> "হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[১২]

তুফানের সময় হজরত নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করলেন যে, সেও আমার পরিবারভুক্ত। আর আপনি আমার পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর ওয়াদা করেছেন। এর উপর নির্দেশ আসল যে, হে নূহ! সে আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাকে আমি বাঁচানোর ওয়াদা করেছি। তার আমল খারাপ। (সে কুফর-শিরকে লিপ্ত)। সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে দরখাস্ত করা উচিত নয়। তখন হজরত নূহ আলাইহিস সালাম কেঁপে উঠলেন এবং সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হয়ে গেলেন। কোন মুসলমানের যদি দু'আর মধ্যে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, বে-আদবী কিংবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাহলে এই বাক্যগুলো দ্বারা ইস্তিগফার করলে ইন শা' আল্লাহ অনেক উপকার হবে।

[১২]. হুদ- ১১: ৪৭

১৩. তাওফিকের ভাণ্ডার, তাওয়াক্কুল ও তাওবার ঘোষণা

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

> "আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তাওফিক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।"[১৩]

হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম স্বীয় জাতিকে বললেন যে, আমি তোমাদের সংশোধন চাই। আমার এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর এ কাজে আমার সফলতা মিলবে কি-না সবই আল্লাহ তা'আলার হাতে। আমি তাঁরই তাওফিকে দাওয়াত দেই। তাঁরই শক্তির উপর ভরসা রাখি এবং সকল বিষয়ে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। 'আনাবাত' বলা হয় আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ও তাওবা করাকে। দীনের দা'ঈদের জন্য এই গুণ এবং এই চিন্তা অত্যন্ত জরুরি। হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের এই বরকতময় বাক্য যা কুরআনুল কারিমে বর্ণনা করা হয়েছে। দীনদ্বার মুসলিম ও দীনের দা'ঈদের জন্য অনেক বড় দু'আ এবং তাওবার তাওফীকের ভাণ্ডার স্বরূপ।

১৪. কাউকে ক্ষমা করার সময় ইস্তিগফার

يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু।"[১৪]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন নিজেদের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হল এবং হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট ক্ষমা চাইল। তখন হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে ক্ষমা করার সময় তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করলেন। সুতরাং কাউকে ক্ষমা করার সময় তার জন্য ইস্তিগফার করা সুন্নাতে ইউসুফী তথা

---

[১৩] হুদ- ১১: ৮৮
[১৪] ইউসুফ- ১২: ৯২

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সুন্নাত।

يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

১৫. আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটই তাওবা

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

> "হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।"[১৫]

নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতার জন্য ও সকল ইমানদারদের জন্য ইস্তিগফার করা। এই দু'আ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম করেছেন। তবে তিনি পরবর্তীতে তাঁর পিতার জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছেন।

১৬. ইসমে আজমওয়ালা ইস্তিগফার

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> "আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।"[১৬]

এটা হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের তাসবিহ এবং ইস্তিগফারের বাক্য। এটাতে তাহলিলও রয়েছে। অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ এবং তাসবিহও রয়েছে। অর্থাৎ سُبْحَانَكَ এবং إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

এই ইস্তিগফারের অনেক ফজিলত, হাদিস ও বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। এটা সকল বিপদাপদ ও পেরেশানির সমাধান। মুসলিম উম্মাহ সর্বদাই এই তাসবিহ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে অনেক বড় বড় উপকার সাধন করেছে। আমি অধমও ইস্তিগফারের বিষয়ে এই গ্রন্থে এই পবিত্র আয়াতের ফজিলত

[১৫] ইবরাহিম- ১৪: ৪১
[১৬] আম্বিয়া- ২১: ৮৭

ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা একত্রিত করে দিলাম।

১৭. আল্লাহ তা'আলার মাকবুল তথা প্রিয় বান্দাদের ইস্তিগফার

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

> "হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"[১৭]

দুনিয়াতে কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান মনে করে এবং ইমানদারদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে—(নাউযুবিল্লাহ) এরা হল বোকা। এদের দুনিয়ার জ্ঞান নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ কাফিরদের সামনে এ সকল ইমানদারদের সফলতার ঘোষণা দেবেন এবং উক্ত ঘোষণার সাথে এই ইস্তিগফারেরও আলোচনা করবেন যে, আমার বান্দাদের মধ্য হতে কিছু লোক বলে—

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

তোমরা কাফিররা তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে। আজ দেখ যে, আমি তাদেরকে কেমন সফলতা ও প্রতিদান এবং মর্যাদা প্রদান করি।

১৮. মাগফিরাত ও রহমত কামনা করো

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

> "আর বল, হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"[১৮]

এটিও পবিত্র কুরআনুল কারিমে বর্ণিত অনেক উপকারি ও মজার একটি ইস্তিগফার।

১৯. আল্লাহ তা'আলার মুকার্‌রাব তথা নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের তাওবাকারী ইমানদারদের জন্য ইস্তিগফার

[১৭] মু'মিনুন- ২৩: ১০৯
[১৮] মু'মিনুন- ২৩: ১১৮

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

> "হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আজাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন। হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদের অপরাধের আজাব হতে রক্ষা করুন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আজাব থেকে রক্ষা করবেন, অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য।"[১১]

এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দু'আ। যার বিস্তারিত তো এখানে সম্ভব নয় তবে সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করছি। যথা—

ক. এই দু'আটি আরশ বহনকারী ও আরশের চারদিকে তাওয়াফকারী মুকাররাব ফেরেশতাদের অজিফা।

খ. এই দু'আর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার তাওবাকারী বান্দাদের জন্য রয়েছে ইস্তিগফার। আমরা যখন এমন বান্দাদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করব তখন তা দ্বারা স্বয়ং আমরা নিজেরাই উপকৃত হব।

গ. আমরা যখন এই দু'আটি আল্লাহ তা'আলার তাওবাকারী বান্দাদের জন্য এবং তাদের সাথে সম্পৃক্তদের জন্য করব, তখন হাদিস শরিফের

[১১] মু'মিন- ৪০: ৭-৯

ওয়াদা অনুযায়ী ফেরেশতারাও আমাদের জন্য এই দু'আই করবে।

২০. আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এবং নেককার বান্দাদের ইস্তিগফার

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

> "হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নি'আমত দান করেছ, তোমার সে নি'আমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"[২০]

এটি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এবং নেককার হওয়ার জন্য একটি কুরআনী সিলেবাস।

১. আল্লাহ তা'আলার নিকট শোকরের তাওফিক কামনা করা। ঐ সকল নি'আমতের উপর যা নিজের উপর এবং নিজের মাতা-পিতার উপর রয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলার নিকট নেক আমল এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আমলের তাওফিক কামনা করা।

৩. নিজ সন্তানের সংশোধন এবং নেককার হওয়ার দু'আ করা।

৪. আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করা।

৫. আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা।

পূর্বের আয়াতে যে সকল ব্যক্তি এই পাঁচ কাজ করবে তাদের প্রতিদান উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলসমূহ কবুল করেন। তাদের গুনাহ মাফ করেন এবং তাদের জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

---

[২০] নামাল- ২৭: ১৯

কোন কোন মুফাসসিরের নিকট এই আয়াত হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটা অনেক মূল্যবান দু'আ। অত্যন্ত মনোযোগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করা উচিত।

২১. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইস্তিগফার

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

> "হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।"[২১]

এটি অনেক উপকারী, কার্যকরী ও ব্যাপক একটি ইস্তিগফার। পবিত্র কুরআনুল কারিমে বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তী যে সকল মুসলমান অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এই দু'আটি করবে, সে প্রতিদানের দিক থেকে তাকে স্বীয় পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। এই দু'আটিতে স্বীয় পূর্ববর্তীদের জন্যও ইস্তিগফার রয়েছে। যা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি আমল। যে ব্যক্তির অন্তরে অন্য মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় সে যদি এই দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করে তাহলে অনেক উপকৃত হবে।

২২. শত্রুর শত্রুতা থেকে হেফাজতের ইস্তিগফার

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের

[২১] হাশর- ৫৯: ১০

> পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২২]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার ইমানদার সঙ্গী-সাথীগণ ইস্তিগফার হিসেবে এ দু'আটি করতেন এবং কাফির শাসক ও কুফরী শাসন ব্যবস্থার প্রতি সুস্পষ্ট বারা'আত তথা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন।

২৩. ইমানদারদের পরকালের ইস্তিগফার

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বময়ক্ষমতাবান।"[২৩]

ইমানদারগণ পরকালে এ দু'আটি করবে। দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলার নিকট নুর তথা আলো এবং মাগফিরাতের দু'আ অব্যাহত রাখা উচিত।

২৪. হজরত নূহ আলাইসি সালামের বহুমুখী ইস্তিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

> "হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ইমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি জালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।"[২৪]

২৫. দু'আ কবুলের স্থান ও সময়ের মধ্যে তাওবার দু'আ করা

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যখন কা'বা শরিফ নির্মাণ করছিলেন, তখন তারা দু'আ কবুলের এই বিশেষ

[২২] মুমতাহিনা- ৬০: ৪
[২৩] তাহরিম- ৬৬: ৮
[২৪] নূহ- ৭১: ২৮

স্থানে যে দু'আ করেছিলেন, তাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবার কামনাও ছিল। তাদের দু'আটি হল—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> "হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৫]

এই বরকতময় দু'আর দুটি অংশ। একটি হল কবুলিয়াতের দু'আ।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আর অপরটি হল ক্ষমা ও তাওবার দু'আ।

وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

এটিও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একটি তাওবার দু'আ এবং সাথে সাথে এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে—দু'আ কবুলের স্থানসমূহ এবং দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্তে দু'আ করা চাই।

---

[২৫] বাকারা- ২: ১২৭-১২৮

দ্বিতীয় খণ্ড

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত হাদিস।

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের পরিচয়

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের আহ্বান

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের ফজিলত

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত দু'আ ও অজিফা

তাওবা— ইস্তিগফার ও মাগফিরাত সংক্রান্ত ঘটনাবলী

তাওহিদ, দু'আ, আশা-ভরাস ও ইস্তিগফার

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

“হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—হে আদম সন্তা! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার প্রতি আশা পোষণ করতে থাকবে (যে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব) ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের ভুল-ত্রুটি ও গুনাহসমূহ সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব। আর এতে আমার কোন পরওয়া নেই যে কত বড় গুনাহগারকে ক্ষমা করছি।

হে আদম সন্তান! তোমাদের গুনাহ যদি সাগরের ফেনার সমানও হয়ে যায়, আর তখনও তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব এবং (কাউকে ক্ষমা করতে) আমার কোন

পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তোমরা যদি গোটা জমিনভরা গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আসো কিন্তু তোমার সাথে আমার এ অবস্থায় সাক্ষাত হয় যে, আমার সাথে কোন শিরক করোনি, তাহলে মনে রেখ আমি গোটা জমিনভরা মাগফিরাত নিয়ে উপস্থিত হব।"[১]

এই হাদিসটিতে চারটি বস্তুকে মাগফিরাতের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

১. দু'আ করা।

২. আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশা-ভরসা রাখা।

৩. ইস্তিগফার করা।

৪. আকিদাতুত তাওহিদের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থেকে সর্বপ্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

[১] .সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫৪০; সুনানে দারেমী: হাদিস নং ২৮৩০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২১৪৭২

ইস্তিগফারের আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে স্বীয় মাগফিরাত নসিব করুন। সম্মানিত পাঠক! আজ আপনাদেরকে একটি আশ্চর্য ও মহান ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেব। এত বড় ইবাদাত—যার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন। এমনকি সকল আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন। এমন ইবাদাত যার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে শত শত আয়াত বিদ্যমান। এমন ইবাদাত যার উপকারিতা হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এমন ইবাদাত যার তাৎক্ষণিক উপকার দুনিয়াতে এবং চিরস্থায়ী উপকার পরকালে পাওয়া যায়। এমন ইবাদাত যা মানুষকে না হতাশ হতে দেয়, না বঞ্চিত হতে দেয়। এমন ইবাদাত যা নিজের জন্যও করার নির্দেশ রয়েছে এবং অপরের জন্যও করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমন ইবাদাত যার কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশি বলতেন যে, হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম নিয়মিত করতেন। এমন ইবাদাত যা অন্তরকে অন্তরের মরিচা থেকে পবিত্র করে। এমন ইবাদাত যা ধ্বংসাত্মক আঘাতের প্রশান্তিদায়ক উপশম হিসেবে কাজ করে। এমন ইবাদাত যা দুর্বল মানুষকে শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। এমন ইবাদাত যা করতে দেখলে শয়তান চিৎকার করে কাঁদে এবং ছটফট করে এবং দুঃখ-বেদনায় নিজেই নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। এমন ইবাদাত যা সকল আমলকে মাকবুল তথা আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেয় এবং দীর্ঘ

পথ দ্রুত পাড়ি দিয়ে দেয়। এমন ইবাদাত যা কণ্টকাকীর্ণ পথকে কুসুমাস্তীর্ণ বানিয়ে দেয়। এমন ইবাদাত যা সকল রোগের প্রতিষেধক। সকল সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের পথ এবং সকল পেরেশানির সমাধান। প্রিয় পাঠক! এই ইবাদাতটির নাম হল—ইস্তিগফার। হ্যাঁ! ইস্তিগফার। পুনরায় শুনে নিন, এই মহান ইবাদাতটির নাম ইস্তিগফার তথা নিজের অবস্থার উপর অনুতপ্ত হওয়া। স্বীয় গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়া। স্বীয় প্রিয়তমকে খুশি রাখার ফিকির করা এবং স্বীয় গুনাহসমূহ ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করা এবং স্বীয় রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। উক্ত পাঁচ কাজের নাম হল ইস্তিগফার। আর এটা আজও আমাদের প্রয়োজন এবং কালও আমাদের প্রয়োজন। শুধুমাত্র ইস্তিগফারই নয়। বরং অধিক ইস্তিগফার। বেশি বেশি ইস্তিগফার। প্রতিটি আমলের পরে ইস্তিগফার। প্রতিটি নেকির পরে ইস্তিগফার। প্রতিটি গুনাহের পরে ইস্তিগফার। প্রিয় পাঠক! দিনে-রাতে অনুতপ্তের এক ফোঁটা অশ্রু এবং স্বীয় রবের নিকট লজ্জিত হয়ে একটি আহ! হে আমার রব! আমি গুনাহগার, আমাকে মাফ করে দিন। প্রথম তো শয়তান লজ্জিত হতে দেবে না। আর যদি কেউ লজ্জিত হয় তখন তাকে নৈরাশ করে দেয়। অথচ নৈরাশ্যের কি আছে? আমার রবের রহমতের দরজা খোলা। মাগফিরাতের দরজা খোলা। ছোট বাচ্চা যখন হোঁচট খেয়ে স্বীয় মাতা-পিতার দিকে এগিয়ে যায়, তখন তারা কত খুশি হয়। শয়তান যখন গুনাহ করিয়ে হোঁচট খাওয়ায়, তখন মুখলিস বান্দারা ইস্তিগফার করে পুনরায় স্বীয় মালিকের দিকে এগিয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকটও অনেক মায়া লাগে। কেউ যদি দিনে সত্তরবারও হোঁচট খায় কিন্তু সাথে সাথে ইস্তিগফার করে স্বীয় রবের অভিমুখী হয়, তাহলে তার গুনাহগুলোকেও নেকিতে রূপান্তর করে দেওয়া হয়। প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা'আলার মহব্বতকে অনুভব করুন। তিনি যখন কারো প্রতি মহব্বতের দৃষ্টি প্রদান করেন, তখন তাকে তাঁর নাম নেওয়ার তাওফিক দান করেন। দেখুন! আল্লাহ তা'আলা এ বৎসর মহররম মাসে ইস্তিগফারের সৌভাগ্য দান করেছেন। কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরেছে তো ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সম্মেলনও হয়ে গেল। লোক সংখ্যাও বেশি হল। মিডিয়াতেও প্রকাশ হল। যেখানে দুনিয়াতেই এই ফলাফল তাহলে পরকালের প্রকৃত উপকার ও পুরস্কার কত উঁচু হবে ইন শা' আল্লাহ। প্রিয় পাঠক! যেখানে হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম মা'সূম তথা গুনাহ থেকে

পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি ইস্তিগফারের নির্দেশ রয়েছে, তাহলে ভেবে দেখুন তো আমি আর আপনি এই ইবাদাতের কতটা মুখাপেক্ষী? আমাদের তো প্রতিটি আমলই দুর্বল। সুতরাং অনুতপ্ত হওয়া ও ইস্তিগফার ছাড়া উপায় কি? আলোর বিচ্ছুরণ দৃষ্টিগোচর হয়ে গেছে। তবে এখনো অনেক কাজ বাকি। দুনিয়া থেকে কুফরের বিজয় খতম করার ফিকির যদি আমাদের না থাকে, তাহলে এটা বড়ই আত্মমর্যাদাহীন কথা। গোটা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় ও মাজলুম মুসলিম উম্মাহর মুক্তিসহ আরও অনেক কাজ। প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফার! বেশি বেশি ইস্তিগফার। দৈনিক কমপক্ষে এক হাজার বার ইস্তিগফার। হৃদয়ের অনুতপ্ত ইস্তিগফার। রবকে খুশি করার প্রেরণাদায়ক ইস্তিগফার। নির্জনে ইস্তিগফার। জনসম্মুখে ইস্তিগফার। অশ্রু প্রবাহিত ইস্তিগফার। আশা এবং বিশ্বাসের সাথে ইস্তিগফার। গর্ব ও অহংকার চূর্ণকারী ইস্তিগফার। আফসোস ও দুঃখভারাক্রান্ত ইস্তিগফার। আর বার বার তাওবা। বিরামহীন ও নিরাশাহীন তাওবা। হে বিভিন্ন দল ও জামাতের জিম্মাদারগণ! ইস্তিগফার। হে বিভিন্ন দল ও জামাতের কর্মীগণ! ইস্তিগফার। হে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদগণ! হে আত্মঘাতী মুজাহিদগণ! ইস্তিগফার। হে আমার মা-বোনেরা! ইস্তিগফার। হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! ইস্তিগফার... ইস্তিগফার... ইস্তিগফার...।

আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালোবাসেন

আল্লাহ তা'আলা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন—যেদিন আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন "তাওবার দরজাও" বানিয়েছেন এবং এই দরজা ঐ সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় না হবে। আল্লাহু আকবার কাবীরা! কত বড় দয়া আর কত বড় অনুগ্রহ। তাওবার এই দরজা পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং অনেক বড়। সত্তর বছর পর্যন্ত যদি কোন অরোহী তার বাহন নিয়ে দৌড়ায়, তাহলে তার প্রশস্ততা শেষ হবে না। আমাদের সকলের উচিত যে, সত্যিকারের তাওবা করে উক্ত দরজায় প্রবেশ করা। আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। হ্যাঁ! ঐ সকল অপরাধী ও গুনাহগারকে, যারা খাঁটি অন্তরে তাওবা করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাতের কোন

কমতি নেই। তাঁর রহমত অনেক অনেক বড়।

সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার

হজরত শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার তথা শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার হল—

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

> "হে আল্লাহ আপনিই আমার রব, আপনাকে ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে করা প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গিকারের উপর রয়েছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের কুফল থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। আপনি আমার প্রতি আপনার যে নিয়ামত দান করেছেন তা স্বীকার করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।"[১]

সর্বোত্তম দু'আ কোনটি?

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ الدُّعَاءِ الْإِسْتِغْفَارُ وَ خَيْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ

"হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, শ্রেষ্ঠ দু'আ হল—ইস্তিগফার করা এবং সর্বোত্তম

[১] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৬৩০৩; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৫০৭০; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৯৩; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ৫৫২২; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮৭২; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৭১১১

ইবাদাত হল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা।"[২]

মানুষের দীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজনসমূহ অসংখ্য। ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, সুখ-শান্তি, সুস্থতা, মেধা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদাতের তাওফিক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে মানুষের যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তা হল—গুনাহসমূহ ক্ষমা পাওয়া। আল্লাহ তা'আলার গজব এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইস্তিগফার করা

হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যুর সময় এই দু'আ পাঠ করতে দেখেছেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

> "হে আল্লাহ আমাকে মাগফিরাত দান করুন। আমার উপর দয়া করুন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর (নবিগণ ও ফেরেশতাগণ) সাথে মিলিয়ে দিন।"[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবনে অধিক পরিমাণে তাসবিহ ও ইস্তিগফার করা

হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় রুকু এবং সিজদায় অধিক পরিমাণে এই দু'আ পাঠ করতেন। যেন কুরআনুল কারিমের আয়াত—

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

> "আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন"

[২] তারীখে হাকেম।
[৩] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৪৯৬; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ১৬১৯; মুয়াত্তা মালেক: হাদিস নং ৬৩৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৪৭৭৪

এর উপর আমল হয়ে যায়। দু'আটি হল—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

> "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।"[৪]

সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে ইস্তিগফার

হজরত আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আটি পাঠ করতেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي، وَجَهْلِي، وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> "হে আমার রব! আমার ভুল-ক্রটি এবং আমার অজ্ঞতা এবং সকল কাজে আমার সীমালঙ্ঘনকে ক্ষমা করুন এবং ঐ সকল গুনাহ যা আপনি আমার থেকে ভাল জানেন। হে আল্লাহ! আমার ভুল-ক্রটি ক্ষমা করুন এবং জেনে-বুঝে করা এবং না জেনে করা এবং হাসি-ঠাট্টার ছলে করা গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। এ সকল প্রকারের গুনাহই আমি করেছি। হে আল্লাহ! আমার পূর্বের ও পরের, গোপনে করা ও প্রকাশ্যে করা গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। আপনিই সর্বপ্রথম এবং আপনিই সর্বশেষ। আর আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৫]

---

[৪] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৫৭৩; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৮৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৩১২৭

[৫] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৬৩৯৮; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭১৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৯৭৩৮

ইস্তিগফারের উপর নিশ্চিত মাগফিরাতের ওয়াদা

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغْوِيْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِيْ اَجْسَادِهِمْ ، فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِيْ

> "হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—শয়তান বলেছে, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! নিশ্চয় আমি আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকব যতক্ষণ তাদের শরীরে রূহ থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—আমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম! যতক্ষণ তারা আমার নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে মাগফিরাত তথা ক্ষমা করতে থাকব।"[৬]

দীন ও জিহাদের মেহনতের পরে তাসবিহ ও ইস্তিগফার

বরকতময় হোক যে দীনের জন্য যতটুকু মেহনত করেছে সে ততটুকুই নিজের সত্তার কল্যাণ করেছে। বুদ্ধিমান এমনটিই করে থাকে। কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন কি করতে হবে? কুরআনুল কারিম বলছে—এখন স্বীয় কাজটি সংরক্ষণ করতে হবে। স্বীয় আমলটিকে বাঁচাতে হবে। তা কীভাবে? তা এভাবে—

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

> "আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন"[৭]

দুটি কাজ করুন এবং স্বীয় আমলকে পরকালের জন্য সংরক্ষণ করে নিন।

---

[৬] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১১২৩৭
[৭] নাসর: আয়াত- ৩

কাজ দুটি হল—তাসবিহ এবং ইস্তিগফার। দুর্বল অবস্থায় শয়তান প্রচণ্ড আক্রমণ করে। যেন আমল ছিনিয়ে নিতে পারে। গাফলত বা অলসতা, গুনাহ, আরাম ও স্বাধীনতার চাহিদা। কোন গোলাম কি স্বাধীন হয়? আমরা তো আমাদের প্রিয় রবের বান্দা এবং গোলাম। আর আমাদের পারিশ্রমিক এবং আরাম তো এখানে নয়, ওখানে। হ্যাঁ! সেখানে, যেখানে প্রেমময়ী ও পবিত্র হুরেরা অপেক্ষা করছে—স্বীয় স্বামীকে বলবে যে, তোমাদের মালিক তোমার উপর সন্তুষ্ট। দৈনিক কমপক্ষে ১০০০ বার তাসবিহ এবং ইস্তিগফার। প্রিয় পাঠক! এত উপকারী যা গণনার বাহিরে। আল্লাহ তা'আলার রহমত। আমলনামার পবিত্রতা। অন্তরের আলো। শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা। সময়ের বরকত। আজাব থেকে হেফাজত। রিজিকের প্রশস্ততা। নিঃসন্তানের সন্তান লাভ। পেরেশানির প্রশান্তি। অসুস্থতার সুস্থতা। কুরআনুল কারিমে ইস্তিগফারের উপকারীতাসমূহ পড়ে দেখুন। অনেক বড় সুসংবাদ তার জন্য যার আমলনামায় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার থাকবে। তাসবিহ এবং ইস্তিগফার।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي

প্রথম দু'আটি কুরআনের এবং দ্বিতীয়টি হাদিসের। যার যেটা ইচ্ছা আমল করুন। প্রিয় পাঠক! বোঝা মনে করবেন না। নি'আমত আর নি'আমত। নিজের নফসকে অলস বানাবেন না। আমদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। অনেক উপরে যেতে হবে।

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ইস্তিগফার

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু যখন কোন বিষয়ে পেরেশানিতে পড়তেন অথবা কোন দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতি সামনে আসত, তিনি তখন একাকী নির্জনে গিয়ে বসতেন এবং প্রথমে তিন বার নিম্নের বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতেন—

يَا كٰهٰيٰعٰصٓ- يَا نُوْرُ- يَا قُدُّوْسُ- يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ- يَا آخِرَ الْآخِرِيْنَ-
يَا حَيُّ- يَا اللهُ- يَا رَحْمٰنُ- يَا رَحِيْمُ

অতঃপর নিম্নের ১৩ প্রকার গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করতেন। তিনি বলতেন—

يَا حَيُّ- يَا اللهُ- يَا رَحْمٰنُ- يَا رَحِيْمُ

اِغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تُحِلُّ النِّقَمَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تُغَيِّرُ النِّعَمَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تُوْرِثُ النَّدَمَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَحْبِسُ الْقِسَمَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تُنْزِلُ الْبَلَاءَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَهْتِكُ الْعِصَمَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تُعْجِلُ الْفَنَاءَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَزِيْدُ الْاَعْدَاءَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَقْتَعُ الرَّجَاءَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَرُدُّالدُّعَاءَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تُمْسِكُ غَيْثَ السَّمَاءِ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَظْلِمُ الْهَوَاءَ

وَاغْفِرْلِيَ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَكْشِفُ الْغِطَاءَ

। অর্থ: হে পবিত্রতার মালিক! হে আউয়ালাল আউয়ালীন ও

আখিরাল আখিরীন। হে চিরঞ্জীব! হে ব্যাপক রহমতকারী! হে ভরপুর রহমতকারী! আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা গজবকে ডেকে আনে। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা নি'আমতসমূহ পরিবর্তন করে দেয়। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা রিজিককে বন্ধ করে দেয়। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা বিপদাপদ ডেকে আনে। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দেয়। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা দ্রুত ধ্বংস ডেকে আনে। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা শত্রু বৃদ্ধি করে। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা দু'আ কবুলে প্রতিবন্ধক হয়। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা আকাশের বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা আবহাওয়াকে খারাপ করে দেয়। আমার ঐ গুনাহ ক্ষমা করুন, যা পর্দাকে উন্মোচন করে দেয়।[৮]

গুনাহের ১৩টি ক্ষতি

গুনাহের ১৩ টি ক্ষতি

আল্লাহ তা'আলা আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। এই মুহূর্তে খাঁটি অন্তরে ইস্তিগফার করা অনেক বেশি প্রয়োজন। গুনাহ ইমানদারদেরকে এই দুনিয়াতেও দুঃখ এবং কষ্ট দেয়। হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর উপরোক্ত দু'আটি থেকে জানা গেল যে, গুনাহের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নের ক্ষতিসমূহ হয়ে থাকে। যথা—

১. কিছু গুনাহ রয়েছে এমন যা আল্লাহ তা'আলার রাগ ও প্রতিশোধকে ডেকে নিয়ে আসে।

২. কিছু গুনাহ আছে এমন যা মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেয়।

৩. কিছু গুনাহ আছে এমন যা মানুষকে অনুতাপ-অনুশোচনা ও পেছনের

[৮] কানযুল উম্মাল: ১/২৭৮; ইবনু আবিদ-দুনিয়া; ইবনুন-নাজ্জার; জামেউল আহাদিস: ৩/৯৮

দিকে নিক্ষেপ করে।

৪. কিছু গুনাহ আছে এমন যা আসমান থেকে অবতীর্ণ কল্যাণ, বরকত ও রুজি মানুষের নিকট আসা বন্ধ করে দেয়।

৫. কিছু গুনাহ আছে এমন যা বিপদ-মুসিবত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬. কিছু গুনাহ আছে এমন যা মানুষকে উপস্থিত গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয় এবং তার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়।

৭. কিছু গুনাহ আছে এমন যা ধ্বংসকে খুব দ্রুত ডেকে আনে।

৮. কিছু গুনাহ আছে এমন যা মানুষের শত্রু বৃদ্ধি করে দেয়।

৯. কিছু গুনাহ আছে এমন যা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশেষ করে মানুষকে নিরাশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

১০. কিছু গুনাহ আছে এমন যা দু'আসমূহ কবুল হওয়া বন্ধ করে দেয়।

১১. কিছু গুনাহ আছে এমন যা বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়।

১২. কিছু গুনাহ আছে এমন যা বাতাসকে ক্ষতিকর করে দেয়।

১৩. কিছু গুনাহ আছে এমন যা মানুষের দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেয়। হে আল্লাহ আমাদের এ সকল গুনাহ থেকে হেফাজত করুন।

এখানে গুনাহের সম্ভাব্য ১৩টি ক্ষতি বর্ণনা করা হল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থার উপর রহম করুন। আমার মনে হয়, আমরা সামাজিকভাবেই এ সকল গুনাহে লিপ্ত আছি। এজন্য এ সকল গুনাহের তিক্ত ফল আস্বাদন করছি। তাই আমাদের অত্যন্ত দূরদৃষ্টির সাথে নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং খাঁটি অন্তরে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে ইস্তিগফার এবং সকল গুনাহ ত্যাগ করা আবশ্যক।

গুনাহের দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ

গুনাহ বলা হয় আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী তথা অবাধ্যতাকে। গুনাহ

থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। গুনাহের আসল আজাব তো মৃত্যুর পরে তবে গুনাহের কুপ্রভাব দুনিয়াতেও প্রকাশ হয়ে যায়। ইমাম গাজালী রাহি. লিখেন—

অধিকাংশই এমন হয় যে, ব্যক্তির উপর দুনিয়াতেই গুনাহের কুপ্রভাব শুরু হয়ে যায়। এমনকি কোন কোন সময় গুনাহের প্রভাবে রিজিক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কখনো গুনাহের কারণে মানুষের অন্তর থেকে সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায় এবং শত্রু বিজয়ী হয়ে যায়। হাদিস শরিফে এসেছে যে, বান্দা গুনাহ করার কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—আমার জানামতে, গুনাহের কারণে মানুষ ইলম ভুলে যায়। আর এ অর্থেই হাদিসে এসেছে—যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হয় তার বিবেক তার থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং পুনরায় কখনো আর তার নিকট ফিরে আসে না। কোন কোন আকাবিরের বক্তব্য হল– লা'নত বা অভিশাপ চেহারা কালো হয়ে যাওয়া ও ধন-সম্পদ কমে যাওয়ার নাম নয় বরং লা'নত বা অভিশাপ হল—ব্যক্তি একটি গুনাহ থেকে বের হয়ে একই ধরনের অপর আরেকটি গুনাহ অথবা এর চেয়েও আরও বড় কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ গুনাহের একটি শাস্তি হল—একটি গুনাহের কারণে মানুষ অপর আরেকটি গুনাহে লিপ্ত হয়। হজরত ফুজাইল রাহি. বলেছেন—মানুষের উপর যে সকল বিপদ কিংবা মানুষের দুঃখ-কষ্ট আসে, তুমি জেনে রাখ যে, এগুলো সব গুনাহের কারণেই আসে। আর কোন কোন মনীষীর বক্তব্য হল—যদি আমার গাধার অভ্যাসও পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে আমি মনে করি যে, এটাও আমার কোন ভুল-ত্রুটির কারণেই হয়েছে। এক সূফী বুজুর্গের ঘটনা আছে যে, তিনি একটি সুদর্শন বালককে দেখে তাকিয়েই রয়েছেন। আরেক বুজর্গ এসে তার হাত ধরে বলল, এর (কু-নজরের) শাস্তি তুমি কিছু দিন পরে পাবে। ঠিকই এর ৩০ বছর পরে এর শাস্তি তিনি পেয়েছেন। হজরত আবু সুলাইমান দারানী রাহি. বলেন—স্বপ্নদোষ হওয়াও একটি শাস্তি। তিনি আরও বলেন যে, কোন ব্যক্তির কোন নামাজের জামাত ছুটে যাওয়াও কোন না কোন গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে। একটি হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—বান্দা যখন স্বীয় কামনা-বাসনাকে আমার আনুগত্যের

উপর প্রাধান্য দেয়, তখন তার সর্বনিম্ন অবস্থা হয়—তাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মজাদার মুনাজাত থেকে বঞ্চিত করে দেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, এগুলো তাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে এবং এ বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার ফলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।[১]

ইস্তিগফারের একটি অতি উপকারী ও মর্যাদাপূর্ণ কুরআনী অজিফা

আসুন! একটি উপকারী অজিফা শিখে নেই। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়াতে শয়তান অনেক কেঁদেছে। অনেক চিৎকার করেছে। এই দুঃখে সে তার নিজেই নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছে এবং চিৎকার করে করে তার সকল চ্যালাচামুণ্ডাকে একত্রিত করেছে। যে সমুদ্রে ছিল সেও একত্রিত হয়েছে এবং যে স্থলে ছিল সেও এসেছে। অর্থাৎ শয়তানের লক্ষ-কোটি চ্যালাচামুণ্ডার সমাবেশ। আপনি কি জানেন কোন সে আয়াত? পুরো বর্ণনাটি মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে রয়েছে। হ্যাঁ! এটা ঐ আয়াত যার সম্পর্কে উম্মাহর অনেক বড় ফকীহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন একটি আয়াত দান করেছেন, যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে সকল কিছু থেকে প্রিয়। আর তা হল সুরাআলে-ইমরানের ১৩৫ নং আয়াত—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

> "আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর

[১] এহইয়াউল উলূম: ইমাম গাজালী রাহি.

| তারা যা করছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না।"[১০]

আয়াতের মর্ম হল—আল্লাহ তা'আলার মুত্তাকী বান্দাদের একটি গুণ হল, যখন তাদের গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, ছোট কিংবা বড় কোন গুনাহ হয়ে যায়, কোন অশ্লীল কাজ হয়ে যায়, তারা তখন আল্লাহ তা'আলার জিকির করে এবং স্বীয় গুনাহের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করে। আর তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ গুনাহ ক্ষমাকারী নেই। তারা তাদের কৃত গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তির উপর অটল থাকে না। এমন লোকদের জন্য পেছনের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন।

সবচেয়ে ভাল হয় সরাসরি কুরআনুল কারিম খুলে এ আয়াতটি (সুরা আলে-ইমরানের ১৩৫ নং আয়াত) আজকেই মুখস্থ করে নিলে। এর সাথে আরও একটি আয়াতও আছে। উভয় আয়াত মিলে একটি চমৎকার অজিফা এবং জীবন্ত আমলের রূপ নিয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটি সামনে আসছে। তার পূর্বে একটি কথা শুনি। "মাগফিরাত" আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নি'আমত। মাগফিরাতের মর্ম হল- ইমান কবুল হয়েছে এবং আমল কবুল ও গৃহিত হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ! আর কি চাই? ইমানের দাবি তো অনেক মানুষই করে থাকে। সুরাবাকারার দ্বিতীয় রুকুর শুরুতে দেখুন। কিছু লোক বলে যে, আমরা ইমান এনেছি। বস্তুত তারা মুমিন নয়। ঠিক তেমনিভাবে আমলও অনেক লোকই করে থাকে কিন্তু এমন অনেক দুর্ভাগা আছে যাদের আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহিত হয় না। "মাগফিরাত" হল ঐ নি'আমত, যাকেই আল্লাহ তা'আলা এটা নসিব করেন, তার তরী পার হয়ে যায়। তার ইমানও কবুল আমলও কবুল। এজন্যই সুরাতুল ফাতাহ-এর শুরুতে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ ও সবচেয়ে প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য "মাগফিরাত" এর ঘোষণা করলেন তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুশি ছিল দেখার মত। অথচ আমরা মাগফিরাতকে ছোটখাট বস্তু মনে করি। কোন বুজুর্গ ইন্তেকাল করলে তার জন্য যদি মাগফিরাতের দু'আ করা হয়, তাহলে তার অনুসারীরা অসন্তুষ্ট হয় যে, আমাদের শায়েখ কি গুনাহগার ছিল? আর এজন্য মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ করা হয়। বস্তুত কারও জন্য যদি মাগফিরাতের

[১০] আলে ইমরান- ৩: ১৩৫

দরজা খোলে তবেই সে মর্যাদা পাবে। আর যদি মাগফিরাতই না পায়, তাহলে কিসের মর্যাদা আর কিসের মর্যাদা বৃদ্ধি? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য "মাগফিরাত" এর ঘোষণা হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আর আমাদের কাছে এ বাক্যটি ছোট মনে হয়। বাস্তবিকই এটা মূর্খতার কথা। মূলত অধিকাংশ লোকই "মাগফিরাত" এর অর্থ এবং "মাগফিরাত" এর মর্ম বুঝে না। সুবহানাল্লহা! ইস্তিগফার হল এক আশ্চর্য নি'আমত। আর তাওবা এর চেয়েও বেশি। আলহামদুলিল্লাহ! মুসলমান যথেষ্ট পরিমাণে তাওবা ও ইস্তিগফারের দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারীগণ দৈনিক ১০০০ বার ইস্তিগফারের আমল নিয়মিত করছে। ১২০০ বার কালিমায়ে তাইয়্যেবা, ১০০০ বার দুরূদ শরিফ এবং ১০০০ বার ইস্তিগফার এবং কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত এ চারটি আমল মৌলিক আমল হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ প্রেমিকগণ আল্লাহ আল্লাহর জিকিরে আর তাসবিহ তথা সুবহানাল্লাহ যুক্ত জিকিরসমূহে উৎসাহ বেশি পায়। একটি কথা মনে রাখবেন, যেখানেই তাসবিহ এবং ইস্তিগফার উভয়টি একসাথে পাওয়া যায় সেখানে আশ্চর্য রহমত ও নি'আমত নাযিল হয়। কুরআনুল কারিমের শেষ পারায় সুরাতুন নাসরের তাফসির পাঠ করুন। তাহলে গোটা বিষয়টি বুঝে এসে যাবে। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসবিহ এবং ইস্তিগফারকে যে বাক্যে একত্রিত করেছেন তা পাঠ করুন। নুর এবং স্বাদে অন্তর ভরে যাবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى

এখন আরও একটি বিষয় বুঝুন। কোন দু'আতে যদি কালিমায়ে তাইয়্যেবা, তাসবিহ ও ইস্তিগফার এ তিনটি একসাথে একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে তা "ইসমে আজম" এর মর্যাদা লাভ করে। এমন ইসমে আজম যা সমুদ্রের গভীরে মাছের পেট থেকেও যদি ডাকা হয়, তাহলে তা সোজা আরশে গিয়ে পৌঁছে। হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঐ দু'আ, যা তিনি মাছের পেটে বন্দি অবস্থায় করেছিলেন, তাতে উক্ত তিনটি বিষয় একত্রিত হয়েছে। যথা—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

এই দু'আর মধ্যে কালিমায়ে তাইয়্যেবাও রয়েছে এবং তাসবিহ ও ইস্তিগফারও রয়েছে। এজন্য এই বরকতময় দু'আটি ইসমে আজমের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন ফিরে আসি আমাদের অজিফার দিকে। এ অজিফা এই উম্মাহর মহান ফকীহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন এবং হাদিস শরীফের অনেক কিতাবেই রয়েছে। যেমন: মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, তাবরানী ও বায়হাকী ইত্যাদি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—

কুরআনুল কারিমে দুটি আয়াত এমন রয়েছে যে, কোন বান্দা যদি কোন গুনাহ করে এই দুটি আয়াত পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে, তাহলে তাকে অবশ্যই মাগফিরাত প্রদান করা হবে। অর্থাৎ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। প্রথম আয়াত তো হল সুরাআলে-ইমরানের ১৩৫ নং আয়াত। আর দ্বিতীয় আয়াত হল সুরানিসার ১১০ নং আয়াত।

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১১]

সুবহানাল্লাহ! কত সহজ অজিফা। আজই চেষ্টা করে দুটি আয়াত অর্থসহ মুখস্থ করে নিন। যখনই কোন গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাবে, তখনই অজু করে কয়েক রাকাত সালাত আদায় করে এই দুটি আয়াত মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন এবং খাঁটি অন্তরে ইস্তিগফার করুন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত এবং ক্ষমার দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন।

এমনিতেও ইস্তিগফারের পূর্বে এই দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলে ইন শা' আল্লাহ ইস্তিগফার অধিক কার্যকরী হবে। আর অজু করা ও সালাত আদায়

---

[১১] নিসা- ৪: ১১০

করাও জরুরি নয় তবে উত্তম। এই আয়াত সামনে আসাতে আরও একটি বিষয় সামনে এসে গেল। আমাদের হজরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী রাহি. সুরা নিসার এই আয়াতটিও (১১০ নং) জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন—وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে" এই মন্দ কাজের উপমা দিয়েছেন– যেমন জিহাদের ফরজিয়াতকে অস্বীকার করে। আর أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ "নিজের প্রতি জুলুম করবে" এর উপমা দিয়েছেন—সালাত কিংবা জামাত ত্যাগ করে। এমন ব্যক্তির জন্য তাওবা-ইস্তিগফার করা প্রয়োজন। সে যদি খাঁটি অন্তরে তাওবা-ইস্তিগফার করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন। হজরত লাহোরী রাহি. লিখেন—কুরআনুল কারিমের তা'লিমের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা দুই প্রকারে হতে পারে। এক হল রূহে তা'লিম তথা তা'লিমের প্রাণকে উড়িয়ে দেওয়া। যেমন: কুরআনুল কারিমে জিহাদকে ফরজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশাল এক শ্রেণি তৈরি হয়েছে যে, তারা জিহাদের ফরজিয়াতকে উড়িয়ে দেয়। তাহলে এটা وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে" এর অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার হল—হুকুম তথা নির্দেশের রূপ-রেখাকে ভেঙ্গে দেয়। তাহলে এটা أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ "নিজের প্রতি জুলুম করবে" অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন: কোন ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাত আদায়ে অলসতা করে। উক্ত দুটি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিও যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[১২]

দু'আ হল মুমিনের জন্য শ্বাস গ্রহণের ন্যায় প্রশান্তিদায়ক

অনেক লোক বলে থাকে যে, এত এত দু'আ। কোনটা আমল করব? তাদের খিদমতে আরজ হল—মানুষের কণ্ঠ কথা বলে ক্লান্ত হয় না। সবজি বিক্রেতা কি পরিমাণ ডাকাডাকি করে? বাসের হেল্পার-কন্ট্রাক্টর কি পরিমাণ ডাকাডাকি করে? যে সকল লোকের বক-বক করার কিংবা গল্প-গুজব করার

[১২] হাশিয়ায়ে লাহোরী: সুরা নিসার ১১০ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

অভ্যাস, তারা কি পরিমাণ কথাবার্তা বলে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আসমূহ তো মুমিনের জন্য শ্বাস গ্রহণের ন্যায় প্রশান্তিদায়ক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দীনের যত কাজ করেছেন, অন্য আর কেউ কি এ পরিমাণ কাজ করতে পারবে? কক্ষনো নয়। তাহলে এত অধিক পরিমাণে কাজ করা সত্ত্বেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল দু'আ নিয়মিত আমল করতেন। তাহলে বুঝা গেল— আমাদের মত অবসর লোকদের জন্য তো আরও অধিক পরিমাণে আমল করা সম্ভব। সুতরাং অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার যিকিরের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এ কথা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আমি জিকির ও ইস্তিগফারের দ্বারা স্বীয় জান্নাতকে আবাদ করতে হবে। মানুষ দুনিয়ার বাড়ি-ঘর বানানোর জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করে? জান্নাত তো এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান।

শয়তান তো মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কসম খেয়েছে

আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন বানানোর সময়ই পশ্চিম দিকে তাওবার অনেক বড় দরজা বানিয়ে রেখেছেন। যেন তাঁর বান্দারা উক্ত দরজা দিয়ে অতিক্রম করে তাঁর নিকট পৌঁছতে পারে। অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করছে। আমাদের নফস শয়তানের সহযোগিতা করছে। শয়তান সামান্য একটি মুহূর্তও স্বস্তিতে বসে থাকে না। সে কসম খেয়েছে যে, আমি লোকদের সামনে-পেছনে, ডানে-বামে চতুর্দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করব। সে কসম খেয়েছে যে, আমি লোকদেরকে পথ ভ্রষ্ট করব। সে কসম খেয়েছে যে, আমি মানুষকে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জোরদার মেহনত করব। শয়তান তার সৈন্যসামন্তসহ আমাদের উপর আক্রমণরত। সে ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ পরিবর্তন করে। সে আমাদেরকে পরকাল থেকে উদাসীন করে দেয়। সে আমাদের সময়কে ধ্বংস করে। সে আমাদেরকে নষ্ট বন্ধুত্বে ফাঁসিয়ে দেয়। সে আমাদেরকে জিহাদ-কিতাল থেকে দূরে রাখে। সে আমাদেরকে দুনিয়ার চাকচিক্যের মাঝে ফাঁসিয়ে দেয়। আর আমরা দুর্বল মানুষ ঝড়ে আক্রান্ত নৌকার মত ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের নিচে জাহান্নামের অতল গহ্বর এবং জান্নাত

অনেক উপরে এবং অনেক দূরে। আশ্চর্য রকম কষ্ট ও পেরেশানির এক পরিবেশ। এক গুনাহের পর আরেক গুনাহ। এক ভুলের পর আরেক ভুল এবং এক ব্যর্থতার পর আরেক ব্যর্থতা। শয়তান ডেকে ডেকে বলছে— তোমরা জান্নাতের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না। সুতরাং মেহনত করা ছেড়ে দাও এবং দুনিয়ায় কিছু দিন আনন্দ-ফুর্তি করে নাও। আর আমাদের নফসও আমাদেরকে বার বার শয়তানের সাথে মিলিত করছে। আর বুঝাচ্ছে যে, নেকির রাস্তা অনেক কঠিন এবং তোমরা দুর্বল। নিরাশার এই অমানিশায় কুরআনুল কারিমের একেকটি বাক্য আলো হয়ে ঝরে। আমার আল্লাহ শয়তানকে বলেন—

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

> "(হে শয়তান! তুমি যতই চেষ্টা কর) নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলার বান্দা, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত গোলাম। তাদের বড় গুণ হল—"ইখলাস"। আর ইখলাস হল সকল আমল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই করে এবং তাওবার দরজার দিকে দৌড়ে চলে যায়। অর্থাৎ দ্রুত তাওবা করে। শয়তান তাকে ফেলে দেয় সে আবার উঠে দৌড় দেয়। নফস তাকে বসিয়ে দেয়, সে দাঁড়িয়ে পুনরায় দৌড় দেয়। আল্লাহ তা'আলার দিকে এবং তাওবার দরজার দিকে দৌড়ায়। সে জানে যে, তার গুনাহ আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বেশি নয়। সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার থেকে ভিন্ন। এক দিনে যদি সত্তরটি গুনাহও হয়ে যায়, তাহলেও তাওবার দরজা খোলা। তাওবার এক ফোঁটা অশ্রু জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনকে নিভিয়ে দেয়। সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এমন কেউ নেই, যার নিকট আমাদের আশ্রয় মিলবে এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনেক অনুগ্রহশীল।

ইস্তিগফারের ২০টি উপকারিতা

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আয-যাউজিয়্যাহ রাহি. বলেন—

[১৩] বনি ইসরাইল- ১৭: ৬৫

শয়তান বলে যে, আমি আদম সন্তানদেরকে গুনাহের দ্বারা ধ্বংস করেছি। আর তারা আমাকে ইস্তিগফার এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللهِ দ্বারা ধ্বংস করেছে।

প্রিয় পাঠক! বেশি বেশি ইস্তিগফারের মধ্যে অভিশপ্ত শয়তানের ধ্বংস। হজরত হাসান বসরী রাহি. বলেন—বেশি বেশি ইস্তিগফারের অভ্যাস কর। নিজেদের ঘরসমূহে, নিজেদের দস্তরখানসমূহে, নিজেদের পথঘাটে ও নিজেদের সভা-সমাবেশসমূহে। কি জানি কোন সময় মাগফিরাত নাজিল হয়ে যায়? ইস্তিগফারের অসংখ্য উপকারিতা। যেমন—

১. এটা আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

২. এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় আমল।

৩. এটা গুনাহসমূহের মাগফিরাতের মাধ্যম।

৪. এটার দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায়।

৫. এটা অন্তরের অন্ধকার দূর করে।

৬. এর দ্বারা আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়।

৭. এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হয়।

৮. এটা কবরের সর্বোত্তম প্রতিবেশী।

৯. এর দ্বারা সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ও শারীরিক শক্তি অর্জন হয়।

১০. এটা হালাল রিজিক বৃদ্ধি হওয়ার বিশাল মাধ্যম।

১১. এটা নফসকে দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, হতাশা, যৌনক্ষুধা, কুমন্ত্রণা ও গুনাহের ধুলাবালু থেকে পবিত্র করে।

১২. এটা নেক সন্তান লাভের মাধ্যম।

১৩. এটা সর্বরোগের চিকিৎসা।

১৪. এর দ্বারা মানুষের দুনিয়ার সর্বোত্তম জীবন লাভ হয়।

১৫. এটা মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য আমলের নিরাপত্তা।

১৬. এর দ্বারা বিপদাপদ দূর হয়।

১৭. এর বরকতে মানুষের নিজস্ব আসল মর্যাদা ও ফজিলত লাভ হয়।

১৮. এর দ্বারা উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

১৯. এর দ্বারা শরহে সদর হয় তথা অন্তর চক্ষু খুলে যায়।

২০. এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত হল—এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক ঠিক হয়।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

প্রিয় পাঠক! আজই যে কোন সময় কোন মসজিদ কিংবা খালি জায়গার দিকে বের হয়ে যান। রাস্তায় কাঁদতে থাকুন আর বলতে থাকুন—হে আমার প্রিয় রব! আমি ক্ষমা চাইতে আসছি। তাওবা করতে আসছি। অতঃপর সেখানে পৌঁছে নিজের প্রতিটি গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ইমানের দুর্বলতা, ফরজ আমলের প্রতি অলসতা, নিফাক, গীবত, হিংসা, শত্রুতা, অশ্লীলতা, দুর্বলতা, অলসতা, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা , লাঞ্ছনা ও অপদস্থতাসহ অসংখ্য-অগণিত গুনাহ। কাঁদতে থাকুন আর ক্ষমা চাইতে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত রহমত নাজিল হওয়া অনুভূত না হয়। তারপর অন্তরে যা উদিত হয় তা কাউকে কখনো বলবেন না। প্রিয় পাঠক! মনে রাখবেন মালিকের সামনে হাজির হতে হবে। গোটা দুনিয়ায় ইসলামকে বিজয়ী করার মেহনত করতে হবে। গুনাহ থেকে মুক্ত হলে কিছু কাজ হবে।

মানুষের ভয়ঙ্কর মুহূর্ত

বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নি'আমত। মানুষের নফসের উপর যখন পেরেশানী এবং কুমন্ত্রণার আক্রমণ হয়, তখন সে মনে করে যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার কোন নি'আমত নেই। আমি দুনিয়ার সবচেয়ে মজলুম। সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয়ে বেশি দুঃখী মানুষ। এই মুহূর্তটা বড় ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। অধিকাংশ মানুষ ঐ মুহূর্তেই বড় বড় ভুল করে থাকে। আর সারা জীবনভর সে ভুলের মাশুল দেয়। তাদের এ কথাও স্মরণ থাকে না যে, তাদের নিকট কালিমায়ে তায়্যিবার মত মূল্যবান

নি'আমত রয়েছে। তারা ভুলে যায়, তারা যে শ্বাস গ্রহণ করছে তা কত বড় নি'আমত। তাদের এটাও মনে থাকে না যে, তাদের পেটে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত খাবার। তাদের এটাও অনুভব হয় না যে, তাদের মন ও মননে কুরআনুল কারিমের কি পরিমাণ আয়াত রয়েছে। তারা এটাও ভুলে বসে যে, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কতগুলো পর্দা রয়েছে। এমন পর্দা– যদি সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তাদের সকল রাগ ও ক্ষোভ লজ্জায় পরিণত হবে। তারা এটাও ভাবে না যে, ঐ সময় তারা যে সব দুঃখ-কষ্ট অনুভব করছে, এই অনুভূতিটুকুও আল্লাহ তা'আলার কোন শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর না হয় এমন সময়ও আসে যখন মানুষ এমন অসহায় অবস্থায় পতিত হয় যে, তখন সে মার খায় কিন্তু রাগ হতে পারে না। তখন সে এমন দুঃখ-কষ্ট দেখে যে, তার শরীরে কিছু অনুভব করার মত অবস্থাও থাকে না। এজন্য যখনই নফসের উপর পেরেশানি ও কুমন্ত্রণার প্রচণ্ড আক্রমণ হয়, তখন কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না নেওয়া। তখন একমাত্র কাজ হল একাগ্রচিত্তে ইস্তিগফারে লেগে যাওয়া। নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করা এবং এর উপর কান্নাকাটি করা। আল্লাহ তা'আলার নিকট এর ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর নিজের মনকে বুঝানো যে, বর্তমানে যা কিছু আমার উপর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, তা বাস্তব নয়। এগুলো একমাত্র শয়তানের ধোঁকা। আর শয়তান পলায়ন করে জিকির ও ইস্তিগফারের দ্বারা। সিদ্ধান্ত নেওয়া, অন্যকে অপবাদ দেওয়া এবং বেশি বেশি চিন্তা করার দ্বারা নয়।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

ইস্তিগফার শয়তানের কোমর ভেঙ্গে দেয়

শয়তান এবং তার চ্যালাচামুণ্ডরা মূলত অনেক মেহনত করছে যেন মুসলমান তাওবা-ইস্তিগফার থেকে দূরে এবং বঞ্চিত থাকে। এর কারণ সুস্পষ্ট। তাওবা-ইস্তিগফারের দ্বারা অভিশপ্ত শয়তানের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং সে এত পরিশ্রম করে যে সকল গুনাহ করায়, তা সব মাফ হয়ে যায়। বরং খাঁটি তাওবার দ্বারা ঐ সব গুনাহও নেকিতে পরিণত হয়ে যায়। মা-শা' আল্লাহ! উম্মতের মধ্যে কিছু লোক সর্বদাই শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

গড়ে তুলে মুসলমানদেরকে তাওবা-ইস্তিগফারের দিকে নিয়ে আসার কাজ করে যাচ্ছেন। এমন লোকগুলো উম্মতের জন্য অনেক বড় অনুগ্রহকারী। কথিত আছে—আরবের কোন এক দেশে একজন বৃদ্ধ বুজুর্গ সর্বদা মসজিদে পড়ে থাকতেন। আর তার কাজ ছিল শুধু সমাজের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে তাওবা-ইস্তিগফারের দিকে নিয়ে আসা। এক ব্যক্তি ছিল যার অনেক বৎসর যাবৎ কোন সন্তান হচ্ছিল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে খুবই পেরেশান। কেউ একজন স্বামীকে বলল যে, অমুক মসজিদে যাও। সেখানে এক বুজুর্গ আছেন যিনি এই রোগের ঔষদ দেয় এবং তার সেই ঔষধে এক বছরের মধ্যেই সন্তান হয়ে যায়। সে ব্যক্তি উক্ত মসজিদে গেলেন। গিয়ে দেখেন একজন সাধারণ বুজুর্গ। যার না আছে কোন মুরিদ। না আছে কোন হাদিয়া-তোহফা। না আছে কোন কাশফ-ইলহাম। না আছে নিজের জন্য কোন দাবি-দাওয়া। উক্ত ব্যক্তি তার সমস্যা বলার পর বুজুর্গ বললেন—ছেলে! একটি ঔষধ আছে যা তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সেবন করতে হবে। তবে তা অনেক তিতা। খেতে পারবে তো? সে বলল, অবশ্যই খেতে পারব। অনেক পেরেশানিতে আছি। বুজর্গ বললেন, ফজরের এক ঘণ্টা পূর্বে উভয়ে ঘুম থেকে উঠে অজু করে নেবে। তারপর আধাঘণ্টা নফল সালাত পড়বে এবং আধাঘণ্টা ইস্তিগফার করবে। তারপরে ফজরের সালাত পড়বে। অনেক কার্যকরী ঔষধ এটা। স্বামী গিয়ে স্ত্রীকে বলল। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। স্বামী বললেন আগামী কাল থেকে কি শুরু করবে? আল্লাহর বান্দী বললেন, আগামী কাল থেকে কেন? ইন শা' আল্লাহ আজ থেকেই শুরু করব। এমন ঔষধ তো অনেক বড় নি'আমত। উভয়ে আমল শুরু করল। মা-শা' আল্লাহ এই আমল শুরু করার ছয় মাস পরেই তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে গেল। তারপর একাধারে সন্তানের ধারাবাহিকতা চলছে। তবে সন্তানের চেয়েও অধিক সে যে বস্তুটি পেয়েছে তা হল ইস্তিগফারের নি'আমত।

ইস্তিগফারকারীর নাম মিথ্যাবাদী ও অলসদের তালিকা থেকে বাদ

হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ
وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ فِيْ لَيْلَةٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

> "যে ব্যক্তি দৈনিক ৭০ বার ইস্তিগফার করবে, তার নাম মিথ্যাবাদীর তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতি রাতে ৭০ বার ইস্তিগফার করবে, তার নাম অলসদের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হবে।"[১৪]

ইস্তিগফার হল প্রশান্তি ও নিরাপত্তা

ইস্তিগফার হল দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের ভাণ্ডার এবং চাবি। কুরআনুল কারিমের উপর চিন্তা-ভাবনা করুন। দেখবেন কালিমার পরেই রয়েছে ইস্তিগফার। বুঝা গেল ইমানের নিরাপত্তা হল ইস্তিগফার। সালাতের পরে ইস্তিগফার। জাকাতের পরে ইস্তিগফার। বুঝা গেল আমলের গ্রহণীয়তার মাধ্যম হল ইস্তিগফার। জিহাদে পরাজয়ের পরে ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুঝা গেল, আঘাতের উপশম হল ইস্তিগফার। জিহাদে বিজয় লাভের পর ইস্তিগফার। বুঝা গেল, নি'আমতের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার মাধ্যম হল ইস্তিগফার। কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন জায়গায় ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইস্তিগফারের প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না। বুঝা গেল ইস্তিগফারের বিরুদ্ধে শয়তানি অনেক বড় চক্রান্তের জাল সর্বদা চলমান। এই চক্রান্তের জালে ঐ সকল লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল গুনাহ না ছাড়তে পারবে, ততক্ষণ ইস্তিগফারের কোন ফায়দা নেই। তাওবা! তাওবা! এটা কেমন জুলুম ও মূর্খতার কথা। ইস্তিগফারের অর্থই হল ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর গুনাহের জন্যই তো ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা কঠিন থেকে কঠিন গুনাহের রশিও ছিড়ে যায়। গুনাহ হয়ে গেছে! তো সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে ফেলুন। তারপর যদি আবার হয়ে যায় আবার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আবার হয়ে গেলে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। পুরোপুরি লজ্জা ও অনুতপ্তের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

---

[১৪] ইবনুস সুন্নাহ; দায়লামী

বান্দার নিরাপত্তা

হজরত ফুজালা বিন উবায়দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন—

الْعَبْدُ آمِنٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ مَا اسْتَغْفَرَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ

> "বান্দা যতক্ষণ ইস্তিগফার করে, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে নিরাপদ থাকে।"[১৫]

চার প্রকার ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

"চার প্রকার ব্যক্তি জান্নাতের বিশেষ পবিত্র বাগানে বিচরণ করবে। যথা—

ক. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি। যে এই কালিমায় কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে না।

খ. ঐ ব্যক্তি যার নেক কাজ করলে খুশি লাগে এবং এর জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে।

গ. ঐ ব্যক্তি যার গুনাহের কাজ করলে খারাপ লাগে এবং এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ঘ. ঐ ব্যক্তি যে কোন বিপদে পড়লে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করে।[১৬]

হে আল্লাহ আমাদেরকে ইস্তিগফারকারী বানিয়ে দিন

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

[১৫] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৩৯৫৩
[১৬] সুনানে বায়হাকী

হজরত আয়েশা রাদআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই দু'আ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

"হে আল্লাহ! আমাকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন, যারা ভাল কাজ করে খুশি হয় এবং মন্দ কাজ করে ইস্তিগফার করে।"[১৭]

হে মানুষ। তাওবা কর

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

হে মানুষ! আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা কর। দেখ! আমি নিজেই দৈনিক ৭০ বার আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করে থাকি।"[১৮]

দৈনিক ৭০ বার ইস্তিগফার

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرِهٖ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرْنَا فَقَالَ: اَتِمُّوْهَا سَبْعِيْنَ مَرَّةً؛ فَاَتْمَمْنَاهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ وَّلَا اَمَةٍ يَسْتَغْفِرُ اللهَ فِيْ يَوْمِهٖ سَبْعِيْنَ مَرَّةً اِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهٗ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ وَقَدْ خَابَ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ عَمِلَ فِيْ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةِ ذَنْبٍ

"হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি

[১৭] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮২০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৪৯৮০
[১৮] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭০২; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ১০৮১; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৮২৯৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে যাওয়ার সময় ইরশাদ করেন—তোমরা ইস্তিগফার কর, আমরা ইস্তিগফার করলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ইরশাদ করেন—দৈনিক ৭০ বার পূর্ণ কর। আমরা ৭০ বার পূর্ণ করলাম। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে বান্দা-বান্দি দৈনিক ৭০ বার আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করবে তথা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাতশত গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর ধ্বংস হোক ঐ বান্দা-বান্দি যে দৈনিক সাতশতেরও অধিক পরিমাণ গুনাহ করে। অর্থাৎ সাধারণত এমনটি হয় না। কোন মানুষের গুনাহ যদি সাতশতের অধিক হয়েও যায়, তাহলেও ইস্তিগফার করলে তার সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।"[১১]

ইস্তিগফারের মহান পুরস্কার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রভুর নিকট হতে বর্ণনা করেন—এক বান্দা একটি গুনাহ করল এবং সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার গুনাহ মাফ করে

---

[১১] সুনানে বায়হাকী

দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন—আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং তার জানা আছে যে, তার একজন রব আছে যিনি গুনাহ ক্ষমাও করতে পারেন এবং গুনাহের উপর শাস্তিও দিতে পারেন। তারপর আবার সে গুনাহ করল এবং আবার অনুতপ্ত হয়ে বলল, হে আমার রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন—আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছেন যিনি গুনাহ ক্ষমাও করতে পারেন এবং গুনাহের উপর শাস্তিও দিতে পারেন। সুতরাং আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর আবার সে গুনাহে লিপ্ত হল এবং অনুতপ্ত হয়ে বলল, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছেন যিনি গুনাহ ক্ষমাও করতে পারেন এবং গুনাহের উপর শাস্তিও দিতে পারেন। হে বান্দা! তুমি যা ইচ্ছা কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"[২০]

ফায়দা: তুমি যা ইচ্ছা কর। এর উদ্দেশ্য হল—তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই আলোর উপর থাকবে যে, প্রত্যেক বার গুনাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে থাকবে। তখন আমিও তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নাম

আল্লাহ তা'আলা "গাফির" তথা ক্ষমাকারী ও "গাফুর" তথা পরিপূর্ণ ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রদানকারী এবং "গাফ্ফার" তথা বার বার ক্ষমাকারী।

আল্লাহ তা'আলা "সাতির" তথা দোষসমূহ গোপনকারী ও "সাত্তির" তথা মন্দ এবং দুর্বলতাকে গোপনকারী এবং "সাত্তার" তথা মন্দ মানুষের উপর ভালোর পর্দা দানকারী।

এগুলো আল্লাহ তা'আলার ছয়টি আসমাউল হুসনা তথা সুন্দর গুণবাচক

---

[২০] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭৫৮

...নাম, যেগুলো আমাদের সামনে আলোচনা করা হল। নামগুলো হল—

اَلْغَافِرُ؛ اَلْغَفُوْرُ؛ اَلْغَفَّارُ؛ اَلسَّاتِرُ؛ اَلسِّتِّيْرُ؛ اَلسَّتَّارُ

...অত্যন্ত আদব ও মনোযোগ এবং বিনয়ের সাথে ডাকুন—

يَا غَافِرُ তথা হে ক্ষমাকারী।

يَا غَفُوْرُ তথা হে পরিপূর্ণ ক্ষমাকারী।

يَا غَفَّارُ তথা হে বার বার ক্ষমাকারী।

اِغْفِرْلِيْ؛ اِغْفِرْلِيْ؛ اِغْفِرْلِيْ তথা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ক্ষমা করুন।

يَا سَاتِرُ তথা হে গোপনকারী।

يَا سِتِّيْرُ তথা পর্দা দানকারী।

يَا سَتَّارُ তথা হে সর্ব প্রকার দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমাকারী।

اُسْتُرْ عَوْرَتِنَا وَ اٰمِنْ رَوْعَاتِنَا তথা আমাদের দুর্বলতার উপর আপনার পর্দা ফেলে দিন এবং আমাদের ভয়ের উপর আপনার নিরাপত্তা ঢেলে দিন।

...তিনটি নাম কুরআনুল কারিমে এসেছেবার বার

اَلْغَافِرُ এটা কুরআনুল কারিমের এক জায়গায় এসেছে।

اَلْغَفُوْرُ এটা কুরআনুল কারিমে ৯১ বার এসেছে।

اَلْغَفَّارُ এটা কুরআনুল কারিমে ৫ বার এসেছে।

মাগফিরাতের সমুদ্র

কুরআনুল কারিমে মাগফিরাতের এই নুর তথা আলো মুসলমানদের উপর ৯৭ বার বর্ষিত হয়েছে। যদি একবারও বর্ষিত হত, তাহলেও সকল মুমিনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে তো "রাব্বে গাফুর" তথা দয়াময় প্রভুর মাগফিরাতের সমুদ্র। পুরো সমুদ্র। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া অনেক বড় গুনাহ। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ

তা'আলা আমাদেরকে কবিরা গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। আল্লামা ইমাম কুরতুবী রাহি. স্বীয় তাফসীরে ঐ সকল হাদিস ও বক্তব্যসমূহ একত্র করেছেন, যেগুলোতে 'কাবায়ের' তথা কবিরা গুনাহসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যা সাত থেকে নিয়ে সাতশত পর্যন্ত। তবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুর একটি বক্তব্য হল—কবিরা গুনাহ হল মোট চারটি। যথা—

ক. اَلْيَـأْسُ مِـنْ رَوْحِ اللهِ তথা আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং সাহায্য থেকে নৈরাশ হয়ে যাওয়া।

খ. اَلْقُنُـوْطُ مِـنْ رَحْمَـةِ اللهِ তথা আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত এবং রহমত থেকে আশাহত হয়ে পড়া।

গ. وَالْأَمْـنُ مِـنْ مَكْـرِ اللهِ তথা আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এবং অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া।

ঘ. وَالشِّرْكُ بِاللهِ তথা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা।

কিছু লোক গুনাহ করে এবং গুনাহের চোরাবালিতে ফেঁসে যায়। অতঃপর যখন নিজেকে সর্বদিক থেকে গুনাহে জর্জরিত দেখতে পায়, তখন আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে না ইস্তিগফার করে, না তাওবা করে। তারা বলে যে, আমরা তো গুনাহ থেকে মুক্তই হতে পারছি না। সুতরাং মৌখিক তাওবা করে কি লাভ? আমাদের ইস্তিগফার করতে লজ্জা লাগে। কারণ বার বার তাওবা ভেঙ্গে যায়। বাহ্যিকভাবে দেখতে এটা অনেক ভাল চিন্তা মনে হলেও কিন্তু বাস্তবে এটা শয়তানি চিন্তা-ভাবনা। এটা আল্লাহ তা'আলা থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে শয়তানের কোলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘোষণা। এটা আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাতের গুণ ও মাগফিরাতের শক্তিকে অস্বীকারের নামান্তর। এমন কোন গুনাহ আছে যেটা আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা থেকে বড়? এমন কোন গুনাহ আছে যেটা আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত থেকেও পশস্ত? আল্লাহ তা'আলা যখন মাগফিরাত প্রদান করেন, তখন এমন শক্তিশালী মাগফিরাতই প্রদান করেন, যা গুনাহের সকল কার্যকারিতাকে ধ্বংস করে দেয়। কারো গুনাহের

সীমা যদি এমন বিস্তীর্ণ হয়ে যায় যে, গুনাহের শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে, তাহলেও আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত যখন আসে, তখন সকল গুনাহ তার সকল কার্যকারিতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং লোকদের যে সকল হকসমূহ গুনাহগারের যিম্মায় থাকে, সেগুলোও আদায় করিয়ে দেন এবং যে সকল গুনাহের দাগ অনেক গভীর হয়ে থাকে সেখানে অনেক গভীর নেক কাজের তাওফিক নিয়ে আসে।

কোন ব্যক্তি যদি লক্ষ টাকা খেয়ানত করে খাঁটি তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে কোটি টাকা দিয়ে দেন। যেন সে খেয়ানতকৃত লক্ষ টাকাও ফেরত দিতে পারে এবং সর্বোপরি আরও লক্ষ লক্ষ টাকা সাদকায়ে জারিয়াও করে আসতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কোন সাধারণ ক্ষমাকারী নন। গাফুরই গাফুর। গাফ্ফারই গাফ্ফার। হজরত ওয়াহশী রাদিআল্লাহু আনহু যিনি সায়্যিদুশ শুহাদা হজরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করার অপরাধ করেছিল। তাওবা করার এবং তাওবা কবুল হওয়ার পরও পেরেশানিতে ভুগছিলেন। দয়াময় প্রভু ব্যবস্থা করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলার বড় এক দুশমনকে হত্যার সৌভাগ্য দান করলেন। যেন মনের পেরেশানির বোঝা হালকা হয়ে যায়। সুপ্রিয় পাঠক! খাঁটি মনে তাওবা তো করুন। খাঁটি অন্তরে তাওবার দরজায় তো আসুন। আল্লাহ তা'আলা গাফির ও গাফুর। মাগফিরাতের আসল অর্থ তো হল—পর্দাবৃত করা এবং গোপন করা। আগেকার যুগে যুদ্ধসমূহের মধ্যে মাথায় লোহার যে টুপি পড়া হত, তাকে মাগফার বলা হত। তা মাথাকে নিরাপদে ঢেকে দিত। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাতও মানুষকে গুনাহের ক্ষতি থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদ করে দেয় ও ঢেকে ফেলে। তাই আল্লাহওয়ালাগণ বলেন—গুনাহ হল একটি জুলুম বা অন্ধকার যা মানুষের স্বীয় সত্তার উপর ছেয়ে যায়।

সর্বপ্রকার গুনাহগারের জন্য মাগফিরাতের মর্যাদা

গুনাহগার তিন প্রকার। যথা—

ক. "জালিম" তথা সাধারণ গুনাহগার।

খ. "জুলূম" তথা কঠিন গুনাহগার।

গ. "জাল্লাম" তথা বার বার গুনাহকারী।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমত দেখুন—যে বান্দা জালিম আল্লাহ তা'আলা তার জন্য "গাফির" তথা ক্ষমাকারী। আর যে বান্দা জুলূম তথা কঠিন গুনাহগার তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা "গাফুর" তথা অত্যন্ত ক্ষমাকারী। আর যে বান্দা "জাল্লাম" তথা বার বার গুনাহকারী তার জন্য আল্লাহ তা'আলা "গাফ্ফার" তথা বার বার ক্ষমাকারী। আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মাগফিরাত কামনা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই ইস্তিগফার বলে। অনুতপ্ত অন্তরে ইস্তিগফার। আলোচনা চলছিল আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং মাগফিরাত থেকে নৈরাশ হওয়া অনেক বড় কবিরা গুনাহ। অপর দিকে কিছু লোক (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি কুধারণার শিকার হয়ে যায়। তারা দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট দেখে শয়তানের জালে ফেঁসে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা (নাউযুবিল্লাহ) শোনে না। আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করে না। এমন দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক বড় কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শোনেন এবং তিনি সাহায্যও করেন। তবে তাড়াহুড়াপ্রবণ মানুষ তাঁর সাহায্যের ধরনকে সব সময় বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, সাহায্য আসে না। বস্তুত সাহায্য অবশ্যই আসে। সাহায্য যদি না-ই আসতো, তাহলে জানা নেই মানুষের কী অবস্থা হত।

আমলের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আমলের ব্যাপারে একটি জরুরি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। তা হল যদি স্বীয় ইমান নিরাপদ রাখতে চান তাহলে গায়রে মাসনুন তথা সুন্নাত নয় এমন অজিফা ও আমল অধিক না করা। আমলকারী হওয়ার উৎসাহ অন্তর থেকে বের করুন। মুমিন এবং তাওবাকারী হওয়ার উৎসাহ অন্তরে বদ্ধমূল করুন। কামেল কোন পীর-মুরশীদ বা শায়েখ যদি নসিব হয়ে যায়, তাহলে জিজ্ঞেস করে করে অজিফা আদায় করা। আর যদি কামেল কোন পীর-মুরশীদ বা শায়েখ নসিব না হয়, তাহলে কুরআন তিলাওয়াত, নফল রোজা, সাদাকা, কালিমায়ে তায়্যিবা, ইস্তিগফার ও দুরূদ শরিফের আমল করতে থাকুন।

অর্থাৎ ফরজ ইবাদাতের পরে যেটুকু সময় পাবেন, এই সময়ের মধ্যে এগুলোই আমল করুন এবং মাসনুন দু'আসমূহের গুরুত্বারোপ করুন। এগুলোর জন্য না কোন পীর-মুরশীদ বা শায়েখের অনুমতির প্রয়োজন এবং না এগুলোতে কোন আশঙ্কা বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য অজিফাসমূহ হয়তো অবশেষে নিরাশায় নিক্ষেপ করবে অথবা নাউযুবিল্লাহ অন্তরে নিজের সত্তার অহংকার এসে যাবে। যা আত্মাধ্যিক রোগের মূল এবং অনেক ধ্বংসাত্মক ক্যান্সার।

হজরত উসমান গনী রাদিআল্লাহু আনহু যিন-নুরাইন ছিলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। দানশীলদের সর্দার ছিলেন। সদকায়ে জারিয়ার ইমাম ছিলেন। লজ্জাশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর উপমা তিনি নিজেই। তবুও কবরের পাশ দিয়ে যেতে জার জার করে কাঁদতেন এবং কবরের আজাবের ভয়ে থর থর করে কাঁপতেন। তথাপিও আমাদের এ অবস্থা কিভাবে হয়? কবরের ভয়ে আমাদের এক ফোঁটা অশ্রুও বের হয় না। বুঝা গেল যে, নফস এবং অন্তরে পাপাচার এবং অহংকার রয়েছে। এজন্যই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে বেপরোয়া হয়ে যাওয়াও কবিরা গুনাহ। এ অবস্থাটা মন্দ সংশ্রবের কারণেই তৈরী হয় এবং অধিক পরিমাণে গায়রে শরয়ী অজিফার কারণেও মানুষের মৃত্যুর ভয়, কবর-হাশর ও আখিরাতের ফিকির থাকে না। এজন্য যখনই অজিফা পাঠ করবেন, তখনই খাঁটি ইস্তিগফার করবেন। ইস্তিগফারের বরকতে আল্লাহ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করে দেন।

গুনাহের প্রচার করো না

আম্মাজান হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার নিকট এক মহিলা আসলো। এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মত করে নিজের গুনাহের আলোচনা করতে লাগল। সম্ভবত ইহরাম অবস্থায় কেউ তার হাতের কব্জি ধরেছে অথবা স্পর্শ করেছে। সে যখনই এ কথা বলেছে অমনি আম্মাজান হজরত আয়েশা

রাদিআল্লাহু আনহা চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন—

থাম! থাম! অতঃপর বললেন—

হে ইমানদার নারীগণ! তোমাদের কারো যদি কোন গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে অন্য কাউকে বলো না। বরং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করো। মনে রাখবে! বান্দা শুধু লজ্জা দেয়, কোন পরিবর্তন করতে পারে না। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করে দেন, লজ্জা দেন না। অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের গুনাহসমূহ মানুষের নিকট বলে বেড়াও, মানুষ তোমাদের এ সকল গুনাহ ক্ষমা ও মুছে দিতে পারবে না। না তোমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারবে এবং না তোমাদেরকে গুনাহের ক্ষতিসমূহ থেকে বাঁচাতে পারবে। তবে হ্যাঁ! অবশ্যই তারা তোমাদেরকে বদনাম এবং লজ্জায় ফেলতে পারবে। যখনই সুযোগ পাবে তখনই তারা উক্ত গুনাহের কারণে লজ্জা, অপমান ও বদনামে লিপ্ত করতে পারবে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা না লজ্জিত করেন। না বদনাম করেন এবং না অপমান করেন। বরং তিনি তোমাদের দুরবস্থাকে ভাল অবস্থায় উন্নীত করে দেন। তিনি তোমাদের গুনাহের ক্ষতিসমূহ থেকে বাঁচিয়ে দেন। তিনি "আল-আফু" তথা ক্ষমাকারী। তিনি গুনাহকে মুছে দেন। তিনি "আল-গাফুর" তথা তিনি গুনাহকে গোপন করেন এবং কোন কোন সময় তো এমন রহমত এবং পরিবর্তন করে দেন যে, স্বয়ং গুনাহগার বান্দারও স্বীয় গুনাহ মনে থাকে না। মনে হয় যেন সর্বদিক থেকে গুনাহের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। না তা আমলনামায় অবশিষ্ট আছে, না তা গুনাহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতার স্মরণ আছে। না তা এ জমিনের স্বরণ আছে, যেখানে তা সংঘটিত হয়েছিল। না তা সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্মরণ আছে যে অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে সেই গুনাহ করেছিল এবং না স্বয়ং গুনাহগার বান্দার স্মরণ আছে। এমন দয়া ও মাগফিরাত আর কে করতে পারে? যতক্ষণ জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান। যতক্ষণ সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হবে, তাওবার দরজাও ততক্ষণ খোলা। প্রিয় পাঠক! বেশি বেশি ইস্তিগফার। অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার। খাঁটি ইস্তিগফার। উত্তম তাওবা। খাঁটি তাওবা। সত্য তাওবা। পাক্কা তাওবা।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ؛ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ؛ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ؛

একটি উপকারী শিক্ষা

অন্যের জন্য ইস্তিগফার করা ও অন্যকে দিয়ে নিজের জন্য ইস্তিগফার করানো

আল্লাহ তা'আলা আমার ও আপনাদের সকলের এবং সকল ইমানদারদের মাগফিরাত দান করুন। অন্যের জন্য ইস্তিগফার করা এবং অন্যকে দিয়ে নিজের জন্য ইস্তিগফার করানো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং ফজিলতপূর্ণ আমল। আর এ আমলটি বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় জীবিত করা প্রয়োজন। আজই পবিত্র কুরআনুল কারিম খুলুন এবং চেষ্টা করুন যেন এক বসায়ই এ বিষয়ের সকল আয়াত সামনে এসে যায়।

দেখুন কত বড় উপহার। আল্লাহ তা'আলার দয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনামে কুরআনুল কারিমের একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের সারমর্ম এসে যায়। চলুন প্রথমে অন্তরের ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার সাথে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করি।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ؛ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ؛

এখন আসুন! নিজের সকল কবিরা ও সগিরা গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ

নিজের মাতা-পিতা ও সকল মুসলমানের জন্য ইস্তিগফার করি।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

এখন ইখলাসের সাথে দুরূদ শরিফ পড়ুন যেন কবুল হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا كَثِیْرًا

অন্যের জন্য ইস্তিগফার সম্পর্কে দুই প্রকার আয়াত

কুরআনুল কারিমে অন্যের জন্য ইস্তিগফারের আয়াত দুই প্রকার। প্রথমত হল ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে অন্যের জন্য ইস্তিগফার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমান নিজেকে ছাড়াও অন্যের জন্যও আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর দ্বিতীয় হল ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে কোন কোন লোকদের জন্য ইস্তিগফার করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ জমিনে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের জন্য না আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা ইস্তিগফার করে এবং না মুসলমানদের জন্য অনুমতি আছে তাদের জন্য ইস্তিগফার করার।

কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য ইস্তিগফার করা বৈধ নয়

কাফির-মুশরিক ও মুনাফিক। এরা হল হতভাগা। প্রথমে এই আয়াতসমূহ পাঠ করে নিন। যেন ঐ সকল লোকদের কথা জানা যায়—যাদের জন্য ইস্তিগফার করা যাবে না।

প্রথম আয়াত:

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

> "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়াত দেন না।"[২১]

এই আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা মৌখিকভাবে

[২১] তাওবাহ- ৯: ৮০

ছিল মুমিন আর অন্তরে ছিল কাফির। যখন জিহাদের হুকুম আসল, তখন তাদের নিফাক উন্মোচন হয়ে গেল। এমন লোকদের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফারও কোন উপকার আসে না।

দ্বিতীয় আয়াত:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

> "নবি ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।"[২২]

এ আয়াতে সকল কাফির-মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার করতে নিষেধ করা হয়েছে। স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাচা আবু তালেবের জন্য ইস্তিগফার করা ছেড়ে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ! জীবিত কাফির-মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করা বৈধ।

তৃতীয় আয়াত:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

> "নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহিম ছিল অধিক

। প্রার্থনাকারী ও সহনশীল।"[২৩]

চতুর্থ আয়াত:

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"পিছনে পড়ে থাকা বেদুঈনরা আপনাকে অচিরেই বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল; অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে তা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান কিংবা কোন উপকার করতে চান, তবে কে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোন কিছুর মালিক হবে? বরং তোমরা যে আমল কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[২৪]

পঞ্চম আয়াত:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"ইবরাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর

---

[২৩] প্রাগুক্ত- ৯: ১১৪
[২৪] ফাতহ- ৪৮: ১১

> উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের—তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আন। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।"[২৫]

ষষ্ঠ আয়াত:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

> "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, উভয়টি তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"[২৬]

এ সকল আয়াতে দুই প্রকার মুনাফিকের আলোচনা রয়েছে। এক হল ঐ সকল মুনাফিক যারা উপরে উপরেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইস্তিগফারের আবেদন করত। আর দ্বিতীয়ত হল ঐ সকল মুনাফিক যারা মোটেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে ইস্তিগফার করাতে চাইত না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে নিফাক থেকে হেফাজত করুন। তাই আসুন একবার ইখলাসের সাথে কালিমায়ে তায়্যিবাহ পাঠ করে নিজের ইমানকে তাজা করে নেই।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ

[২৫] মুমতাহিনা- ৬০: ৪
[২৬] মুনাফিকূন- ৬৩: ৬

তাহলে একটি কথা সমাপ্ত হল যে, আমরা কোন কাফির-মুশরিক ও আকীদাগত মুনাফিকের জন্য ইস্তিগফার করতে পারবো না। এবার আসুন দ্বিতীয় বিষয় এবং মূল বিষয়ের দিকে। কুরআনুল কারিমে অন্যের জন্য ইস্তিগফারের যে বিধানসমূহ রয়েছে, তা আমরা কয়েকটি শিরোনামে আলোচনা করব ইন শা'আল্লাহ।

১. ফেরেশতাদের আমল। তারা জমিনের উপর বিদ্যমান সকল মুমিন ও তাওবাকারীর জন্য ইস্তিগফার করে থাকে। বুঝা গেল যে, অন্যের জন্য ইস্তিগফার করা আল্লাহ তা'আলার এত বেশি প্রিয় যে, আরশ বহনকারী মুকার্‌রাব তথা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য ফেরেশতাগণকে এই ইবাদাতে লাগিয়ে রেখেছেন। "সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।"
২. কোন মুসলমান সকল মুমিন-মুমিনাতের জন্য ইস্তিগফার করা।
৩. স্বীয় মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগফার করা।
৪. মাতা-পিতা নিজ সন্তানের জন্য ইস্তিগফার করা।
৫. কোন মুসলমান তার ভাই কিংবা ভাইদের জন্য ইস্তিগফার করা।
৬. বড়রা তাদের ছোটদের জন্য ইস্তিগফার করা।
৭. ছোটরা এবং পরবর্তীগণ তাদের বড়দের জন্য এবং পূর্ববর্তীদের জন্য ইস্তিগফার করা।
৮. তাওবার জন্য আগত নারীদের জন্য ইস্তিগফার করা।
৯. যে বাস্তব কোন উজরের কারণে কোন ফজিলত কিংবা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তার জন্য ইস্তিগফার করা।
১০. যে গুনাহগার লোক আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার জন্য ইস্তিগফার করা।

ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফার

হজরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় ভাই হজরত হারুন আলাইহিস

সালামের উপর অসন্তুষ্ট হলেন—কওম গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এই অসন্তুষ্টির কারণে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম এতোটা উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোন কিছু না শুনেই ভাইয়ের মাথার চুল ধরে টানতে লাগলেন। ভাই যখন বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন, হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তখন সাথে সাথে স্বীয় ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফারের হাত উত্তোলন করলেন। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> "সে বলল, হে আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[২৭]

দ্বিতীয় ঘটনা সুরা ইউসুফে রয়েছে। যেখানে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের ভাইদের জন্য ইস্তিগফার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> "সে বলল, আজ তোমাদের উপর কোন ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু।"[২৮]

নোট: ভাইদের একে অপরের ইস্তিগফারে উভয় জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম "আরহামার রাহিমীন" ব্যবহৃত হয়েছে।

সন্তানের জন্য ইস্তিগফার

নিজ সন্তানের জন্য ইস্তিগফারের বিষয়টিও সুরা ইউসুফেই বর্ণিত হয়েছে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা স্বীয় পিতা হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট তাদের জন্য ইস্তিগফারের আবেদন করল। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন এবং বললেন, খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করব। ইরশাদ

[২৭] আ'রাফ- ৭: ১৫১
[২৮] ইউসুফ- ১২: ৯২

হয়েছে—

قَالُوا يَاأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী। সে বলল, অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৯]

একটি কথা বলুন তো!

সত্য করে একটি কথা বলুন তো! আপনি কখনো আপনার পিতার নিকট নিজের জন্য ইস্তিগফারের আবেদন করেছেন? আহ! কত মাতা-পিতা তো চলেই গেছেন কিন্তু যাদের নিকট এখনো এই মূল্যবান সম্পদ বিদ্যমান, তারা কবে এই মূল্যবান সম্পদ থেকে এ মহান উপকার লাভ করেছে। হে প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সন্তানের জন্য মাতা-পিতার ইস্তিগফার অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। ভয় ও রেওয়াজ হিসেবে নয়। অনুশোচনা ও আবেদনের দৃষ্টিতে নিজের প্রয়োজন মনে করেই মাতা-পিতাকে দিয়ে নিজের জন্য ইস্তিগফার করিয়ে নিন এবং করাতেই থাকুন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মাতা-পিতার সামনে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করুন। উঁচু আওয়াজে কথা বলবেন না। তাদের উপর রাগ ঝারা তো হল নির্বুদ্ধিতা ও দুশ্চরিত্র। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। আসুন! ইখলাসের সাথে ইমান তাজা করে নিন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللهِ

এ মর্যাদা কীভাবে অর্জন হল?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ اللهَ عَزَّ

[২৯] প্রাগুক্ত- ১২: ৯৭-৯৮

وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ؛ فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ أَنَّى لِيْ هٰذِهِ؟ فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নেক বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। তারা (তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়েও অধিক মর্যাদা দেখে আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করবে, হে আমার পালনকর্তা! আমার এই মর্যাদা কীভাবে অর্জন হল? আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করার কারণে।"[৩০]

মুসলিম নারীদের জন্য ইস্তিগফার

কুরআনুল কারিমের সুরা মুমতাহিনার শেষের দিকে নারীদের ইসলামের উপর বাইয়াতের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। নারীদের সংশোধনের জন্য এ আয়াতটি ভিত্তিস্বরূপ। প্রতিটি মুসলিম নারীর উক্ত আয়াতটি তরজমা ও তাফসিরসহ বুঝে পাঠ করা এবং এর উপর আমল করা আবশ্যক। উক্ত আয়াতের শেষাংশে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন—যে সকল নারী কয়েকটি শর্ত মেনে নেবে, যা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে আপনি তাদেরকে বাইয়াত করে নিন এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করুন। ইরশাদ হচ্ছে—

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবি , যখন মুমিন নারীরা আপনার কাছে এসে এই মর্মে

[৩০] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১০৬১০

> বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা আপনার অবাধ্য হবে না। আপনি তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩১]

বুঝা গেল—আমির, শাইখ, উস্তাদ ও অন্যান্য মর্যাদাশীল ব্যক্তিগণ স্বীয় অনুসারী ও দীনি সম্পর্ক রাখে এমন মুসলিম নারীদের জন্য ইস্তিগফার করা উচিত।

নারীদের জন্য ইস্তিগফারের বিশেষ নির্দেশ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي، مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ

> "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নারীদেরকে সম্বোধন করে) ইরশাদ করেন—হে নারীদের জামাত! তোমরা সাদকা কর এবং ইস্তিগফার কর। কেননা আমি জাহান্নামে তোমরা নারীদের সংখ্যাই বেশি দেখেছি। তখন তাদের মধ্য হতে একজন বুদ্ধিমান নারী জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল! কেন

[৩১] মুমতাহিনা- ৬০: ১২

আমাদের সংখ্যা জাহান্নামে বেশি? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অবাধ্যতা করে থাক। আমি বিবেক-বুদ্ধি ও দীনের ক্ষেত্রে কমতি এবং বুদ্ধিমানকে বোকা বানানোর ক্ষেত্রে তোমাদের থেকে অধিক আর কাউকে দেখিনি। তখন ঐ নারী জিজ্ঞাসা করল, বিবেক-বুদ্ধি ও দীনের ক্ষেত্রে আমাদের কী কমতি রয়েছে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বিবেক-বুদ্ধির কমতি এটা থেকেই বুঝা যায় যে, দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের কমতি হল নারীরা (হায়েজের কারণে) প্রতি মাসে কয়েকদিন পর্যন্ত সালাত পড়তে পারে না এবং রমজানে (যদি হায়েজ হয়) সিয়াম পালন করতে পারে না।"[৩২]

মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগফার

এখন আসুন মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগফারের দিকে। অর্থাৎ সন্তান স্বীয় মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগফার করা। এ আমলটি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ করেছেন এবং তারা তাদের পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করা পবিত্র কুরআনের আয়াতে পরিণত হয়েছে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আমল। যদিও পরবর্তীতে এ আমল থেকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা তার পিতা মুসলমান হননি। এমনিভাবে হজরত নূহ আলাইহিস সালামের আমল। ইরশাদ হচ্ছে—

প্রথম আয়াত:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

"হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে

[৩২] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ১৪৬২; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৭৯; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪০০৩; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৩৫৬৯

দিবেন।"[৩৩]

দ্বিতীয় আয়াত:

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

"ইবরাহিম বলল, আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।"[৩৪]

তৃতীয় আয়াত:

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

"আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[৩৫]

চতুর্থ আয়াত:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

"হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ইমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি জালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।"[৩৬]

ইমানদারদের জন্য ফেরেশতাদের ইস্তিগফার

এখন আসুন ইমানদারদের জন্য ফেরেশতাদের ইস্তিগফারের দিকে। এটা

[৩৩] ইবরাহিম- ১৪: ৪১
[৩৪] মারইয়াম- ১৯: ৪৭
[৩৫] শু'আরা- ২৬: ৮৬
[৩৬] নূহ- ৭১: ২৮

পবিত্র কুরআনের দুই জায়গায় আছে—

প্রথম আয়াত:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

> "যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ইমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে (ইস্তিগফার করে) বলে—হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আজাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন।"[৩৭]

এ আয়াতে হামালাতুল আরশ তথা আরশ বহনকারী মহান ও নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা ইমানদারদের জন্য ইস্তিগফার করে। এখন আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন যে, এই ইস্তিগফারের আমল আল্লাহ তা'আলার কতটা প্রিয়। সুতরাং আসুন বিলম্ব না করে আজ হতে এই আমলটি শুরু করে দেই। খুব মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে সকল ইমানদারদের জন্য চাই জীবিত হোক কিংবা মৃত, দৈনিক সকাল-বিকাল ইস্তিগফার করি। যত অধিক হবে তত ভাল। আর না হয় অন্তত কমপক্ষে দৈনিক ২৭ বার। যেমনটি হাদিস শরিফে এসেছে। এমনিভাবে ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার তাসবিহ ও তাহমিদও করেন এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ইস্তিগফারও করেন।

দ্বিতীয় আয়াত:

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

[৩৭] মু'মিন- ৪০: ৭

رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "উপর থেকে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হয়; আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; জেনে রেখ, আল্লাহ, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৮]

এই দুটো আয়াতের তরজমা একবার মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে এ বিষয়ের গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। এ বিষয়টিকে আরও অধিক গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব ও সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

> "অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।"[৩৯]

এটা উম্মতের জন্য অনেক বড় শিক্ষা যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উপর দৃঢ়পদ ও উন্নতির জন্য নিজের জন্যও খুব ইস্তিগফার করা এবং সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্যও ইস্তিগফার করাকে নিজের নিয়মিত আমলে পরিণত করুন। বুঝা গেল যে, নিয়মিত ইস্তিগফার করা অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ আমল।

নিজের বন্ধু-বান্ধব ও ছোটদের জন্য ইস্তিগফার করা

এখন আসুন নিজের বন্ধু-বান্ধব ও ছোটদের জন্য ইস্তিগফার করার দিকে।

---

[৩৮] শুরা- ৪২: ৫
[৩৯] মুহাম্মাদ- ৪৭: ১৯

এটাও পবিত্র কুরআনের দুই জায়গায় আছে—

প্রথম আয়াত:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

> "অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণেই আপনি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।"[৪০]

এ আয়াতটি গাজওয়ায়ে ওহুদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অনেক পেরেশানি ও ভয়ভীতির সময় ছিল। মুসলিম বাহিনী কষ্ট ও বেদনায় জর্জরিত ছিল। সাথে এ দুঃখবোধও ছিল যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা হয়েছে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় আয়াত:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "মুমিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ইমান

[৪০] আলে-ইমরান- ৩: ১৫৯

আনে এবং তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয় আপনার কাছে যারা অনুমতি চায় তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ইমান আনে; সুতরাং কোন প্রয়োজনে তারা আপনার কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে আপনার যাকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[৪১]

এ আয়াতে বড় দুটি শিক্ষা রয়েছে। একটি হল, সম্মিলিত কাজ থেকে ছুটি নেওয়ার নিয়ম। সম্মিলিত কাজ থেকে কেউই অনুপস্থিত না থাকা। আর যখন কোন ব্যক্তি কোন উজরের কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছুটি কিংবা অব্যাহতি চাইবে, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ইচ্ছা অব্যাহতি দেবেন। এখন যেহেতু ছুটি নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি মা'জুর তথা অক্ষম তাই সম্মিলিত আমলের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হল। তবে যেহেতু সে উজরের কারণেই গিয়েছে তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ইস্তিগফার করবেন। বুঝা গেল যে, ইস্তিগফারের বরকতে অনেক কাজের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয়টি হল, যিনি কোন দেশের কিংবা জামাতের অথবা প্রতিষ্ঠানের অথবা বংশের বড় হবেন, তিনি তার অধীনস্ত ও অনুসারীদের জন্য ইস্তিগফার করা। বর্তমানে কি এ কাজটি কেউ করেন? প্রিয় পাঠক! সৌভাগ্যের পথকে বুঝুন এবং অবলম্বন করুন। আজ বড়রা ছোটদেরকে দুর্বল মনে করছে এবং ছোটরা বড়দেরকে বোঝা মনে করছে। যেখানে উভয় পক্ষের জন্যই ইস্তিগফারের মত উপহার এবং আমলের নির্দেশ রয়েছে।

ছোটরা বড়দের জন্য ইস্তিগফার করা

পবিত্র কুরআনে ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের জন্য ইস্তিগফারের নির্দেশ এসেছে। মালে ফাই তথা বিনাযুদ্ধে অর্জিত সম্পদ বণ্টনের খাত বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের শত্রুরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের থেকে

[৪১] নূর- ২৪: ৬২

বিনাযুদ্ধে শুধুমাত্র মুসলিম বাহিনীর ভয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে যে সম্পদ মুসলমানরা পেয়ে থাকে, তাকে শরিয়াতের পরিভাষায় "মালে ফাই" বলা হয়। এর বিধান পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান মুসলমানরা এ সম্পদ ভোগ করতে পারে না। আর এটা একমাত্র জিহাদ ত্যাগ করার পরিণাম। আল্লাহ তা'আলা এই মালে ফাইয়ের বন্টনের খাত বর্ণনা করতে গিয়ে ঐ সকল লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা পরে ইমান গ্রহণ করেছেন। তবে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের জন্য এমন কল্যাণকামী যে, তাদের জন্য ইস্তিগফার করে থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে—

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

> "(মালে ফাই, তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে; হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ইমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ইমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।"[৪২]

এ আয়াতে পরবর্তীতে আগত এবং ছোটরা তাদের বড়দের জন্য ইস্তিগফার করছে এবং আল্লাহ তা'আলা এই আমলটি অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। বর্তমানের পরবর্তীরা এবং ছোটরাও কি এই বরকতময় আমলটি জীবিত করবে? প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফার একটি আশ্চর্য নি'আমত। বান্দাকে রবের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং স্বয়ং মুসলমানদের মাঝেও পরস্পর একতা ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেয়।

অন্যের দ্বারা ইস্তিগফার করানো

আল্লাহ তা'আলা ইমানকে আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিন। এখন একটি

[৪২] হাশর- ৫৯: ১০

কথা শুনুন! যে ব্যক্তি ইমান অবস্থায় কোন সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুর সংশ্রব পেয়েছেন এবং পুনরায় ইমানের উপর মৃত্যু হয়েছে, তাদেরকে তাবেঈন বলা হয়। আর উক্ত তাবেঈনদের সর্দার কে ছিলেন? হজরত উয়াইস করনী রাহি. সহ আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। যেমন হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাহি প্রমুখ। মূলত কেউ ছিলেন ইলমের সর্দার। কেউ ছিলেন যুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে। আবার কেউ অন্য কোন ক্ষেত্রে। হজরত উয়াইস করনী রাহি. খাইরুত-তাবেঈন ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পেয়েছিলেন। নিজ মায়ের শারীরিক অক্ষমতা ও খিদমতের কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হতে পারেননি। তাঁর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে এবং ঘটনা অনেক আকর্ষণীয়। ঐ আকর্ষণীয় ঘটনায় ঢুবে যেওনা। আসল কথা আরজ করছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুকে হজরত উয়াইস করনী রাহি. এর নিদর্শন বর্ণনা করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, তোমার যদি তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়, তাহলে তাঁকে দিয়ে নিজের জন্য ইস্তিগফার করাবে এবং আমার উম্মতের জন্যও ইস্তিগফার করাবে। হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় খেলাফতের যামানায় অনেক কষ্ট করে তাঁকে খুঁজে বের করেছেন এবং নিজের জন্য ও উম্মতের জন্য ইস্তিগফার করিয়েছেন। একটু ভাবুন তো! ইস্তিগফার কত বড় বস্তু। নির্দেশদাতা কে? যাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি কে? একজন মহান খলিফা বহু বছর যাবৎ একজন ফকিরকে খুঁজেছেন। কিন্তু কেন? তাবিজের জন্য? না। শুধুমাত্র ইস্তিগফার করানোর জন্য। বস্তুত তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত ছিলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন এবং অনেক ফজিলতের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইস্তিগফার তো ইস্তিগফারই। এর দ্বারা এ কথা জানা গেল যে, ইস্তিগফার পাওয়ার একটি পদ্ধতি হল—আল্লাহ ত'আলার প্রিয় বান্দাদেরকে দিয়ে ইস্তিগফার করানো এবং নিজেও অন্যদের জন্য ইস্তিগফার করা। আমি আমার নিজের জন্য, আপনাদের সকলের জন্য এবং সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ইস্তিগফার করছি—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অন্যদের জন্য ইস্তিগফার

যেখানে এমনিতেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইস্তিগফারের ব্যাপারে ব্যাপক অলসতা রয়েছে। সেখানে অন্যদের জন্য ইস্তিগফার করার বিষয়টি তো অনেক দূরের কথা। বস্তুত সকলেই দিন-রাত শুনে থাকে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুকে হজরত উয়াইস করনী রাহি. এর নিদর্শন বর্ণনা করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, তোমার যদি তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়, তাহলে তাঁকে দিয়ে নিজের জন্য এবং আমার উম্মতের জন্য ইস্তিগফার করাবে। একটু ভাবুন তো! নির্দেশদাতা কে এবং যাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি কে? অতঃপর হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় খেলাফতের যামানায় দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ চেষ্টা করার পর হজরত উয়াইস করনী রাহি.-কে খুঁজে বের করেছেন এবং নিজের জন্য ও উম্মতের জন্য ইস্তিগফার করিয়েছেন। বর্তমানে আপনি কোন বুজুর্গ কিংবা কোন নেককার লোকের নিকট গিয়ে বলুন যে, আমি আপনার জন্য ইস্তিগফার করছি। তখন তার চেহারার রঙই পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর বলবে আমি এমন কি গুনাহ করেছি যে, তুমি আমার জন্য ইস্তিগফার করছ? বুঝা গেল যে, বর্তমানে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মাঝে ইস্তিগফারের মর্যাদা নেই। এমনিভাবে আপনি কারো নিকট গিয়ে আবেদন করুন যে, আমার জন্য ইস্তিগফার করে দিন। সে ঘুরে-ফিরে দেখবে যে, এখন আপনি কোন মদ্যশালা থেকে এসেছেন কিনা? বুঝা গেল যে, ইস্তিগফার থেকে বঞ্চিত হওয়া আমাদের সাধারণ মেজাযের অংশ হয়ে গেছে। বস্তুত কুরআনুল কারিমের বেশ কয়েকটি আয়াতেই অন্যের জন্য ইস্তিগফার করা এবং অন্যের দ্বারা ইস্তিগফার করানোর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তাওবাকারী গুনাহগারের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফার

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ، قَالَ:

بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا

"হজরত আবু উমাইয়া মাখযুমী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে একজন চোরকে আনা হল, যে চুরির স্বীকারোক্তি দিয়েছে কিন্তু তার নিকট চুরির কোন মালামাল পাওয়া যায়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন—আমার মনে হয় না যে, তুমি চুরি করেছো। সে বলল, কেন মনে হবে না। আমি অবশ্যই চুরি করেছি। এমনিভাবে সে দুই বার অথবা তিন বার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে স্বীকারোক্তি দিল। অতঃপর তার উপর দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হল তথা তার হাত কেটে ফেলা হল। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। তখন সে বলল—أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ তথা আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার তাওবা কবুল করুন।"[৪৩]

মুস্তাজাবুদ-দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ার সুসংবাদ

অন্যের জন্য ইস্তিগফার করলে মুস্তাজাবুদ-দাওয়াত তথা দু'আ কবুল হওয়া ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুসংবাদ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

[৪৩] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৪৩৮০; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ৪৮৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২৫৯৭; সুনানে দারেমী: হাদিস নং ২৩৪৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২২৫০৮

يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ

"হজরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য দৈনিক সাতাইশ অথবা পঁচিশ বার ইস্তিগফার করবে, তাহলে তাকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যারা মুস্তাজাবুদ-দাওয়াত তথা যাদের দু'আ কবুল করা হয় এবং যাদের কারণে জমিনবাসী রিজক পেয়ে থাকে।"[88]

অন্যের জন্য ইস্তিগফারের উপর অসংখ্য নেকি

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

"হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ইস্তিগফার করবে, তার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর পরিবর্তে নেকি লিখে দেওয়া হয়।"[8৫]

মৃতদের জন্য জীবিতদের হদিয়া

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ؛ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ

[88] তাবরানীর সূত্রে মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ১৭৬০০; জামেউস-সগীর: হাদিস নং ৮৪২০
[8৫] প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১৭৫৯৮; প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৪৮১৯

أَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ؛ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ؛ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কবরে মৃত ব্যক্তির উপমা হল ঐ ব্যক্তির মত, যে ডুবে যাচ্ছে এবং সাহায্যের জন্য ডাকছে। ডুবন্ত ব্যক্তি যেভাবে সাহায্যের অপেক্ষা করে থাকে ঠিক তেমনি মৃত ব্যক্তিও অপেক্ষায় থাকে যে, ছেলে-মেয়ে কিংবা ভাই-বেরাদার কিংবা বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে কোন দু'আর হাদিয়া পৌঁছার। যখন সে কোন দু'আ হাদিয়া পায়, তখন এটা তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে প্রিয় হয়ে থাকে। আর বাস্তবতা হল—আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীকে দুনিয়াবাসীর দু'আসমূহ পাহাড়ের ন্যায় বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন। আর জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য হাদিয়া হল তাদের জন্য ইস্তিগফার করা।"[৪৬]

[৪৬] বায়হাকীর সূত্রে মিশকাতুল মাসাবিহ: কিতাবুদ দাওয়াত: ইস্তিগফার ও তাওবা অধ্যায়: হাদিস নং ২৩৫৫

ইস্তিগফারের কয়েকটি মাসআলা ও ফজিলত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

> "আর যদি তারা—যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।"[১]

আপনারা যদি এ আয়াতের পূর্ণ তাফসির পড়েন, তাহলে কয়েকটি বিধান জানতে পারবেন। আপাতত এতটুকু জেনে রাখুন যে, যখন বড় কোন গুনাহ হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে নিজেও ইস্তিগফার করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদেরকে দিয়েও ইস্তিগফার করানো।

এমনিভাবে যিনি দীনের পথপ্রদর্শক, তার নিকট যদি কোন গুনাহগার লোক ইস্তিগফার করতে আসে এবং তার নিকট ইস্তিগফারের আবেদন করে, তাহলে তার জন্য ইস্তিগফার করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ দুটি মাসআলা তো সুস্পষ্টভাবেই জানা হয়ে গেল।

[১] নিসা- ৪: ৬৪

ইস্তিগফারের আবেদনকারীর জন্য নিজের গুনাহের বর্ণনা করা জরুরি নয়। বিশেষ করে বর্তমানে যেখানে ফিতনা-ফাসাদ অত্যন্ত ব্যাপক। তাই নিজের গুনাহের বর্ণনা না দিয়ে শুধুমাত্র ইস্তিগফারের আবেদন করা। কেননা উক্ত ব্যক্তি কতটুকু উদার তা তো জানা নেই। অনেক লোক এতটাই সংকীর্ণ হয়ে থাকে যে, তারা যদি কোন ব্যক্তির কোন একটি গুনাহের কথাও জানতে পারে, তাহলে গোটা জীবনভর চেষ্টা করেও নিজের অন্তর তার প্রতি পরিষ্কার করতে পারে না। সে তাওবা করে সিদ্দিকীনের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও এবং তার উক্ত গুনাহও আমলনামায় নেকিতে পরিণত হয়ে গেলেও। এমনিভাবে যদি আপনার নিকট কেউ ইস্তিগফারের আবেদন নিয়ে আসে– আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করুন, তখন আপনিও তার নিকট তার গুনাহের কথা জিজ্ঞেস করবেন না এবং না এই অনুসন্ধানে যাবেন যে, সে কোন কোন গুনাহ করে। বরং এটা ভাবুন যে, সে কত উত্তম মুসলমান যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ইস্তিগফার করাতে এসেছে এবং আমি কত অধম যে আমার নিজের গুনাহসমূহ ক্ষমার কোন ভাবনা নেই। আলহামদুলিল্লাহ! এ বিষয়ের মূল কথা সমাপ্ত হল। কুরআনুল কারিমের কোন একটি বিষয়ের সমাপ্তিও সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং উপকারী বানান। যদি কোন একজন মুসলিম ভাই কিংবা বোনেরও উপকার হয়, তাহলে সে যেন অধমের জন্য পরিপূর্ণ ইমান এবং উত্তম মৃত্যুর দু'আ এবং ইস্তিগফার করে দেয়। এটা অনেক বড় অনুগ্রহ হবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

জীবনের শেষ বয়সে বেশি বেশি ইস্তিগফার করা

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: خَبَّرَنِي رَبِّي، أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا، أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَتْحُ مَكَّةَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নিজের শেষ বয়সে) এ দু'আটি বেশি বেশি পড়তেন—

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।

হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি (কিছু দিন যাবৎ) আপনাকে এ দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করতে দেখছি। এর কারণ কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমার রব আমাকে বলেছেন যে, আপনি খুব শীঘ্রই আপনার উম্মতের মাঝে একটি নিদর্শন দেখবেন। আর আমি যখন উক্ত নিদর্শন দেখি তখনই এ দু'আটি বেশি বেশি পড়ি। আর উক্ত নিদর্শন হল—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ

তথা মক্কা বিজয়।"[২]

বৈঠকে ইস্তিগফার

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ, فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ, فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمَ

[২] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৮৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৪০৬৫

بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ , سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বৈঠকে বসতেন অথবা সালাত পড়তেন, তখন কিছু কালিমা পাঠ করতেন। হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উক্ত কালিমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—বৈঠকের লোকেরা যদি কোন ভাল কথা বলে থাকে, তাহলে এই কালিমা সে কথার উপর কিয়ামত পর্যন্ত মোহর হয়ে যাবে। আর যদি তারা অন্য কোন কথা বলে থাকে, তাহলে এই কালিমা উক্ত কথার কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর কালিমাটি হল—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার সত্তা পবিত্র। আমি আপনার প্রশংসার মাধ্যমে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।"[৩]

বৈঠকের কাফ্ফারা

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . فَقَالَ رَجُلٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، فَقَالَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ

"হজরত আবু বারযা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি

[৩] সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ১৩৪৫; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৮৮১৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নিজের শেষ বয়সে) যখন কোন বৈঠক থেকে উঠতেন, তখন এ দু'আটি পড়তেন—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

হে আল্লাহ আপনি পবিত্র এবং আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এমন কালিমা পাঠ করছেন যা পূর্বে কখনো পাঠ করেননি। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—এই কালিমা বৈঠকের সকল অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তার কাফ্ফারাস্বরূপ।"[৪]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইমান এবং শাহাদাতের উত্তম মৃত্যু নসিব করুন। চতুর্দিকে জুলুম ও গুনাহের ঘোর অমানিশা চলছে। সুতরাং এই অমানিশা থেকে সে-ই বাঁচতে পারে, যাকে আল্লাহ তা'আলা বাঁচাবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকেই বাঁচান যার নিজের বাঁচার ফিকির আছে। আমাদের উচিত যে, প্রতিটি বৈঠকের সমাপ্তির সময় আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ, জিকির ও ইস্তিগফার করার সুদৃঢ় অভ্যাস গড়ে তোলা। কেননা মৃত্যুও হতে পারে আমাদের এই জীবন নামক বৈঠকের সমাপ্তি ও আগত মজলিসের সূচনা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান বাণী—

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে অনেক বেহুদা ও অনর্থক কথাবার্তা

[৪] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৪৮৫৯; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৪৩৩; সুনানে দারেমী: হাদিস নং ২৭০০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৯৭৬৯

বলল, অতঃপর উক্ত বৈঠক থেকে উঠার পূর্বে এই কালিমা পাঠ করে নেয়, তাহলে তার উক্ত মজলিসের বেহুদা ও অনর্থক কথা মাফ করে দেওয়া হবে।

সুবহানাল্লাহ! কত বড় নি'আমত। হাদিস শরিফের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ হবে গুনাহের বৈঠকসমূহ। আজকাল তো অসংখ্য গুনাহের বৈঠক বিদ্যমান। টিভির বৈঠক। মোবাইলে গেমস ও পর্ণ ভিডিওর বৈঠক। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বৈঠক। আগে তো আমাদেরকে এ সকল বৈঠক থেকে বাঁচতে হবে। তবে যদি শয়তান ফাঁসিয়ে দেয় তাহলে আমরা যেন এ দু'আটি পড়তে না ভুলি। ইন শা' আল্লাহ গুনাহ মিটে যাবে। আর আমরা যদি এ দু'আটি পূর্ণ মনোযোগের সাথে নিয়মিত আমল করতে থাকি, তাহলে ইন শা' আল্লাহ অনেক খারাপ বৈঠক থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারব। আবু দাউদ শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে– নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বৈঠক থেকে উঠতেন, তখন এ দু'আটি নিয়মিত পাঠ করতেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আমলটি তো পূর্বে কখনো ছিল না। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِي الْمَجْلِسِ

এ কালিমা বৈঠকের গুনাহসমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহ থেকে পবিত্র ছিলেন। কিন্তু উম্মতের তা'লিমের জন্য এবং নিজের মহান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বরকতময় কালিমার আমল করতেন। বরং এক বর্ণনার দ্বারা তো এটাও জানা যায় যে, এ কালিমার দুটি উপকারীতা রয়েছে। প্রথম উপকার হল—বৈঠকে যে সকল নেকি হয়েছে, এই কালিমার বরকতে এ সকল নেকির উপর মোহর লেগে যায়। এ সকল নেকি আর কখনো ধ্বংস হবে না। আর দ্বিতীয় উপকার হল—এ কালিমা বৈঠকের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। সুতরাং উত্তম বৈঠক তথা তিলাওয়াতের

বৈঠক, জিকির ও সালাতের বৈঠক, দাওয়াত ও বয়ানের বৈঠকের পরেও এ দু'আটি নিয়মিত পাঠ করা উচিত। সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় একদম সুস্পষ্টভাবেই এসেছে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বৈঠকে বসতেন অথবা সালাত আদায় করতেন, তখন এ দু'আটি পাঠ করতেন। এজন্য হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা যখন এ দু'আটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ

> বৈঠকের লোকেরা যদি কোন ভাল কথা বলে থাকে, তাহলে এই কালিমা সে কথার উপর কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণের মোহর হয়ে যাবে। আর যদি তারা অন্য কোন কথা বলে থাকে, তাহলে এই কালিমা উক্ত কথার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

অন্য এক বর্ণনায় জিকিরের বৈঠকের ব্যাখ্যায় এসেছে—

فَقَالَ لَهَا فِيْ مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَ كَالطَّابِعِ يَطْبَعُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ فِيْ مَجْلِسِ لَغْوٍ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ

> জিকিরের বৈঠকে যদি এ দু'আ পাঠ করা হয়, তাহলে উক্ত বৈঠক তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ হয়ে যায়।

কোন কোন বর্ণনায় এ দু'আটি তিন বার পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এজন্য তিন বার পড়াই অধিক উত্তম। মূলত এ দু'আটি অনেক বড় ভাণ্ডার। প্রত্যেক নেক কাজের পরে এবং প্রত্যেক গুনাহের পরে যদি এ দু'আটি নিয়মিত পড়া হয়, তাহলে ইন শা' আল্লাহ "হুসানে খাতিমা" তথা উত্তম মৃত্যু এর মর্যাদা সহজ হয়ে যাবে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি পবিত্র এবং আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।

যে সকল মুসলিম ভাই-বোনের এ দু'আটি মুখস্থ আছে, তারা এ দু'আটি নিয়মিত পড়ুন। আজ থেকে যখন তিলাওয়াত করবেন, দীনি কোন বই পড়বেন এবং যেকোন ভাল কিংবা মন্দ বৈঠকে বসেন কিংবা উঠেন, তখনই এ দু'আটি মনোযোগসহ পড়ুন। দেখবেন অন্তরে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব হবে। নেকিসমূহ সংরক্ষণ হওয়া এবং গুনাহ মিটে যাওয়া অনুভব হবে।

মোহর এবং কাফ্ফারা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ، وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, এমন কিছু কালিমা রয়েছে, যা কোন ব্যক্তি যদি বৈঠক থেকে উঠার সময় তা তিন বার পাঠ করে, তাহলে তা উক্ত বৈঠকের কাফ্ফারা হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তিই কোন উত্তম বৈঠক ও জিকিরের বৈঠকে তা পাঠ করবে, তাহলে তা তার জন্য মোহরের ন্যায় হয়ে যাবে। যেমন চিঠির উপর মোহর লাগানো হয়। আর উক্ত কালিমা হল—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি পবিত্র এবং আমি আপনার প্রশংসা করছি। আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।[৫]

ফায়দাঃ কোন সাহাবী যদি কোন আমল সম্পর্কে এ কথা বলেন যে, এই আমলের এই সাওয়াব কিংবা এ পরিমাণ শাস্তি, তাহলে এ কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেই বলে থাকেন। এ জন্য তা মারফু হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

তাসবিহ ও ইস্তিগফারের শক্তি

তাফসীরে ইবনে কাসীরে এসেছে—

যখন লটারীতে হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম এলো, তিনি তখন সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রের (যেমনটি হজরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুর বক্তব্য) একটি বড় মাছকে প্রেরণ করলেন। আর সেই মাছ এসে হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে গিলে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তখন মাছকে নির্দেশ দিলেন যেন ইউনুস আলাইহিস সালামের গোশত-হাড্ডি কোন কিছুর কোন ক্ষতি না হয়। কেননা ইউনুস আলাইহিস সালাম তোমার রিজিক নয়, বরং তোমার পেট তাঁর জন্য বন্দিশালা।[৬]

মাছটি যখন হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে পেটে নিয়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌছল, তখন তিনি সেখানে তাঁর বিশ্রামস্থলে পাথরের তাসবিহ শুনতে পেয়ে তিনিও তাসবিহ পাঠ করলেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

আউফ আল-আরাবী রাহি. বলেন—

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে পৌছলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি তাঁর পা নাড়ালেন। তখন তিনি সেখানে সিজদা করলেন এবং আরজ করলেন- হে আমার রব! আমি আপনার জন্য এমন জায়গাকে সিজদার জায়গা বানিয়েছি,

[৫] সুনানে আবু দাউদঃ হাদিস নং ৪৮৫৭
[৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর

যেখানে মানুষের মধ্যে কেউই পৌছেনি।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

> আল্লাহ তা'আলা যখন হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে বন্দি করার ইচ্ছা করলেন, তখন উক্ত মাছকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে তোমার পেটে নিয়ে নাও। এমনভাবে পেটে নেবে যেন না তাঁর শরীরের গোশতের কোন ক্ষতি হয় এবং না তাঁর কোন হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। মাছটি যখন হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে পেটে নিয়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌছল, তখন হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম সেখানে ক্ষীণ একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি তখন নিজের মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, এটা কী? আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, এটা হচ্ছে সামুদ্রিক প্রাণীদের তাসবিহ। তখন হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটের ভেতরে আল্লাহ তা'আলার তাসবিহ পড়া শুরু করলেন। ফেরেশতারা যখন তাঁর তাসবিহ শুনলেন, তখন বলতে লাগলেন—হে আমাদের রব! আমরা কোন এক আশ্চর্য জায়গা থেকে ক্ষীণ একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটা আমার বান্দা ইউনুস। সে আমার অবাধ্যতা করেছে। তাই আমি তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে মাছের পেটে বন্দি করে রেখেছি। ফেরেশতারা আরজ করলেন—ঐ বান্দা যার নেক আমল প্রতিদিন প্রতিরাত আপনার নিকট পৌছত? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ! ফেরেশতারা তখন তাঁর জন্য সুপারিশ করলে আল্লাহ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে সমুদ্রের উপকূলে ছেড়ে দাও।[৭]

ক. আম্বিয়ায়ে কেরাম সকল গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে থাকেন। এখানে নাফরমানী বা অবাধ্যতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল—খেলাফে আফজল তথা অনুত্তমকে নিজের মতে অবলম্বন করা।

---

[৭] প্রাগুক্ত

ঘ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ এই তাসবিহও ইস্তিগফারের শক্তি ও ক্ষমতা দেখুন। মাছের পেট থেকে আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে এবং ফেরেশতারা শুনেছেন এবং সুপারিশ করেছেন।

সালাতের শুরুতে ইস্তিগফার

عَنْ بَرِيْدَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بَرِيْدَةَ اِذَا كَانَ حِيْنَ تَفْتَحُ الصَّلَاةَ فَقُلْ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ الخ

হজরত বারিদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—হে বারিদা! তুমি যখন সালাত শুরু করবে, তখন এ দু'আ পাঠ করবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ [৮]

আরোহণের সময় ইস্তিগফার

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا، واللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ

[৮] মাজমাউয-যাওয়ায়েদ

হজরত আলী ইবনে রাবিআহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি একবার হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে দেখলাম যে, তাঁর সামনে আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হল। তিনি যখন রিকাব তথা পা-দানির মধ্যে পা রেখে তিন বার—بِسْمِ اللهِ পড়লেন। অতঃপর যখন ঘোড়ায় আরোহণ করলেন, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে এ আয়াতটি পাঠ করলেন—

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُوْنَ

"পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।"[৯]

অতঃপর তিন বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং তিন বার اللهُ اَكْبَرُ পড়ে তারপর এ দু'আ পড়লেন—

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অতঃপর তিনি মুচকি হাসলেন। আমি বললাম যে, হে আমিরুল মুমিনিন! হাসির কারণ কী? তিনি বললেন যে, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি। আর যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কী? উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করেন—নিঃসন্দেহে আমার রব ঐ বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, যে এ দু'আটি পাঠ করে—

رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرُكَ[১০]

[৯] যুখরুফ- ৪৩: ১৩-১৪

[১০] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৪৪৬; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ২৬০২

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দেওয়া ইস্তিগফার

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, সুরাবাকারার ৩৭ নং আয়াত—

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

এর তাফসীরে বলেন, এ আয়াতে বর্ণিত কালিমা হল—

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ؛ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ؛ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ؛ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি পবিত্র। আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমি অপরাধ করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি সকল ক্ষমাকারীর মধ্যে সর্বোত্তম। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি প্রশংসার যোগ্য। আমি অপরাধ করেছি, নিজেই নিজের উপর জুলুম করেছি। আমার উপর অনুগ্রহ করুন। কেননা আপনি সকল অনুগ্রহকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র প্রশংসার যোগ্য। আমি অপরাধ করেছি, নিজেই নিজের উপর জুলুম করেছি। আমার তাওবা কবুল করুন। বাস্তবতা হল—আপনি বার বার তাওবা কবুলকারী ও অতি দয়ালু। [১১]

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু এটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মুহাদ্দিসিনে এতে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

---

[১১] বায়হাকী; তারগীব ওয়াত তারহীব

اِغْفِرْلِىْ তথা আমাকে ক্ষমা করুন

হজরত ইয়াহইয়া ইবনে বাকের রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমাকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুর সন্তান আবু উবায়দা চিঠি লিখেছেন। যাতে কিছু কথা লিখা ছিল। যার মধ্যে একটি কথা ছিল—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন যে, আত্তাহিয়্যাতুর পরে এ দু'আটি পড়া আমার পছন্দ—

سُبْحَانَكَ لَاإِلَهَ غَيْرُكَ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ عَمَلِىْ اِنَّكَ الذُّنُوْبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَاَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ يَا غَفَّارُ اِغْفِرْلِىْ؛ يَا تَوَّابُ تُبْ عَلَيَّ؛ يَا رَحْمَانُ اِرْحَمْنِىْ؛ يَا عَفُوُّ اعْفُ عَنِّيْ؛ يَا رَءُوْفُ ارْءُفْ بِىْ؛ يَا رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ؛ وَطَوِّقْنِىْ حُسْنَ عِبَادَتِكَ يَا رَبِّ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرٍ كُلِّهِ؛ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ؛ يَا رَبِّ افْتَحْ لِىْ بِخَيْرٍ وَاخْتُمْ لِىْ بِخَيْرٍ؛ آتِنِىْ شَوْقًا اِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وِقِنِىْ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি পবিত্র। আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার আমলের সংশোধন করে দিন। আপনি যাকে চান তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আপনি "গাফুরুর রাহিম" তথা অতি দয়ালু। হে গাফ্ফার! আমাকে মাগফিরাত দান করুন। হে তাওয়াব! আমার তাওবা কবুল করুন। হে রহমান! আমার উপর রহম করুন। হে আমার রব! আমাকে ঐ কাজের অনুগামী বানিয়ে দিন যেন আমি ঐ সকল নি'আমতের শুকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে দান করেছেন। আমাকে শক্তি দিন যেন আমি আপনার উত্তম ইবাদাত করতে পারি। হে আমার রব! আমি সকল প্রকার কল্যাণের অংশ কামনা করছি এবং ক্ষতির সকল প্রকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমার সূচনাও কল্যাণের সাথে করুন এবং সমাপ্তিও কল্যাণের

সাথে করুন। আমাকে আপনার সাক্ষাতের আগ্রহ দান করুন। কোন ক্ষতিকর কথা এবং কোন পথভ্রষ্ট ফিতনা এবং সকল প্রকার থেকে আমাকে বাঁচান এবং সেই দিন (কিয়ামতের দিন) যাকে আপনি সকল ক্ষতি থেকে হেফাজত করবেন, তার উপর আপনার অনেক বড় অনুগ্রহ। আর এটাই মহা সফলতা। [১২]

তাসবিহ, হামদ ও ইস্তিগফার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন— إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ অবতীর্ণ হল, তখন থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এটা পড়তেন, তখন অধিকাংশ সময় রুকুর মধ্যে এ দু'আ পাঠ করতেন—

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি পবিত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত। হে আল্লাহ! আমাকে মাগফিরাত দান করুন। নিশ্চয় আপনি বার বার তাওবা কবুলকারী ও পুরোপুরি অনুগ্রহকারী। [১৩]

পক্ষাঘাত বা স্ট্রোক থেকে হেফাজতের দু'আ

বর্তমানে পক্ষাঘাত বা স্ট্রোক একটি মারাত্মক রোগ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রোগ থেকে হেফাজতের আমল বর্ণনা করেছেন। হজরত কাবিসা ইবনুল মুখারিক রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে হাজির হয়ে আরজ করলেন—আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। আপনি আমাকে এমন কোন দু'আ শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপকৃত করেন।

[১২] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২/৩৩৭ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ২৮৬২
[১৩] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৫৯২৮

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—ফজরের পরে তিন বার এ দু'আটি পাঠ করলে তুমি অন্ধত্ব, কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাত বা স্ট্রোক থেকে বেঁচে থাকবে।

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

আর তুমি এ বাক্য দ্বারা দু'আ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

> অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট ঐ সকল নি'আমত কামনা করছি, যা আপনার নিকট রয়েছে। আমার উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমার উপর আপনার বরকত নাজিল করুন।[১৪]

হাদিসটির সনদ তো বুঝাই যায় যে, সনদটি তেমন মজবুত নয়। তবে আমি অনেক উলামায়ে কেরামকে এই অজিফা বলতে শুনেছি এবং আমাদের এক সম্মানিত উস্তাদ বলতেন যে, মিয়া এই দু'আটি ফজরের পর তিনবার পড়। দু'আটি হল—

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

এই দু'আটি পড়লে ইন শা' আল্লাহ চলাফেরা অবস্থায় এ পৃথিবী থেকে বিদায় হবে। পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে, তার ইন্তেকাল চলাফেরা অবস্থায়ই হয়েছে। মা'জুর হয়ে কারো উপর মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। বাস্তবেই মানুষ কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া অনেক বড় নি'আমত। বিশেষ করে বর্তমানে যেখানে মানুষের খিদমতের প্রেরণা ও বড়দের সম্মান ও মর্যাদা অনেক কমে গিয়েছে এবং অধিকাংশ লোকদের সন্তান-সন্ততিই অযোগ্য ও অবাধ্য। হায়! যদি সন্তান-সন্ততিদের মাতা-পিতার হকের অনুভূতি হয়ে যেত, তাহলে তারা নিজেদের অবস্থার উপর লজ্জিত হত এবং তাওবার দিকে প্রত্যাবর্তন করত।

---

[১৪] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২০৫০২

আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আপনি সূর্যকে দূর থেকে দেখলে সূর্যকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়। এক-দুই ফুট। হ্যাঁ! আমাদের নিকট সূর্যকে নিজের থেকেও ছোট মনে হয়। কেননা আমরা সূর্যের দিকে ভ্রমণ করে যত সূর্যের নিকটবর্তী হব, তত সূর্য বড় হবে এবং আমরা ছোট হব। আর যদি আমরা সূর্যের একদম নিকটে চলে যাই, তাহলে কি হবে? তখন আমাদের নিকট নিজেদেরকে এর বিপরীতে একটি বিন্দুর পরিমাণও মনে হবে না। কেননা সূর্য জমিন থেকে অনেকগুণ বড়। আর আমরা তো শুধু জমিন নয়, বরং জমিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বস্তুর চেয়েও ছোট। ঠিক তদ্রুপ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা থেকে যত দূরে, সে আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা কীভাবে বুঝবে। সে তো নিজেকে এবং নিজের নফসকে বড় মনে করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও আল্লাহ তা'আলার নামের উপর সে দাঁড়ায় না। তবে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল হয়ে যায়, তখন তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর তাঁর সম্মান ও মর্যাদার তো কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সূর্য তো অনেক ক্ষুদ্র। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর চেয়ে বড়। এজন্য যখন প্রেম-ভালোবাসায় ডুবে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আবেদন করলেন যে, হে আমার রব! আমাকে আপনার সাক্ষাত দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—لَنْ تَرَانِيْ হে মুসা! তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। দুনিয়ার চক্ষু তো একটি পাহাড়কেও সম্পূর্ণভাবে দেখতে পারে না। একটি সমুদ্রের শেষ সীমা দৃষ্টিগোচর করতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদার সামনে তো এ সকল বস্তু কিছুই না। দুনিয়ার চক্ষুর সেই শক্তি কোথায় যে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তো দেহ থেকে পবিত্র। দিক বা পার্শ্ব থেকে পবিত্র এবং কোন প্রকার উপমা থেকেও পবিত্র। তাঁর মত আর কেউই নেই যে, উক্ত বস্তুর কল্পনা করে অনুমান করতে পারে। তবে হ্যাঁ! পরকালে জান্নাতের বাসীন্দাদেরকে এমন চক্ষু দেওয়া হবে, যা দিয়ে তারা "আল্লাহ তা'আলাকে দেখার" মহান নি'আমত লাভ করতে পারবে। এমন মহান রবের হক কে

আদায় করতে পারে? আর এজন্যই রয়েছে ইস্তিগফার। এমন মহান রবের নাফরমানী? তাওবা তাওবা। এজন্যই রয়েছে তাওবা। আর ঐ দিকে এমন সম্মান ও মর্যাদা সত্ত্বেও এত রহমত যে, প্রত্যেক গুনাহের জন্য তাওবার দরজা খোলা। বরং স্বীয় বান্দাদেরকে ডাকছেন যে, আসো! আসো! তাওবা করে নাও। আর তারপরে ক্ষমাও এত দ্রুত যা কল্পনারও বাহিরে।

আল্লাহ তা'আলার ভয়

আল্লাহ তা'আলার গোলামী ও দাসত্ব অবলম্বনকারীগণ কখনো ব্যর্থ হয় না। অন্তরের গভীর থেকে ঘোষণা করুন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

> হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই গোলামী ও দাসত্ব অবলম্বন করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।

হজরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ রাহি. বলেন—

من خاف الله خاف منه كل شئ ولم يخف الله اخاف الله من كل شئ

> অর্থাৎ যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, সকল বস্তু তাকে ভয় করে। আর যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল বস্তু দিয়ে ভীত রাখেন। অর্থাৎ তার অন্তরে সকল বস্তুর ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার ভয় সকল কল্যাণের মূল

ইস্তিগফার ও তাওবা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার সৌভাগ্য দান করে। আল্লাহ তা'আলার ভয় লাভ করা অনেক বড় কল্যাণের বিষয়। বরং এটাই সকল কল্যাণের মূল। এমন মূল, যা সুদৃঢ় হয়ে গেলে, তা থেকে উপকার ও কল্যাণ এবং নেকির ডালপালা গজায়।

ইমাম গাজালী রাহি. লিখেন—

জনৈক ব্যক্তি হজরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট আবেদন করল যে, আমাকে ওসিয়াত করুন। তিনি বললেন—আল্লাহ তা'আলার ভয়কে নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নাও। এটাই সকল কল্যাণের মূল। আর জিহাদ-কিতাল করাকে নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নাও। কারণ এটাকেই ইসলামের সন্যাসিত্ব বা দুনিয়াবিমুখতা বলা হয়। আর সর্বদা কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত কর। কেননা এটা দুনিয়াবাসীর মধ্যে তোমার জন্য নুর বা আলো হবে এবং আসমানবাসীর মধ্যে তোমার স্মরণ করা হবে। আর উত্তম কথা ব্যতীত নীরবতাকে অবলম্বন কর। এর ফলে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হবে।[১৫]

কোন এক ব্যক্তি আবু হাজেম রাহি. কে বলল যে, আমাকে ওসিয়াত করুন। তিনি বললেন—যদি কোন কাজ এমন হয় যে, অবশ্যই উক্ত কাজে তোমার মৃত্যু এসে যাবে এবং এ কাজে মৃত্যুবরণ করা ভাল মনে হয়, তাহলে এমন কাজ অবশ্যই করবে। আর যদি কোন কাজ এমন হয় যে, হয়তো উক্ত কাজে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যু এসে গেলে উক্ত মৃত্যুবরণটা মুসিবাত তথা খারাপ মনে হয়, তাহলে এমন কাজ থেকে বেঁচে থাক।[১৬]

অর্থাৎ উত্তম মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা এবং খারাপ মৃত্যুর ভয় সবসময় অন্তরে বদ্ধমূল থাকা আবশ্যক।

হজরত হাসান বসরী রাহি. হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি.-কে পত্র লিখলেন—

যে বস্তু দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেন, তাকে ভয় করা উচিত এবং যা কিছু তোমার নিকট বিদ্যমান, তা থেকে ভবিষ্যতের জন্য নিয়ে নাও এবং মৃত্যুর পরে এ অবস্থাটা ঠিকই জানতে পারবে।

অন্য আরেকটি পত্রে লিখেন—

এ কথা স্পষ্ট যে, সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠিন অবস্থা হল যা তোমাদের সম্মুখে আসছে (অর্থাৎ মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে) এবং উক্ত অবস্থাটি তোমরা

[১৫] এহইয়াউল উলুম
[১৬] প্রাগুক্ত

অবশ্যই দেখতে পাবে। হয়তো মুক্তির সাথে কিংবা ধ্বংসের সাথে। অর্থাৎ হয়তো উক্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে অথবা তাতে নিক্ষেপ করা হবে। যখন তোমাদের থেকে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা গুনাহ হয়ে যায়, তখনই তা থেকে ফিরে আসা উচিত। অর্থাৎ এই ভুল-ত্রুটি কিংবা গুনাহ দ্বিতীয় বার না করা। আর যখন লজ্জিত হও তথা তাওবা কর, তখন গুনাহের মূলোৎপাটন করে দাও। অর্থাৎ একেবারে ছেড়ে দাও। আর যদি কোন কথা স্মরণ না হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করে নাও এবং যখন তুমি রাগান্বিত হও, তখন সাথে সাথে তা নিয়ন্ত্রণ কর।

হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি. আদি ইবনে আরতাতকে লিখেন—

এই দুনিয়া তাদেরও শত্রু যারা আল্লাহ তা'আলার বন্ধু এবং তাদেরও শত্রু, যারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু। কারণ দুনিয়া আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদেরকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার শত্রুদেরকে ধোঁকা দেয়।

হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি. তার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (গভর্নর ও অন্যান্য দায়িত্বশীল) লিখেন—

বর্তমানে তোমাদের মানুষের উপর জুলুম করার শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু যখন কারো উপর জুলুম করার ইচ্ছা কর, তখন মনে রেখ যে, তোমাদের উপরও আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। আর এ কথাটি খুব ভাল করে মনে রেখ যে, তোমরা মানুষের উপর যে জুলুম-নির্যাতন করবে, তা তাদের উপর অতিবাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের উপর তা বাকি থাকবে এবং এটাও মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা মাজলুমের প্রতিশোধের জন্য জালেমকে অবশ্যই ধরবেন।

ইমান হল ভয় এবং আশার নাম

ভয় এবং আশার নামই তো ইমান। এমন ভয় যার শেষ ফল হতাশা নয় বরং আশা। আর এমন আশা যার শেষ ফল অলসতা নয় বরং ভয়। এ অবস্থা যার অর্জন হয়ে যাবে, সে ধন্যবাদের উপযুক্ত। জালিম শয়তান হয়তো হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করে, না হয় অলসতার সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

তবে শয়তান ঐ সকল মুসলিমদের থেকে অনেক দূরে থাকে, যারা কোন অবস্থাতেই তাওবা-ইস্তিগফার করা ছাড়ে না। শয়তান তাদেরকে দিয়ে গুনাহ করায় আর এরা তাওবা করে উক্ত গুনাহকে নেকিতে পরিণত করে নেয়। শয়তান এটা বুঝায় যে, তুমি নষ্ট হয়ে গেছ। খিয়ানতকারী হয়ে গেছ। অপবিত্র হয়ে গেছ। সুতরাং এখন কিসের তাওবা! গুনাহ করতে থাক। কিন্তু আল্লাহর বান্দাগণ তারপরও স্বীয় রবের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। ক্ষমা চাই মালিক ক্ষমা চাই। তাওবা করছি মালিক, তোমার নিকট তাওবা করছি। তখন শয়তান কাঁদে। আফসোস করে বলে, হায়! আমি যদি তাকে দিয়ে গুনাহই না করাতাম সেটাই ভাল ছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

> আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে ৭০ হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারপর আবার প্রত্যেক হাজারের সাথে ৭০ হাজার এবং আমার রবের মুষ্ঠিতে তিন মুষ্ঠি। [১৭]

সুবহানাল্লাহ! প্রত্যেক হাজারের সাথে ৭০ হাজার এবং আল্লাহ তা'আলার মুষ্ঠিতে তিন মুষ্ঠি বলা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের হাত অনুপাতেই মুষ্ঠি ভরে থাকে। যে যত বড় তার মুষ্ঠিও তত বড়। আল্লাহ তা'আলা শরীর ও সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র। এখানে বুঝার বিষয় হল– দুনিয়াতে যখন কেউ কারো প্রতি খুশি হয়, তখন মুষ্ঠি ভরে ভরে সম্পদ দান করে। আল্লাহ তা'আলাও রহমতের হাতসমূহ দিয়ে ভরে ভরে এই উম্মতের অনেক ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। বিনা হিসাবে জান্নাত। এ বাক্যটি পাঠ করতেই অন্তরে প্রশান্তি চলে আসে। হে আল্লাহ! আমাদেরকেও আপনার স্বীয় রহমতে এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।

অন্তরের মোহর

উপরোক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত মুজাহিদ রাহি. বলেন যে, অন্তরের উপমা হল হাতের তালুর মত। মানুষ যখন গুনাহ করে, তখন একটি আঙ্গুল

[১৭] সুনানে তিরমিজি; সুনানে ইবনে মাজাহ; মুসনাদে আহমাদ

বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি (গুনাহ করতে করতে) সকল আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। আর অন্তর যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন এটাই হয়ে যায় অন্তরের তালা। আর হজরত হাসান রাহি. এর অভিমত হল—বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে গুনাহের একটি সীমানা রয়েছে। বান্দা যখন উক্ত সীমানায় পৌঁছে যায় (এবং তাওবা না করে) তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন এবং আর কখনো তাকে কোন নেক কাজের তাওফিক দেন না।

কোন কোন আকাবির বলেন—কোন বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন জমিনের যে স্থানে গুনাহ করে, সেই জমিন আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তাকে ধসিয়ে দেব। তার মাথার উপরের আসমান অনুমতি প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি তার উপর ফেটে পড়ব। আল্লাহ তা'আলা এদের দু'জনকেই বলেন যে, আমার বান্দার থেকে বিরত থাক। হয়তো সে তাওবা করবে এবং আমি তাকে মাফ করে দেব অথবা তার গুনাহের পরিবর্তে কোন নেক আমল করবে আর আমি এর পরিবর্তে উক্ত গুনাহকেও নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেব। [১৮]

আল্লাহ তা'আরার আজাব থেকে নির্ভীক হওয়া উচিত নয়

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় আজাব থেকে রক্ষা করুন। আমাদের কখনোই আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে নির্ভীক এবং "বে-পরওয়াহ" হওয়া উচিত নয়। কুরআনুল কারিম সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে—

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

> "জনপদগুলোর অধিবাসীরা কি রাতের বেলা তাদের কাছে আমার আজাব এসে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে যখন

[১৮] এহইয়াউল উলূম

তারা ঘুমিয়ে থাকবে? অথবা জনপদগুলোর অধিবাসীরা কি তাদের কাছে আমার আজাব এসে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে যখন তারা খেলাধুলা করতে থাকবে? তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত কওম ছাড়া আল্লাহর কৌশল থেকে আর কেউ (নিজেদেরকে) নিরাপদ মনে করে না।"[১৯]

বরকতময় একটি দু'আ

আমাদের আকা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْمِنَّا مَكْرَكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে আপনার হঠাৎ আজাব থেকে নির্ভয় করবেন না। مَكْرَكَ তথা আল্লাহ তা'আলার গোপন কার্যক্রম এবং আল্লাহ তা'আলার হঠাৎ আজাব। কোন মানুষ যখন কোন গুনাহকে নেকি মনে করে কিংবা সে এ কথার উপর নির্ভীক হয়ে যায় যে, আমার উপর আল্লাহ তা'আলার আজাব আসতেই পারে না। কারণ আমি অমুক নেক কাজ করি। আল্লাহ! আল্লাহ! হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের দেখুন! এত উঁচু আমল করেও তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয়ে ভীত ও কম্পমান থাকতেন। আর এ দিকে আমরা লোক দেখানো সামান্য টুটাফাটা দু-একটি নেক কাজ করেই আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে নির্ভীক হয়ে যাই। আমাদের তো নিজেদের গুনাহগুলোও দেখা উচিত। কেউ সালাত পরিত্যাগকারী তো কেউ সালাতের প্রতি অলসতা প্রদর্শনকারী প্রাণহীন সালাত আদায়কারী। মিথ্যা তো মুখ থেকে একদমই পড়ে না। গর্ব, অহংকার, রাগ ও লোক দেখানোর মত নোংরা কাজগুলোতে আমরা সর্বদা লিপ্ত। চেহারা এবং পোশাক সুন্নাত অনুযায়ী নেই। বিবাহ-শাদিতে সর্বপ্রকার শরীয়াতবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বিদ'আত ও বিভিন্ন কুপ্রথার ছড়াছড়ি। প্রতিটি ঘরে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ও অশ্লীলতা ভরপুর। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাক এবং একে অপরের ইজ্জত বানিয়েছেন।

[১৯] আ'রাফ- ৭: ৯৭-৯৯

কিন্তু আজ প্রতিটি ঘরে এই পোশাক টুকরো টুকরো এবং এই ইজ্জত লাঞ্ছিত হচ্ছে। দৃষ্টি নির্লজ্জ। কণ্ঠ নির্লজ্জ। চেহারা নির্লজ্জ এবং চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত নির্লজ্জ। একটু একা হলেই প্রত্যেকে এটা ভুলে যায় যে, আমার আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি ও খিয়ানত, সম্মিলিত সম্পদ দ্বারা বিলাসিতা এবং অসচেতনতা। আর কারো কারো তো শুধুমাত্র দুনিয়ার ফিকির। লাইফস্টাইল তথা জীবনাচার ও ব্রাইট ফিউচার তথা উজ্জ্বল ভবিষ্যত এর বাইরে আর কিছুই যেন নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি তো আপনিই...

হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি একটি খুপড়ি ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত খুপড়ি দেখে তার অন্তরে কিছু চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হল। সে বলল—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَنْتَ؛ وَاَنَا اَنَا؛ اَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ؛ وَاَنَا الْعَوَّادُ بِالذُّنُوْبِ؛ فَاغْفِرْلِيْ

> অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আপনিই। আর আমি আমিই। আমি গুনাহে অভ্যস্ত আর আপনি মাগফিরাতে অভ্যস্ত। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।

এ দু'আ পাঠ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তাকে বলা হল তোমার মাথা উঠাও। কেননা তুমি গুনাহে অভ্যস্ত আর আমি মাগফিরাতে অভ্যস্ত। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন সে মাথা উঠালো এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। [২০]

বিশাল সুসংবাদ

হাদিস শরীফে এসেছে; এক বান্দা গুনাহ করে আরজ করল—

رَبِّ اَذْنَبْتُ فَاغْفِرْلِيْ؛ فَقَالَ رَبُّهٗ: عَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ

[২০] জামেউল আহাদিস: হাদিস নং ২১০৮২: কানযুল উম্মাল: হাদিস নং ১০২৭৬

وَيَأْخُذُ بِهِ؛ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ؛ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ؛ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ؛ فَاغْفِرْلِيْ فَقَالَ: عَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؛ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ؛ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ؛ فَاغْفِرْلِيْ قَالَ: عَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؛ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ

অর্থাৎ হে আমার রব! আমি গুনাহ করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন; আমার বান্দা জানে তার একজন রব আছেন। যিনি গুনাহের জন্য ক্ষমাও করতে পারেন এবং গুনাহের জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। তাই আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ বান্দা আরও একটি গুনাহ করে ফেলেছে তো আবার বলছে হে আমার রব! আমি আরও একটি গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার বান্দার জানা আছে– তার একজন রব আছেন। যিনি গুনাহের জন্য ক্ষমাও করতে পারেন এবং গুনাহের জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। তাই আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ বান্দা আরও একটি গুনাহ করে ফেলেছে তো আবার বলছে হে আমার রব! আমি আরও একটি গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার বান্দার জানা আছে—তার একজন রব আছেন। যিনি গুনাহের জন্য ক্ষমাও করতে পারেন এবং গুনাহের জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। তাই আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।[২১]

[২১] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৭৯৪৮; কানযুল উম্মাল: ৪/২০৭

অত্যন্ত মূল্যবান একটি দু'আ

হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—হে জাবের! ঘরে এগারোটি বকরী আছে। এগুলো তোমার পছন্দ নাকি ঐ কালিমাসমূহ তোমার পছন্দ, যা এখনই হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে শিখিয়ে গিয়েছেন। যে কালিমাসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণকে তোমার জন্য একত্রিত করবে। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! আমি দরিদ্র এবং এই কালিমাসমূহ আমার নিকট এগারোটি বকরি থেকে অধিক পছন্দ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; তুমি বল—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيْمُ؛ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ؛ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ؛ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ؛ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ الْجَوَّادُ الْكَرِيْمُ؛ فَاغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ؛ وَعَا فِنِيْ وَارْزُقْنِيْ؛ وَاسْتُرْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ؛ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ؛ وَلَا تُضِلَّنِيْ وَاَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি প্রতিটি বস্তুকে পুরোপুরি সৃষ্টিকারী এবং মহান। হে আল্লাহ আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। হে আল্লাহ আপনি বার বার ক্ষমাকারী এবং অত্যন্ত দয়ালু। হে আল্লাহ আপনি মহান আরশের রব। হে আল্লাহ আপনি অত্যন্ত দানশীল এবং দয়ালু। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। আমাকে রিজিক দান করুন। আমার দোষ-ক্রটি গোপন রাখুন। আমাকে ভাল বানিয়ে দিন। আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে পথভ্রষ্ট করবেন না। হে আরহামুর রাহিমীন আমাকে আপনার স্বীয় রহমতে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করান।[২২]

[২২] ইবনে আসাকির: ১১/২৩১; জামেউল আহাদিস: পৃষ্ঠা- ৩৬৮৭১; কানযুল উম্মাল: পৃষ্ঠা- ৫১০৮

তাওবা

তাওবার আভিধানিক অর্থ

তাওবার মূল অর্থ হল—আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে আসা এবং অন্তর থেকে মনোযোগী হওয়া। যেমন কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا

> "তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর।"[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসো এবং নৈকট্য অর্জন কর।[২]

والتوبة الرجوع من الذنب

> তাওবা অর্থ গুনাহ থেকে ফিরে আসা তথা গুনাহকে ছেড়ে দেওয়া।[৩]

হাদিস শরিফে তাওবার অর্থ করা হয়েছে লজ্জিত হওয়া ও অনুতপ্ত হওয়াকে।

وقال الاصفهانى: التوب ترك الذنب على اجمل الوجود وهو ابلغ

---

[১] নূর- ২৪: ৩১
[২] তাহযীবুল লুগাহ
[৩] লিসানুল আরব

> অর্থাৎ তাওবার অর্থ হল অনেক উত্তম পদ্ধতিতে গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। আর এটাই অক্ষমতার সর্বোত্তম পন্থা।[৪]

وتاب الى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا: اى اناب ورجع عن المعصية الى الطاعة

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করার অর্থ হল আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হওয়া এবং গুনাহ থেকে নেকির দিকে ফিরে আসা। (মুসলমানের আসল মর্যাদা তো ছিল আনুগত্য। কিন্তু তারা কখনো কখনো ভুল করে গুনাহের ফাঁদে পড়ে যায়। তারপর যখন তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তখন এই ধ্বংসাত্মক ফাঁদ থেকে পুনরায় স্বীয় মর্যাদা তথা আনুগত্যের দিকে চলে আসে। এটাই তাওবা।) وتاب الله عليه اى وفقه لها তথা আল্লাহ তা'আলা তার উপর তাওবা করলেন অর্থাৎ তাকে গুনাহ ছেড়ে নেকির দিকে আসার তাওফিক দান করলেন।[৫]

التواب: العبد الكثير التوبة؛ وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تارکا لجميعة

> তাওয়াব অর্থ হল—অধিক তাওবাকারী বান্দা। আর তাকে এজন্য তাওয়াব বলা হয় যে, সে সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে থাকে। এমনকি সে সকল গুনাহ ছেড়ে দেয়।

وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال

> অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকেও তাওয়াব বলা হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বার বার স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করে থাকেন।

---

[৪] মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন

[৫] লিসানুল আরব

তাওবার অর্থ দুটি

পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাওবা শব্দটি সাধারণত দুটি অর্থে এসেছে। যথা—

ক. কোন বান্দা গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

> "আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে।"[৬]

খ. আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবাকে কবুল করা। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

> "তবে তাদেরকে ব্যতীত যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[৭]

বান্দা যখন খাঁটি অন্তরে তাওবা করে, অর্থাৎ গুনাহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও তখন তার উপর তাওবা করেন, অর্থাৎ তার ফিরে আসাকে কবুল করে নেন। সুতরাং বিলম্ব কিসের? আমাদের সকলের দ্রুত তাওবা করা উচিত এবং ক্ষমার পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাওবা করা উচিত। আমরা কেন নিজের উপর রহমতের দরজা বন্ধ করব এবং এটা ভাবব যে, আমার ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব। আস্তাগফিরুল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! এমন ভাবনা অনেক খারাপ কথা। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য তো কোন কাজই কঠিন নয়।

---

[৬] ত্ব-হা- ২০: ৮২
[৭] বাকারা- ২: ১৬০

ইনাবাত অর্থ তাওবা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা

প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান লিসানুল আরবে লিখেন—

ناب فلان الى اللهِ تعالى واناب اليه انابة فهو منيب: اقبل وتاب ورجع الى الطاعة

অর্থাৎ ناب এবং اناب الى الله অর্থ হল অভিমুখী হওয়া। তাওবা করা এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

> "আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আজাব আসার পূর্বেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।"[৮]

এক বর্ণনা মতে এই আয়াতটি ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাদেরকে ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কায় অনেক জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে। যার ফলে তারা কুফুরী বাক্য বলে ফেলেছে। তখন তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে, এ লোকেরা যদি এখন দ্বিতীয় বার মুসলমান হয়ও তথাপিও তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [৯]

আরও একটি প্রসিদ্ধ অভিধান "আস-সিহাহ" গ্রন্থে এসেছে—

واناب الى اللهِ اى اقبل وتاب

> অর্থাৎ ইনাবাত ইলাল্লাহ অর্থ হল—অভিমুখী হওয়া ও তাওবা করা। [১০]

---

[৮] যুমার- ৩৯: ৫৪
[৯] লিসানুল আরব: ১৪/৩১৯
[১০] আস-সিহাহ: ১/২২৯

বান্দার তাওবায় আল্লাহ তা'আলা কেমন খুশি হন?

اَللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ مِنَ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ؛ وَمِنَ الْعَقِيْمِ الْوَالِدِ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ؛ فَمَنْ تَابَ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا اَنْسَى اللهُ حَافِظَيْهِ وَجَوَارِحَهُ وَبِقَاعَ الْاَرْضِ كُلَّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُوْبَهُ

> "আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর তাওবার দ্বারা পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পেলে ও নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করলে এবং কোন বস্তু হারানো ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া বস্তু পেলে যেমন খুশি হন, তারচেয়েও অধিক খুশি হন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তার ভুল-ত্রুটি ও গুনাহসমূহ তাঁর দুই ফেরেশতা ও গুনাহকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এবং জমিনের সকল অংশকে ভুলিয়ে দেন।"[১১]

অর্থাৎ একজন পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পেলে যেমন খুশি হয় অথবা কোন নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করলে যেমন খুশি হয় কিংবা কোন বস্তু হারানো ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরে পেলে যেমন খুশি হন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তাওবার উপর এরচেয়েও অধিক খুশি হন।

কতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ,عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

> "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন বান্দার গড়গড়া তথা মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। (মৃত্যুর

[১১] আবুল আব্বাস

বিভীষিকা শুরু হওয়ার পর আর তাওবা কবুল হবে না।)"[১২]

তাওবা একমাত্র আল্লাহর জন্য

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِأَسِيْرٍ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَلَا اَتُوْبُ اِلٰى مُحَمَّدٍ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَرَفَ الْحَقَّ لِاَهْلِهٖ

"হজরত আসওয়াদ ইবনে সারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক বন্দিকে আনা হল, যে বলেছে হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে তাওবা করছি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন—عَرَفَ الْحَقَّ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ সে হকদারের হককে সঠিকভাবে বুঝেছে।"[১৩]

তাওবা কবুল হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত

মনে রাখবেন কবিরা গুনাহ হোক আর সগিরা গুনাহ হোক, তাওবার দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। সুতরাং তাওবা করতে বিলম্ব করা একদমই উচিত নয়। সাথে সাথেই খাঁটি তাওবা ও বেশি বেশি ইস্তিগফার করা উচিত। খাঁটি তাওবার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা—

প্রথম শর্ত. الاخلاص لله تعالى তথা তাওবা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া। এ ছাড়া অন্য কারো ভয়ে কিংবা দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য না হওয়া। সুতরাং শুধু এই চিন্তা করা যে, আমি আমার মহান রব ও মালিকের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। এখন আমি তাঁকে সন্তুষ্টি করব। তাঁর আজাব থেকে বাঁচব এবং তাঁর প্রতিদান লাভ করব।

[১২] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫৩৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪২৫৩; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৬১৬০
[১৩] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৫৫৮৭

দ্বিতীয় শর্ত. الندم على فعل الذنب তথা নিজ গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া। হায় হায় আমার থেকে এই ভুল এবং গুনাহ কেন হয়ে গেল? লজ্জিত হওয়া, আফসোস করা ও অনুতপ্ত হওয়া। কেননা যদি অনুতপ্ত না হয়, তাহলে এটা হল স্বীয় গুনাহের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষণ।

তৃতীয় শর্ত. الاقلاع عن الذنب তথা যে গুনাহের জন্য তাওবা করা হচ্ছে, উক্ত গুনাহ পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া। উক্ত গুনাহের সম্পর্ক যদি কোন কাজের সাথে হয়, যেমনঃ চুরি করা, মাদক গ্রহণ করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি তাহলে উক্ত কাজ পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া। আর যদি উক্ত গুনাহের সম্পর্ক শরীয়াতের কোন ফরজ-ওয়াজিব বিধানের প্রতি অলসতা প্রদর্শন হয়, তাহলে তা আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

চতুর্থ শর্ত. العزم على ان لا يعود اليه তথা ভবিষ্যতে আর কখনো এই গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

পঞ্চম শর্ত. ان تكون التوبة فى الوقت المسموح তথা তাওবা এমন সময়ের মধ্যে হওয়া, যে সময়ে তাওবা কবুল করা হবে। আর যদি সে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে ফিরআউনের মত তার তাওবাও কবুল হবে না। তাওবার সময় হল গড়গড়া তথা মৃত্যুর বিভীষিকা শুরু হওয়া আগ পর্যন্ত। মৃত্যুর বিভিষিকা শুরু হওয়ার পর আর তাওবা কবুল হবে না। এমনিভাবে যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে, সেদিন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটা হবে কিয়ামতের পূর্বে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিগন্তে তাওবার জন্য একটি দরজা স্থাপন করেছেন। যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের দূরত্বের সমান। আর এই দরজা খোলা থাকবে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ

খাঁটি তাওবা ও ইস্তিগফার হল যাতে স্বীয় গুনাহের উপর অনুতপ্ত হয়। অনুতপ্তের উদ্দেশ্য কী? অনুতপ্ততা মূলত অন্তরের ঐ ব্যথার নাম, যা অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয় বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে কিংবা হারিয়ে গেলে হয়ে থাকে। যেমনঃ কেউ এ কথা জানতে পারল যে, খুব শীঘ্রই তার সন্তানদের

উপর বড় ধরনের কোন বিপদাপদ আসবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এ সংবাদে তার অন্তরে অনেক আঘাত লাগবে এবং সে খুব কান্নাকাটি করবে। কোন ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ কোন ডাক্তার বলেছে যে, আপনার ছেলের এমন রোগ হয়েছে, যে রোগের কোন চিকিৎসা নেই এবং খুব শীঘ্রই সে মারা যাবে। তখন তার অন্তরে দুঃখ-কষ্টের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে।

এখন এই উপমা থেকে গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়াকে বুঝুন। মানুষের নিকট মানুষের নিজের জীবন স্বীয় সন্তান থেকেও অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। আর গুনাহ হল দুনিয়ার সকল রোগ থেকেও ভয়ঙ্কর রোগ এবং জাহান্নামের আগুন হল মৃত্যুর চেয়েও অনেক কঠিন। আর গুনাহের পরিণামে জাহান্নামে যাওয়ার সংবাদদাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাদের সংবাদ একজন ডাক্তারের সংবাদের চেয়ে অনেক বেশি সত্য। সুতরাং গুনাহ হয়ে গেলে, তার জন্য এরচেয়েও অধিক অনুতপ্ত তথা দুঃখ-কষ্ট হওয়া উচিত। যা কারো সন্তানের এমন রোগের সংবাদ যে রোগের কোন চিকিৎসা নেই এবং খুব শীঘ্রই সে মারা যাওয়ার সংবাদ শুনে হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! স্বীয় গুনাহের উপর যত বেশি দুঃখ-কষ্ট হবে, গুনাহ দূর হওয়ার সুযোগও তত অধিক পরিমাণ হবে। যেহেতু সত্যিকারের অনুতপ্ত হল—অন্তর নরম হওয়া এবং অধিক পরিমাণে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া। আর হাদিস শরিফে এসেছে, তোমরা তাওবাকারীর সাথে বসো। কেননা তাদের অন্তর নরম হয়ে থাকে। অনুতপ্তের আরেকটি আলামত হল—গুনাহের স্বাদ ও আগ্রহ অন্তর থেকে দূর হয়ে যাওয়া এবং তার তিক্ততা ও তার প্রতি ঘৃণা অন্তরে বসে যাওয়া।[১৪]

গুনাহের উপর পেরেশান হওয়া

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الذَّنْبَ فَاِذَا ذَكَرَهٗ اَحْزَنَهٗ وَاِذَا نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ قَدْ اَحْزَنَهٗ غَفَرَلَهٗ مَاصَنَعَ قَبْلَ اَنْ يَّاْخُذَ فِیْ كَفَّارَتِهٖ بِلَا صَلَاةٍ وَّلَاصِيَامٍ

। "হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি

[১৪] এহইয়াউল উলূম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—বান্দা যদি কখনো কোন গুনাহ করে আর যখন উক্ত গুনাহ স্মরণ হয়, তখন সে পেরেশান হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলা দেখেন যে, গুনাহ তাকে পেরেশান করে ফেলেছে, তখন সালাত-সিয়াম ও কাফ্‌ফারায় লিপ্ত হওয়ার আগেই তার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।"[১৫]

হজরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমার বাণী

হজরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন—কোন বান্দা যখন স্বীয় গুনাহকে স্মরণ করে দুঃখিত হয় এবং তার অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হয়, তখন ঐ সময়েই তার গুনাহ তার আমলনামা থেকে মুছে দেওয়া হয়।[১৬]

এ অবস্থাটা কোন লোকদের নসিব হয়? একমাত্র তাদেরই নসিব হয়, যারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও বড়ত্বকে মানে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিআল্লাহু আনহুর বাণী

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি তোমাদেরকে যে সকল কথা বলে থাকি, সেগুলো হয়তো কোন নবির বাণী অথবা কোন আসমানী গ্রন্থের বাণী। নিশ্চয় যখন কোন বান্দা গুনাহ করে এবং তারপর উক্ত গুনাহের উপর চোখের পলক পরিমাণ অনুতপ্ত হয়, তখন উক্ত গুনাহ তার ঐ চোখের পলক ফেলার পূর্বেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১৭]

খাঁটি তাওবা

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ اَنْ يَتُوْبَ مِنْهُ ثُمَّ لَا يَعُوْدَ فِيْهِ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে

---

[১৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া; কানযুল উম্মাল: কিতাবুত তাওবা
[১৬] মাওজিবু দারুস সালাম
[১৭] তাবরানী

> বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবা হল, উক্ত গুনাহ থেকে ফিরে আসা এবং পুনরায় উক্ত গুনাহ আর না করা।"[১৮]

অর্থাৎ উক্ত গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

তাওবার পদ্ধতি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَاعَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِيْ اللهَ فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ اَلنَّدَامَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ

> "হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন (ইফকের ঘটনার সময়) আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– হে আয়েশা! তুমি যদি গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা গুনাহের তাওবা এটাই যে, গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া এবং ইস্তিগফার করা।"[১৯]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং তার উপর গুনাহের অপবাদ আরোপকারীদের জন্য তাঁর অভিশাপ ও শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

তাওবার নিয়ম

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً: اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ

> "হজরত আতা ইবনে ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে মুরসাল বর্ণনা এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ

---

[১৮] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২৩৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৭৫২৪

[১৯] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৬২৭৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২৩৬

করেন—যখন তুমি কোন গুনাহ করে ফেল, তখন উক্ত গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা করে নাও। গোপন গুনাহের জন্য গোপন তাওবা। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য প্রকাশ্যে তাওবা।"[২০]

ঠাট্টা নয়, তাওবা কর

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَ مُقِيْمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ وَمَنْ آذٰى مُسْلِمًا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ مِثْلُ مَنَابِتِ النَّخْلِ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—গুনাহ থেকে তাওবাকারীর উপমা হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার কোন গুনাহ নেই। আর গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ইস্তিগফারকারী ব্যক্তি হল স্বীয় রবের সাথে ঠাট্টাকারীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দেবে, যত খেজুর গাছ জন্মিবে তার সমপরিমাণ গুনাহ ঐ ব্যক্তির হবে। অর্থাৎ অধিক গুনাহ। মদিনায় যেহেতু খেজুরের আধিক্য ছিল এজন্য খেজুর গাছের উপমা দিয়েছেন।"[২১]

তাওবা কবুল হওয়ার নিদর্শন

কোন বান্দা যখন খাঁটি অন্তরে তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা এমন তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। যেমন কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

[২০] কিতাবুয যুহদ: ইমাম আহমাদ রাহি.
[২১] বায়হাকী: শুআবুল ঈমান

> "নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন।"[২২]

যে ব্যক্তির তাওবা কবুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বরকতে তার কয়েকটি নিদর্শন লাভ হয়। যথা—

ক. নেককার ও ইমানদারদের সংশ্রবের আগ্রহ এবং খারাপ বন্ধু-বান্ধব এবং মন্দ লোকদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকা।

খ. গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং নেক কাজের আগ্রহ।

গ. অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসা বের হয়ে যাওয়া। দুনিয়া তার হাতে থাকবে, কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করবে না। সে তার দুনিয়াকেও দীন অনুযায়ী চালাবে এবং খরচ করবে।

ঘ. আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতসমূহের অনুসরণের আগ্রহ।[২৩]

অনুতপ্ত হলেই মাগফিরাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَنَدِمَ غَفَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ ذَالِكَ الذَّنْبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ

> "হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত গুনাহ থেকে তাওবা করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।"[২৪]

কাল নয়, আজই তাওবা করুন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلتَّسْوِيْفُ شِعَارُ الشَّيْطَانِ يُلْقِيْهِ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ

[২২] বাকারা- ২: ২২২
[২৩] আল-হুব্বু ওয়াল-বুগদু ফিল-কুরআন
[২৪] মু'জামুল আওসাত লিত-তাবরানী

"হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তাওবা ও নেক আমলকে বিলম্ব করা শয়তানের তরিকা। যা সে ইমানদারদের অন্তরে জাগ্রত করে।"[২৫]

তাওবার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়। কারণ মৃত্যুর তো কোন ঠিক নেই কখন এসে গ্রাস করে। "কাল তাওবা করব, কাল তাওবা করব" এটা হল শয়তানের ধোঁকা। যা সে মুমিনদের অন্তরে জাগ্রত করে থাকে। সুতরাং ইমানদারদের শয়তানের আনুগত্য করা উচিত নয়।

খারাপ দিন কোনটি?

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে খারাপ দিন এবং খারাপ রাতসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আপনারা কি জানেন যে, খারাপ দিন কোনটি? হ্যাঁ! খারাপ দিন হল সেদিন যেদিন মানুষের কোন গুনাহ হয়ে যায়, জুলুম হয়ে যায় এবং তাওবার তাওফিক হয় না। আমরা তো মনে করি যেদিন আমাদের নিকট কোন টাকা-পয়সা না থাকে কিংবা কোন বিপদাপদ আসে, সেদিনটি হল খারাপ দিন। আসলে এমনটি নয়। এক বর্ণনায় এসেছে—মৃত্যু হল গণিমত আর গুনাহ হল মুসিবত। অভাব-অনটন হল শান্তি আর প্রাচুর্য হল শাস্তি তথা পরীক্ষা। বিবেক হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপহার আর মূর্খতা হল পথভ্রষ্টতা। জুলুম হল লজ্জা আর আল্লাহ তা'আলার অনুগত্য হল চোখের শীতলতা। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কাঁদা হল জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর হাসি হল শরীরের ধ্বংস। আর গুনাহসমূহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাহ নেই।[২৬]

উত্তম গুনাহগার কে?

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ

[২৫] ফিরদাউসে দায়লামী
[২৬] বায়হাকী

الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—প্রত্যেক আদম সন্তানই কমবেশী গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার হল ঐ ব্যক্তি যে বেশি বেশি তাওবা করে।"[২৭]

বার বার পিছলে পড়া এবং বার বার উঠে দাঁড়ানো

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتِنَ التَّوَّابَ

> "হজরত আলী রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন মুমিন বান্দাই পছন্দ, যে বার বার গুনাহে (শয়তানের ধোকায় পড়ে) লিপ্ত হয় এবং সে বার বার তাওবা করে।"[২৮]

তাওবা যদি বার বার ভেঙ্গে যায়, তাহলে শয়তানের এই ধোঁকায় পড়া উচিত নয় যে, কতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় রবের সাথে এমন ঠাট্টা করতে থাকবে। অনেক বার তো তাওবা ভেঙ্গে ফেললে। সুতরাং তাওবা ছেড়ে দাও। মূলত বিষয়টি এমন নয়, বরং বার বার তাওবা করা আল্লাহ তা'আলার অধিক প্রিয়।

তাওবা সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী বাণী

সর্বদা গুনাহ থেকে পবিত্র থাকা একমাত্র ফেরেশতাদের কাজ এবং তাদের পক্ষেই সম্ভব। সর্বদা গুনাহে ডুবে থাকা এবং হকের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকা শয়তানের কাজ। আর এ দুটির মধ্যবর্তী থেকে গুনাহ ত্যাগ করে তাওবাকারী হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হওয়া এটা হল হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও বনী আদমের বৈশিষ্ট্য। আর বাস্তবতা হল যে

[২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪২৫১; সুনানে দারেমী: হাদিস নং ২৭৬৯
[২৮] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৮১০

ব্যক্তি তাওবা করে অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা ও মার্জনার চেষ্টা করে, সে যেন স্বীয় পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের সাথেই নিজের সম্পর্ক ঠিক করে নিল। যে ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গুনাহ ও অবাধ্যতার উপর অটল রইল, সে যেন শয়তানের সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে নিল এবং এটাকেই সুদৃঢ় করতে ব্যস্ত রইল।[২৯]

তাওবাকারী পরিশ্রমী আবেদ থেকেও অগ্রগামী

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذُّنُوْبِ

> "হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি চায় যে সে ধারাবাহিকভাবে পরিশ্রমকারী (রিয়াজাত ও মুজাহাদাকারী) আবেদের চেয়েও অগ্রগামী হবে, তার জন্য কর্তব্য হল গুনাহ থেকে বিরত থাকা।"[৩০]

আপনার আশেপাশে যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে যার ইবাদাত ও মুজাহাদার উপর আপনার ঈর্ষা হয় কিন্তু স্বল্প সাহসের কারণে তার মত ইবাদাতের শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষাই করে যাচ্ছেন, তাহলে আপনার জন্য উত্তম সুযোগ হল, সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা এবং সন্দেহ ও সংশয় থেকেও দূরে থাকা। তাহলে আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। তাওবা এমন এক মহৌষধ যা একজন সাধারণ মানুষকে ধারাবাহিকভাবে পরিশ্রমকারী (রিয়াজাত ও মুজাহাদাকারী) আবেদের মর্যাদায় উন্নীত করে দেয়।

اللّٰهم ارزقنا صدق النية واجعلنا من التوابين

তাওবার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত

হে মুসলমানেরা! তাওবার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের মহান

[২৯] কিমিয়ায়ে সা'আদাত
[৩০] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২৩৯ হাদিস নং ১৭৫২৮

রব আল্লাহ তা'আলা নিজেই আমাদের সকলকে তাওবার জন্য ডাকছেন। চাই কোন ডাকাত কিংবা চোর হোক, কোন মাদকাসক্ত কিংবা ব্যভিচারী হোক, কোন মিথ্যাবাদী কিংবা ধোঁকাবাজ হোক, কোন খিয়ানতকারী কিংবা হত্যাকারী হোক, কোন জুয়ারী কিংবা নেশাগ্রস্ত হোক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩১]

সুবহানাল্লাহ! কারও জন্য তাওবার দরজা বন্ধ নয়। না কোন মুশরিকের জন্য, না কোন কাফিরের জন্য। তারাও তাওবা করে ইমান গ্রহণ করতে পারে। আর না কোন কবিরা গুনাহকারী মুসলমানের জন্য। আসুন! সকলে চলে আসুন। রবের রহমতের দিকে। রবের মাগফিরাতের দিকে এবং রবের জান্নাতের দিকে। হে আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্যিকারের তাওবা করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের সকলের তাওবাকে কবুল করুন এবং আমাদের সকলকে তাওয়্যাবীন তথা তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন!

يَا غَفَّارُ يَاغَفُوْرُ يَاتَوَّابُ يَاعَفُوُّ يَارَءُوْفُ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আসুন! এ আয়াতটির উপর বরকতময় একটি বাণীও পাঠ করে নিই। হজরত শাহ আবদুল কাদের রাহি. এর তাফসির। শাহ আবদুল কাদের রাহি. বলেন—

"আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, তখন যে সকল কাফিররা ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, তারা মনে করতে লাগল যে,

[৩১] যুমার- ৩৯: ৫৩

নিশ্চয় ঐ দিকে (ইসলামের পক্ষে) আল্লাহ আছেন। এটা মনে করে তারা তাদের ভুল থেকে সরে গেল কিন্তু চক্ষু লজ্জায় মুসলমান হল না। বলতে লাগল যে, এখন কি আর আমাদের মুসলমানি কবুল হবে? ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছি, লড়াই করেছি এবং কত আল্লাহ পূজারীকে হত্যা করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন– এমন কোন গুনাহ নেই, যার তাওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। হতাশ হয়ো না। তাওবা কর এবং ফিরে আসো। ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তবে মাথার উপর যখন আজাব চলে আসবে কিংবা মৃত্যুর বিভীষিকা শুরু হয়ে যাবে, তখন আর তাওবা কবুল করা হবে না।"[৩২]

আমরা মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণকারী সোভিয়েত সৈন্য ও শাসকদেরকে এবং ইরাক ও আফগানিস্তানে আমাদের মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করে ফেরত যাওয়া সম্মিলিত বাহিনীর ক্ষেত্রে এই আয়াতকে কাজে লাগাতে পারি। তাদেরকে দাওয়াত দিতে পারি যে, তাওবা করে ইমান গ্রহণ করে নাও। তারা তো নিজ চোখেই দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাথে আছেন। আর না হয় এমন বিশাল সামরিক শক্তি এমন নিরীহ-দুর্বল মুজাহিদদের সামনে এভাবে অসহায় মনে হত না।

তাওবার দরজা কত বড়?

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا؛ عَرْضُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا

> "হজরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— তাওবার একটি দরজা রয়েছে। যার উভয় কপাটের মাঝে দূরত্ব হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্বের সমান। এ দরজা ঐ সময় পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত না

[৩২] তাফসীরে উসমানী

হবে।"[৩৩]

মুমিনের উপমা

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِیْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِیْ آخِیَّتِهٖ یَجُوْلُ ثُمَّ یَرْجِعُ اِلٰی آخِیَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ یَسْهُوْ ثُمَّ یَرْجِعُ؛ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِیَاءَ؛ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِیْنَ

"হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মুমিন ও ইমানের উপমা হল এমন, যেমন ঐ ঘোড়া যাকে কোন খুটিতে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আর সে ঘুরাফেরা করে পুনরায় স্বীয় খুটির নিকট ফিরে আসে। (রশি তাকে দূরে যেতে ও চড়তে দেয় না) মুমিনের উপমাও ঠিক এমন। সে ভুলে যায় (গুনাহ করে ফেলে) পুনরায় ফিরে আসে...। এজন্য নিজের খানা নেককারদেরকে খাওয়াও এবং নিজের অনুগ্রহ মুমিনদের সাথে কর।"[৩৪]

বার বার তাওবা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَهٗ ذَنْبٌ یَعْتَادُهُ الْفَیْنَةَ بَعْدَ الْفَیْنَةِ اَوْ ذَنْبٌ هُوَ مُقِیْمٌ عَلَیْهِ لَا یُفَارِقُهٗ حَتّٰی یُفَارِقَ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفْتَنًا تَوَّابًا نَسَّاءً اِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ

"হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—প্রত্যেক

---

[৩৩] কানযুল উম্মাল: হাদিস নং ১০১৮৯
[৩৪] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং

মুমিনেরই বিভিন্ন সময় কিছু গুনাহ হয়ে থাকে অথবা কিছু সে করে থাকে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়তে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া না ছাড়ে। বাস্তবতা হল—মুমিনকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এমনভাবে যে, সে বার বার গুনাহে লিপ্ত হয় এবং বার বার তাওবা করে। বার বার ভুলে যায়। যখন তাকে তাওবার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা গ্রহণ করে। (অথবা তাকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন সেও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে অর্থাৎ তাওবার দিকে অনুগামী হয়ে যায়)"[৩৫]

মৃত্যু কামনা নয় বরং তাওবা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যু কামনা করো না। কেননা সে যদি নেককার হয় তাহলে হয়তো তার নেক বৃদ্ধি পাবে। আর যদি সে গুনাহগার হয়, তাহলে হয়তো সে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে।"[৩৬]

স্বর্ণের পাহাড় চাই না, চাই তাওবার দরজা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا فَإِنْ أَصْبَحَ ذَهَبًا اِتَّبَعْنَاكَ فَدَعَا رَبَّهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ

[৩৫] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২৪১ হাদিস নং ১৭৫৩৩
[৩৬] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৭২৩৫

لَكَ: اِنْ شِئْتَ اَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ وَاِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ

"হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন– আপনার রবের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দেন। তিনি যদি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেন, তাহলে আমরা আপনার কথা মেনে নেব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু তাদের ইমানের অনেক বেশী প্রত্যাশী ছিলেন এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করা শুরু করলেন। হজরত জিবারঈল আলাইহিস সালাম হাজির হলেন এবং আরজ করলেন– আপনার রব আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে বলেছেন যে, আপনি যদি চান তাহলে আমি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেব। কিন্তু এরপরে যদি কেউ কুফরী করে, তাহলে তাকে এমন শাস্তি দিবেন যে, এমন শাস্তি এর পূর্বে আর কাউকে দেননি। আর যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের জন্য তাওবা এবং রহমতের দরজা খুলে দেব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণ বানানো নয় বরং তাওবা এবং রহমতের দরজা চাই।"[৩৭]

ইস্তিগফার ও তাওবা পুরো জীবনের জন্য

১. কেউ যদি কাফির ও মুশরিক হয়, তাহলে কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে নিতে হবে। এটা তার জন্য কর্তব্য। আর না হয় চিরদিনের জন্য ব্যর্থতায় পতিত হবে।

২. যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নামে মুসলমান। যেমনঃ মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে কিন্তু তার অন্তর উদাসীন এবং সে নিজেও দীন ও ইমান

[৩৭] তাবরানী; মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ হাদিস নং ১৭৪৯২

সম্পর্কে জাহেল। তাহলে তার জন্য কর্তব্য হল এই গাফলত এবং জাহালাত থেকে তাওবা করা। আর এ তাওবার জন্য জরুরি হল ইমানের অর্থ এবং করণীয় সম্পর্কে জানা। অতঃপর কর্তব্য হল– তার অন্তরে ইমানের বাদশাহকে বিজয়ী করা এবং ইমানের এই রাজত্ব তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চালু করা এবং শয়তানের রাজত্ব ও শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা। যখন গুনাহ হয় তখন পরিপূর্ণভাবে ইমান থাকে না। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

> "যে ব্যক্তি যিনা করে কিংবা চুরিতে লিপ্ত হয়, তখন ঐ অবস্থায় তার অন্তর মুমিন থাকে না।"

আবার এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সে একেবারে কাফির হয়ে যায়। বরং ইমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

৩. কাফির যদি কুফর থেকে তাওবা করে নেয়, উদাসীন মুসলমান যদি উদাসীনতা এবং জাহালাত থেকে তাওবা করে নেয়, তাহলে এখন তার মোকাবিলা হবে বাতেনী তথা গোপন গুনাহসমূহের উৎসের সাথে। যেমনঃ খানার লোভ, খ্যাতির লোভ, ধন-সম্পদের লোভ, হিংসা ও রাগের জোশ, অহংকার ও গর্বের লোভ ও লৌকিকতার অভ্যাস ইত্যাদি। এগুলোই হল ঐ উৎস যেগুলো থেকে সকল গুনাহর জন্ম হয়। তাই এগুলো থেকেও তাওবা করতে হবে।

৪. যদি এ সকল কামনা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ হয়ে যায়, তাহলে এখন শুরু হবে ওয়াসওয়াসার আক্রমণ। নফসের অন্যায় আবেদন ও অবৈধ জল্পনা-কল্পনা। তাই এগুলো থেকেও তাওবা করতে হবে। যেন এগুলো ভুল পথে নিক্ষেপ করতে না পারে।

৫. উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহলে গাফলতের অবস্থা থেকে তাওবার স্তর শুরু হবে।

৬. এগুলো থেকেও যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহলে কুরবে ইলাহী তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের সামনের স্তর পেছনের স্তর থেকে উচ্চ

পর্যায়ের হবে। এমন উচ্চ পর্যায়ের হবে যে, যখন সামনের স্তরে পৌঁছবে তখন পেছনের স্তরের জন্য লজ্জিত হবে। আর তখন তাওবা করবে। সুতরাং প্রতিটি মানুষ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাওবার মুখাপেক্ষী।[৩৮]

ইস্তিগফার ও তাওবার মধ্যে পার্থক্য কী?

কয়েকটি কথা বুঝে নিন—

১. ইস্তিগফারের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। গুনাহের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে বাঁচার আবেদন করা।

২. তাওবার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হওয়া। স্বীয় গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া। গুনাহকে ছেড়ে ভবিষ্যতে আর কখনো না করার দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা।

৩. তাওবা ইস্তিগফার ব্যতীত হয় না। অর্থাৎ তাওবার মধ্যে ইস্তিগফার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং পরিপূর্ণ ইস্তিগফার তাওবা ব্যতীত অর্জন হয় না। এ হিসেবে উভয়টির অর্থ একই। আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। স্বীয় গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া। গুনাহকে ত্যাগ করা। ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। এটাকে ইস্তিগফারও বলা হয় এবং তাওবাও বলা হয়।

৪. উভয়টির মাঝে কিছু পার্থক্যও হতে পারে। যখন তাওবা ব্যতীত ইস্তিগফার করা হয়। অর্থাৎ ইস্তিগফারের উদ্দেশ্য হল নিজের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও মাগফিরাত কামনা করা। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে গুনাহ ত্যাগ করেনি। তখন ইস্তিগফার হল একটি দু'আ। আর দু'আ হল ইবাদাত। মাগফিরাতের এই দু'আ কখনো কবুল হয়ে যায় আবার কখনো কবুল হয় না।

৫. ইস্তিগফার ও তাওবার মধ্যে এটাও একটা পার্থক্য বর্ণনা করা হয় যে, ইস্তিগফারের উদ্দেশ্য হল অতীতে যা কিছু হয়েছে সেগুলোর ক্ষতি

থেকে বাঁচার আবেদন করা আর তাওবার উদ্দেশ্য হল ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতের মন্দ আমল এবং এর ক্ষতি থেকে বাঁচার আবেদন করা। এজন্য ইস্তিগফার ও তাওবা উভয়টিই করা উচিত।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

৬. আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে থাকেন। কখনো তাওবা তথা গুনাহ ত্যাগ করার দ্বারা এবং অনুতপ্ত হওয়ার দ্বারা। আর কখনো নেক কাজের প্রতিদানে। কখনো বিপদাপদের প্রতিদানে। আর কখনো শুধুমাত্র ইস্তিগফার তথা ক্ষমা ও মাগফিরাতের দু'আ করার দ্বারা। এ বর্ণনা থেকেও ইস্তিগফার ও তাওবার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

মোটকথা হল, কখনো ইস্তিগফার ও তাওবা উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো উভয়টির অর্থের মধ্যে সামান্য পার্থক্য হয়ে থাকে। ইস্তিগফারের অর্থ হল অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর তাওবার অর্থ হল গুনাহ ত্যাগ করে নেকির দিকে ফিরে আসা।

তাওবা করা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَحَدُنَا يُذْنِبُ قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوْبُ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيَعُوْدُ فَيُذْنِبُ قَالَ: فَيُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوْبُ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتّٰى تَمَلُّوا

> "হজরত উকবা বিন আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মধ্য হতে যদি কেউ গুনাহ করে...?
>
> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: লেখা হবে।

সে জিজ্ঞেস করল: সে যদি তাওবা ও ইস্তিগফার করে তাহলে...?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তার তাওবা কবুল করা হবে এবং তাকে মাগফিরাত দান করা হবে।

সে আবার জিজ্ঞেস করল: সে যদি পুনরায় গুনাহ করে তাহলে...?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তাহলে এটাও তার বিরুদ্ধে লেখা হবে।

সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল: সে যদি আবার তাওবা ও ইস্তিগফার করে তাহলে...?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তার তাওবা কবুল করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে ক্লান্ত হোন না। বরং তোমরাই বার বার গুনাহ এবং তাওবা করে ক্লান্ত হয়ে যাও।"[৩৯]

উদ্দেশ্য হল প্রত্যেকবার খাঁটি অন্তরে তাওবা কর এবং শয়তানের কুমন্ত্রণাকে ছেড়ে দাও যে আমি বার বার তাওবা ভঙ্গ করছি। এখন কোন মুখে ক্ষমা চাইব। ঠিক নেই কখন আমার এই তাওবাও ভেঙ্গে যায়। কেননা এভাবে শয়তান আপনাকে হতাশা ও গুনাহের অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে দেবে। তাওবা যদি খাঁটি হয়, তাহলে দিনে যদি সত্তর বারও গুনাহ হয়ে যায়, তাহলেও নিরাশ হয়ো না এবং ক্লান্ত হয়ে তাওবা ছেড়ে দিও না। একাত্তর বারও যদি খাঁটি অন্তরে তাওবা করে নাও, তাহলেও আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল করতে ক্লান্ত হোন না।

তাওবার আশ্চর্য ফজিলত

এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তাওবা ও ইস্তিগফার করে—

১. আল্লাহ তা'আলার হিকমতে গুনাহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তার গুনাহ লিখতে ভুলে যায়।

২. ঐ ব্যক্তির হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উক্ত গুনাহকে ভুলে যায়, যে অঙ্গের দ্বারা সে উক্ত গুনাহ করেছে।

---

[৩৯] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২৪০ হাদিস নং ১৭৫৩০

৩. ঐ স্থানও উক্ত গুনাহকে ভুলে যায়, যেখানে সে উক্ত গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। তাহলে যেন গুনাহগার যখন (যে তাওবা করেছে) আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছবে, তখন তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষীই (ফেরেশতা, শরীরের ঐ অঙ্গ যার সাহায্যে গুনাহ করেছে এবং ঐ স্থান যেখানে গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। এগুলোই হল ঐ সাক্ষী যা গুনাহগারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে) বিদ্যমান না থাকে।

হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন—তাওবা কর তাওবা। আমি নিজেও প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—ঐ ব্যক্তি কে, যে গুনাহগার নয়? কিন্তু এই গুনাহগারদের মধ্যে সর্বোত্তম হল সে, যে তাওবা করে নেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—গুনাহগার তাওবা করে নিলে এমন হয়ে যায় যে, মনে হয় যেন সে কখনো গুনাহই করেনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—গুনাহ থেকে তাওবা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল—পুনরায় উক্ত গুনাহের নাম পর্যন্ত না নেওয়া। [৪০]

তাওবা হজরত আদম আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকার

হজরত হাসান বসরী রাহি. থেকে বর্ণিত আছে—

আল্লাহ তা'আলা যখন হজরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল করলেন, তখন তাকে ফেরেশতারা ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম ও মিকাইল আলাইহিস সালাম তার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন—

> হে আদম! আল্লাহ তা'আলা যখন আপনার তাওবা কবুল করেছেন, তখন আপনার কলিজা ঠাণ্ডা হয়েছে। হজরত আদম আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন—হে জিবরাইল! তাওবা কবুল হওয়ার পরেও যদি আমাকে জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে

[৪০] কিমিয়ায়ে সা'আদাত

পুনরায় আমার ঠিকানা কোথায়? ঐ সময় তার উপর ওহী আসল যে, হে আদম! আপনি আপনার সন্তানদের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে দুঃখ-কষ্ট রেখে যাচ্ছেন এবং তাওবাও রেখে যাচ্ছেন। তাই যে কেউ এগুলোর মধ্যে আমাকে ডাকবে আমি তা শুনব, যেমনটি আপনার ডাক শুনেছি এবং যে কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার উপর কৃপণতা করব না। কেননা আমার নাম "কারীবুন" তথা নিকটবর্তী এবং "মুজীবুন" তথা জবাবদাতা। হে আদম! তাওবাকারীদেরকে কবর থেকে হাসি-খুশি অবস্থায় সুসংবাদপ্রাপ্ত হিসেবে উঠাব। [৪১]

ইস্তিগফার জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়

হজরত আবু বারযা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হজরত আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাথে কথা বলে সান্ত্বনা লাভ করতেন। যখন তাকে ফেরেশতাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হল, তখন হজরত আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতে যাওয়ার জন্য একশত বছর কেঁদেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন– হে আদম! কোন বস্তু তোমাকে এমন পেরেশান করে রেখেছে? হজরত আদম আলাইহিস সালাম তখন উত্তরে বললেন যে, আমি কেন পেরেশান হব না, যেখানে আপনি আমাকে জান্নাত থেকে নামিয়ে জমিনে নিয়ে এসেছেন। আমার তো জানা নেই যে, পুনরায় আমি জান্নাতে যেতে পারব কিনা? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম তুমি এ দু'আটি পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّيْ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

হে আল্লাহ! আপনি এক। আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনার কোন শরিক নেই। হে আল্লাহ আপনি পবিত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত। হে আমার রব! নিশ্চয় আমি খারাপ

[৪১] এহইয়াউল উলূম

কাজ করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় অপনি সর্বাধিক দয়ালু।

দ্বিতীয়ত এ দু'আটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

হে আল্লাহ! আপনি এক। আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনার কোন শরিক নেই। হে আল্লাহ আপনি পবিত্র। হে আমার রব! আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় অপনি সর্বাধিক দয়ালু।

তৃতীয় এ দু'আটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ رَبِّ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ—হে আল্লাহ! আপনি এক। আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ আপনি পবিত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত। আপনার কোন শরিক নেই। হে আমার রব! আমি খারাপ কাজ করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় অপনি সর্বাধিক দয়ালু। [৪২]

এ কালিমাসমূহ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও অবতীর্ণ করেছেন। নিম্নের আয়াতে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

فَتَلَقّٰى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা

[৪২] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ১৩৭৫৩

কবুলকারী, অতি দয়ালু।"[৪৩]

দুনিয়াতে ভয় পরকালে নিরাপত্তা

عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِنَّ التَّوْبَةَ تَغْسِلُ الْحَوْبَةَ وَاِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ؛ وَاِذَا ذَكَرَالْعَبْدُ رَبَّهُ فِيْ الرَّجَاءِ اَنْجَاهُ الْبَلَاءِ؛ وَذَالِكَ لِاَنَّ يَقُوْلُ: لَا اَجْمَعُ لِعَبْدِيْ اَبَدًا اَمَنَيْنِ؛ وَلَا اَجْمَعُ لَهٗ خَوْفَيْنِ اِنْ هُوَ اَمِنَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا خَافَنِيْ يَوْمَ اَجْمَعُ فِيْهِ عِبَادِيْ؛ وَاِنْ هُوَ خَافَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا اَمَّنْتُهٗ يَوْمَ اَجْمَعُ فِيْهِ عِبَادِيْ فِيْ حَضِيْرَةِ الْقُدْسِ فَيَدُوْمُ لَهٗ اَمْنُهٗ وَلَا اَمْحَقُهٗ فِيْمَنْ اَمْحَقُ

"হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তাওবা গুনাহকে ধুয়ে দেয় এবং নেক কাজ মন্দ কাজকে নিঃশেষ করে দেয়। আর বান্দা যখন স্বীয় রবকে খুশি ও ভয়ের সময় স্মরণ রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষার সময়ে মুক্তি দান করেন। আর সেটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি কখনোই স্বীয় বান্দার জন্য দুটি নিরাপত্তা ও দুটি ভয় একত্রিত করব না। সে যদি দুনিয়াতে আমার প্রতি নির্ভয় থাকে তাহলে সেদিন আমাকে ভয় করবে, যেদিন আমি স্বীয় বান্দাদেরকে একত্রিত করব। আর যদি সে দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে তাহলে আমি সেদিন তাকে নিরাপত্তা দান করব, যেদিন আমি আমার বান্দাদেরকে "হাজিরাতুল কুদসে" একত্রিত করব। তখন তার নিরাপত্তা তার জন্য স্থায়ী হবে এবং আমি তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস করে দেব না।"[৪৪]

[৪৩] মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ হাদিস নং ১৭৫৩০
[৪৪] হিলইয়াতুল আউলিয়া

জান্নাতের একটি দরজা শুধুমাত্র তাওবার জন্য

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ؛ سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ، وَبَابٌ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ

> "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। সাতটি দরজা বন্ধ রয়েছে আর একটি দরজা তাওবার জন্য ঐ সময় পর্যন্ত খোলা, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় না হবে।"[৪৫]

তাওবা হল একটি নুর

তাওবার শুরুটা হল অন্তরে একটি মারেফাতের নুর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একটি আলো নসিব হয় এবং উক্ত নুরের আলোতে তাকে দেখানো হয় যে, গুনাহ হল একটি জীবন বিধ্বংসী বিষ। আর এই বিষ সে অনেক বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেছে। তাই দুনিয়াতে যেমন বিষ পানকারী ব্যক্তি কিংবা কোন বিষাক্ত সাপে দংশনকারী ব্যক্তি পেরেশান ও আতঙ্কিত হয়ে বাঁচার চেষ্টা করে থাকে এবং তার প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় যেন কোন না কোনভাবে এই বিষের ক্রিয়া ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে ধ্বংস থেকে বেঁচে যায়। ঠিক এমনিভাবে তাওবার অনুগামী ব্যক্তিও যখন এটা অনুভব করে যে, আমার সকল প্রবৃত্তি পূজা মূলত ঐ মধুর ন্যায় ছিল, যার মধ্যে বিষ মেশানো ছিল। খাওয়ার সময় তো খুব সুস্বাদু এবং অত্যন্ত মিষ্টি মনে হয়েছে কিন্তু শেষ পরিণাম সাপের দংশনের ন্যায় বিষে ভরপুর ছিল। এখন যদি সেই বিষকে সে নিজের সাথে নিয়ে মারা যায়, তাহলে ধ্বংস ও আজাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই ঐ সময় গুনাহের পেরেশানি ও অনুতপ্ততা তাকে ঘিরে ধরে এবং তার ভেতরে অস্থিরতার এক আগুন লেগে যায় এবং নিজের কৃত গুনাহের ক্ষমা ও ক্ষতি পূরণের ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হয়ে যায় এবং বার বার তার কণ্ঠে এ

[৪৫] আবু ইয়ালা; তাবরানী

বাক্যই উচ্চারিত হতে থাকে যে, হে আল্লাহ! আমি আর কখনো গুনাহের কাছেও যাব না। তখন তার সকল চলাফেরায় একটি বিপ্লব সাধিত হয়ে যায়। সে জুলুম ও বাড়াবাড়ি ছেড়ে পবিত্র ও বিশ্বস্ততার পথে চলে আসে। পূর্বে সে গর্ব-অহংকার, গাফলত ও অলসতার মূর্তপ্রতীক ছিল। আর এখন অনুতপ্তের অশ্রু তাকে বিষণ্ন ও চিন্তার মূর্তি বানিয়ে দেয়। পূর্বে গাফেল লোকদের সংশ্রব তার পছন্দনীয় ছিল। আর এখন আল্লাহওয়ালাদের সংশ্রব তার অন্তরের পছন্দনীয় হয়ে যায় এবং খারাপ সংশ্রবের প্রতি তার রাগ ও ঘৃণা লাগে। সুতরাং এই পেরেশানি, এই অনুতপ্ততা ও এই অস্থিরতাই প্রকৃত তাওবা। আর এর মূল হল ঐ নুর যাকে নুরে ইমান অথবা নুরে মারেফাত নাম দেওয়া হয়।[৪৬]

রাত-দিন তাওবা ও অনুতপ্ততা

তাল্লাক বিন হাবীব রাহি. বলেন—

আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা মানুষের জন্য কীভাবে সম্ভব! সে তো অসহায়। তবে হ্যাঁ! হয়তো এটা কাজে আসতে পারে যে, সকালে উঠবে তো তাওবার সাথে উঠবে এবং রাতে ঘুমাবে তো তাওবার সাথে ঘুমাবে। হাবীব বিন সাবিত বলেন যে, বান্দার সকল গুনাহ একটি একটি করে তাকে দেখানো হবে। এককেটি গুনাহ দেখে সে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠবে যে, আহ! হে নির্লজ্জ! আমি তোকেই সর্বদা ভয় করে আসছি। এই ভয়ের প্রকাশই আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়ে যাবে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

ঐ গুনাহ মানুষের জন্য জান্নাতে যাওয়ার উসিলা হয়ে যাবে, যে গুনাহের উপর মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত অনুতপ্ত থাকে এবং আফসোস করতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় আওয়াজ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ صَوْتٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ صَوْتِ عَبْدٍ لُهْفَانٍ؛ عَبْدٌ أَصَابَ ذَنْبًا فَكُلَّمَا ذَكَرَ

[৪৬] কিমিয়ায়ে সা'আদাত

ذَنْبَهُ اِمْتَلَأَ قَلْبُهُ فَرَقًا مِنَ اللهِ فَقَالَ: يَارَبَّاهُ

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– (গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়ার কারণে) আল্লাহ তা'আলার নিকট পেরেশান ব্যক্তির আওয়াজ থেকে অধিক প্রিয় কোন আওয়াজ নেই। যে বান্দা, যখনই সে নিজের গুনাহকে স্মরণ করে, তখনই তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠে এবং সে বলে হায় আমার রব।"[৪৭]

তাওবার আরও কিছু উপকারিতা

তাওবা মূলত আত্মিক পবিত্রতার নাম। এটা মানুষের ভেতরের ময়লা-আবর্জনা ও অপবিত্রতাকে দূর করে দেয়। তাওবার দরজা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। যতক্ষণ মৃত্যুর বিভীষিকা শুরু না হবে ততক্ষণ মানুষের তাওবা কবুল হয়ে থাকে। তাওবার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যথা—

১. তাওবাকারীর আল্লাহ তা'আলার মহব্বত লাভ হয়।

২. তাওবা করলে গুনাহ মিটে যায়। গুনাহের প্রভাব ধ্বংস হয়ে যায় এবং অধিকাংশ সময় উক্ত গুনাহগুলোকে নেকিতে পরিণত করে দেওয়া হয়।

৩. তাওবার দ্বারা মানুষের সমূহ কল্যাণ ও সফলতা লাভ হয়।

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৪৮]

---

[৪৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া
[৪৮] নূর- ২৪: ৩১

খাঁটি তাওবার শর্তসমূহ

খাঁটি তাওবার জন্য কিছু শর্তা রয়েছে। শুধুমাত্র মৌখিকভাবে তাওবা করা যথেষ্ট নয়। নিম্নের কয়েকটি বিষয় ঠিক রেখে তাওবা করলে ইন শা' আল্লাহ উক্ত তাওবা কবুল হয়ে থাকে। যথা—

১. **ইখলাস:** অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাওবা করা। অনেক লোক শুধুমাত্র এজন্য তাওবা করে, যেন দুনিয়াতে তার উপর কোন বিপদ না আসে।

২. **নাদামাত:** অর্থাৎ স্বীয় গুনাহের উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

৩. **ইকলা:** অর্থাৎ উক্ত গুনাহকে ত্যাগ করা।

৪. **আজম:** অর্থাৎ ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

৫. **ওয়াকত:** অর্থাৎ মৃত্যুর বিভীষিকা শুরু হওয়ার পূর্বেই তাওবা করে নেওয়া।

আমাদের সকলের উচিত এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজের সকল গুনাহ থেকে আজকেই তাওবা করে নেওয়া। আল্লাহ না করুক যদি তাওবা করার সাহস না হয়, তাহলে প্রত্যেক সালাতের পরে এ দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে খাঁটি তাওবার তাওফিক দান করুন। যখন কেঁদে কেঁদে বিনয়ের সাথে তাওবার দু'আ করবে, তখন ইন শা' আল্লাহ তাওবার প্রশস্ত দরজা আমাদের জন্য খুলে যাবে।

তাওবা কবুল হওয়ার কয়েকটি নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে তাওবার তাওফিক দান করেন এবং তার তাওবা কবুলও করে নেন, তখন এমন কিছু নিদর্শন প্রকাশ পায়, যার দ্বারা ধারণা করা যায় যে, এই বান্দার তাওবা কবুল হয়েছে এবং সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের উপযুক্ত হয়েছে। উক্ত নিদর্শনসমূহ থেকে কয়েকটি নিদর্শন হল—

১. **সৎ-সঙ্গ:** তাওবা কবুল হওয়ার বড় নিদর্শন হল– মানুষের সিদ্দিকীন,

মুজাহিদীন ও সালেহীন তথা নেককারদের সংশ্রব লাভ হয় এবং খারাপ বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মনে রাখবেন, সৎ-সঙ্গ হাজারো নেক আমলকে সহজ করে দেয়।

২. **নেককাজের আগ্রহ:** তাওবা কবুল হয়ে গেলে অন্তর নেককাজের দিকে ধাবিত হয় এবং গুনাহের প্রতি তার ভীতি সৃষ্টি হয়।

৩. **দুনিয়ার মুহাব্বাত ত্যাগ করা:** তাওবা কবুল হওয়ার পরে মানুষের জীবনের গতি দুনিয়া থেকে সরে আখিরাতের দিকে মোড় নেয়। অর্থাৎ তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালের প্রস্তুতি। দুনিয়া তার হাতে থাকে কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করে না। তার উদ্দেশ্য এমন হয় না যে, তার বাঁচা-মরা সবই দুনিয়ার জন্য।

নেকির উপর গর্ব নয়, গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া চাই

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلنَّادِمُ يَنْتَظِرُ التَّوْبَةَ وَالْمُعْجِبُ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ

> "হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন—গুনাহের উপর অনুতপ্ত তাওবার অপেক্ষা করে থাকে। আর নেকির উপর গর্বে লিপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার গজবের।"[৪৯]

আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন। অনেক লোক নেককাজ করেও ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ সে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত তাওফিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকে নিজের যোগ্যতা মনে করে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন করে। আর অনেক সৌভাগ্যবান লোক গুনাহ করেও সফল হয়ে যায় এবং সে এমনভাবে অনুতপ্ত হয় এবং এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়।

[৪৯] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ১৭৫১৬

সৌভাগ্যবান হল তাওবার উপর মৃত্যুবরণকারী

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ وَاهٍ رَاقِعٌ فَسَعِيدٌ مَّنْ هَلَكَ عَلٰى رَقْعِهِ

> "হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মুমিন গুনাহগার তাওবাকারী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কখনো গুনাহ করে কখনো তাওবা করে।) সৌভাগ্যবান হল ঐ ব্যক্তি, যার মৃত্যু আসে তাওবাবস্থায়।"[৫০]

পরিপূর্ণ পবিত্রতা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

> "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—গুনাহ থেকে তাওবাকারীর উপমা হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কোন গুনাহই করেনি।"[৫১]

শয়তানের শিক্ষা

শয়তান বলে যে, কতদিন তোমাদের তাওবা কবুল হবে? তোমরা তো প্রতিদিনই তাওবা ভঙ্গ কর। তাই এখন তাওবা করা ছেড়ে দাও। তাওবা তোমাদের সাধ্যের বস্তু নয়। গুনাহ তোমাদের থেকে ছুটতে পারে না। তোমরা আসলেই হতভাগা। এজন্য এভাবে প্রতিদিন তাওবা করা এবং এরপর তা ভঙ্গ করে আবার তাওবা করা যথেষ্ট মনে কর। আমার সামনে আত্মসমর্পণ কর এবং নিজেকে হতভাগা মনে করে গুনাহে ডুবে যাও।

---

[৫০] তাবরানী
[৫১] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪২৫০

এটা শয়তানের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের মহান রব বুঝাচ্ছেন যে, তাওবা করতেই থাক। তায়েব তথা তাওবাকারী হও। তাওয়্যাব তথা বেশি বেশি তাওবাকারী হও। যত বড় গুনাহই হয়ে যাক সাথে সাথে দৌড়ে আমার নিকট এসে তাওবা কর। তোমাদের কোন গুনাহই আমার রহমত থেকে বড় নয়। তাওবা ভঙ্গের গুনাহ হয়ে গেছে, তাহলে এই গুনাহের জন্যও পুনরায় তাওবা করো। একদিনে যদি ৭০ বারও তাওবা ভঙ্গ হয়, তাহলে প্রত্যেক বারই খাঁটি তাওবা করতে থাক। তুমি যত বেশি তাওবা করবে, ততই আমার প্রিয় হবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।"[৫২]

দ্রুত ইস্তিগফার করলে ফেরেশতারা গুনাহ লিখে না

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ صَاحِبِ الشِّمَالِ لَيَرْفَعَ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوِالْمُسِيْئِ فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً

"হজরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– বাম দিকের ফেরেশতা ছয় ঘণ্টা গুনাহগার মুসলিম বান্দার উপর থেকে কলম উঠিয়ে রাখে এবং অপেক্ষা করে যে, হয়তো বান্দা তাওবা করে নেবে। অতঃপর যদি সে অনুতপ্ত হয় এবং উক্ত গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করে নেয়, তাহলে সে ফেরেশতা তা না লিখে ছেড়ে দেয়। আর যদি সে তাওবা না করে, তাহলে তার একটি গুনাহ লিখা হয়।"[৫৩]

---

[৫২] বাকারা- ২: ২২২
[৫৩] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ১৭৫৭৬

বার বার তাওবা ভঙ্গ হলে বান্দার করণীয় কী?

যখন বার বার গুনাহ হয়, বার বার তাওবা ভঙ্গ হয়, তখনও বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দূরে না যাওয়া। বরং কেঁদে কেঁদে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়া। অজু করে মসজিদের কোনে গিয়ে বসুন। আর নেককার লোকদের সংস্পর্শ অবলম্বন করুন। আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া ব্যর্থতা। আর আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়া সৌভাগ্য। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ

"অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।"[৫৪]

অর্থাৎ গুনাহ হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হও। আর বল যে, হে মহান মালিক! পুনরায় জুলুম হয়ে গেছে। আমি আমার জীবনের উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। শয়তান বাধা দেবে কিন্তু অভিশপ্তের কথায় পড়বেন না।

ক্ষুদ্র গুনাহসমূহ থেকেও তাওবা করুন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِيَّاكُمْ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتّٰى يُهْلِكْنَهُ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঐ গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাক, যাকে ক্ষুদ্র মনে করা হয়। কেননা এমন গুনাহ জমা হতেই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।"[৫৫]

তাওবা হচ্ছে প্রতিষেধক ও গুনাহের উপর অটল থাকার চিকিৎসা

---

[৫৪] যারিয়াত- ৫১: ৫০
[৫৫] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ১৭৪৫৯

মানুষ সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—

এক. ঐ সকল লোক যাদের গুনাহের দিকে কোন মনোযোগ ও আকর্ষণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সৃষ্টিই করেছেন এমনভাবে যে, তারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ভাল কাজের দিকে এগিয়ে যায়। যেমনটি হাদিস শরিফে এসেছে-—

> "তোমার রব এমন যুবককে পছন্দ করেন, যে যুবক জাহালাত ও অনর্থক কাজের দিকে না যায়।"[৫৬]

এমন লোক খুব কমই হয়ে থাকে।

দুই. ঐ সকল লোক যাদের থেকে গুনাহ হয়ে যায়। এ প্রকারের লোক আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা—

ক. ঐ সকল লোক যারা গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা-ইস্তিগফার করে।

খ. ঐ সকল লোক যারা গুনাহের উপর অটল থাকে এবং তাওবা-ইস্তিগফারের প্রতি মনোযোগী হয় না। সুতরাং এ লোকেরাই হল তারা, যারা প্রতিষেধক ও চিকিৎসার মুখাপেক্ষী।

জেনে রাখা উচিত যে, গুনাহের উপর অটল থাকার কারণ দু'টি। যথা—

ক. **গাফলত বা অজ্ঞতা:** অর্থাৎ এটা না জানা যে, কোন কাজটি গুনাহ কিংবা গুনাহের ক্ষতি ও ধ্বংস কী কী এবং মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী? তার পূর্বের কী কী স্তর রয়েছে এবং গুনাহের পরিণাম কত ভয়াবহ। যে ব্যক্তি এ সকল বিষয়ে উদাসীন বা অজ্ঞ হয়ে থাকে, সে সম্পূর্ণভাবে গুনাহে লিপ্ত থাকে।

খ. **শাহওয়াত বা কুপ্রবৃত্তি:** অর্থাৎ নফসের চাহিদা অতিরিক্ত হওয়া। গুনাহের ভয়াবহতা ও শাস্তি সবই জানা আছে, তবে নফসের চাহিদা এতটা প্রকট যে, নফস গুনাহ ছাড়তে দেয় না।

এখন আসুন এগুলোর চিকিৎসার দিকে। আর সকল বস্তুর চিকিৎসা হয়

[৫৬] মুসনাদে আহমাদ

তার বিপরীত। যেমন: গাফলত বা অজ্ঞতার বিপরীত হল ইলম বা জ্ঞান। শাহওয়াত বা কুপ্রবৃত্তির বিপরীত হল সবর বা ধৈর্য। সুতরাং গুনাহের উপর অটল থাকার রোগের চিকিৎসাও ঐ বস্তু দ্বারাই হবে, যার মধ্যে ইলম বা জ্ঞানের স্বাদ এবং সবর বা ধৈর্যের তিক্ততা উভয়টিই বিদ্যমান। ইলম বা জ্ঞানের জন্য শ্রবণ শর্ত। সুতরাং এমন উলামায়ে কেরামের মজলিসে যেতে হবে যিনি নিজেও দুনিয়ার মহব্বত থেকে পবিত্র। তার উপদেশ শুনুন। আর সবর বা ধৈর্যের জন্য মুজাহাদা বা সাধনা শর্ত। গুনাহের কারণ ও উপকরণ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। নিজের নফসের উপর কিছুটা কঠোরতা করুন। সাহস করে গুনাহ থেকে বিরত থাকুন। গুনাহের সম্পৃক্ততা ও স্থানসমূহ থেকে দূরে থাকুন। রোজা রেখে নফসকে সবর বা ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত করুন। সৎসঙ্গ গ্রহণ করুন।[৫৭]

বিলম্ব করবেন না

তাওবা থেকে বিরতি দেওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। হজরত হাজবেরী রাহি. লিখেন—

জনৈক বুজুর্গ বর্ণনা করেন যে, আমি সত্তরবার তাওবা করেছি কিন্তু প্রত্যেকবার তাওবার পরেই আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে। অতঃপর একাত্তরবার তাওবা করার পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর দৃঢ়তা দান করেছেন।[৫৮]

হজরত হাজবেরী রাহি. এ কথাও বুঝিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি একবার গুনাহ ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাওবা করে, তারপর সেই তাওবার উপর অটল থাকতে পারেনি, তাহলেও সে তার পেছনের তাওবার প্রতিদান ও সাওয়াবপাবে।[৫৯]

প্রিয় পাঠক! তাওবা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। তবে গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই। শয়তান আমাদেরকে গুনাহ করানো থেকে বিরত হয় না, তাহলে আমরা খাঁটি তাওবা করা থেকে বিরত হব কেন? কোন

[৫৭] ইমাম গাযালী রাহি. এর একটি দীর্ঘ বয়ানের সারমর্ম
[৫৮] কাশফুল মাহজুব
[৫৯] প্রাগুক্ত

কোন লোক গুনাহ করার পর এই বলে নেক আমল ছেড়ে দেয় যে, আমি এখন এর উপযুক্ত নই। অথবা এই বলে নেককার বুজুর্গদের সংশ্রব ছেড়ে দেয় যে, আমি তাকে মুখ দেখাব কীভাবে। হে আল্লাহর বান্দা! গুনাহের পরে তো নেক আমল বৃদ্ধি করা উচিত এবং নেককার লোকদের সংশ্রবে আরও অধিক পরিমাণে যাওয়া উচিত। যেন গুনাহের মন্দ প্রভাব ধ্বংস হয়ে যায়। এক ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবা করেছে কিন্তু কিছুদিন পরে তা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং গুনাহ করে ফেলেছে। আর তখন তার অন্তরে অত্যন্ত অনুশোচনা তৈরি হয়েছে। সে মনে মনে ভাবছে যে, এখন আমি কীভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবার জন্য হাজির হব? কোন মুখে আমি তাওবা করব? আমার তো গুনাহই ছুটে না। তখন গায়েব থেকে একটি আওয়াজ আসল—

"হে আমার বান্দা! তুমি তো আমার আনুগত্য করেছ। (অর্থাৎ তাওবা করেছ।) আমি তোমার তাওবা কবুল করেছি। অতঃপর তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ। (অর্থাৎ গুনাহ করে ফেলেছ।) তখন আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি। অর্থাৎ সাথে সাথে আজাবে নিক্ষেপ করে দেইনি। এখনও যদি তুমি আমার নিকট ফিরে আসো, তাহলে আমি তোমাকে কবুল করে নেব।" হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা "হালীম" তথা সহনশীল। "গাফুর" তথা দয়াশীল। "গাফ্ফার" তথা অত্যন্ত দয়াশীল। "আফু" তথা ক্ষমাশীল। সুতরাং মানুষ যেন তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা থেকে উদাসীন হতে না দেয়। বরং সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখে যে, আমার একজন রব আছেন এবং সেই রবের আনুগত্য ও ইবাদাত আমার উপর ফরজ। যখনই শয়তান ধোঁকা দেবে, তখনই সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ছুটে আসবে। আর বলবে হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়ে গেছে। নাফরমানী হয়ে গেছে। এখন আমি ফিরে এসেছি। আমাকে কবুল করে নিন।

যৌবনকালের তাওবা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারী যুবককে ভালোবাসেন।"[৬০]

ফিরে এসো, কবুল করে নেব

হজরত ইবরাহিম বিন শাইবান রাহি. বলেন, আমাদের সাথে একজন বিশ বছরের যুবক ছিল। একবার শয়তান তার নিকট এসে বলতে লাগল—হে যুবক! তুমি তাওবা করার ক্ষেত্রে অনেক দ্রুত করে ফেলেছ। আগে কিছু দিন দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে নাও। তাওবা তো তোমার হাতেই রয়েছে। আগে কিছু যৌবন উপভোগ করে নাও। তারপর তাওবা করে নিও। সে তখন শয়তানের কথা শুনে পুনরায় গুনাহে ঢুবে যায়। কিন্তু স্বভাব ও ভাগ্য ভাল ছিল। কিছু দিনের গাফলতের পরে তার হুঁশ ফিরে আসলো। সে নির্জনে গিয়ে বসল এবং নেককাজের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগল। সেই দিনগুলো কত প্রিয় দিন ছিল। আর বলতে লাগল যে, এখন তো জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কবুল করবেন কিনা? হঠাৎ করে কানে একটি আওয়াজ আসল– হে অমুক! তুমি যখন আমার ইবাদাত করেছ, তখন আমি তোমার মূল্যায়ন করেছি। তারপর তুমি যখন আমার নাফরমানী করেছ, তখন আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি এবং এখন যদি তুমি আবার ফিরে আসো, তাহলে আমি তোমাকে কবুল করে নেব।[৬১]

হে আমার মালিক! আমি আসছি

হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামের কোন গুনাহ নেই তবুও তারা কত বেশি তাওবা করতেন। আসুন আমরাও অজু করে দ্রুত গতিতে মসজিদের দিকে অথবা রণাঙ্গনের দিকে রওয়ানা করি আর বলি, হে আমার আল্লাহ! হে আমার মালিক! আমি আসছি। গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আসছি। নিজের বিপদাপদের কথা ভাবুন যে, আমার সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা আমার গুনাহের শাস্তি থেকে অনেক কম। আল্লাহ তা'আলা যদি শাস্তি দিতে চান

---

[৬০] কানযুল উম্মাল: হাদিস নং ১০১৮১; জামেউস সগীর: হাদিস নং ১৮৬৬
[৬১] বায়হাকী

তাহলে আমি একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারব না। আমরা চিন্তা করি আমাদের উপর এই বিপদ, এই পেরেশানী। বস্তুত আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটের বিপদের সময় বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ! যা কিছু হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে। ভুল আমারই হয়েছে। আপনি তো "সুবহান" তথা পবিত্র।

সাক্ষাতের বাসনা

হ্যাঁ প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা'আলার তাওবার দরজা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা। রমজানের শেষ দশকে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ভাওয়ালপুরের মসজিদে উসমান ও মসজিদে আলী রাদিআল্লাহু আনহুমার কী অবস্থা? তিনি উত্তরে বললেন যে, এখানে তো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া কারো কোন ফিকিরই নেই। মসজিদে সর্বদা হয়তো কান্নাকাটির নয়তো তিলাওয়াত ও জিকিরের আওয়াজ আসে। এখানে ই'তিকাফকারী ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কেঁদে কেঁদে শাহাদাত কামনা করছে। গুনাহের ক্ষমা চাচ্ছে এবং আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের বাসনায় শুধুমাত্র তাঁর নামই জপছে। আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! আহ! হে আমার মালিক! আপনার শান ও মর্যাদাও বড় আশ্চর্য। আপনি আপনার প্রিয়দেরকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে আপনার নাম নেওয়ার তাওফিক দান করেন। আর যার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হন তাকে আপনার নাম ও কাম উভয়টি থেকেই বঞ্চিত করে দেন। পবিত্র রমজানে তো অর্জনকারীরা অনেক কিছুই অর্জন করেছে। রণাঙ্গনের লোকেরা রণাঙ্গনে দৃঢ়পদ রয়েছে। এদিকে দাওয়াতদাতাগণ পাগলের ন্যায় প্রত্যেক মসজিদ এবং অলি-গলিতে "হাইয়্যা আলাল-জিহাদ" এর ঘোষণা করে যাচ্ছে।

তাওবা ভঙ্গ হতে দেব না

পবিত্র রমজানের পরিবেশ যখন শেষ হয়ে যায়, শয়তান তখন আহত সাপের ন্যায় ফনা তুলে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। সে তাওবাকারীদের তাওবা ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। এজন্যই বলেছি যে, আমরা তাওবা ভঙ্গ হতে দেব না। আর যদি ভেঙ্গেও যায়, তাহলে পুনরায় জোড়া

লাগাতে বিলম্ব করব না। পবিত্র রমজানে তো অনেক তিলাওয়াত হয়েছে। এখনও তিলাওয়াত বন্ধ করব না। নফলেরও যথাসম্ভব গুরত্বারোপ করব এবং সকল দীনী কাজসমূহে কোন বিরতি ও ছুটি ব্যতীত নিজেকে উক্ত কাজের মুখাপেক্ষী মনে করে পুরোপুরিভাবে উক্ত কাজে মগ্ন থাকব। পবিত্র রমজানের পরে পনেরো দিন পর্যন্ত অধিক মেহনতের প্রয়োজন হয়। কেননা নফস ও শয়তান অনেক বেশি জোর দিয়ে থাকে। সুপ্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬২]

হজরত লাহোরী রাহি. বলেন—যে সকল মুসলিমের আল্লাহ তা'আলার সাথে ইখলাস তথা একনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাদের জন্য নিজের গুনাহের কারণে মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হজরত শাহ আবদুল কাদের রাহি. বলেন—এ আয়াত ঐ সকল কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জিহাদে মুসলিমদের বিজয়ের পরে লজ্জিত হয়েছে যে, আমরা তো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং আমরা কুফরী করেছি। সুতরাং আমাদের তাওবা কীভাবে কবুল হবে? তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু আসা পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা আছে। আল্লাহু আকবার! এমন বিশাল ও ভয়াবহ গুনাহের উপর যদি এমন উদারতাপূর্ণ ঘোষণা হয়, তাহলে যারা মুসলমান তাদের ভয় পাওয়ার এবং নিরাশ হওয়ার কি প্রয়োজন? সুতরাং অন্তরে যখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ইখলাস সৃষ্টি করবে, তখন সকল স্থানই সহজ। আর মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দারা তাওবা করতে বিলম্ব ও অলসতা করে না। সুতরাং আমরাও বিলম্ব করব না।

[৬২] যুমার- ৩৯: ৫৩

তাওবা ভঙ্গ হলে করণীয় কী?

কোন ব্যক্তি যদি খাঁটি তাওবা করে জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে নেয় কিন্তু হঠাৎ করে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার এখন করণীয় কী? করণীয় হল একদম নিরাশ না হওয়া। বরং বিলম্ব না করে তাওবা ও কাফ্ফারার প্রতি মনোযোগী হওয়া। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বুজুর্গদের নিকট আটটি কাজ এমন রয়েছে, যেগুলো গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। সুতরাং আসুন দ্রুত এ আটটি কাজের দিকে মনোযোগী হয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাই। এ আটটি কাজের মধ্যে চারটি কাজের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। আর চারটি কাজের সম্পর্ক হল শরীরের সাথে। অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত চারটি কাজ হল—

১. তাওবা করা কিংবা তাওবার ইচ্ছা নবায়ন করা।

২. এই আশা করা যে, ভবিষ্যতে এই গুনাহে লিপ্ত হবো না।

৩. এই গুনাহের শাস্তির ভয় করা।

৪. আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা এবং দয়া ও অনুগ্রহের আশা রাখা।

শরীরের সাথে চারটি কাজ হল—

১. দুই রাকাত তাওবার সালাত আদায় করা।

২. অতঃপর ৭০ বার ইস্তিগফার এবং ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করা।

৩. সাধ্যানুযায়ী সাদাকা করা।

৪. একদিন সিয়াম পালন করা।

কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, বুজুর্গদের নিকট ভালোভাবে পবিত্রতা লাভের পর মসজিদে গিয়ে দু রাকাত সালাত আদায় করা।[৬৩]

[৬৩] কিমিয়ায়ে সা'আদাত (সারমর্ম)

দৈনিক যদি সত্তরবারও তাওবা ভেঙ্গে যায়

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

"হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার করে, তাহলে (আল্লাহ তা'আলার নিকট গুনাহের উপর) অটল থাকা ব্যক্তি বলে গণ্য হবে না। যদি সে দৈনিক সত্তরবারও উক্ত গুনাহ করে।"[৬৪]

তাওবার উপর আল্লাহ তা'আলার খুশি

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: اللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বাস্তবতা হল—আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার তাওবার উপর খুব খুশি হন। ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি (মনে করুন) এমন এক শুষ্ক মরুভূমিতে (মুসাফির) হয়েছে, যেখানে (চারিদিকে) শুধু ধ্বংস। তার সাথে তার ঘোড়া রয়েছে, যে ঘোড়ার উপরে তার খাদ্য-পানীয় রয়েছে। সে (ক্লান্তির

[৬৪] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৪; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫৫৯

কারণে) নিদ্রা গিয়েছে। জাগ্রত হয়ে দেখে যে, তার ঘোড়া হারিয়ে গেছে। সে উক্ত ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার পিপাসা লেগে গেছে। তখন সে (নিরাশ হয়ে মনে মনে) বলছে, যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে চলে যাই। সেখানে গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘুমিয়ে থাকি। (কেননা এখানে জীবিত থাকা অসম্ভব। বহু দূর পর্যন্ত না কোন লোকালয় আছে, না কোন খাওয়া বা পান করার কোন বস্তু আছে) সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তার হাতের উপর মাথা রেখে দিল। (ঐ অবস্থায় তার ঘুম এসে গেল) জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল যে, তার উক্ত ঘোড়াটি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পিঠে তার সফরের সামান-পত্র ও খাদ্য-পানীয়। (এখন বলুন তো তখন সে কি পরিমাণ খুশি হবে?) ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলাও তাঁর কোন মুমিন বান্দা তাওবা করলে এরচেয়েও অধিক খুশি হন, যে পরিমাণ ঐ ব্যক্তি তার ঘোড়া ও সামান-পত্র পেয়ে খুশি হয়।"[৬৫]

নিজের জীবনের উপর দয় করুন

আমি আমার সকল মুসলিম ভাই ও বোনকে বলছি যে, নিজের জীবনের উপর দয়া করুন। জী হ্যাঁ! আমরা সকলে নিজের উপর দয়া করি এবং নিজেকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নেই। সর্বপ্রথম কথা এটা বলি যে, নিজেদের সালাতগুলোকে পুরোপুরি ঠিক করে নেই। জামা'আত ও যথাযথ গুরত্বের সাথে, পূর্ণ মহব্বত ও মনোযোগ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সালাত আদায় করুন। প্রিয় পাঠক! সালাত তো জান্নাতের হুরের চেয়েও অধিক মাজাদার ও মিষ্টি। এটা কীভাবে সম্ভব যে, মুসলিম হয়ে সালাতে অলসতা করে? আল্লাহর ওয়াস্তে এমনটি করবেন না। আল্লাহ তা'আলা নিজে আমাদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার জন্য ডাকছেন। হ্যাঁ! খুবই গুরুত্বের সাথেই ডাকছেন। সুতরাং খাঁটি তাওবার দাবী হল আমরা সালাতের সাথে সর্বোচ্চ প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখব।

[৬৫] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭৪৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৮১৯২

গুনাহের পরে নেকি

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مَثَلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَّتْ أُخْرَى حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ

> "হজরত উকবা ইবনে আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি গুনাহের পরে নেকি করে, তার উপমা হল এমন, যেমন কোন ব্যক্তির শরীরে সংকীর্ণ লৌহবর্ম রয়েছে। এমন সংকীর্ণ যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অতঃপর সে একটি নেকি করে তো লৌহবর্মের একটি কড়া খুলে যায়। তারপর আরেকটি নেকি করে তো আরেকটি কড়া খুলে। এভাবে খুলতে খুলতে সে জমিনের উপর সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়।"[৬৬]

গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা। পূর্ণ তাওবা হল—গুনাহের পরে নেকি করা। যেন তা গুনাহের প্রভাবকে ধুয়ে ফেলে।

গুনাহগার হয়ে গেল সিদ্দীক

হজরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—বনি ইসরাইলে এক ব্যক্তির কোন গুনাহ হয়ে গেছে। তখন উক্ত গুনাহের উপর অত্যন্ত পেরেশান হল যে, পেরেশানির কারণে কখনো এদিকে যায় তো কখনো ঐদিকে। আর বার বার বলছে যে, আমি আমার রবকে কীভাবে সন্তুষ্ট করব? আমি আমার রবকে কীভাবে সন্তুষ্ট করব? তার এই পেরেশান অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে সিদ্দিকীনদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।[৬৭]

দেখেছেন! অনুশোচনা ও ভয় একজন গুনাহগারকে সিদ্দিকীনের মর্যাদায় উন্নীত করে দিয়েছে। অবশ্যই তাওবা ও ইস্তিগফার অনেক বড় এক

[৬৬] আহমাদ; তাবরানী
[৬৭] শুআবুল ইমান লিল বায়হাকী

নি'আমত। আর নি'আমত তারই নসিব হয়, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।

ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবুল কাসিম রাহি. থেকে বর্ণিত যে, একবার কাফিরদের তাওবার আলোচনা হল। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

> "যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে।"[৬৮]

ইসলামের শত্রু কাফিরও যদি স্বীয় কুফরী থেকে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের সকল অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। এর ভিত্তিতে হজরত আবদুর রহমান বলেন- যেখানে কাফিরদের সাথেই এ অবস্থা, তাহলে আমি আশাবাদী যে, মুসলিমদের আল্লাহ তা'আলার নিকট এরচেয়েও ভাল হবে। আমার নিকট বর্ণনা পৌছেছে যে, মুসলিমদের তাওবা করা হল এমন, যেমন ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা। অর্থাৎ তাওবার দ্বারা অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।[৬৯]

তাওবার ওয়ায়েজদের জন্য করণীয়

গাফলত ও গুনাহের ব্যাধি অত্যন্ত ব্যাপক। এই রোগের ডাক্তার হলেন উলামায়ে কেরাম। যেহেতু সকল ব্যাধির মূল হল দুনিয়ার মহব্বত, তাই উলামায়ে কেরামের উচিত যে, তারা দুনিয়ার মহব্বত থেকে নিজেকে বাঁচানো। যেন উম্মতের সঠিক চিকিৎসা করতে পারে। মুসলিমদেরকে

[৬৮] আনফাল- ৮: ৩৮
[৬৯] এহইয়াউল উলূম (সারমর্ম)

তাওবা ও ইস্তিগফারের উপর নিয়ে আসার জন্য উলামায়ে কেরাম নিজেদের বয়ান ও বক্তৃতায় নিম্নের চারটি বিষয় অবশ্যই বয়ান করা উচিত। যথা—

১. কুরআনুল কারিমের ঐ আয়াত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ হাদিসসমূহ যা নাফরমান ও গুনাহগারদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে।

২. হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ও সালাফে সালেহীনের ঐ সকল ঘটনাবলী, যেগুলোতে অনর্থক কাজ ও গুনাহের উপর অবতীর্ণ বিপদ-মুসিবাতের ও তাওবার আলোচনা রয়েছে।

৩. গুনাহের কারণে দুনিয়াতেই কী কী ক্ষতি হয়, তা বর্ণনা করা। কেননা সাধারণ মানুষ দুনিয়ার বিপদ ও ক্ষতিকে বেশি ভয় করে।

৪. প্রতিটি গুনাহের ভিন্ন ভিন্ন ভয়াবহতা যা কুরআন-সুন্নাহতে এসেছে।

বুদ্ধিমান কে?

বর্তমানে জুন মাসের গরমের রাত চলছে। আমার আজ থেকে পনেরো বছর পূর্বের জুন মাসের কিছু রাতের কথা স্মরণ হচ্ছে। ভয়, শঙ্কা ও পেরেশানিতে ভরপুর কিছু রাত। তবে অবশ্যই তা খারাপ রাত ছিল না। আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ভয়ের রাত কি খারাপ হতে পারে? খারাপ রাত তো হল ঐ রাত, যা গাফলত ও গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত হয়। যে রাতে না সালাত হয়, না জিকির হয় এবং না ইস্তিগফার হয়। অনেক লোক রঙ্গিন রাতের স্বপ্ন দেখে। রঙ্গিন রাত তো অনেক কালো হয়ে থাকে। স্বাদ শেষ হয়ে যায় এবং গুনাহ নিশ্চিত হয়ে যায়। টিভি, ফিল্ম, মাদক, কাবাব ও গীবাতের গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভাল এবং মন্দ বুঝার তাওফিক দান করুন। বর্তমানে তো সব হল উল্টা। সে-ই বোকা, যে পরকালের প্রকৃত জীবন থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়া কামানো এবং বানানোতে লিপ্ত থাকে এবং কিছুটা বানায়ও বটে। মানুষ তাকেই বুদ্ধিমান মনে করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গোটা কুরআনুল কারিম পাঠ করুন। আমার প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাত খুলে দেখুন। বুদ্ধিমান তো সে, যে এই দুনিয়ায় থেকে নিজের পরকাল বানিয়ে নেয় এবং তাকে

খুব সাজিয়ে নেয়।

তাওবা হল নৈকট্য এবং লজ্জা

হজরত হাজবেরী রাহি. বলেন যে, হজরত জুন্নুন মিশরী রাহি. বলতেন যে, তাওবা দুই প্রকার। এক প্রকার তাওবা হল তাওবায়ে ইনাবাত। আরেক প্রকার তাওবা হল তাওবায়ে ইস্তিহইয়া। তাওবায়ে ইনাবাত হল, মানুষ আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয়ে তাওবা করা। এই তাওবাও অনেক উচ্চ এবং অনেক বড়। তবে তাওবায়ে ইস্তিহইয়া হল, আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তাওবা করা। আমার উপর আল্লাহ তা'আলার কত দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং আমার জন্য এমন দয়ালু ও অনুগ্রহশীল রবের নাফরমানী করা উচিত নয়। কখনো চিন্তা করেছেন যে, আমরা দৈনিক কত বার অজু করি? হ্যাঁ! বার বার অজু করি। যেন পবিত্র হতে পারি এবং সালাত আদায় করতে পারি। পবিত্র কুরআন স্পর্শ করতে পারি। ঠিক এমনিভাবে আমরা আমাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যও বার বার তাওবার অজু করা উচিত। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি যে, কোন কোন লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি পরিমাণ চিন্তিত থাকি। তাই আসুন এরচেয়েও অগ্রসর হয়ে আমরা আমাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা-ভাবনা বসিয়ে নিই এবং প্রতিটি গুনাহের পরে ভীত হয়ে সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হই।

তাওবা সম্পর্কে একটি ইমানদীপ্ত ঘটনা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ،

وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

"হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মাঝে এক ব্যক্তি ছিল। যে নিরান্নব্বইটি হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। (অতঃপর সে অনুতপ্ত হল) তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাকে একজন রাহেব তথা খৃস্টান পাদ্রীর সন্ধান দেওয়া হল। সে তার নিকট গেল এবং জিজ্ঞেস করল যে, আমি নিরান্নব্বইটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছি। আমার জন্য কি তাওবার কোন সুযোগ আছে? উক্ত পাদ্রী বলল, না। তখন উক্ত পাদ্রীকেও হত্যা করে ফেলল। হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা একশত পূর্ণ করল। (অতঃপর সে এর জন্যও অনুতপ্ত হল) তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাকে একজন বড় আলেমের সন্ধান দেওয়া হল। সে উক্ত আলেমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, আমি একশত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছি। আমার জন্য কি তাওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। তোমার মাঝে আর তাওবার মাঝে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই। তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে লিপ্ত আছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে যাও। আর নিজের এলাকায় ফিরে এসো না। কেননা (তোমার জন্য) তা মন্দ ভূমি। সে ঐ স্থানে রওয়ানা হল। যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল।

তাই রহমতের ফেরেশতা ও আজাবের ফেরেশতার মধ্যে তার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতা বলল যে, সে তো তাওবাকারী হয়ে অন্তর থেকেই আল্লাহ তা'আলার অভিমুখে আসতেছিল (এজন্য আমি তার উপযুক্ত)। আযাবের ফেরেশতা বলল যে, সে তো কখনোই কোন নেককাজ করেনি (সুতরাং আমিই তাকে নিয়ে যাব)। অতঃপর (আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে) মানুষের রূপ ধারণ করে একজন ফেরেশতা এলো। তারা উভয়ে তাকে বিচারক নির্ধারণ করল। সে সিদ্ধান্ত দিল যে, জমিনকে মাপ দাও। যেদিকে জমিন নিকটবর্তী হবে সে তারই হবে। সুতরাং তারা জমিন পরিমাপ করলেন। তখন তাকে ঐ জমিনেরই নিকটবর্তী পেলেন, সে যার ইচ্ছা করেছিলেন (অর্থাৎ তাওবার)। তাই রহমতের ফেরেশতা তাকে নিয়ে গেল।"[৭০]

দু'টি ঘোষণা

দুটি ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। একটি হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর তা হল, আমার বান্দা যখনই এবং যতবারই ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও অনুতপ্ত হবে, তখনই এবং ততবারই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর অপর ঘোষণাটি হল শয়তানের পক্ষ থেকে। সে এসে কানে কানে বলে যে, তুমি তো মুনাফিক হয়ে গেছ। ধোঁকাবাজ হয়ে গেছ। বার বার মিথ্যা তাওবা করে আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দিচ্ছ। সুতরাং ছেড়ে দাও এমন তাওবা। তোমার এই তাওবাও তো গুনাহ। তুমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য। আল্লাহ তা'আলাই চান না যে, তুমি গুনাহ থেকে বাঁচ। তারপরও তুমি মুনাফিকের ন্যায় বার বার তাওবা করে কেন অশ্রু প্রবাহিত করছ এবং পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হচ্ছ। এটা হল শয়তানের ঘোষণা।

প্রিয় পাঠক! এখন আপনিই বলুন যে, প্রথম ঘোষণাটি গ্রহণ করবেন নাকি (নাউযুবিল্লাহ) দ্বিতীয় ঘোষণাটি গ্রহণ করবেন? অবশ্যই যারা মুমিন, তারা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণাই গ্রহণ করবে এবং বার বার আল্লাহ তা'আলার

[৭০] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৩৪৭০; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭৬৬; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২৬২২; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১১১৫৪

অভিমুখী হবে। দুনিয়াতে যদি কেউ কাউকে ভয় পায়, তাহলে তার কাছ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যখন কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, তখন আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হওয়াই তার প্রতি নির্দেশ।

এই ভয় তখনই হবে যখন প্রতিটি গুনাহের জন্য অন্তর থেকে তাওবা করবে। অতঃপর বেশি বেশি নেককাজ করে তা পূরণ করার চিন্তা করবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী দৌড়াচ্ছি, হঠাৎ গুনাহ হয়ে গেল। তার অর্থ হল সে পড়ে গেছে। এখন তার জন্য রয়েছে ইস্তিগফার। ক্ষমা প্রার্থনা করল তো সে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর রয়েছে তাওবা। নেক আমল করেছে মানে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী দৌড়াচ্ছে। মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

হে বনী আদম! তুমি যদি আমার জন্য দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে আমি তোমার দিকে হেঁটে আসব। আর তুমি যদি আমার দিকে হেটে আসো, তাহলে আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসব।

সুবহানাল্লাহ! মোটকথা আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য চেষ্টা আর ঐ দিক থেকে সাথে সাথে কবুল করে নেওয়া এবং রহমত।

হজরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ

> অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা এমন মুমিন বান্দাকে মহব্বত করেন, যে বান্দা বার বার গুনাহে পতিত হয় এবং অনেক বেশি তাওবা করে। [৭১]

অর্থাৎ বেচারা পড়ে যায়, তবে আবার উঠে দৌড়ায়। কিন্তু আবার পড়ে যায়। তখনও বিলম্ব না করে সাথে সাথেই দৌড় দেয়। বুঝা গেল সে দুর্বল কিন্তু তার গন্তব্য আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী। দুর্বল তবে পথ সোজা। পরীক্ষার মধ্যে আছে কিন্তু স্বীয় মালিকের দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন এমন বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা মহব্বত করেন।

[৭১]. আবু ইয়ালা

গুনাহগার দুই প্রকার

এক ব্যক্তির গুনাহ করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু তার বার বার গুনাহ হয়ে যায় এবং সে বার বার তাওবা করে। তার মধ্যে এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য, যে এই চিন্তা করে গুনাহে লিপ্ত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা "গাফুরুর রাহিম" এজন্য আমি গুনাহ করি। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এই চিন্তাটি ভুল ও মন্দ স্বভাব এবং স্বীয় মালিকের প্রতি স্পষ্ট নির্লজ্জতা। আরে ভাই তাঁর "গাফুরুর রাহিম" হওয়ার দাবী তো হল– মানুষ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি এতোটা লজ্জিত হবে যে, সে গুনাহের চিন্তা করতেও ঘৃণা হবে। কিন্তু যে বান্দাকে হাদিস শরিফে মুফতিন ও তাওয়্যাব বলা হয়েছে, অর্থাৎ বার বার গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি এবং তাওবাকারী, সে গুনাহ করে না। তবে তার থেকে গুনাহ হয়ে যায়। সে নিজেকে গুনাহ করার দাবিদার মনে করে না বরং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চায়। সে গুনাহের উপর অহংকার করে না, কিন্তু গুনাহ যখন তার উপর ভর করে তখন সে খাঁটি তাওবাকে নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নেয় এবং তাওয়্যাব হয়ে যায়। বার বার তাওবা করে, অনুতপ্ত হয়, কান্নাকাটি করে। কিন্তু নিরাশ হয় না, বরং তাওবা করে। হতাশ হয় না। শুধু তাওবা আর তাওবা। তখন সে ঐ ওলীদের সমতুল্য হয়ে যায়, যারা অধিকাংশ গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে। আর পুনরায় যখন সে "মহব্বতে এলাহী" তথা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের মর্যাদায় গিয়ে উপনীত হয়, তখন অনেক গুনাহ থেকে বেঁচে যান। এ কথাটি আমি আমার পক্ষ থেকে বলিনি, বরং একটি হাদিসে এসেছে। যে হাদিসটির সনদ হাসান। বিস্তারিতভাবে এ সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন উক্ত হাদিসটি পাঠ করুন—

> "হজরত উকবা ইবনে আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ গুনাহ করে ফেলে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উক্ত গুনাহ তার জন্য লিখা হয়। অর্থাৎ তার আমলনামায় উক্ত

> গুনাহ লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি বললেন, অতঃপর সে উক্ত গুনাহের উপর তাওবা ও ইস্তিগফার করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তখন তার উক্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার তাওবা কবুল করে নেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি বললেন, তারপর সে পুনরায় গুনাহ করে বসে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তখন তা তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ ব্যক্তি বললেন, সে পুনরায় উক্ত গুনাহের উপর তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তখন উক্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তাওবা কবুল করে নেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হন না। যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হও।"[৭২]

অন্য আরেক সাহাবী হজরত হাবীব ইবনুল হারিস রাদিআল্লাহু আনহু এ অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, গুনাহ হয়ে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তাওবা কর। তিনি বললেন, তাওবা তো করি কিন্তু তারপরও হয়ে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখনই গুনাহ হয়ে যায় তখনই তাওবা করে নাও। তিনি বললেন, তখন তো তাহলে আমার গুনাহ অনেক অধিক হয়ে যাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

عَفْوُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ ذُنُوْبِكَ يَا حَبِيْبَ بْنَ الْحَارِثِ

> "হে হাবীব ইবনুল হারিস! আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা তোমার গুনাহসমূহ থেকে অনেক বড়।"[৭৩]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার মহান রহমত এবং মাগফিরাতের সাগর দেখুন। সুতরাং কিসের বিলম্ব। সকালে ইস্তিগফার। বিকেলেও ইস্তিগফার। একেকটি গুনাহকে স্মরণ করে ইস্তিগফার। প্রতিটি গুনাহের পরে খাঁটি তাওবা ও ইস্তিগফার এবং প্রতিটি নেককাজের পরেও ইস্তিগফার। দৈনিক

[৭২]. তাবরানী ফিল-কাবীর ওয়াল আওসাত
[৭৩]. প্রাগুক্ত

শত শত বার ইস্তিগফার। হাজার হাজার বার ইস্তিগফার। ইখলাস ও মনোযোগের সাথে ইস্তিগফার।

যে তাওবা চায় না

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْلَهٗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ لَمْ يُتَبْ عَلَيْهِ

> "হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন—যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না, তার উপর অনুগ্রহ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না, তাকে ক্ষমা করা হবে না এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে না, তার তাওবা কবুল করা হবে না।"[৭৪]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওবার তাওফিক তখনই হয়, যখন বান্দার পক্ষ থেকে নিজের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলার পানাহ! স্বীয় গুনাহের উপর একেবারে নির্ভয় হওয়া বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মুনাফিকের নিকট গুনাহ হল মাছি এসে বসে আবার উড়ে যাওয়ার মত মামুলী ব্যাপার।

একটি ইমানদীপ্ত ঘটনা

কিতাবুত-তাওয়্যাবীনে লিখেন—মদিনা মুনাওয়ারায় একজন ইবাদাতগুজার মহিলা ছিলেন। উক্ত মহিলার একটি ছেলে ছিল। অনেক গাফেল ও অনেক বড় গুনাহগার। মহিলা যখনই সময় পেতেন, তখনই তাকে বুঝাতেন। হে আমার ছেলে! তাওবা করে নাও। দেখো! অতীতে গাফলতের মধ্যে জীবন যাপনকারীদের কত ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের কত ভয়াবহ পরিণতি হবে। হে আমার ছেলে! মৃত্যুকে স্মরণ কর এবং তার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কিন্তু ছেলের উপর এ সকল উপদেশের কোন প্রভাব পড়ত না। সে মায়ের বয়ান শুনে গান গাইতে গাইতে বাইরে চলে যেত। আর বলত যে, আল্লাহ

[৭৪] প্রাগুক্ত

তা'আলার অনুগ্রহ অনেক বড়। এভাবেই দিন-রাত অতিবাহিত করত।

একবার আরবের অনেক প্রসিদ্ধ ও দরদী এক বক্তা হজরত আবু আমের আলবানী রাহি. পবিত্র রমজানে মদিনা মুনাওয়ারা তাশরিফ আনলেন। লোকেরা তার নিকট বয়ানের আবেদন করল। তাই জুমার রাতে তারাবীর সালাতের পর তার বয়ানের সময় নির্ধারণ হল। মানুষ একত্রিত হয়ে গেল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, ঐ যুবকও এসে মজলিসে বসল। আল্লাহ তা'আলার তাওফিকে শাইখ বয়ান শুরু করলেন। কখনো উপদেশ ও কখনো ভয়। কখনো জান্নাতের প্রেরণা তো কখনো জাহান্নামের ভয়। সত্য রবের সত্য বাণী যখন সামনে আসল, তখন মৃত অন্তরও জীবিত হতে শুরু করল। ঐ যুবকেরও চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং শাইখের উপদেশ তার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। সে মজলিস থেকে উঠে তার মায়ের কাছে আসল এবং অঝোরে কাঁদতে লাগল। হে আমার মা! আজ তাওবা আমার শরীরের তালা খুলে দিয়েছে। হে মা! আল্লাহর রাস্তায় আহ্বানকারীর দরদী আহ্বানের সুর লহরী শয়তানী জিঞ্জিরসমূহকে ভেঙ্গে দিয়েছে। হে আমার মা! আমিও এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তবে আমার মালিক কি আমার মত গুনাহগার মানুষকে কবুল করবেন? হায়! তিনি যদি আমাকে কবুল না করেন, তাহলে তো এটা আমার জন্য খুবই খারাপ হবে। অতঃপর সেই যুবক ইবাদাত-বন্দেগীতে লেগে যায়। সারা দিন সিয়াম এবং সারা রাত ইবাদাত-বন্দেগী ও আল্লাহ তা'আলার জিকির-আজকার। এমনভাবে ইবাদাত-বন্দেগী ও জিকির-আজকারে মগ্ন হয়েছে যে, না কণ্ঠ বিরত হয়, না শরীর ক্লান্ত হয়। কিছু দিন পরেই প্রচণ্ড জ্বর হল। চারদিন সেই প্রচণ্ড জ্বর ও দুর্বলতা নিয়েই দিন-রাত ইবাদাত করে চলেছে। একদিন সে দু'আর মধ্যে বলল–

হে আল্লাহ! যখন আমি শক্তিশালী ছিলাম তখন আপনার নাফরমানী করেছি। আর এখন যখন দুর্বল হয়ে গেছি তখন আপনার ইবাদাতে লেগেছি। যখন মজবুত ছিলাম, তখন আপনাকে অসন্তুষ্ট করেছি। আর যখন রোগা হয়েছি, তখন আপনার কাজে লেগেছি। হায় আফসোস! দয়া করে আপনি আমাকে কবুল করে নিন। এ কথা বলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। মা চিৎকার করে মাথায় পানি দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে সে বলতে লাগল—মা! সেই সময়ের ব্যাপারে আপনি আমাকে সাবধান করতেন। হায় আফসোস ঐ দিনসমূহের

উপর, যে দিনগুলো ইবাদাতবিহীন কেটেছে। আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার গুনাহের কারণে আমাকে অনেক দীর্ঘ সময় জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। হে মা! আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনার পাগুলো আমার চেহারার উপর রেখে দিন। তাহলে যেন আমার এই লাঞ্ছনা দেখে আমার রবের আমার উপর দয়া হয়। মাও এমনটিই করলেন। এরই মধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। জুমার রাতে তার মা তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার ছেলের চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার ছেলে! আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন। সে বলল, অনেক ভাল ব্যবহার করেছেন এবং আমাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, আবু আমেরের সাথে কি আচরণ করা হয়েছে? আবু আমের হল ঐ বক্তা যে বক্তার বক্তৃতা শুনে এই যুবক হিদায়াত পেয়েছিল এবং সেও ইন্তিকাল করেছিল। এই যুবক বলল, আম্মু! কোথায় আমি আর কোথায় আবু আমের! অতঃপর সে কিছু কবিতা পাঠ করল। যার সারমর্ম হল—

"আবু আমেরকে এমন চূড়ায় রাখা হয়েছে, যার সর্বনিম্ন উচ্চতাও অন্য জান্নাতিদের নিকট আরশের ন্যায় উঁচু। তিনি এমন হুরদের মাঝখানে রয়েছেন, যারা তাকে পাত্র ভরে ভরে পরিবেশন করছে এবং বিনয়ের সাথে বলছে নিন নিন। ধন্যবাদ আপনাকে হে মানুষকে নসীহতকারী।"[৭৫]

হে মুসলিমগণ! তাওবার দরজা খোলা আছে। দেখেন! কখন আবার হঠাৎ বন্ধ না হয়ে যায়। ব্যাস! অনেক গাফলত হয়েছে এবং অনেক গুনাহ হয়েছে। আজ থেকেই বরং এখন এই মুহূর্ত থেকেই আমরা অন্তরের বিশ্বাসের সাথে কালিমায়ে তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" পাঠ করি এবং নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করি। সালাতের ব্যাপারটি ঠিক করি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নিয়ত করি এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালকে নিজের উদ্দেশ্য বানাই। তাওবার রাস্তা অনেক হৃদয়গ্রাহী, আলোকিত ও প্রশান্তির।

[৭৫] কিতাবুত-তাওয়্যাবীন

তাওবার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত

গুনাহগারদের জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা অধিক তাওবাকরীকে ভালোবাসেন। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

| "নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন।"[৭৬]

সুবহানাল্লাহ! গুনাহগারদের জন্য কত বড় সুসংবাদ যে, তাওবা করবে আর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হয়ে যাবে।

তাওবা করো হে আমার বোনেরা! তাওবা করো

তাওবা করো আমার বোনেরা! তাওবা করো। মুসলিম নারী সালাতের মধ্যে আরাম ও প্রশান্তি পায় এবং কখনোই সালাতে অলসতা করতে পারে না। বরং সে তো সকল সমস্যা সালাতের মাধ্যমেই সমাধান করে থাকে। এটা বাজারে যাওয়ার মন্দ প্রভাব। বর্তমানে কি বাজারের পরিবেশ এমন উপযুক্ত যে, মুসলিম বোন সেখানে যেতে পারে? হে আমার বোনেরা! আল্লাহর জন্য বাজারে যাওয়া ছেড়ে দাও। একান্ত বাধ্য হয়ে যদি যেতেই হয়, তাহলে শুধুমাত্র স্বামীর সাথে যাবে। না বাবার সাথে, না ভাই ও ছেলের সাথে। শুধুমাত্র স্বামীর সাথেই যাবে। আর মুসলিম স্বামীদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে বাজারে না নিয়ে যায়। বরং সবকিছু নিজেরাই নিয়ে আসে। মনে রাখবেন! যুবতী নারীরা যদি বাজারে যেতে থাকে, তাহলে অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমাদের মুসলিম বোনেরা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল

আমাদের মুসলিম বোনেরা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল। তাদের কাজ এটা নয় যে, বাজারে গিয়ে পুরুষদের সাথে বেচা-কেনা করবে কিংবা মোবাইলের

[৭৬] বাকারা- ২: ২২২

উপর নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। বর্তমান সময়ের মুসলিম নারী সালাতের স্বাদ ও শক্তি থেকে বঞ্চিত। এর অন্যতম কারণ হল– বাজারে যাওয়া এবং মোবাইলের অবৈধ ও অহেতুক ব্যবহার করা। হে আমার বোনেরা! কবরসমূহ মুখ হা করে অপেক্ষা করছে। শুকরিয়া আদায় করুন যে, এখনো শরীরে প্রাণ আছে এবং তাওবার দরজা খোলা আছে।

একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

কিছুদিন পূর্বে জনৈক বুজুর্গের নিকট গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, কয়েকদিন পূর্বে এই বুজুর্গ অনেক পেরেশান ছিলেন। তার চেহারা হলুদ হয়ে গিয়েছিল এবং সর্বদা শুধু অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। লোকেরা অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরে বলেছেন যে, গ্রামের কবরস্তানে এক মহিলার উপর আজাব হচ্ছে। তার আজাবের ভয়াবহতার কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। অতঃপর উক্ত বুজুর্গ ও সকল মুসল্লী খুব কান্নাকাটি করে দু'আ করেছেন। তখন উক্ত আজাব ঠাণ্ডা হয়েছে। কোথায় গেল আজ সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে ইবাদাতকারী মহীয়সী নারীগণ? কোথায় গেল আজ লজ্জাশীলা সে সকল নারীগণ, যারা পর্দাকে আল্লাহ তা'আলার নি'আমত মনে করে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছে। অতঃপর স্বীয় চেহারা, কান ও চক্ষুকে সকল গুনাহ থেকে হেফাজত করেছে। কোথায় গেল আজ সেই আল্লাহর বান্দীগণ, যারা উঠতে-বসতে তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকত?

বনি ইসরাইলের এক তাওবাকারীর ঘটনা

কথিত আছে যে, বনি ইসরাইলের মধ্যে একবার অনেক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের মধ্য থেকে ৭০ জন নেককার ব্যক্তি নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে তাওবা-ইস্তিগফার ও দু'আ করার জন্য বাহিরে বের হলেন। সবাই মিলে খুব কান্নাকাটি করলেন কিন্তু আসমানে কোন প্রকার পরিবর্তন এলো না। সূর্য ক্ষিপ্রগতিতে গরম বর্ষণ করতে লাগল। বৃষ্টি-বাদলের দূরতম কোন নাম-নিশানাও দেখা গেল না। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ! এতো কান্নাকাটি, এতো তাওবা-ইস্তিগফার ও

এতো দু'আ করার পরেও কোন প্রকার কবুলিয়াত নাই। তখন ইরশাদ হল যে, এই ৭০ জনের মধ্যে একজন এমন রয়েছে যে, এখনো তাওবা করেনি। সে নিজের গুনাহের উপর অটল রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাকে তোমাদের থেকে পৃথক না করবে, ততক্ষণ তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। তাকে বের করে দিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম ঘোষণা করে দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি যে তাওবা করছে না সে যেন বের হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি যখন এই ঘোষণা শুনল, তখন লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় জাগ্রত হয়ে গেল এবং সে মনে মনে খাঁটি তাওবা করে নিল। আর তখনই বাতাস বইতে শুরু করল এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। হজরত মূসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন যে, হে আল্লাহ! ঐ ব্যক্তি তো এখনো বের হয়নি। আর আপনি দু'আ কবুল করে নিলেন? ইরশাদ হল—হে মূসা! সে খাঁটি তাওবা করে নিয়েছে। আরজ করলেন সে কোন ব্যক্তি? ইরশাদ হল, হে মুসা! সে যখন আমার অবাধ্যতা করছিল, তখন আমি তার উপর পর্দা দিয়ে রেখেছিলাম আর এখন সে তাওবা করে ফেলেছে। তাহলে এখন কি আমি তাকে লাঞ্ছিত করব?

গুনাহ হল ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম

ময়লা কাপড় যেমন সাবান দিয়ে ধৌত করার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে অন্তরও ইবাদাতের নূরের দ্বারা গুনাহের কালিমা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

প্রত্যেক গুনাহের পরে অবশ্যই একটি নেকি করে নাও যা উক্ত গুনাহের প্রভাবকে দূর করে দেবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—তোমাদের গুনাহ যদি আসমান পর্যন্তও পৌছে যায়, তখনও যদি তাওবা করো, তাহলেও কবুল করা হবে। এক বান্দা এমনও হবে যে, গুনাহই তার ক্ষমার কারণ হয়ে যাবে এবং সে জান্নাতে চলে যাবে। লোকেরা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! সে বান্দা কে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—সে হল ঐ বান্দা যে গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কিছু অনুতপ্ততা জান্নাত পর্যন্ত দৃশ্যমান থাকবে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই

শয়তান বলবে—হায়! আমি যদি তাকে এমন গুনাহে লিপ্তই না করতাম। নেকি গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনিভাবে সাবান-পানি ময়লা কাপড় থেকে ময়লা ও ময়লার দাগকে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা যখন ইবলিসকে তাঁর অভিশপ্ত করে দিলেন, তখন সে বলল—হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের প্রাণ শরীর থেকে বের না হবে, আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভেতরে বসবাস করতে থাকব। অর্থাৎ তাকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকব। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হল—আমিও আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য তাওবার দরজা সর্বদা খোলা থাকবে।[৭৭]

হে মুসলিম তোমার কি হয়ে গেল?

হে মুসলিম তোমার কি হয়ে গেল? সম্পদের এত মহব্বত? তাওবা! তাওবা! সম্পদের লোভে ভাই ভাইয়ের শত্রু এবং সম্পদের খাতিরে আজ ঘরে ঘরে ঝগড়া। অবশেষে কোন মুখে আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে। কেউ কি আছো যে আজ খাঁটি অন্তরে তাওবা করবে এবং দুনিয়ার মহব্বত থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেউ কি আছো যে আজ খাঁটি অন্তরে তাওবা করবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সুদৃঢ় রশিকে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ তা'আলার রহমত, মাগফিরাত ও সহনশীলতা দেখুন! সর্বদা তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। কেউ এসে তো দেখো।

একটি ভয়ঙ্কর রোগ

আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন। অধিক পরিমাণ ইস্তিগফারকে নিজেদের মা'মূলাত তথা নিয়মিত আমলের অংশ বানিয়ে নিন। তিলাওয়াত, কালিমায়ে তাইয়্যেবা ও দুরূদ শরিফের ন্যায় আগামীকাল আপনাদের কী করতে হবে? আগামীকাল সকল গুনাহের মা থেকে তাওবা করতে হবে। অধিক ইস্তিগফারের দ্বারা দু'আ কবুল হয়ে

[৭৭] (সারসংক্ষেপ) কিমিয়ায়ে সা'আদাত

থাকে। কোন কোন গুনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করবেন। তারপর আসল রোগ থেকে মুক্তির দু'আ করতে থাকুন, যা সর্বদা শুধু গুনাহই করিয়ে থাকে। প্রতিদিন গুনাহের বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। উক্ত রোগটির নাম হল "হুব্বুদ-দুনিয়া" তথা দুনিয়ার মহব্বত। আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন—দুনিয়ার প্রতি মহব্বত করো না। না হয় ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে।

ধ্বংসই ধ্বংস। যে বস্তুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধ্বংস আখ্যা দিয়েছেন, নিজেই একটু ভাবুন তো! তা কতটা ক্ষতিকর হবে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দরিদ্রতাও মন্দ নয়, প্রাচুর্যও মন্দ নয়। দরিদ্রতা ও প্রাচুর্যত নিজের সাধ্যের কোন বস্তুও নয়। রিজিক নির্ধারিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ ধনী ছিলেন আবার কেউ কেউ অনেক গরিব ছিলেন। কিন্তু তারা সকলেই দুনিয়ার মহব্বত থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। তাই তারা সফল। মনে রাখবেন! "অন্তরের প্রশান্তি" এবং "দুনিয়ার মহব্বত" এ উভয়টি কখনো একত্রিত হতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার মহব্বতে যে লিপ্ত হয়েছে, তার ইখলাস এবং আত্মত্যাগের মর্যাদাও নসিব হয় না এবং তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মহব্বতও আসে না। কারণ কী? কারণ হল, দুনিয়ার প্রতি মহব্বতকারী তার মূল পথ থেকে ছিটকে পড়ে। আর যে পথই অবলম্বন করে ভুল পথ, সে গন্তব্যে কীভাবে পৌছবে? কখনো কবরস্তানে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, দুনিয়ার মহব্বতকারী ও দুনিয়ার ফিকিরকারীগণ তাদের সাথে কি নিয়ে গেছে? বিষয়বস্তু অনেক দীর্ঘ। ব্যাস! এতটুকু বুঝে নিন যে, এটা হল ক্যান্সার। তাই কালিমায়ে তাইয়্যেবা, ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফের আমল করে আমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করব, হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে হেফাজত করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا

সুরা তাকাসূর তথা اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ সকাল-বিকাল তিনবার পাঠ করে দুনিয়ার মহব্বত থেকে হেফাজতের দু'আর নিয়মিত আমলের সুদৃঢ় অভ্যাস বানিয়ে নিন। নিয়মিত এই সুরা পাঠ করবেন এবং দুনিয়ার মহব্বত থেকে

আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। নফল সালাতের সিজদায় এবং ফরজ সালাতের পরে এবং সারা দিনে যখনই কোন নেক কাজ করবেন, তখনই এই দু'আ করবেন। এই দু'আ যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে ইমান, ইখলাস, জিহাদ ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে যাবে এবং আপনি বাদশাহ হয়ে যাবেন বাদশাহ। দুনিয়াতেও বাদশাহ এবং আখিরাতেও বাদশাহ হবেন ইন শা' আল্লাহ। তাহলে না দরিদ্রতা অকৃতজ্ঞতায় পতিত করবে, না প্রাচুর্য অহংকারে লিপ্ত করবে। এক জোড়া কাপড় হলেও প্রশান্তি আবার শত শত জোড়ার মালিক হলেও পা জিহাদে যেতে কাঁপবে না। এ দুনিয়া হল মাটি, ধোঁকা, তামাশা ও ধ্বংসের পদধ্বনি। এটাকে গুরুত্ব দেওয়া, এটার জন্য মরা কিংবা বাঁচা অথবা এটাকে নিজের উদ্দেশ্য বানানো কিংবা এটার জন্য কাঁদা কিংবা এটার উপর গর্ব করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে "দুনিয়ার মহব্বত" থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদেরকে আপনার মাকবুল মহব্বত নসিব করুন। আমিন।

বিষয়টি খুবই সহজ

বিষয়টি খুবই সহজ। দীনের ব্যাপারে নিজের মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কাউকে রাখবে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং সকল আমল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। যেকোন মুসলমান নিজের জীবনের একটি দিন এভাবে কাটিয়ে দেখুন। অবশ্যই তার শরীরে কালিমার নূর প্রবাহিত হবে। আমরা তো আমাদের দীনকে মানুষের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছি। যখন মানুষ আমাদেরকে দেখে তখন আমরা পাক্কা মুসলমান। আর যখন কেউ না দেখে তখন শুধু গুনাহ আর গুনাহ। যখন কোন নেক কাজ করা হয় তখন শুধু এই চিন্তা যে, মানুষ যেন এটা জানতে পারে। চাই সেটা যেকোন উসিলায়ই হোক। আর যদি গোপনে নেক কাজ করা হয় তখন এই প্রত্যাশা থাকে যে, মানুষ যেন আমাকে মূল্যায়ন করে। আমার নেক কাজের বিনিময়ে আমাকে সম্মান করে। এমন নেক কাজ বেশি দিন সঙ্গ দেয় না। এটা দুনিয়াতেই ছুটে যায়। আখিরাতে কীভাবে কাজে আসবে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! দীনের কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই করুন। দেখুন! স্রোতের পানি ঘরের দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে।

ইস্তিগফারের একটি অজিফা

আমাদের আকা হজরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অনেক গুরুত্বের সাথে "ইস্তিগফার" এর নির্দেশ দিয়েছেন। এতেই অনুমান করা যায় যে, এটা কতটা উপকারী এবং জরুরি আমল। অধম আপনাদেরকে একটি মহান এবং অনেক পরীক্ষিত আমল আরজ করছি। এমন আমল যার উপকার আপনারা আমল করার পর নিজেরাই দেখতে পারবেন ইন শা'আল্লাহ। মাত্র একদিন গল্প ও আড্ডার কুরবানী। অধিক ঘুম ও মোবাইল ব্যবহার করার কুরবানী। এমন উপকারী আমলটি হল– আজ ফজরের সালাত থেকে মাগরিব পর্যন্ত ত্রিশ হাজার বার নিম্নের বাক্যসমূহ দিয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

এটা সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার আমল। সুবহানাল্লাহ! আমলনামায় ত্রিশ হাজার তাওবা ও ইস্তিগফার। এক বৈঠকে করতে পারলে সোনায় সোহাগা। আর না হয় যেভাবে সম্ভব সেভাবেই করবে। অজুর সাথে করবে। মাঝে কোন কথাবার্তা না বলে করলে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে আজ এই নি'আমত নসিব করুন এবং শয়তানের আক্রমণ ও নফসের অলসতা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমিন।

ইস্তিগফারের আরও একটি উপকারী অজিফা

ইমাম গাজালী রাহি. এহইয়াউল উলূমে লিখেন—

হজরত আলকামা রাহি ও হজরত আসওয়াদ রাহি. বলেন যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন—

কুরআনুল কারিমে এমন দুটি আয়াত রয়েছে—যেকোন বান্দা যদি কোন গুনাহ করে এ আয়াত দুটি পাঠ করে ইস্তিগফার করে, তাহলে তার এমন কোন গুনাহ নেই যা ক্ষমা করা হবে না। আয়াত দুটি হল—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

> "আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়।"[১]

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২]

অন্ধকার থেকে বের হওয়ার উপায়

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে "তাওয়্যাবীন" এর অন্তর্ভুক্ত করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। "তওয়্যাবীন" অর্থ হল, অধিক তাওবা ও ইস্তিগফারকারী।

প্রিয় পাঠক! আপনি কি শয়তানের কোমর ভেঙ্গে দিতে চান? শয়তান

---

[১] আলে-ইমরান- ৩: ১৩৫
[২] নিসা- ৪: ১১০

বলে যে, আমি মানুষকে গুনাহের দ্বারা ধ্বংস করেছি। আর মানুষ আমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ইস্তিগফার দিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছে। আপনি কি অন্ধকার থেকে বের হতে চান? নফসের অন্ধকার। গুনাহের অন্ধকার। জুলুমের অন্ধকার। অসহায়ত্বের অন্ধকার। তাহলে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করুন। ঐ যে দেখুন! হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে ইস্তিগফার করেছেন। এত প্রচণ্ড অন্ধকার কিন্তু ইস্তিগফারের বরকতে সেই অন্ধকার তার নিকট চন্দ্রের আলো মনে হচ্ছিল। চাঁদ যেন আকাশে নয়, মাছের পেটেই রয়েছে। শুধু আলো আর আলো। আর জানেন তাঁর আওয়াজ কোন পর্যন্ত পৌঁছেছিল? হ্যাঁ! সেই আওয়াজ আরশের নিকট বিদ্যমান ফেরেশতা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিল এবং পরস্পর বলতেছিল যে, আওয়াজটা তো চেনা-পরিচিত মনে হচ্ছে। মুজাহিদদের মধ্যে যদি ইস্তিগফারের আমল এসে যায়, তাহলে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে। তারা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে জিহাদ শক্তিশালী হবে। যখন জিহাদ শক্তিশালী হবে, তখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ শক্তি ও সাহস পাবে। প্রিয় পাঠক! তাই আসুন ইস্তিগফার করি। পূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে ইস্তিগফার করি।

ইসমে আজমের প্রভাব

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—মাছওয়ালা তথা হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন, তখন তিনি যে দু'আটি করেছিলেন, তা ছিল এই—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> "আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।"[৩]

যে কোন মুসলমান নিজের কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ কালিমাসমূহ পাঠ

[৩] আম্বিয়া- ২১: ৮৭

করে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ অবশ্যই কবুল করবেন।[৪]

এ বর্ণনাটি নিম্নের কিতাবসমূহেও রয়েছে—

১. মুসনাদে আহমাদ

২. সুনানে নাসাঈ

৩. নাওয়াদিরুল উসূল

৪. মুসতাদরাকে হাকেম

৫. তাফসীরে তাবারী

৬. বায্যার

৭. ইবনে মারদুবী

৮. ইবনে আবি হাতেম

৯. আশ-শুআবু লিল-বায়হাকী

বুঝা গেল যে, এ পবিত্র আয়াতটি ইসমে আজমের প্রভাব রাখে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

গ্রহণযোগ্য, রোগ মুক্তি ও মাগফেরাত

তাফসিরে দুররে মানসুরে মুসতাদরাকে হাকেমের বর্ণনায় হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম বলব না? তা হল—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> যে কোন মুসলমান চল্লিশ বার এর মাধ্যমে স্বীয় রবের নিকট দু'আ করবে, অতঃপর উক্ত রোগে যদি সে মৃত্যুবরণ করে, যে রোগে সে এ দু'আ করেছিল। তাহলে তাকে শহীদের সাওয়াব

[৪] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫০৫

দেওয়া হবে। আর যদি সে সুস্থ হয়ে যায় (অর্থাৎ যদি সে সুস্থ হয়ে যায়) তাহলে এমতাবস্থায় সুস্থ হবে যে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।[৫]

দু'আটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই

দু'আটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—মাছওয়ালা তথা হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন, তখন তিনি যে দু'আটি করেছিলেন, তা ছিল এই—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

যে কোন মুসলমান নিজের কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ কালিমাসমূহ পাঠ করে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ অবশ্যই কবুল করবেন।[৬]

ইমাম হাকেম রাহি. বলেন যে, এ হাদিসটির সনদ সহিহ এবং তিনি অন্য আরও একটি সনদে এ বর্ণনায় নিম্নের বাক্যসমূহও উল্লেখ করেছেন—

এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! এ দু'আটি কি শুধুমাত্র হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে সুনির্দিষ্ট নাকি সকল মুমিনের জন্য ব্যাপক? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করেন—তুমি কি আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনোনি—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে

---

[৫] আনওয়ারুল বয়ান: ৬/১৬১
[৬] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫০৫

উদ্ধার করে থাকি।"[৭]

অর্থাৎ এ দু'আটি এবং তার কার্যকারিতা সকল মুসলমানের জন্যে।[৮]

প্রিয় এবং কার্যকারী

প্রিয় এবং কার্যকরী একটি দু'আ

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন—যখন আল্লাহর নবি হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটের মধ্যে এ কালিমাসমূহের দ্বারা দু'আ করলেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

তখন তার দু'আ আরশ পর্যন্ত পৌছেছে। ফেরেশতারা আরজ করলেন, এটি একটি দুর্বল এবং জানাশোনা আওয়াজ অপরিচিত কোন স্থান থেকে আসছে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—তোমরা কি তাকে চিনো না? ফেরেশতারা আরজ করলেন, হে আমাদের রব! এটা কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—এটা তো আমার বান্দা ইউনুস। ফেরেশতারা আরজ করলেন, আপনার সেই বান্দা ইউনুস, যার প্রিয় আমল ও গ্রহণযোগ্য দু'আসমূহ সর্বদা আপনি পর্যন্ত পৌছতো। হে আমাদের রব! সে তো সুখের সময় আমল করত। তাহলে আপনি কি তার উপর অনুগ্রহ করবেন না? তার বিপদের সময়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন না? আল্লাহ তা'আলা বলেন—কেন নয়! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দিলেন। মাছ তখন তাকে বমি করে দিল।[৯]

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে কত দিন ছিলেন এই নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যথা—

১. চল্লিশ দিন। (সাঈদ বিন আবুল হাসান আল-বসরী রাহি.)[১০]

---

[৭] আম্বিয়া- ২১: ৮৮
[৮] আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব: ২/৩২০
[৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর; তাফসীরে রুহুল মা'আনী
[১০] তাফসীরে ইবনে কাসীর

২. সাত দিন। (জাফর সাদেক রাহি.) [১১]

৩. তিন দিন। (হজরত কাতাদাহ রাহি.) [১২]

৪. মাত্র কয়েক ঘণ্টা। দুপরের দিকে গিলেছে এবং সন্ধ্যার সময় বমি করে দিয়েছে।(শাবীরাহি.)[১৩]

ইমাম আলুসী বাগদাদি রাহি. এর সাক্ষ্য

প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থ তাফসীরে রুহুল মা'আনীর লেখক আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী রাহি. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

যখন আল্লাহ তা'আলার এক ওলী মুসাফির আমাকে এ দু'আটির নির্দেশ দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ! তখন আমি নিজেই এ দু'আটির কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছি। ঐ সময় আমার উপর এমন পরীক্ষা এসেছিল, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। (অর্থাৎ অনেক কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ এসেছিল। যা এ দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিয়েছেন।) [১৪]

উম্মতে মুহাম্মাদির উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অনুগ্রহ

উম্মাতে মুহাম্মাদির উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অনুগ্রহ। এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার টিকিট হল—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ

আর সালাত এবং জিহাদ হল এই কালিমার সত্যায়নের দলীল। বাস্তবেই আমরা অন্তর থেকে কালিমা পড়েছি। এক বর্ণনায় তো এমনও এসেছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হাসতে হাসতে তাওয়াজ্জুহ দেবেন আর

[১১] তাফসীরে রুহুল মা'আনী
[১২] প্রাগুক্ত
[১৩] প্রাগুক্ত
[১৪] প্রাগুক্ত

বলবেন– হে মুসলমানেরা! আমি তোমাদের প্রত্যেকের পরিবর্তে জাহান্নামে তার স্থানে কোন ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানকে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার কাবীরা! এই রহমতও এ উম্মতের ব্যক্তিদের উপরই করা হবে। তবে হ্যাঁ! এটাও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, এই উম্মতের এমনও অনেক ব্যক্তিকে গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে শাস্তি ভোগ করে তারপর জান্নাতে আসবে। হে আল্লাহ! জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! রহমত চাই রহমত। জাহান্নাম বড় ভয়াবহ স্থান। অনেক কঠিন ও অনেক মুশকিল।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

। "হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হল যে, সে দুনিয়াতে কাউকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ মনে করত না। অতঃপর যদি তার পাহাড় পরিমাণ গুনাহও হয়ে যায়, তাহলেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [১৫]

হে মুসলমানেরা! ঘোষণা করে দাও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার মত আর কেউ নেই। তিনি স্বীয় সত্তার দিক থেকেও একক, স্বীয় গুণাবলীর দিক থেকেও একক। স্বীয় আনুগত্যের দিক থেকেও একক। না তাঁর কোন শরিক আছে। না কেউ তাঁর প্রতিপক্ষ আছে। না তাঁর সমমর্যাদার কেউ আছে। ইবাদাত একমাত্র তাঁর জন্যই। জীবন-মরণ শুধুমাত্র তাঁরই জন্য। কুরবানী একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনিই একমাত্র সকল সমস্যা সমাধানকারী। তিনিই একমাত্র সকল প্রয়োজন পূরণকারী। আমরা তাঁকেই ভয় করি। তাঁর মত আর কাউকে ভয় করি না। আমরা তাঁকে ভালোবাসি। তাঁর মত আর কাউকে ভালোবাসি না। আমাদের অন্তরও তাঁরই জন্য। আমাদের জীবনও তাঁরই জন্য। আর তিনিও দয়ালু। অনেক দয়ালু। সীমাহীন দয়ালু। অনেক মেহেরবান।

আমার সামনে আমার মহান রবের রহমত বর্ণনা করার অনেক হাদিস

[১৫] বায়হাকী

ঝলমল করছে। আর তারচেয়েও অধিক পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে। যেগুলোতে অনেক আশা ও রহমতের সুস্পষ্ট বার্তা রয়েছে। হে মুসলিমগণ! ইস্তিগফার অনেক বড় নি'আমত। এটা মানুষকে নিম্নস্তর থেকে উঠিয়ে উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যায় এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আমলসমূহে লাগিয়ে দেয় এবং টুটাফাটা আমলকে পরিপূর্ণ আমলে পরিণত করে।

আল্লাহ তা'আলার রহমত অন্তরে বসান এবং ইন শা'আল্লাহ সকাল-বিকাল, রাত-দিন এবং সাহরীর সময় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করুন। সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত সমস্যাবলীও সমাধান হয়ে যাবে এবং ইন শা' আল্লাহ আমরা আমাদের মহান রবের রহমতের উপযুক্ত হয়ে যাব।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

দু'টি নিরাপত্তা

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَلْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْزَلَ اللهُ عَلَىَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِىْ }وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ{ فَاِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

> "হজরত আবু মূসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা আমার উপর আমার উম্মতের জন্য দু'টি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করেছেন।

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

> "আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আজাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আজাব

। দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।"[১৬]

আর আমি যখন চলে যাব তখন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ইস্তিগফার রেখে গেলাম। (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইস্তিগফার করতে থাকবে, ততক্ষণ আজাব আসবে না। আর এই বিধানটি কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর।) "[১৭]

গুনাহসমূহ ধ্বংস করার হাতিয়ার

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْتِغْفَارُ مِمْحَاةٌ لِلذُّنُوْبِ

"হজরত আবু মূসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— ইস্তিগফার হল গুনাহসমূহকে ধ্বংস করার হাতিয়ার।"[১৮]

ইস্তিগফার সর্বাবস্থায়ই উপকারী

যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ইস্তিগফার করে অর্থাৎ অন্তর থেকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে কিন্তু তাওবার সেই স্তর পর্যন্ত পৌছেনি যে, সকল গুনাহ ছেড়ে দেবে, সে যেন তার ইস্তিগফারকে অনর্থক মনে না করে। অথবা যে ব্যক্তি মনোযোগ ব্যতীত ইস্তিগফার করে, এমন ইস্তিগফারও উপকার থেকে খালি নয়। ইস্তিগফার নিজেই স্বতন্ত্র একটি নেকি ও ইবাদাত। আর নেকি ও ইবাদাতের প্রতিটি অণু পর্যন্ত মূল্যবান। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

"অতএব কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে।"[১৯]

---

[১৬] আনফাল- ৮: ৩৩
[১৭] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩০৮২
[১৮] কানযুল উম্মাল: ১/২৪১; দায়লামী; জামেউস সগীর
[১৯] যিলযাল- ৯৯: ৭

ঐ ছোট পাল্লা কিংবা কাঁটা যার দ্বারা স্বর্ণকার স্বর্ণ পরিমাপ করে, তার এক পাল্লায় এক দানা চাউল দিলেই ঝুঁকে যায়। আর যদি এক দানা চাউল দিলে না ঝুঁকে তাহলে দ্বিতীয় দানা দিলে পাল্লা ঝুঁকে যায়। ঠিক নেকিরও একই অবস্থা। তার প্রতিটি অণু আমলের পাল্লায় অবশ্যই প্রভাব ফেলবে এবং অনেক গুনাহের পাল্লাকে হালকা করে দিবে। সুতরাং মানুষের জন্য কোন অবস্থাতেই সামান্য ভাল কাজ ও অণু পরিমাণ নেকিকেও ছোট মনে করে ছেড়ে দেওয়া এবং কোন গুনাহকে ছোট মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন সূতা কর্তনকারী এক বোকা নারী এটা মনে করে সূতা কাটা বন্ধ করে দেয় যে, আমি তো এক ঘণ্টায় মাত্র এক দাগা সূতাই কাটতে পারব। এই এক দাগা সূতা দিয়ে আর কি মাল একত্রিত হবে কিংবা কি কাপড় বানানো যাবে? এই বোকা নারীর এটা জানা নেই যে, দুনিয়ার যত কাপড় রয়েছে, সকল কাপড়ই এক দাগা সূতা থেকেই বুনা শুরু হয়। আর গোটা পৃথিবী নিজেও এতটুকু শক্তি থাকা সত্ত্বেও অণু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ইস্তিগফার করাও নেকির অন্তর্ভুক্ত। কেননা জবানকে অমনোযোগী ইস্তিগফারের দ্বারা নাড়ানো যেকোন সময় যেকোন মুসলমানের গীবত কিংবা অনর্থক কথাবার্তা দ্বারা নাড়ানো থেকে উত্তম।[২০]

শক্তির রহস্য

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَّخْرَجًا وَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

> "অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল পেরেশানী থেকে মুক্তি ও সকল মুসিবত থেকে পরিত্রাণ এবং ধারণাবহির্ভূত রিজিক দান করবেন।"[২১]

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন– আশ্চর্য লাগে তার উপর, যে মুক্তির পথ থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস হয়। আরজ করা হল, মুক্তির পথ কী? তিনি

---

[২০] (সারমর্ম) এহইয়াউল উলূম
[২১] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৮; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮১৯

বললেন—ইস্তিগফার।

সুপ্রিয় পাঠক! ইস্তিগফারের মধ্যে মুক্তিও রয়েছে নিরাপত্তাও রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন প্রয়োজন ও মুসিবত নেই, ইস্তিগফার দ্বারা যার প্রতিকার হয় না। বর্তমানে এ দেশের দীনদার শ্রেণি দুর্বল। একের পর এক জালিম শাসক আসছে। আমাদের ভাগ্যে কি এমন কোন শাসক নেই যিনি পরোপুরি ইসলাম মানবে এবং মুসলমানদের কল্যাণকামী হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী গোলাম হবে। মূলত দীনদার শ্রেণির গুনাহের আধিক্য, ইস্তিগফারের প্রতি গাফলত এবং অহংকার ও ভীরুতা আমাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিম বলছে যে, শক্তির উৎস হচ্ছে তাওবা ও ইস্তিগফারের মধ্যে। আপনি যদি দৈনিক ১০০০ বার থেকে নিয়ে ১০০০০ বার ইস্তিগফার করতে নাও পারেন, তাহলে কমপক্ষে এত বার করুন, যতবার গুনাহ করেছেন। অথবা এতটুকু সময় ইস্তিগফার করুন, যতটুকু সময় গুনাহে লিপ্ত ছিলেন। অথ বা এ পরিমাণ সময় ইস্তিগফার করুন, যে পরিমাণ সময় রাব্বে কারিম আমাদের গুনাহ সত্ত্বেও তাঁর নি'আমতসমূহে ঢুবিয়ে রেখেছেন।

মাগফিরাত একটি মহান নি'আমত

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে মাগফিরাত দান করুন।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

মাগফিরাত অনেক মহান একটি নি'আমত। ভাবুন তো! যখন পবিত্র কুরআনুল কারিমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 'মাগফিরাত' এর ঘোষণা করা হল, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সীমাহীন খুশি হয়ে গেলেন। অবশ্যই ঐ মুমিনই সফল, যার মাগফিরাত নসিব হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই ইস্তিগফার বলে। আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে স্বীয় আজাব থেকে বাঁচাতে চান, তাদেরকে ইস্তিগফারের তাওফিক ও সুযোগ এবং বুঝ দান করেন। হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতির ঘটনা কুরআনুল

কারিমে বিদ্যমান। মানুষের দু'আ এবং আরশের মাঝখানে গুনাহের কারণে যে সকল প্রতিবন্ধকতা ও পর্দাসমূহ আপতিত হয়, ইস্তিগফার সে সকল পর্দা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে দেয়।

ইস্তিগফার সকল সমস্যার সমাধান

১. এক ডাক্তার সাহেব আছেন। হাসপাতালের পাঁচজন ডাক্তার মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে চাকুরীচ্যুত করে দেয়। তিনি বলেন যে, আমি অধিক পরিমাণে এই মাসনুন ইস্তিগফারের আমল করেছি—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

কয়েকদিনের মধ্যেই পুনরায় চাকুরী বহাল হয়ে যায় এবং হিংসুকদের এমন শোচনীয় পরিণতি হয়েছে যে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।

২. এক সৌভাগ্যবান দম্পতি। কিন্তু নিঃসন্তান। অনেক দেশে চিকিৎসা নিয়েছেন কিন্তু ফলাফল শূন্য। অতঃপর যখন কুরআনুল কারিমের ঐ আয়াত শোনলেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইস্তিগফার করো। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অনেক সম্পদ ও সন্তান দান করবেন, তখন থেকে সব চিকিৎসা বন্ধ করে ইস্তিগফার শুরু করলেন। বর্তমানে মা শা'আল্লাহ তাদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে।

৩. এক মহিলা আছে। যার জালিম স্বামী তাকে সকাল-বিকাল শুধু গালাগালি করে আর মারে এবং অপদস্ত করে। সেই মুমিনা বান্দী ইস্তিগফারের আমল শুরু করলেন। একদিন তার স্বামী তাকে অনেক মারলেন। স্বামী মারধর করে চলে যাওয়ার পর ইস্তিগফার করতে থাকলেন। অত্যন্ত ব্যথিত ও ভগ্ন হৃদয়ে স্বীয় রবের নিকট অভিযোগ নয় ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। হঠাৎ করে একটি বিস্ফোরণ হল এবং ঘরের এক জায়গা থেকে কিছু তাবিজ-টোনা বের হয়ে আসল। জানা গেল যে, খুবই ভয়ানক জাদু ছিল। তা ঘর থেকে বাহিরে ফেলে দেওয়া হল। বিকেলে স্বামী এসেই স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। তারপর সে এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল যে, তাদের জীবনই পাল্টে

গেল।

৪. এক মুসলিম বোনের ঘটনা। সে একজন চরিত্রবান, নেককার, মুজাহিদ ও আল্লাহওয়ালা স্বামী কামনা করত। ইস্তিগফারের আমল করত। দৈনিক পনেরোশত বার পাঠ করত—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

তাছাড়াও অধিক পরিমাণে ছোট ইস্তিগফার করত—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّىْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

এখন মা শা' আল্লাহ বিবাহিতা। আলেম, মুজাহিদ ও অনেক ভালোবাসার স্বামী ভাগ্যে জুটেছে।

৫. এক মহিলার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করেছে। যখন পুনরায় পরীক্ষা করিয়েছে, তখন আর রোগের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৬. এক মহিলার বিবাহের ত্রিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন সন্তান নেই। কেউ একজন ইস্তিগফারের কথা বলায় দিন-রাত তাতে লেগে যায়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করেছেন।

এ ধরনের ঘটনা অনেক আছে। এগুলো লেখার উদ্দেশ্য হল ঘটনাবলী থেকে আমলের আগ্রহ পাওয়া যায়। আর এ সকল ঘটনায় কোন প্রকার অতিরঞ্জন নেই। কেননা ইস্তিগফারের উপর অসংখ্য নিআমতের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। কুরআনুল কারিমের সুরাহুদের তৃতীয় আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন—

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

> "আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর (ক্ষমা চাও)। তারপর তার কাছে তাওবা কর (ফিরে যাও), (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের আজাবের ভয় করছি।"[২২]

অর্থাৎ মূল প্রতিদান ও নি'আমতসমূহ তো পরকালের জন্য। কিন্তু দুনিয়াতেও আরাম ও প্রশান্তি ও বিভিন্ন প্রকার নি'আমত দান করার ওয়াদা রয়েছে। অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

> "আর বলেছি, তোমার রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।"[২৩]

নবিজির একটি ব্যাপক ইস্তিগফার

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ব্যাপক ইস্তিগফার

হজরত আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ করতেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي، وَجَهْلِي، وَهَزْلِي

---

[২২] হুদ- ১১: ৩
[২৩] নূহ- ৭১: ১০-১২

وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا قَدَّمْتُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا عِنْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আমার অপরাধ ও মূর্খতা এবং আমার নিজের ব্যাপারে সকল বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করে দিন এবং ঐ সকল গুনাহসমূহ যা আমার চেয়ে আপনার ভাল জানা আছে। হে আল্লাহ! আমার জানা-অজানা এবং হাসি-ঠাট্টার ছলে করা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং এ ধরনের আরও যত গুনাহ আমি করেছি। হে আল্লাহ! আমার সামনে-পেছনের, প্রকাশ্য ও গোপনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনিই সামনে অগ্রসরকারী ও আপনিই পেছনে আনয়নকারী এবং আপনিই সকল বস্তুর উপর শক্তিমান।"[২৪]

ইস্তিগফার প্রত্যেক নি'আমত এবং সহজলভ্যতার চাবিকাঠি

আপনি যদি পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহের উপর চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে বুঝে আসবে যে, ইস্তিগফার প্রত্যেক নি'আমত ও সহজলভ্যতার চাবিকাঠি। এজন্য কুরআনুল কারিম বার বার তাওবা ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছে এবং আমাদের আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে তো মাসূম তথা বেগুনাহ হওয়া সত্ত্বেও অনেক বেশি ইস্তিগফারের গুরুত্ব দিতেন। একেকটি মজলিসে শত শত বার সাহাবায়ে কেরাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফার শুনেছে। আর অপরদিকে তিনি উম্মতকে এর অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। আপনি শুধুমাত্র মাসনূন দু'আসমূহই দেখুন! অধিকাংশ দু'আর মধ্যেই ইস্তিগফার পাওয়া যায়। একটু আগে আমি অজু করছিলাম। অজুর মাসনূন দু'আর মধ্যেও ইস্তিগফার ছিল। অতঃপর মসজিদে যেতে লাগলাম তো মসজিদে

[২৪] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৬৩৯৮; সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭১৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৯৭৩৮

যেতে রাস্তায় পাঠকরার মাসনূন দু'আর মধ্যেও ইস্তিগফার। সালাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর মাসনূন আমল স্মরণ হল। আর তা হল তিন বার ইস্তিগফার। আমাদের দয়া ও অনুগ্রহশীল এবং বুজুর্গ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশী ইস্তিগফার শিখিয়েছেন। তাহলে অনুমান করুন যে, উম্মতের জন্য ইস্তিগফার কতটা উপকারী।

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর বাণী

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর বাণী—

اَلْعَجَبُ مِمَّنْ يَهْلِكُ وَمَعَهُ النَّجَاةُ قِيلَ وَمَاهِيَ قَالَ: اَلْاِسْتِغْفَارُ

> "আশ্চর্য তার উপর যে ধ্বংস হয়েছে অথচ তার নিকট মুক্তির উপায় বিদ্যমান ছিল। আরজ করা হল, মুক্তির উপায় কী? তিনি বললেন– ইস্তিগফার।"[২৫]

সকল প্রয়োজন পূরণের পূর্ণাঙ্গ ইস্তিগফার

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا . فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا . فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا . وَارْضَ عَنَّا . وَتَقَبَّلْ مِنَّا . وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ . وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ . وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ . قَالَ فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا . فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الْأَمْرَ

> "হজরত আবু উমামা বাহেলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে তাশরিফ আনলেন। তিনি তখন লাঠির উপর ভর দেওয়া ছিলেন। আমরা যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম তখন দাঁড়িয়ে গেলাম। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ পাঠ করলেন—

---

[২৫] দিওয়ানে আলী রাদিআল্লাহু আনহু

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদের আমলসমূহ কবুল করে নিন। আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন এবং আমাদের সকল অবস্থাকে সংশোধন করে দিন।"[২৬]

সাহাবী বলেন, আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য অনেক দু'আ করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: আমি কি তোমাদের জন্য সকল কর্মকে একত্রিত করিনি? অর্থাৎ এ দু'আ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট।[২৭]

মাগফিরাত ও সোজা পথ

ইস্তিগফারের এই বাক্যও হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي لِلسَّبِيلِ الْأَقْوَمِ

> "অর্থ: হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দিন। অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করুন।"

যথেষ্ট একটি দু'আ

হজরত সায়েব বিন ইয়াযিদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মানুষের দু'আর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা বলবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ

[২৬] বায়হাকী লি শু'আবুল ইমান: হাদিস নং ২১২৬১
[২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮৩৬; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২২১৮২

"অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।"[২৮]

দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে মারফু সনদে বর্ণিত আছে যে, আমি তোমাকে পাঁচ হাজার বকরী দেব অথবা পাঁচটি এমন বাক্য শিক্ষা দেব যার মধ্যে তোমাদের জন্য দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত। তোমরা বল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ؛ وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِيْ؛ وَطَيِّبْ لِيْ كَسْبِيْ؛ وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ؛ وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِيْ اِلٰى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّيْ

"অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আমার চরিত্রে প্রশস্ততা দান করুন। আমার উপার্জনকে পবিত্র বানিয়ে দিন। আপনি আমাকে যা কিছু দান করেছেন, তার উপর আমাকে সন্তুষ্টি দান করুন এবং আমার শক্তিমত্তাকে ঐ বস্তুর মধ্যে লাগাবেন না, যা আপনি আমার থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।" (অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমার ভাগ্যে নেই, তার চিন্তা-ভাবনা ও তালাশে আমাকে লাগাবেন না।) [২৯]

হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের দু'আ

হজরত আবু কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি কি তোমাদেরকে ঐ বস্তু শেখাবো না, যা হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে শিখিয়েছেন? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই ইরশাদ করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তোমরা বলো—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطَئِيْ وَعَمَدِيْ وَهَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَلَا تَحْرِمْنِيْ بَرَكَةَ مَا اَعْطَيْتَنِيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ فِيْ مَا حَرَمْتَنِيْ

[২৮] তাবরানী; মাজমাউয-যাওয়ায়েদ
[২৯] ইবনুন নাজ্জার; কানযুল উম্মাল

"অর্থ: হে আল্লাহ আমার ভুল-ত্রুটি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এবং হাসি-ঠাট্টার ছলে করা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে ঐ বস্তুর বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না, যা আপনি আমাকে দান করেছেন। আমাকে ঐ বস্তুর পরীক্ষায় ফেলবেন না, যা আপনি আমার ভাগ্যে লিখেননি।"[৩০]

হজরত লোকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ

হজরত লোকমান আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রকে বললেন—হে আমার প্রিয় পুত্র! স্বীয় জিহ্বাকে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ তথা হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। এই দু'আয় অভ্যস্ত বানাও। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট অনেক মুহূর্ত এমন রয়েছে, যে মুহূর্তে তিনি কারো দু'আ ফিরিয়ে দেন না। দেখুন! মাগফিরাত কতটা জরুরি বস্তু যে, সর্বদা কামনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

হজরত কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—এই পবিত্র কুরআন তোমাদের রোগও বলে দেয় এবং উক্ত রোগের চিকিৎসাও বলে দেয়। সুতরাং তোমাদের রোগ হল গুনাহ। আর তোমাদের চিকিৎসা হল ইস্তিগফার। আবুল মাহবাল রাহি. বলেন—কবরে কোন বান্দার জন্য ইস্তিগফারের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন সঙ্গি হবে না।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহি. এর নিকট কেউ একজন জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কি অধিক পরিমাণে তাসবিহ পড়ব নাকি ইস্তিগফার? তিনি বললেন—কাপড় যদি পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহার করাই উত্তম। আর যদি কাপড় অপবিত্র ও অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন এবং ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধময় হয়, তাহলে সাবান ব্যবহার করাই উত্তম। আর আমরা তো অধিকাংশ লোক অপবিত্র ও অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন এবং ময়লাযুক্তই থাকি। অর্থাৎ তাসবিহ হল সুগন্ধির মত। আর ইস্তিগফার হল সাবানের মত। মূলত ইস্তিগফার হল পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঐ মুষলধার বৃষ্টি, যা মানুষকে ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকে

[৩০] মু'জামে আওসাত; তাবরানী: হাদিস নং ৭১৪৪

পবিত্র করে দেয়। সবচেয়ে বড় পবিত্রতা তো হল এর দ্বারা আমলনামা পবিত্র হয়ে যায়। এই আমলনামা কাউকে ডান হাতে এবং কাউকে বাম হাতে প্রদান করা হবে। একটি ফিল্ম দেখলে আমলনামা কি পরিমাণ কালো হয়? মিথ্যা বললে আমলনামা কি পরিমাণ কালো হয়? অধিক কথাবলা ব্যক্তিরা তো একাধারে বলতেই থাকে। ফরায়েজের মধ্যে দুর্বলতা। বদ নজর বা কুদৃষ্টি, হারামখোরী ও খিয়ানত। কোন কোন গুনাহ আজ উম্মতকে বেষ্টন করে আছে, তা যদি তালিকা করা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের রূপ ধারণ করবে। তার বিপরীতে তাওবার পরিমাণ কত? ইস্তিগফারের পরিমাণ কত? গুনাহ মূলত ঐ চর্বির মত যা অন্তরের ধমনীতে যদি জমে যায়, তাহলে হার্ট এট্যাক হয়ে যায়। গুনাহ ঐ জালের ন্যায়, যা মুক্তারূপে দৃষ্টিগোচর হলে চোখ খারাপ হয়ে যায়। গুনাহ হল ঐ কাদার ন্যায়, যা পানির পাইপে আটকে গেলে পানি বন্ধ হয়ে যায়। গুনাহ হল ঐ ময়লা-আবর্জনার ন্যায়, যা কোন জায়গায় জমা হয়ে গেলে সেখানে পোকা-মাকড় সৃষ্টি হয়ে যায়। গুনাহ হল ঐ মরিচার ন্যায়, যা বড় বড় কার্যকরী মেশিনারিজকেও বেকার করে দেয়। গুনাহ হল ঐ বিষের ন্যায়, যা রক্ত কিংবা অন্য কোন অঙ্গে যদি হয়ে যায়, তাহলে ক্যান্সার হয়ে যায়। আর ইস্তিগফার হল উক্ত সকল রোগের চিকিৎসা। আমাদের গুনাহসমূহ উক্ত পাইপলাইন ও পথসমূহকে বন্ধ করে রেখেছে, যা দিয়ে রহমত, প্রশান্তি, শক্তি ও হালাল রিজিক অবতীর্ণ হয় এবং যা অতিক্রম করে আমাদের দু'আসমূহ উপরে আরশ পর্যন্ত পৌছে।

ইস্তিগফারের কয়েকটি ঘটনা

জনৈক মহিলা তার ঘটনা লিখে—সে ত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে যায়। সাথে তার পাঁচটি বাচ্চা। না আছে থাকার মত জায়গা এবং না আছে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা। পাঁচটি বাচ্চা এবং একাকিনী একজন বিধবা মহিলা। দুঃখ-কষ্টের অনুমান করা কঠিন নয়। অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার উক্ত দিনগুলোতে সে রেডিওতে এই হাদিসটি শুনেছে—

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ

مَخْرَجًا وَّرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল পেরেশানী থেকে মুক্তি ও সকল মুসিবত থেকে পরিত্রাণ এবং ধারণা বহির্ভুত রিজিক দান করবেন।"[৩১]

সে ইমানদার নারী ছিল। বলতে লাগল যে, সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। সে নিজেকে এবং তার বড় বাচ্চাকে ইস্তিগফারে লাগিয়ে দিল। রাত-দিন ইস্তিগফার। হাজার বার ইস্তিগফার। এখনো ছয় মাস অতিবাহিত হয়নি। উত্তরাধিকারের কাগজপত্র পেয়ে যায়। দেখতে দেখতে থাকার জন্য নিজস্ব ঘর পেয়ে যায়। সাথে কয়েক লাখ টাকা ও সবকিছুর ব্যবস্থা। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী ব্যক্তি অনেক প্রিয়। তাকে তিনি অন্য কারো মুখাপেক্ষী করেন না। উক্ত আল্লাহর বান্দী শুকরিয়া আদায় করলেন এবং ইস্তিগফারকে চালু রাখলেন। বাচ্চাদেরকে কুরআনুল কারিমের তা'লীম ও হিফজের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন।

কয়েক বছর পূর্বে এক বুজুর্গের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের ওলী ছিলেন। কোন কোন আল্লাহওয়ালাগণ তো অনেক নরম স্বভাবের হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ হয় একটু কঠোর স্বভাবের। উভয় প্রকার বুজুর্গদের থেকেই মাখলুক উপকৃত হয়ে থাকে। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস শরিফে যে সকল বস্তুকে রোগের প্রতিশেধক বলা হয়েছে, তার মধ্যে মধু এবং হিজামা বা কাপিং থেরাপি অন্যতম। উভয়টির মাঝেই আল্লাহ তা'আলা রোগমুক্তি বা প্রতিশেধক রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ ঠিক এমনই হয়ে থাকেন। কেউ মধু তথা নরমভাবে চিকিৎসা করেন আবার কেউ হিজামা তথা কঠোরভাবে চিকিৎসা করেন। উক্ত বুজুর্গ কঠোর স্বভাবের ছিলেন। বাইয়াতের জন্য আগমনকারী অধিকাংশেরই বাইয়াত গ্রহণ করতেন না। আর যদি কারো উপর সদয় হতেন, তাহলে বলতেন তিন দিন সিয়াম পালন করো এবং উক্ত তিন দিনে সোয়া লাখ বার ইস্তিগফার পূর্ণ কর। সুবহানাল্লাহ! অধিক পরিমাণে ইস্তিগফারের আশ্চর্য ফলাফল প্রকাশ

[৩১] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৮; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮১৯

পেত। কারো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ হত। কারো সাথে আরও অন্য কোন নি'আমত লাভ হত।

কাজী আবু আলী আল-হাসান আত-তানুখী রাহি. একটি কিতাব লিখেছেন— كتاب الفرج بعد الشدة তথা কঠিন অবস্থার পরেই শান্তি ও প্রাচুর্য। এটি সংক্ষিপ্ত তবে অনেক উপকারী ও কার্যকরী একটি গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তিনি নিজের ঘটনা লিখেন—আমাকে শত্রুরা বন্দি করে ফেললো এবং তাদের ইচ্ছা হল তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। আমি বন্দিত্বের দিনগুলোর মধ্যে হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আটি খুব বেশি বেশি পড়েছি। কারণ এই দু'আটিতে তাওহীদও রয়েছে, তাসবীহও রয়েছে এবং ইস্তিগফারও রয়েছে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

তিনি বলেন, মাত্র নয় দিন লাগাতার পাঠ করার বরকতে আমি এমন কঠিন বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাই।

আরবের এক যুবক তার নিজের ঘটনা লিখেন এবং আল্লাহ তা'আলার কসম খেয়ে বলেন যে, আমি যা লিখছি তা শতভাগ সত্য। আমি একজন অত্যন্ত দরিদ্র এবং দুঃখী ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষ। অর্থকড়ির মুখাপেক্ষী ছিলাম। কোনভাবে সৌদি আরব গেলাম কিছু উপার্জন করার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। আমার জানা ছিল যে, সৌদি আরবে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি যদি নির্দোষও হয়, তবুও সে মুক্তি পেতে পেতে দু-এক বছর লেগে যাবে। আমি তখন ইস্তিগফারের আমল শুরু করে দিলাম। রাত-দিন ইস্তিগফার। দৈনিক হাজার বার ইস্তিগফার। তখন মাত্র ৮৪ দিন পরেই আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম এবং তার পরের দিন জনৈক ব্যক্তি আমাকে ৬০ হাজার রিয়াল হাদিয়া দিলেন এবং তারপর থেকে অবস্থা পুরোপুরি উন্নতির দিকেই যেতে লাগল। এটা একেবারেই সত্য ঘটনা এবং এগুলো হল ঐ সমুদ্রের সামান্য ফোঁটা যা ইস্তিগফারের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে।

ইস্তিগফারের বরকতের আশ্চর্য একটি ঘটনা

হজরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. একবার সফরে ছিলেন। ইরাকের দূরবর্তী কোন এক গ্রামে রাত হয়ে যায়। সেখানে না ছিল কোন পরিচয় এবং না ছিল কোন ঠিকানা। তাই ইচ্ছে করলেন যে, মসজিদে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। মসজিদে গেলে মসজিদের দারোয়ান মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। তাকে অনেক বুঝালেন কিন্তু সে কোনভাবেই মানল না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. বলেন—আমি মসজিদের বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু এখানেও সেই দারোয়ান আমার পিছু ছাড়ল না। সে আমার পায়ে ধরে ধাক্কা দিয়ে মসজিদের বারান্দা থেকেও বের করে দিল। তখন একজন রুটিওয়ালা এই দৃশ্যটি দেখে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি.-কে অনুরোধ করে নিজের ঘরে রাত কাটানোর জন্য নিয়ে গেলেন এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি.-কে অনেক সম্মান করলেন। অতঃপর সে আটা পেষার জন্য বাইরে বের হল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. দেখলেন এবং শুনতে পেলেন যে, সে চলতে-ফিরতে ও আটা পেষতে পেষতে সর্বদা ইস্তিগফার করছে। সকালে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, এটা তার নিয়মিত আমল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. তখন জিজ্ঞেস করলেন যে, এই আমলের বাহ্যিক কোন উপকার ও ফলাফল সে দেখেছে কিনা? সে বলল, হ্যাঁ! আমি যে দু'আই করি কবুল হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি দু'আ কবুল হয়নি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কী দু'আ? সে বলল, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি.-এর সাক্ষাত লাভের দু'আ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. বললেন, আমিই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি.। তোমার এই দু'আও কবুল হয়েছে এবং আমাকে ধাক্কা দিয়ে তোমার নিকট আনা হয়েছে।

ইস্তিগফারের মত মহৌষধ কেন ব্যবহার করি না?

ইস্তিগফারের ফাজায়েল, উপকারিতা ও কার্যকারিতা অনেক আশ্চর্যজনক। কিন্তু সাধারণত মানুষের এর প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ আকর্ষণ হয় না।

এটাও গুনাহের একটি মন্দ প্রভাব যে, ইস্তিগফারের এত বড় বড় উপকারিতা কুরআন-সুন্নাহতে পাঠ করেও মানুষ ইস্তিগফারকে অবলম্বন করে না। পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাওবা ও ইস্তিগফারের যে ফাজায়েল ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে যে, এর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা যাবে। কয়েকদিন পূর্বে আরবের এক আলেমার একটি লেখা দৃষ্টিগোচর হয়। তাকে আল্লাহ তা'আলা ইস্তিগফারের বড় বড় অনেক বারাকাহ ও উপকারিতা নসিব করেছেন। সে লিখে—হে দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানিতে পতিত মুসলিম বোনেরা! হে কেঁদে কেঁদে নিজেকে ধ্বংসকারী বোন আমার! হে পরীক্ষা, অবমূল্যায়ন ও বেদনায় নিপতিত বোন আমার! তোমরা ইস্তিগফারের মহৌষধ কেন ব্যবহার করছ না। এটা সকল আঘাতের মলম এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানি, দুশ্চিন্তা ও বিপদের চিকিৎসা। অবশ্যই এ সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য এবং ইস্তিগফারের উপকারিতার একটি ঝলক মাত্র। আর না হয় যে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বীয় রবকে সন্তুষ্ট করে নেয়, তার দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বস্তু আছে যা সে পায়নি।

ইস্তিগফারের উপকারিত সর্বস্তরের লোকের জন্য

একটি কথা খুব ভালোভাবে মন-মস্তিষ্কে বসিয়ে নিন যে, তাওবা-ইস্তিগফার অনেক বড় এবং অনেক মহান নি'আমত। কিন্তু আফসোস আমরা এই নি'আমত থেকে উদাসীন এবং তার ফলাফল থেকে বঞ্চিত। বিশ্বাস করুন, কোন মুজাহিদের যদি অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফারের আমলের প্রতি অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে সকল রণাঙ্গনে তাদের শক্তি সীমাহীন বৃদ্ধি পাবে এবং দুশমন পলায়নের পথ পাবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, উলামায়ে কেরাম যদি অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফারের আমলের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তাদের ইলমে সীমাহীন বরকত হয়ে যাবে এবং তাদের কলম এবং কণ্ঠের মধ্যে ঐ নুসরাত অবতীর্ণ হবে, যা আসলাফ তথা পূর্বসূরিদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো তিনিই আছেন, যিনি পূর্বে ছিলেন। তিনি আওয়ালও আখেরও। জাহেরও বাতেনও। আসলাফের আল্লাহও তিনি এবং বর্তমানে আমাদের আল্লাহও তিনিই।

আপনি বিশ্বাস করুন যে, যদি মুসলিম উম্মাহর নারীদের মধ্যে অধিক

পরিমাণে তাওবা ও ইস্তিগফারের অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে জমিনে ইসলামের বিজয়ের পথ তৈরি হয়ে যাবে। নারীরা যখন অধিক পরিমাণে সাদাকাহ ও ইস্তিগফারের আমল করে, তখন জাহান্নামের পথ এবং কাজসমূহ থেকে সরে জান্নাতের পথ ও কাজের মধ্যে এসে যায়। তখন তারা দীনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আনসার তথা সাহায্যকারী সৃষ্টি করে। আমার আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে অধিক পরিমাণে সাদাকা ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন।

আপনি বিশ্বাস করুন যে, যদি মুসলিমদের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিপদ-মুসিবত, রোগ-ব্যাধি, অস্থির অবস্থা, ঋণ ও খারাপ অবস্থা বিরাজ করে, তখন যদি তারা অধিক পরিমাণে তাওবা ও ইস্তিগফারের আমলের প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে খুব দ্রুত তাদের এই অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে এবং তারা এমন পরিবর্তন দেখতে পাবে যে, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারবে না। আপনি বিশ্বাস করুন! এ কথাগুলোর মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি কিংবা অতিরঞ্জন নেই। বরং পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহে এরচেয়েও অধিক তাওবা-ইস্তিগফারের উপকারীতা, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এ সংক্রান্ত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা অতিরঞ্জন তো নয়-ই বরং শুধুমাত্র সামান্য অনুবাদ মাত্র।

আপনি শুধুমাত্র চল্লিশ দিন পূর্ণ মনোযোগ, ইখলাস ও অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফার নিয়মিত দৈনিক হাজার বার আমল করুন। দেখবেন তখন আপনার চিৎকার করে কান্না আসবে যে, জানা নেই অতীতে এই নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়ে কত কিছুই না হারিয়েছি।

ঈদুল আজহার পরে নিয়মিত ইস্তিগফারের আমলের কথা লিখেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে হাজারো-লাখো মানুষ দৈনিক হাজার বার ইস্তিগফার করছে এবং বাহ্যিক ফলাফল আলহামদুলিল্লাহ অনেক আশ্চর্যজনক। আর মূলত যা পাওয়ার তাতো আখিরাতে পাবো।

রিজিকের প্রশস্ততার পদ্ধতি

আমাদের অনেক মুসলিম ভাই-বোন রিজিকের প্রশস্ততার অজিফা জিজ্ঞেস করেন। অনেক লোক ঋণগ্রস্ত এবং অনেকেই অভাব-অনটনের কারণে পেরেশান। অধম এমন চিঠির জবাবে প্রত্যেকের অবস্থার প্রেক্ষিতে যে অজিফা কিংবা আমল ভাল মনে হয় তা লিখে দেই। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা উপকৃতও করেছেন। আর কারো কারো ক্ষেত্রে এই ক্ষতিও হয়েছে যে, তারা অধিক সম্পদশালী হওয়ার পর বদলে গেছে। আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের মধ্যে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজে বাদশাহ এবং শাসকও ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন সম্পদশালী হওয়া থেকে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করতেন, যা তাকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য করে দেয়। তাঁর দু'আসমূহের মধ্যে নিম্নের তিনটি দু'আও প্রসিদ্ধ—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُّنْسِيْنِيْ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি এমন দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন থেকে, যা আমাকে আপনার কথা ভুলিয়ে দেয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ غِنًى يُّطْغِيْنِيْ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি এমন সম্পদশালী হওয়া থেকে, যা আমাকে আপনার অবাধ্য করে দেয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُّخْزِيْنِيْ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি প্রত্যেক এমন কাজ থেকে, যা আমাকে অপমানিত করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা আমার এবং আপনাদের সকলের ভাগ্য সৌভাগ্যে রূপান্তর করে দিন। আজ এমন একটি অজিফা বর্ণনা করছি, যা যে কেউ ইখলাস

এবং মনোযোগের সাথে আদায় করে, তাহলে ইন শা' আল্লাহ অন্যান্য অনেক উপকারিতার সাথে সাথে এই উপকারও হবে যে, আর্থিক অনটন দূর হয়ে যাবে এবং ইন শা' আল্লাহ রিযিকের সমৃদ্ধি চলে আসবে। এটা এমন একটি আমল যার ফাজায়েল পবিত্র কুরআনুল কারিমের এসেছে এবং হাদিস শরিফেও। এই আমলের বরকতে রিযিকের অভাব দূর হওয়ার পাক্কা ওয়াদা রয়েছে এবং বড় কথা হল এই অজিফা স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন।

হাফেজ ইসমাইল বিন ফজল আল-আসবাহানী রাহি. তার তাফসীরে লিখেছেন যে, এক গ্রাম্য লোক খলিফা মানসূর আব্বাসীর নিকট আসল এবং তার সাহায্য কামনা করল। খলিফা মানসূর বললেন, আমি তোমাকে কোন সম্পদ দিতে পারব না, তবে একটি হাদিস শুনাচ্ছি। আমাকে এই হাদিসটি আমার পিতা তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার বার আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করবে, সে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই ধনী হয়ে যাবে। সেই গ্রাম্য লোকটি এই আমল শুরু করে দিল। যখন বছর প্রায় শেষের দিকে, তখন একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। যা শীলাও বর্ষণ হচ্ছিল। তখন সেই গ্রাম্য লোকটি আশ্রয়ের জন্য একটি গীর্জায় গিয়ে প্রবেশ করল। হঠাৎ করে তার সামনের জমিন ফেটে গেল। আর উক্ত ফাটার ভেতরে একটি কলসী ছিল, যার মধ্যে ছত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। এই বিষয়টি খলিফা মানসুর জানতে পারলেন। তিনি দাফনকৃত সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করতেন। কিন্তু তিনি গ্রাম্য লোকটিকে তাও মাফ করে দিলেন।

এটা হল ঐ অজিফা, যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনুল কারিমের বেশ কয়েকটি আয়াত ও বেশ কয়েকটি হাদিসেও এসেছে। উক্ত সকল আয়াত ও হাদিসসমূহ লিখতে গেলে অনেক বৃহৎ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ লাভ করবে। এজন্য আজকে শুধুমাত্র একটি হাদিসের উপর ক্ষ্যান্ত হচ্ছি।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ এর বর্ণনা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًاوَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

> "অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল পেরেশানী থেকে মুক্তি ও সকল মুসিবত থেকে পরিত্রাণ এবং কল্পনাতীত রিজিক দান করবেন।"[৩২]

এই হাদিসটিতে তিনটি নি'আমতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্যে এটাও একটি যে, এমন পদ্ধতিতে রিজিক দান করবেন, যা তার চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার অতীত। ইস্তিগফার বলা হয়—কৃত গুনাহের উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন যে, কোন ইস্তিগফার পড়ব? আসলে কথা হল শুধুমাত্র পড়া নয় বরং ইস্তিগফার করা তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেগুলো আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে গেছেন। সেগুলো থেকে যে কোন একটা পড়লেই হবে।

প্রশস্ততা, প্রশান্তি ও কল্পনাতীত রিজিক

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًاوَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

> "অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল পেরেশানী থেকে মুক্তি ও সকল মুসিবত থেকে পরিত্রাণ এবং বে-হিসাব রিজিক দান করবেন।"[৩৩]

---

[৩২] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৮; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮১৯
[৩৩] প্রাগুক্ত

ইস্তিগফারের একটি পরীক্ষিত অজিফা

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহি. বলেন—যে কেউ দৈনিক ফজরের সালাতের পরে তিন বার নিম্নের বাক্যসমূহ দ্বারা ইস্তিগফার করবে, তাহলে ইন শা' আল্লাহ তার তিনটি উপকার হবে। যথা—

ক. ইলম বা জ্ঞানের গভীরতা

খ. সম্পদের প্রাচুর্য

গ. রিজিকের প্রশস্ততা

ইস্তিগফারের বাক্যসমূহ হল—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ جَمِيْعِ جُرْمِىْ وَاِسْرَافِىْ عَلٰى نَفْسِىْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

এর অর্থ কোন আলেমের কাছ থেকে জেনে নিবেন এবং নিয়মিত আমলের অংশ বানিয়ে নিন। উপরোক্ত তিনটি উপকারিতার ব্যাপারে হয়তো আপনাদের খটকা লাগতে পারে যে, সম্পদের প্রাচুর্য ও রিজিকের প্রশস্ততা তো এক কথাই। না জনাব! এক কথা নয়। দুটি পৃথক পৃথক। রিজিকের অর্থ অনেক ব্যাপক। মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার রিজিক অবতীর্ণ করেছেন। সন্তান-সন্ততিও রিজিক। নেক কাজের তাওফিকও রিজিক এবং ধন-সম্পদও রিজিক। কিন্তু সব ধন-সম্পদ মানুষের রিজিক হয় না। অনেক ধন-সম্পদ মানুষ অর্জন করে এবং তা ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক ধন-সম্পদ মানুষের রিজিক হওয়া তো দূরের কথা উল্টো আরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সম্পদ মানুষের কোন কাজে আসে না বরং তার এ সকল পরিশ্রম ও সম্পদকে ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে। না নিজে তা থেকে কোন উপকৃত হতে পারে এবং না নিজের জীবনে অন্য কাউকে তা থেকে উপকৃত হতে দেয়। সুতরাং কালসাপের ন্যায় উক্ত সম্পদের উপর ফনা ধরে বসে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এমন অবস্থা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

হজরত তাবে-তাবেইনদের মধ্যে একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন। হজরত

আহমাদ ইবনুল হাওয়ারী রাহি.। তিনি বলেন—দুনিয়া হল ময়লা-অবর্জনার স্তূপ এবং কুকুরদের একত্রিত হওয়ার স্থান। আর ঐ ব্যক্তি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট যে সর্বদা এই দুনিয়ার পেছনেই অতিবাহিত করে। কেননা কুকুর তো ময়লা-আবর্জনার স্তূপ থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করেই ফেরত চলে আসে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি সর্বদা এর পেছনেই লেগে থাকে এবং কোন অবস্থাতেই একে ত্যাগ করে না।[৩৪]

এখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে, তাহলে এমন অজিফা কেন লিখেছেন যার দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়? এ প্রশ্নের উত্তর হল, প্রকৃত মুমিনের জন্য অধিক সম্পদ অনেক বড় নি'আমত। তার সম্পদ দ্বারা দীনের উপকার হয় এবং অসহায় মানবতা প্রশান্তি লাভ করে। তার সম্পদ দ্বারা রণাঙ্গনের জিহাদ গতি লাভ করে। মুসলিম বন্দিরা মুক্তি লাভ করে। শহিদদের সৌভাগ্যবান পরিবার-পরিজনের অভিভাবকত্ব লাভ হয়। জিহাদের ঘোড়া এবং অস্ত্রের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। অসহায় গরিব-মিসকিন ও ইয়াতিমদের সাহায্য লাভ হয়। মসজিদের পর মসজিদ নির্মাণ হয়। ক্ষুধার্তরা খাবার পায়। পিপাসার্তরা পানি পান করে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা হয়। দীনের ইলম এবং মানব সেবার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হয়।

ইস্তিগফারের সাথে রিজিকের প্রশস্ততার দু'আ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা হজরত মাইমুনা রাদিআল্লাহু আনহার নিকট রাত্রি যাপন করলাম। রাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হলেন। অতঃপর একটি লম্বা ঘটনা উল্লেখ করলেন। যার একটি অংশ হল—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু করলেন। আর আমি দেখলাম তিনি রুকুর মধ্যে এই দু'আ পড়লেন—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা উঠালেন।

[৩৪] কাশফুল মাহজুব

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার হামদ-প্রসংশা করলেন। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করলেন। আর সিজদায় গিয়ে এই দু'আ পড়লেন—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা উঠালেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়েছিলেন—

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ

"অর্থ: হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে ভাল বানিয়ে দিন। আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমাকে রিজিক দান করুন এবং আমাকে হিদায়াত দান করুন।"[৩৫]

ইস্তিগফারের অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যাপক দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِيْ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي، قَالَ: فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আরজ করলেন! হে আল্লাহর রাসুল! আমি রাতে আপনার দু'আ শুনেছি। আর দু'আর যে অংশটি আমার কান পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা হল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِيْ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার

[৩৫] মুসনাদে আহমাদ

রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করুন এবং আপনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে বরকত দান করুন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তোমার কি মনে হয় যে, এই দু'আতে কোন কিছু বাদ পড়েছে? (অর্থাৎ এই দু'আর মধ্যে দীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ এসে গেছে)।"[৩৬]

ফায়দা: এটি একটি ব্যাপক দু'আ। এতে সকল মানবিক প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করা হয়েছে।

নও মুসলিমদের জন্য একটি দু'আ

حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

"হজরত আবু মালেক আশজায়ী রাহি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাত শেখাতেন এবং এই দু'আটি পড়ার জন্য নির্দেশ দিতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং রিজিক দান করুন।"[৩৭]

ওজুর পরে ইস্তিগফার

হজরত আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম।

[৩৬] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫০০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৬৫৯৯
[৩৭] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৬৯৭; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৫৬১

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ওজু শেষ করার পর এই দু'আ পাঠ করতে শুনলাম—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِيْ، وَبَارِكْ لِي فِيْ رِزْقِيْ

"অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করুন এবং আপনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে বরকত দান করুন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তোমার কি মনে হয় যে, এই দু'আতে কোন কিছু বাদ পড়েছে? (অর্থাৎ এই দু'আর মধ্যে দীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ এসে গেছে)।"[৩৮]

ইস্তিগফার করুন। মৃত্যুর পূর্বে হুরদের সাক্ষাত লাভ হবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اسْتَغْفَرِ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فِيْ دُبُرِكُلِّ صَلَاةٍ غُفِرَلَهُ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الذُّنُوْبِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَرَى اَزْوَاجَهُ مِنَ الْحُوْرِ وَمَسَاكِنَهُ مِنَ الْقُصُوْرِ

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি সালাতের পরে সত্তর বার আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে (ইস্তিগফার করবে) আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বের হবে না অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ তার হুর স্ত্রী ও জান্নাতি বালাখানার বাসস্থান অবলোকন না করবে।"[৩৯]

---

[৩৮] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫০০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১৬৫৯৯
[৩৯] দায়লামী

ইস্তিগফারকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঐ সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার জীবন। তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন লোকদেরকে নিয়ে আসবেন, যারা গুনাহ করবে এবং কৃতগুনাহের উপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন।"[৪০]

নববী ইস্তিগফার

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমরা এক মজলিসে একশত বার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দু'আটি পাঠ করাকে গণনা করতাম—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার তাওবা

---

[৪০] সহিহ মুসলিমঃ হাদিস নং ২৭৪৯; মুসনাদে আহমাদঃ হাদিস নং ৮০৮২

কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী অনুগ্রহকারী।"[৪১]

ইস্তিগফারের দ্বারা জবানের সংশোধন

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اِنِّي رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَانِ وَاِنَّ عَامَّةَ ذٰلِكَ عَلٰى اَهْلِيْ فَقَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ اَوِ اللَّيْلَةِ اَوْ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"হজরত হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম! হে আল্লাহর রাসুল! আমি অনেক কটুভাষী এবং আমার এই কটুভাষা অধিকাংশই আমার পরিবার-পরিজনের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে। (আমাকে এর প্রতিষেধক বলুন) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–তুমি ইস্তিগফার করো না কেন? আমি তো দিনে-রাতে অথবা বলেছেন প্রতি রাতে অথবা বলেছেন প্রতিদিন একশত বার ইস্তিগফার করি।"[৪২]

দুনিয়াবী পরক্ষিা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি

এক বর্ণনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলব না, যা তোমাদের কারও উপর যখন কোন বিপদ কিংবা দুনিয়াবী বিষয়ে কোন পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট আসবে, তখন তোমরা এর দ্বারা দু'আ করবে। তাহলে উক্ত বিপদ ও পরীক্ষা তার কাছ থেকে দূর হয়ে যাবে। আর তা হল মাছওয়ালা তথা হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—আমি এমন

[৪১] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮১৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৩৭১৯

[৪২] হাকেম; বায়হাকী

একটি বাক্য জানি, যা যেকোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বিপদ দূর করে দেবেন। আর তা হল আমার ভাই হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> "অর্থ: আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।"[৪৩]

দুশ্চিন্তা, বিপদ-মুসিবত ও ঋণ থেকে মুক্তি

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমার ভাই ইউনুসের দু'আটি খুবই আশ্চর্য ছিল। তার শুরুটা হল তাহলীল। মাঝের অংশ হল তাসবিহএবং শেষের অংশ হল গুনাহের স্বীকারোক্তি।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

যে কোন দুরবস্থা, বিপদ ও মুসিবতগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দৈনিক এই বাক্যসমূহ দ্বারা দু'আ করবে, তার দু'আ অবশ্যই কবুল করা হবে।[৪৪]

এই বর্ণনায় চার শ্রেণীর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

ক. পেরেশানী ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি

খ. বিপদগ্রস্ত ও অভাবী ব্যক্তি

গ. কঠিন কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি

ঘ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

---

[৪৩] যাদুল মা'আদ: ৪/১৫; কানযুল উম্মাল: হাদিস নং ৩৪২৭
[৪৪] দায়লামী; কানযুল উম্মাল; আল-আযকার

বোঝা হালকা করুন

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوْدًا لَا يَجُوْزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ

> "হজরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সামনে অনেক কঠিন একটি ঘাঁটি রয়েছে। যা (গুনাহের বোঝার) ওজনের কারণে মানুষ পাড়ি দিতে পারবে না।"[৪৫]

সুতরাং মানুষের উচিত বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করে নিজের গুনাহের বোঝা হালকা করতে থাকা।

চারটি কুরআনী উপহার

হজরত জাফর বিন মুহাম্মাদ রাহি. বলেন—আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে চারটি বিষয়ে লিপ্ত রয়েছে অথচ সে অপর চারটি বিষয়ে কীভাবে উদাসীন থাকে।

১. আশ্চর্য হল ঐ ব্যক্তির উপর, যে বিপদ ও পেরেশানিতে পতিত হয়েও এ দু'আ পাঠ করে না—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

> "আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া

[৪৫] হাকেম; শু'আবুল ইমান; বায়হাকী

> দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"[৪৬]

যখন হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এই দু'আ পাঠ করেছিলেন, তখন আমি তার দু'আ কবুল করেছি এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। আর এমনিভাবে আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

২. আশ্চর্য হল ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোন বিপদের আশঙ্কা করে অথচ এ দু'আ পাঠ করে না—

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ

> "অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমত ও অনুগ্রহসহ। কোন মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি।"[৪৭]

যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম শত্রুদের আক্রমণ ও প্রস্তুতির সংবাদ শুনে এই বাক্যসমূহ বললেন, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছে। তাদের কোন প্রকার কষ্ট হয়নি।

৩. আশ্চর্য হল ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোন শত্রুর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করে অথচ এ দু'আ পাঠ করে না—

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

> "আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।"[৪৮]

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

---

[৪৬] আম্বিয়া- ২১: ৮৮
[৪৭] আলে-ইমরান- ৩: ১৭৪
[৪৮] মু'মিন- ৪০: ৪৪

فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا

> "অতঃপর তাদের ষড়যন্ত্রের অশুভ পরিণাম থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন।"[৪৯]

যখন ফিরআউনের বংশধরদের মধ্য হতে মুমিন পুরুষগণ এ বাক্যসমূহ পাঠ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফিরআউনের অনুসারীদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

৪. আশ্চর্য হল ঐ ব্যক্তির উপর, যে ব্যক্তি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে অথচ এ দু'আ পাঠ করে না—

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

> "মাশাআল্লাহ! আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কোন শক্তি নেই।"[৫০]

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ

> "তবে আশা করা যায় যে, আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (কিছু) দান করবেন।"[৫১]

এক নজরে চারটি কুরআনী দু'আ ও অজিফা

১. যে ব্যক্তি বিপদ-মুসিবতে ফেঁসে যায়, সে যেন এ দু'আ পাঠ করে—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

২. যে ব্যক্তি কোন বিপদের আশঙ্কা করে, সে যেন এ দু'আ পাঠ করে—

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

৩. যে ব্যক্তি কোন শত্রুর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করে, সে যেন এ দু'আ পাঠ

---

[৪৯] প্রাগুক্ত- ৪০: ৪৫
[৫০] কাহাফ- ১৮: ৩৯
[৫১] প্রাগুক্ত- ১৮: ৪০

করে—

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

৪. যে ব্যক্তি জান্নাত এবং শুভ পরিণতির প্রত্যাশা করে, সে যেন পাঠ করে—

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

ফায়দা: পবিত্র কুরআনুল কারিমের নির্ভরযোগ্য কোন তাফসির গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের অর্থ ও তাফসির বিস্তারিত পাঠ করে নিলে ইন শা'আল্লাহ অনেক উপকার হবে।

একটি পরীক্ষিত সত্য

হজরত শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহি. তাফসীরে আযীযীতে লিখেন—হাদিস শরিফে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও মুসিবতে পতিত হয়ে এই আয়াতটি পাঠ করবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদ ও মুসিবত থেকে মুক্তি দান করবেন। নির্ভরযোগ্য উলামা-মাশায়েখদের থেকেও বর্ণিত আছে যে, যে কোন বিপদ-মুসিবত থেকে মুক্তির জন্য এই আয়াত পাঠ করা অনেক পরীক্ষিত আমল। আর এই আমলটি দুটি নিয়মে করা যায়। যথা—

প্রথম নিয়ম হল—একাধিক ব্যক্তি একই নিয়মে ধারাবাহিকভাবে এক বৈঠকে কিংবা তিন বৈঠকে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়া।

দ্বিতীয় নিয়ম হল—এক ব্যক্তি একাকী অন্ধকার ঘরে পাক-পবিত্র হয়ে কিবলামুখী হয়ে ইশার সালাতের পর জায়নামাজে বসে তিনশত বার এই আয়াতটি পড়বে এবং একটি পাত্রে পানি ভরে নিজের কাছে রাখবে এবং একটু পর পর নিজের হাত উক্ত পানিতে চুবিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও শরীরে মুছবে। এভাবে তিন দিন অথবা সাত দিন কিংবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত

ধারাবাহিকভাবে পড়বে। [৫২]

অসুস্থদের জন্য সুসংবাদ

হাকেম রাহি. হজরত সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহুর মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইসমে আজম শেখাব না? তা হল হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আ—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

যে মুসলিম নিজের অসুস্থতায় চল্লিশ বার এই দু'আ পাঠ করবে। পাঠ করে যদি উক্ত অসুস্থতায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে শহীদের সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। আর যদি সে সুস্থতা লাভ করে, তাহলে তার সকল গুনাহ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সুস্থতা লাভ করবে। [৫৩]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কোন রোগ ও অসুস্থতা দেখা দিলে, সে যেন এই দু'আটি চল্লিশ বার পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুস্থতা কামনা করে।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা

খালিদ বিন মা'দান রাহি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় হল ঐ বান্দা, যে আমার মহব্বতের কারণেই পরস্পরে মহববত রাখে এবং তার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আর ভোরে ঘুম থেকে উঠে ইস্তিগফার করে। এরা হল ঐ লোক, আমি যখন জমিনের অধিবাসীদেরকে আজাব দিতে চাই, তখন তাদের কথা স্মরণ হয়ে যায়। যার ফলে তাদের খাতিরে জমিনের অধিবাসীদেরকে মুক্তি দান করি এবং তাদের থেকে আজাবকে উঠিয়ে নিই।

[৫২] তাফসীরে আযীযী: ৩য় খন্ড এই আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য
[৫৩] মুস্তাদরাকে হাকেম; ফাজায়েলে হিফজুল কুরআন: পৃষ্ঠা- ৪৯৩

কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন—বান্দার অবস্থান হল গুনাহ এবং নি'আমতের মধ্যবর্তী স্থানে। এ উভয় বস্তুর সংশোধন ইস্তিগফার এবং শুকরিয়া ব্যতীত আর কিছুই নেই। অর্থাৎ নি'আমতের জন্য শুকুর এবং গুনাহের জন্য ইস্তিগফার।[৫৪]

কোন কোন মণীষী বলেছেন—যে কেউ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত ইস্তিগফার করে অর্থাৎ নিজের গুনাহের উপর অনুতপ্ত না হয়ে শুধুমাত্র মুখে মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলে, তাহলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে ঠাট্টা করে। (মা'আযাল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার পানাহ) [৫৫]

সুতরাং স্বীয় গুনাহের উপর অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকতার সাথে ইস্তিগফার করা উচিত।

আনন্দ দানকারী আমলনামা

عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَسُرَّهٗ صَحِيْفَتُهٗ فَلْيُكْثِرْ فِيْهَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ

> "হজরত যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি চায় যে, কাল কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তাকে আনন্দিত করুক, তার জন্য উচিত হল অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা।"[৫৬]

গুনাহের তদারকি

যে সকল গুনাহের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে যেমন: সালাতের ক্ষেত্রে অলসতা, জাকাতের বেলায় গাফলত, গায়রে মাহরামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া, বিনা অজুতে কুরআনুল কারিম স্পর্শ করা, কোন বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া,

[৫৪] এহইয়াউল উলূম
[৫৫] প্রাগুক্ত
[৫৬] তাবরানী; বায়হাকী

গান-বাজনা শোনা ও মাদকাসক্ত হওয়া ইত্যাদি। এ সকল গুনাহের জন্য ইস্তিগফার করার পরে তার তদারকির চেষ্টা করা উচিত। নিজের ছুটে যাওয়া সালাতসমূহ আদায় করা। ছুটে যাওয়া সিয়ামগুলো পূর্ণ করা। হজ ও জাকাতের ক্ষেত্রে যে সকল কমতি হয়েছে সেগুলো পূর্ণ করা। দৃষ্টির অধিক হেফাজত করা। কুরআনুল কারিমের পূর্বের চেয়ে অধিক সম্মান করা। গরিব-অসহায়দেরকে ঠাণ্ডা পানি পান করানো। যে পরিমাণ সময় গান-বাজনাতে ব্যায় করতেন সে পরিমাণ সময় তিলাওয়াত অথবা কোন দীনি মজলিস কিংবা দীনি বয়ান শোনা। কুরআনুল কারিম ক্রয় করে ওয়াকফ করা। অর্থাৎ যে প্রকারের গুনাহ হয়েছে ঠিক তার সম্পূর্ণ উল্টো এবং বিপরীত নেক কাজ করা। তাহলে যেন গুনাহের অন্ধকারসমূহ নেক কাজের নূরের দ্বারা দূর হয়ে যায়। তবে কোন কোন গুনাহ এমন রয়েছে যে, তার কাফ্ফারা শুধুমাত্র দুঃখ-কষ্টই যথেষ্ট। তাই খাঁটি তাওবার পরে যদি কিছু কঠিন পরিস্থিতি ও কিছু দুঃখ-কষ্টের অবস্থা এসে যায়, তাহলে এর জন্য পেরেশান না হওয়া। এটা তো তার গুনাহসমূহ মিটানোর মাধ্যম হয়ে থাকে। তাইতো এক বর্ণনার সারমর্ম হল—যখন বান্দার গুনাহ অধিক হয় আর তার নিকট এমন আমল না থাকে, যা উক্ত গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হতে পারে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর অনেক দুঃখ-কষ্ট চাপিয়ে দেন। আর উক্ত দুঃখ-কষ্টই তার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।[৫৭]

গুনাহ ত্যাগ করার বরকত

ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, এক ব্যক্তি কোন এক শহরে বিয়ে করেছিল। সে তার গোলামকে পাঠিয়েছে তার স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য। পথিমধ্যে গোলামের মনে উক্ত নারীর সাথে গুনাহ করার ইচ্ছে হল। কিন্তু সে মুজাহাদা করে নিজের নফসকে দমন করে নিয়েছে এবং নফসের চাহিদার নিকট পরাজিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তার তাকওয়ার কারণে তাকে বনি ইসরাইলের পয়গাম্বর বানিয়ে দিয়েছেন। হজরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি হজরত খাজির আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গোপন বস্তুর ইলম কী কারণে

[৫৭] এহইয়াউল উলূম

দান করেছেন? উনি বললেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার কারণে। অর্থাৎ আমি সর্বদাই গুনাহ থেকে বিরত থেকেছি।[৫৮]

অন্তরের মরিচা দূর হবে কীভাবে

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَأً كَصَدْءِ الْحَدِيْدِ وَجِلَاءُهَا الْاِسْتِغْفَارُ

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—অন্তরসমূহেও মরিচা পড়ে যেমনটি লোহার মধ্যে মরিচা পড়ে। আর তা পরিষ্কার করার মাধ্যম হল ইস্তিগফার।"[৫৯]

নিজের আমলনামা ইস্তিগফার দ্বারা পূর্ণ করুন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طُوبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

> "হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—সুসংবাদ ও আনন্দ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে ইস্তিগফার করে এবং কাল কিয়ামতের দিন) নিজের আমলনামায় অনেক ইস্তিগফার পাবে।"[৬০]

সুসংবাদ

আমরা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট, সকল প্রকার বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা, সকল প্রকার রোগশোক ও সকল প্রকার বিপদাপদ

---

[৫৮] প্রাগুক্ত

[৫৯] শু'আবুল ইমান; বায়হাকী; মু'জামুল আওসাত ও মু'জামুল কাবীর লিত-তাবরানী জামেউস সগীর: হাদিস নং ২৩৮৭

[৬০] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮১৮

থেকে বাঁচতে পারি। আর মূল প্রতিদান ও সাওয়াব তো পরকালে। যার সম্পর্কে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহার বাণী—

طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

অনেক মহান সুসংবাদ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য, যার আমলনামায় অধিক ইস্তিগফার হবে। কালিমায়ে তাইয়্যেবা, সালাত এবং জিহাদের বরকতে আলহামদুলিল্লাহ অধিক ইস্তিগফারের দিকে পথ প্রদর্শন হয়েছে। কালিমায়ে তাইয়্যেবার জিকির কখনো ছাড়বেন না। সর্বনিম্ন পরিমাণ বারোশত বার। আল্লাহর জন্য এতে অনেক গুরুত্ব প্রদান করুন। তিলাওয়াত ও দুরূদ শরিফ কখনোই ছাড়বেন না। সাথে সাথে অধিক ইস্তিগফারকেও নিজের নিয়মিত আমলের অংশ বানান।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিগফার

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: واللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

> "হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তরবারেরও অধিক আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার করি।"[৬১]

ইস্তিগফার হল আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের আমল

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যত প্রিয় হয়, সে তত অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে থাকে। হজরত আদম আলাইহিস সালামের অশ্রু, হজরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের অশ্রু, গোটা

[৬১] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৬৩০৭

জমিনের অধিবাসীদের অশ্রুর চেয়ে অধিক ছিল। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেক মজলিসে শত বার ইস্তিগফার করতেন। জনৈক মহিলা হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর ঘরে আসলেন। বিছানা ভেজা দেখে বললেন, কোন বাচ্চা কি পেশাব করে দিয়েছে? হজরত উম্মে কুলসুম রাদিআল্লাহু আনহা বললেন– এগুলো শাইখ তথা হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর অশ্রু। সালাত কত বড় ইবাদাত। কিন্তু তার পরও তিন বার ইস্তিগফার। তাহাজ্জুদ কতটা প্রেমিকসুলভ আমল। তাহাজ্জুদ তো নেককার লোকেরাই পড়ে থাকে। এমন লোকদের ইস্তিগফারের কথা কুরআনুল কারিমে প্রশংসার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে যতটুকু চেনে, ঐ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদাকে বুঝে। তখন সে তার নিজ সত্তা ও নিজ আমলকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। আর তখনই সে ইস্তিগফারের মধ্যে ডুবে যায়। গুনাহে অভ্যস্ত লোক ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যেমনটি নেশাখোর মেথর লোক যত ময়লা ও দুর্গন্ধময় হয়ে যাক গোসলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যেখানে পানি পছন্দকারী ব্যক্তি সামান্য ময়লা হলেই অস্থির হয়ে যায়। আয়না ও সাদা কাপড়ের মধ্যে সামান্য দাগও সহ্য করে না। মুমিনের অন্তরও আয়নার মত হয়ে থাকে। তাই সে তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে তাকে পাক-পবিত্র করে থাকে। প্রিয় পাঠক! প্লেনকে প্রত্যেক ফ্লাইটের পরে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। দাঁত দৈনিক কত বার পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। যেন তাতে পোকায় না ধরে। গাড়ি প্রতিটি সফরের পরেই পরিষ্কার করা হয়। ঐ ঝরনা এবং কূপ, যা শুকিয়ে গেছে, তা খোদাই ও পরিষ্কার করার দ্বারা পুনরায় চালু হয়ে যায়। ইস্তিগফার হল অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। আত্মার পরিচ্ছন্নতা। ইমানের পরিচ্ছন্নতা। এটা কালিমায়ে তাইয়্যেবার ইয়াকীনকে সুদৃঢ় করে এবং এটা আল্লাহ তা'আলার এমন প্রিয় আমল যে, যদি জমিনের সকল অধিবাসী ভাল মানুষ হয়ে যায় এবং ইস্তিগফার ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সরিয়ে এমন লোকদেরকে নিয়ে আসবেন, যারা ভুলভ্রান্তি করে এবং তারপর ইস্তিগফার করে। প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফারের দিকে মনোযোগী হওয়া ইমানের আলামত। কোন প্রকার সাদৃশ্য ব্যতীত ভাবুন তো, কোন ছেলে যদি তার মায়ের নিকট ক্ষমা চায়, কোন বিশ্বস্ত

স্ত্রী যদি স্বামীর পা ধরে অশ্রু প্রবাহিত করে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন বলে। সত্যিকার ও প্রকৃত মহব্বত এবং ভালোবাসা তো বান্দাকে ইস্তিগফারের পথ দেখায়। মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা বসে ফিল্ম দেখে এবং ইন্টারনেটে ডুবে থাকে। ইস্তিগফার তো মধুর চেয়েও মিষ্টি আমল। অধিক ইস্তিগফারের দ্বারা না হয় সামান্য ক্লান্তি হবে। একটু জ্বর হবে। কিন্তু এটা প্রেমের জোয়ার প্রবাহিত করে।

সকল গুনাহ ক্ষমা পাওয়ার গ্যারান্টি হল ইস্তিগফার

“নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হজরত যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই দু'আটি পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধ থেকে পলায়নকারী হোক। (যা কবিরা গুনাহ) দু'আটি হল—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

> অর্থ: আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার নিকট, যাকে ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব। গোটা জগতের ব্যবস্থাপক। আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।”[৬২]

জুমার দিনের কার্যকরী একটি ইস্তিগফার

“হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি জুমার দিন ফজরের সালাতের পূর্বে তিনবার এ দু'আটি পাঠ করবে, তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তার গুনাহ সাগরের ফেনার চেয়েও অধিক হয়। দু'আটি হল—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

[৬২] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৭; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১১০৭৪

অর্থ: আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার নিকট, যাকে ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি।"[৬৩]

একটি মহান উপহার

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অনেকবারই নসিহতস্বরূপ ইরশাদ করেছেন—হে আমার সাহাবীরা! স্বীয় গুনাহসমূহকে সামান্য কয়েকটি বাক্য দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে কোন বস্তু তোমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছে? সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! উক্ত বাক্যসমূহ কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার ভাই হজরত খাজির আলাইহিস সালামের দু'আটিই সেই বাক্যসমূহ। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! উনার দু'আটি কি? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাঁর দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ؛ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِيْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ؛ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلٰى مَعَاصِيْكَ؛ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِيْ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ؛ اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِيْ فَاِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ؛ وَلَا تُعَذِّبْنِيْ فَاِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ঐ গুনাহের জন্য যেগুলোর জন্য তাওবা করেছি এবং পুনরায় তা করেছি। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ ওয়াদার ব্যাপারে, যা আমার পক্ষ থেকে করেছিলাম এবং অতঃপর তা পূর্ণ করিনি। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ নি'আমতসমূহের ব্যাপারে, যার থেকে আমি শক্তি অর্জন করে তা আপনার অবাধ্যতায় ব্যয় করেছি। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ নেকির ব্যাপারে,

[৬৩] মু'জামুল আওসাত তাবরানী

যা শুধুমাত্র আপনার জন্যই করতে চেয়েছি, অতঃপর তাতে ঐ সকল বস্তুকে মিশিয়ে ফেলেছি, যা আপনার জন্য ছিল না। হে আল্লাহ! আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি আমাকে (অর্থাৎ আমার দুর্বলতা, আমার অবস্থা ও নিয়তকে) ভাল করেই জানেন এবং আমাকে শাস্তি দেবেন না। বাস্তবতা হল আপনি আমার উপর (সর্বপ্রকার) ক্ষমতা রাখেন।"[৬৪]

অন্তরকে আলোকিত করুন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যে বান্দা গুনাহ করে, (তার ফলস্বরূপ) তার অন্তরে কালো একটি দাগ দেওয়া হয়। অতঃপর যদি সে অনুতপ্ত হয়ে উক্ত গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করে, তখন তার অন্তরকে আয়নার মত আলোকিত করে দেওয়া হয়। আর যদি (তাওবা করার পরিবর্তে) সে বার বার গুনাহ করে, তাহলে তা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। এমনকি তা তার গোটা অন্তরকে ঢেকে দেয় এবং এটাই ঐ মরিচিকা, যার আলোচনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমের নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থ: কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত তা-ই তাদের অন্তরসমূহকে ঢেকে দিয়েছে।"[৬৫]

[৬৪] দায়লামী
[৬৫] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৩৪

বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবাকারীদেরও বৃদ্ধাবস্থায় সেবাকারী নসিব হয়ে থাকে

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল গুনাহসমূহকে 'কবিরা গুনাহ' আখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্য হতে মাতা-পিতার অবাধ্যতা অন্যতম একটি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুসংবাদও শুনিয়েছেন যে, বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবাকারীকে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতেও অনেক নি'আমত দান করেন। যার মধ্যে একটি নি'আমত হল, তারা নিজেরা যখন বৃদ্ধ হবে তখন তাদের সেবাকারী নসিব হবে। যেমন হাদিস শরিফে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ

> "যে যুবক কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার বয়সের কারণে সম্মান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্ধারণ করে দেবেন, যে তার সম্মান করবে।"[৬৬]

এই হাদিস সকল বয়োবৃদ্ধের সেবার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মাতা-পিতাও এর অন্তর্ভুক্ত বরং তাদের হক আরও বেশি।

অন্য এক বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তির অন্তরে যে পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার আদব ও সম্মান হবে, সে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধ মুসলমানদের সম্মান করবে। যেমন হাদিস শরিফে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

> "আল্লাহ তা'আলার সম্মানের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বৃদ্ধ

[৬৬] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ২০২২

। মুসলমানকে সম্মান করবে।"[৬৭]

মনে রাখবেন! মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া ও মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া অনেক বড় কবিরা গুনাহ। যে-ই এই বিপদে লিপ্ত আছেন, তার এর থেকে তাওবা-ইস্তিগফার করতে বিলম্ব করা উচিত নয়।

বৃদ্ধাবস্থাকে আলোকিত বানানোর পদ্ধতি

বর্তমানে মাতা-পিতার ব্যাপারে মুসলমানদের গাফলত অনেক বেদনাদায়ক। বৃদ্ধ বেচারা নিজ হাতে বানানো ঘরে 'অচেনা মুসাফির' এর ন্যায় জীবন যাপন করছে এবং যুবক সন্তানরা তাকে দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলতে বাধ্য করছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের উপর এ ব্যাপারে রহম করুন। যুবক সন্তানদেরকে তো বুঝানো অনেক কঠিন। কেননা যৌবনের তাড়না মানুষকে অনেক কমই বুঝতে দেয়। সৌভাগ্যবান যুবকদেরই তাওবা নসিব হয়। কিন্তু বৃদ্ধরা তো বুঝমান হয়ে থাকে। তারা এই অবস্থাকে একটু মেহনত করলেই পরিবর্তন করতে পারে। আর তার পদ্ধতি হল—তারা নিজেদেরকেই তাওবা-ইস্তিগফার এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, ইবাদাত ও মহব্বতে লিপ্ত করে দেওয়া। সন্তানদের প্রতি কোন অভিযোগ না রাখা এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইন শা' আল্লাহ তাহলে তার বয়োবৃদ্ধতার মধ্যে বিশেষ একটি নূর চলে আসবে এবং সন্তানরা তাকে বিরক্ত ভাববে না। মনে রাখবেন! চলাফেরার সামর্থ্য থাকাবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে যাওয়াও একটি নি'আমত। কেননা মানুষ যদি অক্ষম এবং মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তাহলে অনেক পেরেশানী হয় এবং অনুপোযুক্ত লোকও তাকে বোঝা মনে করা শুরু করে। অথচ দুর্বল ও অসহায়দের বরকতে মুসলমানদের উপর রহমত ও নুসরাত নাজিল হয় এবং তাদের খিদমতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়। তবে নাচগান, মোবাইল ও ইন্টারনেটের এই যুগে এই বাস্তবতাকে বুঝার মত লোক খুবই কম।

[৬৭] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৪৮৪৩

দীনি কাজে উন্নতি

জামাতের দায়িত্বশীল হজরতগণ জামাতের মধ্যে ইস্তিগফারের আমল চালু করুন। আল্লাহ তা'আলা যদি তা কবুল ও সফল করেন, তাহলে অনেক শুকনো ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যাবে এবং কমপক্ষে দীনের বরকতময় কাজ দশগুণ বৃদ্ধি পাবে ইন শা' আল্লাহ। ঐ লোকদের থেকেই দীনের মাকবুল কাজ নেওয়া হয়, যারা তা'আল্লুক মা'আল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর সম্পর্কের ফিকির করেন। দীনি ও জিহাদি সংগঠনের উন্নতির ফায়দাই এটা যে, অধিক প্রতিদান ও অধিক অনুগ্রহ এবং পরকালের অধিক ফল লাভ করা যাবে। যেন পরকালেও হজরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের ন্যায় এমন উচ্চ মর্যাদা নসিব হয়। নিজ নিজ শাখাসমূহে তাওবা ও ইস্তিগফারের হাকিকত ও ফজিলত বর্ণনা করুন এবং স্বয়ং নিজের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রত্যেক ভুল-ক্রটি ও গুনাহের কথা স্মরণ করে ইস্তিগফার করুন। কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলমান এর বরকতে একটি স্মরণীয় জিহাদি শক্তি অর্জন করবে।

জীবন উৎসর্গকারী ওলী

আমাদের যুগ তো মা শা' আল্লাহ জিহাদের যুগ। এ যুগের ওলী অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। যে নফসের ইসলাহ থেকে অগ্রগামী হয়ে নফসকে উৎসর্গকারী হয়ে থাকে। এই তো দু-একদিন পূর্বে ইটালীর সরকার দুঃখ করছিল যে, আফগানিস্তানে তাদের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল ২৭ রমজানের দিন একজন আল্লাহওয়ালা মুজাহিদ নিজের গাড়িতে বোম ভর্তি করে ইটালীয়ান সৈন্যদের এক প্লাটুনকে উড়িয়ে দেয়। তালেবানদের সংবাদপত্রের ভাষ্যমতে—আল্লাহর ঐ ওলীর বয়স সতেরো বছর। সে কাবুলের উপকণ্ঠে ইটালীয়ান সৈন্যদের একটি ছাউনি গুঁড়িয়ে দেয়। দুটি গাড়ি ও আটজন সৈন্য তো ঘটনাস্থলেই ধ্বংস হয়ে যায়। যেখানে আহতদের সংখ্যা ভিন্ন। মুসলিম উম্মাহর এক সতেরো বছরের কিশোর এতটা শক্তিশালী ও এতটা সাহসী। সালাম তার পিতা-মাতাকে এবং সালাম তার ইমানী পরিচর্যাকারীদেরকে। অবশ্যই এটা মুসলমানদের উপর আল্লাহ

তা'আলার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, সকল যুগেই মু'আয ও মু'আওয়ায রাদিআল্লাহু আনহুম তৈরী হতে থাকবে। সতেরো বছরের এই ওলী ও তার শাহাদাত আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা রেখে গেছেন। আর তা হল- হে মুসলমানেরা! কোন কাজে আর কোন গুনাহের মধ্যে ডুবে আছো? আল্লাহ তা'আলার জান্নাত এবং জান্নাতের হুরেরা তোমাদের অপেক্ষায় আছে। যখন তোমরা তাওবার চিন্তাও করো না এবং তোমরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের বিপদ-মুসিবতের অভিযোগ করে যাচ্ছ। একটু ভাবুন তো! এই যুবক যখন রোজা রেখে নিজের জীবন উৎসর্গের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তার অন্তরে কি পরিমাণ ইমান আর কি পরিমাণ ইয়াকীন ছিল? তার উপর ঐ সময়ে কি পরিমাণ নূর আর সাকিনা তথা প্রশান্তি বর্ষিত হচ্ছিল? তা কি কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে? সে না ভীত হয়েছে, না সে শত্রুর বাহিনীকে ভয় পেয়েছে। তাকে না দুনিয়ার মহব্বত ফিরাতে পেরেছে, না জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা। সে ধীরস্থীরভাবে সামনে অগ্রসর হয়েছে এবং উম্মাহর বিজয়ীদের মধ্যে নিজের নাম লিখিয়ে শুহাদায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

ফিরআউনি শাসন ব্যবস্থা

এ দেশে দীনদার শ্রেণীকে একেবারে এমনভাবে গোলাম বানিয়ে রাখা হয়েছে যেমনিভাবে ফিরআউন বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। পবিত্র কুরআনুল কারিম বিশ্ব রাজনীতির এই আশ্চর্য তথ্যটি বার বার তুলে ধরেছে। ফিরআউন তার জাতিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। একটি শ্রেণি হাকিম তথা শাসক এবং দ্বিতীয় শ্রেণি মাহকুম তথা শাসিত। রাজনীতির এই স্বৈরাচারী পদ্ধতি বেশি দিন চলে না। আর যে-ই এই ফিরআউনী শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার হাশর ফিরআউনের মতই হবে। পাকিস্তানী শাসকদের পরিণাম দেখে নিন। তাওবা! তাওবা! অধিকাংশেরই কেমন ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে। স্বয়ং শাসকই শুধু নয়, বরং তার পুরো বংশই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তীগণ তা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। তারা চোখ বন্ধ করে ফিরআউনী শাসন ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছে। দেশের সেকুলার শ্রেণি হল শাসক আর দীনদার শ্রেণি শাসিত।

সেকুলার শ্রেণি হল আস্থাভাজন আর দীনদার শ্রেণি সন্দেহভাজন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফাইলসমূহের মধ্যে আজও ইংরেজ আমলের ন্যায় উলামায়ে কেরাম এবং দীনদার মুসলমান নজরদারীর আওতাভুক্ত। মাদরাসাসমূহের উপর সন্দেহের তীর, মসজিদসমূহের উপর হামলা ও নিষেধাজ্ঞা এবং দীনি জামাতসমূহের ও রাহবারদের চলার পথ রুদ্ধ। হে দীনদার মুসলমানগণ! ইস্তিগফারের দ্বারা শক্তি অর্জন হয়। তাসবিহ দ্বারা সামর্থ্য অর্জন হয়। বেশি বেশি ইস্তিগফারের গুরুত্বারোপ করুন। তাহলে জিহাত এবং অন্যান্য দীনি কাজসমূহে শক্তি আসবে।

এটা আশ্চর্য এক ইসলামী রাষ্ট্র

এটা আশ্চর্য এক ইসলামী রাষ্ট্র। যেখানে সিনেমা বানানো সহজ এবং মসজিদ বানানো কঠিন। মনে রাখবেন! যতক্ষণ পর্যন্ত এ দেশে দীনদার শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত মুসলমানদের স্বাধীন নাগরিক অধিকার অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দেশ না কোন উন্নতি করতে পারে, না কোন নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। ফিরআউনের আইন স্বয়ং ফিরআউনকেই সফল করতে পারেনি। তাহলে অন্য কাউকে কীভাবে সফল করতে পারে। হে মুসলমানগণ! ইস্তিগফার, তাওবা, ইস্তিগফার। সকাল-বিকাল ইস্তিগফার। হে মুজাহিদীনে কেরাম! দুনিয়ার মহব্বত থেকে হেফাজতের দু'আ কালিমায়ে তাইয়্যেবা তথা ইমানের জোরদার মেহনত। ইকামাতে সালাত এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বিরামহীন মেহনত এবং সকাল-বিকাল ইস্তিগফার।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

> অর্থ: আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার নিকট, যাকে ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব। গোটা জগতের ব্যবস্থাপক। আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।"[৬৮]

---

[৬৮] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৭; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১১০৭৪

নিজের আঁচল দেখতে হবে

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! শুধুমাত্র শাসকদেরকে অভিশাপ দিয়ে কাজ হবে না। বরং আমাদের সকলকে নিজের আঁচলও দেখতে হবে। দেখুন! শ্রোতের পানি মাথার উপর এসে গেছে। এখন তো একটু ভাবুন যে, আমরা দীনের ব্যাপারে সামনে অগ্রসর হচ্ছি নাকি পেছনে হাঁটছি। আমার গতি জান্নাতের দিকে নাকি জাহান্নামের দিকে। আমাদের ইমানের মধ্যে উন্নতি হচ্ছে নাকি কমতি হচ্ছে? অনেক লোক বলে থাকেন যে, পূর্বে আমরা অমুক নেক কাজ করতাম কিন্তু এখন আর করা হয় না। এটা কমতি ও ঘাটতির নিদর্শন। মুমিন তো সে, যার জীবনের প্রতিটি আগত দিন ইমানের মধ্যে পূর্বের দিনের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। কেননা কালিমায়ে তাইয়্যেবা— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ যত পুরাতন হয়, তত তার রঙ মজবুত হয়। আমাদের অবস্থা যদি এমন হয় যে, আমরা পূর্বে ভাল ছিলাম এবং এখন খারাপ হয়ে গিয়েছি, তাহলে এটা অনেক ভয়াবহ ব্যাপার। কেননা এটা এ কথার নিদর্শন যে, আমরা কালিমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কালিমার পাওয়ার হাউজের সাথে যদি যুক্ত থাকতাম তাহলে প্রতিদিন নতুন শক্তি পেতাম। প্রতিদিন নতুন বিদ্যুৎ পেতাম এবং প্রতিটি মুহূর্তে নতুন মনজিল অতিক্রম করতাম। তাকিয়ে দেখুন! বিপদ শ্রোতের ন্যায় ধেয়ে আসছে। এখন তো আমরা সকলে হৃদয়ের গহীন থেকে তাওবা করে নেওয়া উচিত এবং ইয়াকিনের সাথে কালিমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করা উচিত।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ

আজাবের ধাক্কা

দেখুন কত সুস্পষ্ট বিষয়। মোবাইল হাতে আছে তো চোখের গুনাহ উপচে পড়ছে। হয়তো হঠাৎ আল্লাহ তা'আলার আজাবের কোন ধাক্কা এসে লাগে। ঐ লোকেরা শুকরিয়া আদায় করুন, যাদের উপর এমন ছোট ধাক্কা লেগেছে যে, জীবন চলে যায়নি এবং তাওবার জন্য সময় পেয়েছেন। আর না হয় আজাবের কোন কোন ধাক্কা তো তাওবার সময়ও দেয় না। আল্লাহ! আল্লাহ!

লক্ষ্য করে দেখুন! সিন্ধুর (পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ একটি বন্দরনগরী) শহর ও গ্রামে বন্যার পানি চলে এসেছে। আহ! সিন্ধু ডুবে যাচ্ছে। আমাদের আমল পানির মত একটি মিষ্টি নি'আমতকে আজাবে পরিণত করে দিয়েছে। চল্লিশ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। তথাপিও স্রোত ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বন্যার গতি এখন পাঞ্জাবের দিকে। এখনো বিগত বছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এরই মধ্যে আবার নতুন বন্যা হামলে পড়েছে। হায় আমার দেশ পাকিস্তান! দশ বছরের ব্যবধানে ভেতর-বাহির সর্বত্র ক্ষত-বিক্ষত। কখনো ভূমিকম্প। কখনো বন্যা। কখনো বোমা নিক্ষেপ এবং কখনো যুদ্ধ। কখনো বিস্ফোরণ তো কখনো অপারেশন। এক পাগল বনমানুষ এ দেশকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়েছে এবং নিজের পেছনে এমন লোকদেরকে বসিয়ে গিয়েছে, যারা এই আগুনকে আরও অধিক প্রজ্জ্বলিত করছে। আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে তাগুতের গোলামী অবলম্বনকারীদের পরিণাম এটাই হয়ে থাকে। আমেরিকা আফগানিস্তানে তার সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করেছে। কিন্তু সেখানে এত লোক শহিদ হয়নি, যত লোক এ সময়ে পাকিস্তানে নিহত হয়েছে। তারপরও শাসকদের দাবি হল, আমরা আমেরিকার সঙ্গ দিয়ে পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জমিন বিদীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

আরবী একটি প্রবাদ আছে যে, উত্থানের শেষ প্রান্তে ধ্বংসের সূচনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে একটি অসমাপ্ত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এ যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা তো এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে। কুদরত এবং ফিতরাত জমিনের অধিবাসীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ডেকে ডেকে আজাবকে আহ্বান করছে। উপরে-নিচে, ডানে-বামে সর্বদিকে শুধু গুনাহ আর গুনাহ। কুফর, শিরক, বিদ'আত, সুদ, বেহায়াপনা, খিয়ানত, ধোঁকা, হত্যা ও লুণ্ঠন, ব্যক্তিপূজা, দুনিয়াপূজা, ক্যাবল, ইন্টারনেট, মোবাইল এবং মাদক। মানুষের অন্তর গুনাহের আকর্ষণে এমনভাবে পূর্ণ যে, কারো অন্তরই পূর্ণ হয় না। এক গুনাহের পরে অপর গুনাহ এবং তার থেকেও আরও সামনে। হে আল্লাহ রহম করুন। বর্তমানে যুদ্ধ থেকে পৃথিবীকে কে বাঁচাবে। লোভ-

লালসার আগুন যুদ্ধে পরিণত হয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করে নিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হোক কিংবা কমিউনিজম সবকিছুর পেছনেই রয়েছে বিভিন্ন লোভ-লালসা। জমিনের অধিবাসীরা জমিনকে গুনাহ দিয়ে ভরে ফেলেছে। তাই এখন জমিন বিদীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আগে তো কাফিরদের মধ্যে শোনা যেত, এখন মুসলমানদের মধ্যেও এ ধরনের ঘটনাবলী ব্যাপক হয়ে গেছে যে, ভাইয়ের হাতে বোনের এবং বাবার হাতে কন্যার ইজ্জত নিরাপদ নয়। হ্যাঁ! বর্তমানে জমিন গাফলত, গুনাহ ও ধ্বংসে ভরপুর হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তো যুদ্ধ হয় এবং তাও অন্ধ যুদ্ধ। আর এ অন্ধ যুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত কঠিন হয়ে থাকে যে, কে হক আর কে বাতিল। যেখানেই মুসলমান পরস্পরে যুদ্ধ করছে সেখানে উভয় পক্ষের অবস্থাই অনেক শোচনীয়। কারোই শরীয়াতের কোন তোয়াক্কা নেই। শুধু রাগ, ক্রোধ ও প্রতিশোধ। এমন মনে হয় যে, পৃথিবীর অনেক বড় একটি জনপদ যুদ্ধের শিকার হয়ে মারা যাবে। বর্তমান যুগের প্রযুক্তি পরস্পরে লড়াই করে জীবন দিয়ে দেবে। এখন এমতাবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? অবশ্যই রুজু ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন, তাওবা ও ইস্তিগফার, ইমানের উপর অটল থাকা এবং খালেস শরয়ী জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

আত্মসমালোচনা ও ইস্তিগফার

গুনাহ যখন মানুষকে বেষ্টন করে নেয়, তখন তাওবা করা কঠিন হয়ে যায়। আর গুনাহ মানুষকে তখনই বেষ্টন করে, যখন অন্তর থেকে অনুতপ্ততা ও লজ্জা বের হয়ে যায়। আর অনুতপ্ততা ও লজ্জা অন্তর থেকে তখনই বের হয়, যখন মানুষ অন্যের প্রতি কুধারণা করে। সে চিন্তা করে যে, অমুকের মধ্যেও তো এই গুনাহটি রয়েছে। সুতরাং আমি যদি করে ফেলি তাহলে কি হবে? মূলত কারও গুনাহের কারণে নিজের জন্য উক্ত গুনাহ করা হালাল হয়ে যায় না এবং আপনার কি জানা আছে যে, অমুকে তো হয়তো তাওবাও করে নিয়েছে। অথবা তার গুনাহ থেকে নেক আমল বেশি। এজন্য গুনাহের ব্যাপারে শুধুমাত্র নিজের দিকে দেখা উচিত, অন্যের দিকে নয়। সর্বদা নিজের আত্মসমালোচনা করুন এবং যে সকল গুনাহ দৃষ্টিগোচর হয়, তার উপর তাওবা-ইস্তিগফার করুন। এই আমল কখনো ছাড়া উচিত নয়। এই

আমল হল ধোলাইয়ের ন্যায়। আমরা প্রতিদিন পাত্র ধৌত করে থাকি। কাপড় ধৌত করে থাকি। ঘর পরিষ্কার করে থাকি। যদি শুধুমাত্র দুই সপ্তাহ পর্যন্ত পাত্র ধৌত না করা হয়, কাপড় ধৌত না করা হয় এবং ঘর পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে আমাদের গোটা পরিবেশ দূষিত, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতায় ভরে যাবে। ঠিক একই অবস্থা অন্তরের পরিচ্ছন্নতার। আমরা তার ধোলাই ও পরিচ্ছন্ন করা ছেড়ে দিলে, তাতে দুর্গন্ধ এবং অপবিত্রতা তাদের ঘর বানিয়ে নেবে। আল্লাহ তা'আলা এমন অবস্থা থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

তিন শত্রু

বর্তমান সময় হল পেরেশানি ও মুসিবতের সময়। এমতাবস্থায় শয়তান পথভ্রষ্টতা, ভীরুতা ও হতাশার দিকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কানে কানে এসে বলে, নিজের জীবনকে ধ্বংস করছ? কেন এই মুসিবতে লিপ্ত রয়েছ? একটু নত হয়ে যাও। কিছুটা আরাম কর। নিজের জীবনকে কিছুটা উন্নত বানাও। ঐ অভিশপ্ত আমাদেরকে মৃত্যুর পূর্বেই মারতে চায়। কেননা ইমানী দৃষ্টিভঙ্গি এবং দীনি কাজহীন জীবন মৃত্যু থেকেও নিকৃষ্ট। এটা তো হল শয়তান। যেখানে আরেক শত্রু হল আমাদের নফস। আমাদেরকে একে অপরের দোষচর্চায় লিপ্ত করে দেয়। অমুকের এই ভুলের জন্য এটা হয়েছে। অমুকের ঐ ভুলের জন্য ঐটা হয়েছে। বস্তুত আমরা মুসিবতের সময় তিন শত্রুর ফাঁদে ফেঁসে যাই। এক তো হল স্বয়ং উক্ত মুসিবত। দ্বিতীয়ত শয়তান। তৃতীয়ত হল নফস। এমতাবস্থায় খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম প্রিয় খলিফা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জামাতা, ইলম ও বীরত্বের মূর্তপ্রতীক সাইয়্যেদুনা হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিছু সময়ের জন্য নির্জনে বসে যাও। নির্জনে বসলে নিজের ভেতরটা যাচাই করা সহজ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাক। যখন লাইন সংযুক্ত হয়ে যাবে, তখন নিজের গুনাহসমূহ নির্বাচন করে করে এমনভাবে আঘাত কর, যেমনভাবে বিষাক্ত সাপ এবং শত্রুকে মারা হয়। এটা অনেক বড় চিকিৎসা এবং এটাই এই সমস্যার সমাধান।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

হজরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ রাহি. বলেন—হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি. খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে একবার আমার পিতা হজরত উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট তাশরিফ আনলেন এবং বললেন—রাতে আমি একটি আশ্চর্য বস্তু দেখেছি। আমি আমার ঘরের ছাদের উপর বিছানায় শুয়েছিলাম। তখন আমি নিচে রাস্তায় কিছু হট্টগোল শুনে উঁকি মেরে নিচের দিকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম রাতে শিকার তালাশকারী কোন জন্তুর আওয়াজ। কিন্তু তা ছিল মূলত শয়তানদের বিভিন্ন দল। অতঃপর এ সবগুলো দল আমার ঘরের পেছনের খালি জায়গায় একত্রিত হল। তারপর তাদের সর্দার ইবলিসও এসে উপস্থিত হল। এরা সকলে যখন ইবলিসের নিকট একত্রিত হল, ইবলিস তখন উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলল—তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রাদিআল্লাহু আনহু) এর জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ কে তার নিকট গিয়ে তাকে বিপথগামী করবে এবং ক্ষতিসাধন করবে)। শয়তানদের একটি গ্রুপ বলল, আমরা। অতঃপর সেই দলটি চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলতে লাগল, আমরা তাকে কোনভাবেই কাবু করতে পারিনি। ইবলিস এটা শুনে এত জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল যে, আমার মনে হল তার চিৎকারে যেন জমিন ফেটে গেছে। সে পুনরায় তার উক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করল। তখনও শয়তানদের একটি দল চলে গেল এবং অনেকক্ষণ পরে এসে বলতে লাগল—আমরা তার কিছুই করতে পারিনি। এটা শুনে ইবলিস রাগান্বিত অবস্থায় সেখান থেকে চলে গেল এবং সকল শয়তানরাও তার পেছনে পেছনে চলে গেল।

হজরত উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু এ ঘটনা শুনে বললেন, আমার পিতা হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদিআল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি দিনে বা রাতের শুরুতে এই দু'আটি পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইবলিস এবং তার দল থেকে নিরাপদ রাখবেন। দু'আটি হল—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ذِى الشَّانِ، عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ،شَدِيْدِ السُّلْطَانِ
مَاشَاءَ اللهُ كَانَ، اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

> অর্থ: আল্লাহ তা'আলার নামে যিনি রহমান ও রাহিম এবং মর্যাদাসম্পন্ন। বড় প্রমাণওয়ালা। সুদৃঢ় ক্ষমতাশীল। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়ে থাকে। আমি শয়তান থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে, শয়তানদের থেকে, জালিমদের থেকে এবং নফসে আম্মারার ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন।

আমিন ইয়া রাব্বাল মুসতাদআফীন।

ইস্তিগফারের জন্য গ্রহণযোগ্য মাসনূন দু'আসমূহ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এই দু'আটি সম্পর্কে বলেন যে, আমার চাচা বলেছেন—তাকে এই দু'আ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। দু'আটি হল—

لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ؛ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ، اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْعَنِّيْ

ফায়দা: কোন কোন বর্ণনায় فَاِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُوْرٌ শব্দসমূহ অতিরিক্ত রয়েছে। [৬৯]

ইস্তিগফার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাসিন রাহি. থেকে বর্ণিত, সালেহ নামে তার এক পুত্র অসুস্থ ছিল। আবদুল্লাহ বিন জাফর রাহি. তার নিকট আসলেন এবং বললেন, তুমি পাঠ কর—

[৬৯] নাসাঈ: সুনানে কুবরা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ، اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ عَنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اعْفُ عَنِّيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ

> অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। যিনি অত্যন্ত সহনশীল ও মহানুভব। পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি মহান আরশের রব। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমার উপর অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! আমায় দয়া করুন। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। কেননা আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। [৭০]

নিজের পরিবার-পরিজনকে ইস্তিগফার শিক্ষা দেওয়া

আম্মাজান হজরত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দু'আ শেখানোর দরখাস্ত করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنَا

> অর্থ: হে আল্লাহ! নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমার অন্তরের ক্রোধকে দূর করে দিন এবং গোটা জীবনের জন্য পথভ্রষ্টকারী ফিতনাসমূহ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। [৭১]

ইস্তিগফারের ফারুকী আমল

হজরত আবু মারওয়ান আসলামী রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি হজরত উমর

[৭০] ইবনু আবি শায়বা; নাসাঈ; হিলইয়াতুল আউলিয়া
[৭১] আহমাদ

রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে ইস্তিসকার জন্য বের হলেন। তখন হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু ঘর থেকে বের হয়ে সালাতের স্থানে পৌছা পর্যন্ত উচ্চ আওয়াজে এই দু'আটি একাধারে পড়ছিলেন। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। বাস্তবেই আপনি অনেক বেশী ক্ষমাকারী। [৭২]

রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ইস্তিগফারের আমল

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ، فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ

হজরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় অথবা তোমাদের কারো কোন ভাই অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে এই দু'আ পাঠ কর—

رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ

> অর্থ: আমাদের রব হলেন আল্লাহ। যিনি সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত।

[৭২] কানযুল উম্মাল: হাদিস নং ২২৫৩৭; জামেউল আহাদিস: হাদিস নং ২৯৩৩৬

হে আল্লাহ আপনার নাম পবিত্র। আসমান ও জমিনে আপনার কর্তৃত্বই চলে। আসমানে যেভাবে আপনার রহমত রয়েছে, জমিনেও সেভাবে আপনার রহমত নাযিল করুন। আপনি আমাদের গুনাহসমূহ এবং ভুলত্রুটিসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্র লোকদের রব। আপনি এই অসুস্থতার উপর আপনার রহমত এবং আরোগ্যতা নাজিল করুন। যেন তা দূর হয়ে যায়। [৭৩]

অনেক প্রিয় একটি ইস্তিগফার

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফু বর্ণনা রয়েছে যে, এই দু'আটিও আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বাক্যসমূহের মধ্য হতে অন্যতম। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، لَا نَعْبُدَ اِلَّا اِيَّاكَ، اَللّٰهُمَّ لَا نُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا،
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমরা আপনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করি না। হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাথে কাউকে শরিক করি না। হে আল্লাহ! আমি আমার জীবনের উপর জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। [৭৪]

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় ইস্তিগফার

হজরত আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফু বর্ণনা রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা (তার এই দু'আর উত্তরে) বলেন– আমার বান্দা সত্য

[৭৩] সুনানে আবু দাউদঃ হাদিস নং ৩৮৯২
[৭৪] জামেউল আহাদিসঃ হাদিস নং ৪৫৩০৭; কানযুল উম্মালঃ হাদিস নং ৫০৫৩

বলেছে এবং শুকরিয়া আদায় করেছে। দু'আটি হল—

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُحْيِ الْمَوْتٰى؛ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ؛ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ؛ يَوْمَ تَبْعَثُنِىْ مِنْ قَبْرِىْ؛ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ: পবিত্র ঐ সত্তা যিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন, যেদিন আপনি আমাকে কবর থেকে উঠাবেন। হে আল্লাহ! ঐ দিন আপনার আজাব থেকে বাঁচান, যেদিন আপনি আপনার সকল বান্দাকে উঠাবেন। [৭৫]

কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ইস্তিগফার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কোন ব্যক্তি যদি এই দু'আটি পাঠ করে, তাহলে পাঠ করার সাথে সাথেই তা লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয় এবং তা আরশের সাথে লটকিয়ে রাখা হয়। দু'আ পাঠকারীর কোন গুনাহ এটাকে মিটাতে পারে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত এই দু'আটি সংরক্ষিত থাকে। [৭৬]

দু'আটি হল—

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

ভরপুর ইস্তিগফার

হজরত আবু মালেক আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—বান্দার ভরপুর দু'আ হল—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَىْ رَبِّ فَاغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ

[৭৫] জামেউল আহাদিস: ২১/১১৮; কানযুল উম্মাল
[৭৬] মাজমাউয-যাওয়ায়েদ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার রব এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি। আমি আমার নিজের গুনাহ স্বীকার করছি। আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। হে আমার রব! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। [৭৭]

হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইস্তিগফার

হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আলাইহিস সালামকে জমিনে অবতরণ করালেন, তখন তিনি কা'বার দিকে উঠলেন এবং দুই রাকাত সালাত পড়লেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আদম আলাইহিস সালামকে এই দু'আটি ইলহাম করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে আদম! আমি তোমার তাওবা কবুল করেছি এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি এবং যে কেউ এই দু'আ পাঠ করবে তার গুনাহও ক্ষমা করে দেব এবং তার গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের জন্য আমি যথেষ্ট হয়ে যাব এবং শয়তানকে তার থেকে দূরে হটিয়ে দেব। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জন্য তার ব্যবসাকে প্রশস্ত করে দেব এবং দুনিয়া তার নিকট নাক ছিটকে আসবে, যদিও সে তা না চায়। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيْرَتِيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاَعْطِنِيْ سُؤْلِيْ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرِضًى بِمَا قَسَمْتَ لِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার যাহের ও বাতেনকে ভাল করেই জানেন। সুতরাং আমার অক্ষমতাকে কবুল করে নিন। আপনি আমার প্রয়োজনসমূহ খুব ভাল করেই জানেন। সুতরাং আপনি আমার চাওয়াগুলো পূরণ করে দিন। আমার

[৭৭] মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ৭৫৯৩

অন্তরে যা কিছু আছে, আপনি তা ভাল করেই জানেন। এজন্য আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি এমন ইমান কামনা করি, যা আমার অন্তরে উদয় হবে এবং এমন ইয়াকিন কামনা করছি, যাতে আমার এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আমার তা-ই অর্জিত হবে, যা আপনি আমার জন্য লিখেছেন। আপনি আমাকে আপনার বণ্টনের উপর সন্তুষ্টি দান করুন। [৭৮]

গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র

হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফু বর্ণনা রয়েছে, যদি কোন মুসলমান রাতে অনিদ্রার শিকার হয়ে এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেবেন, যেন তার মা তাকে ঐ দিনই জন্ম দিয়েছে। দু'আটি হল—

اللهُ أَكْبَرُ؛ وَسُبْحَانَ اللهِ ؛ وَلَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؛ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْغَفُوْرَ الرَّحِيْمَ

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা এক ও একক। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তাঁর তাওফিক ব্যতীত না গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, না নেক কাজ করা যায়। আমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করছি। [৭৯]

[৭৮] মু'জামুল আওসাত; তাবরানী
[৭৯] জামেউল আহাদিস

আলো এবং আঁধারের যুদ্ধ

মানুষের অন্তর হল একটি আয়না। এই আয়নাকে যদি গুনাহ এবং নাফরমানীর মরিচা ও ময়লা থেকে পবিত্র করে নেওয়া যায়, তাহলে এটা নুরে এলাহির দ্বারা চমকাতে শুরু করে। মানুষের যে গুনাহই সংগঠিত হয়ে থাকে, তা অন্তরে একটি যুলমত তথা অন্ধকার ও কালো দাগের ন্যায় বসে যায়। আর ইবাদাত একটি নুর হয়ে উক্ত অন্ধকার ও কালো দাগকে দূর করে দেয়। সুতরাং এভাবেই অন্তরে নুর এবং যুলমত ও আলো এবং অন্ধকারের লড়াই চলতে থাকে। আর যখনই যুলমত ও অন্ধকার শক্তিশালী হতে থাকে, তখন তাওবা এমন এক আলোকিত ইবাদাত রূপে আবির্ভূত হয় যে, তার আলোতে অন্ধকার পরাজয় বরণ করে থাকে এবং অন্তর নতুন করে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। [৮০]

জিহাদের পথ অনেক কণ্টকাকীর্ণ

আজ থেকে পনেরো বছর পূর্বের জুন মাসের কথা। যখন শহিদ কমান্ডার হাফেজ সাজ্জাদ খান রাহি. জম্মুর এক কারাগারে শহিদ হয়েছিলেন। এমন কিছু রাত ছিল, যে রাতের ভয়াবহতা আজও অন্তর থেকে দূর হয়নি। তবে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, সম্ভবত উক্ত রাতসমূহই ছিল জীবনের উত্তম রাত। জিহাদের পথ অনেক কণ্টকাকীর্ণ। এটা ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। ইসলাম হল অনেক উঁচু দীন। হিমালয় ও এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। আপনারা মিডিয়ায় শুনে থাকবেন যে, অমুক পর্বতারোহী হিমালয় জয় করেছে। অর্থাৎ হিমালয়ের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অমুক পর্বতারোহী এভারেস্টের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, এমন হিমালয় বা এভারেষ্ট বিজয়ীদের সংখ্যা কত? গোটা পাকিস্তান থেকে বিগত ষাট বছরে মাত্র দুইজন ব্যক্তি এভারেস্ট বিজয় করেছে। এত উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় যে কেউ আরোহণ করতে পারে না। তাহলে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় কি যে কেউ আরোহণ করতে পারবে? উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণকারীদেরকে পর্বতারোহী বলা হয়। ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায়

---

[৮০] কিমিয়ায়ে সা'আদাত

আরোহণকারীকে মুজাহিদ বলা হয়। বর্তমান পৃথিবীতে মুজাহিদদের সংখ্যা পর্বতারোহীর চেয়েও কম। জিহাদে বের হওয়া তো কিছুটা সহজ কিন্তু আমরণ তার উপর অটল-অবিচল থাকা অনেক কঠিন। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে যখন কাফেলা রওয়ানা হয়েছে, তখন সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিন্তু যখন সেই কাফেলা তিন মাইল সফর করে ওহুদে পৌঁছল তখন গণনা করে দেখা গেল সেই কাফেলার সংখ্যা হয়ে গেছে সাত শত। তিন শত ব্যক্তি তাদের নিফাকের কারণে পথিমধ্যেই ঝরে পড়েছে। তথাপিও বড় কথা হল—সাত শত ব্যক্তি ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। এটা ছিল আকায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত।

জিহাদের পথে অর্থ ব্যয় করা বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মানে অর্থ ব্যয় করার চেয়েও উত্তম

মুসলমানদের গাফলত ও গুনাহ থেকে তাওবা করে জিহাদের পথে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করা উচিত। জিহাদ কোন অসম্ভব আমল নয়। কেননা তা যদি অসম্ভবই হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশ দিতেন না। তবে হ্যাঁ! এটা অনেক উঁচা এবং অনেক বড় আমল এবং তাতে যে কাউকেই কবুল করা হয় না। দুনিয়াতে কত সম্পদশালী মুসলমান রয়েছে। কেউ কেউ তো এমনও রয়েছে যে, দৈনিক শুধুমাত্র গুনাহের কাজে লক্ষ-লক্ষ ডলার খরচ করে থাকে। আরো কিছু আছে, যাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করে রেখেছে। যার ফলে মাজারসমূহে দৈনিক লক্ষ-লক্ষ টাকার মান্নত মেনে থাকে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে সবচেয়ে গুরত্বারোপ করা হয়েছে জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যায় করার প্রতি। অর্থাৎ কুরআনুল কারিম যে সকল কাজে সম্পদ ব্যয় করার প্রতি গুরত্বারোপ করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুরত্বারোপ করেছে জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করার প্রতি। আর তার সাওয়াব ও প্রতিদানও সবচেয়ে বেশি। কোন ব্যক্তি যদি কা'বা শরিফ নির্মাণে সম্পদ ব্যায় করে, আর অপর কোন ব্যক্তি জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যায় করে, তাহলে জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যায়কারীর ফজিলত কা'বা শরিফ নির্মাণে সম্পদ ব্যায়কারীর চেয়ে বেশি হবে। এ কথাটি পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কেননা গোটা ইসলামের হেফাজত ও সংরক্ষণই নির্ভর করছে

জিহাদের উপর। আজকে যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, কা'বা শরিফকে পুনরায় নির্মাণ করা হবে। তাই মুসলমান যেন এর জন্য চাঁদা দেয়। বিশ্বাস করুন! মানুষ স্বর্ণের উট, স্বর্ণের দেয়াল ও স্বর্ণের ছাদ দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কা'বা শরিফের সাথে মুসলমানদের এই মহব্বত ও ভালোবাসা অনেক উত্তম বিষয়। আর আমাদেরও উচিত যে, তাদেরকে আরও বেশী উৎসাহিত করা। কিন্তু জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যায় করাতো কা'বা শরিফ নির্মাণের জন্য সম্পদ ব্যায় করার চেয়েও উত্তম। এটি কুরআনুল কারিমের ভাষ্য। তারপরও মুসলমান জিহাদের জন্য এতটুকু সম্পদও কেন ব্যায় করে না? কারণ ঐটাই যে, জিহাদ অনেক উঁচু আমল। চাই তা জীবন দিয়ে হোক কিংবা সম্পদ দিয়ে। মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তাওফিক ও সাহায্য ছাড়া এত উঁচু চূড়ায় পৌঁছতে পারে না। এজন্য জরুরি হল—মুসলমান কুরআনুল কারিমের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে বুঝা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওফিক কামনা করা, আল্লাহ তা'আলা যেন তার জীবন ও সম্পদ জিহাদের জন্য কবুল করেন। বিশ্বাস করুন! আমরা যদি জিহাদের জন্য কবুল হতে পারি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যতের মূল জীবন তথা পরকালের জীবন এত উঁচু এবং মর্যাদাপূর্ণ হবে, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। না মৃত্যুর কষ্ট আছে। না কবরের আজাব আছে। না মুনকার-নাকিরের ফিতনা আছে এবং না হিসাব-কিতাবের পেরেশানী আছে। সুতরাং চক্ষু বন্ধ হতেই শুধু সম্মান আর সম্মান। মজা আর মজা। সফলতা আর সফলতা। যেহেতু জিহাদের মধ্যেই এত বড় সফলতা ও এমন উঁচু মর্যাদা রয়েছে, তাই এ পথে পরীক্ষাও রয়েছে অনেক। তবে প্রতিটি পরীক্ষার পরে নতুন বিজয় এবং নতুন সফলতার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়।

মুসলমান ও সালাতে অলসতা

মুসলমান এবং সালাতে অলসতা। এই দুটি বিষয় কখনো একত্রিত হতে পারে না। মুসলমান তো সালাতের ব্যাপারে তখনই উদাসীন হয়, যখন শয়তান তাকে কুফরের আঘাতের ইনজেকশন লাগিয়ে দেয়। অথবা তাকে নিফাকের বিষ পান করিয়ে দেয়। যখন কোন মুসলমান পুরুষ বা মহিলা আমাকে এটা জানায় যে, আমার সালাতের ব্যাপারে অলসতা হয়, তখন

আমার অন্তরে প্রচণ্ড একটি ধাক্কা লাগে। হায়! কি হয়ে গেল! মুসলমান এবং সালাতের ব্যাপারে অলসতা এটা কীভাবে সম্ভব? সালাতের ব্যাপারে অলসতা তো করতে পারে একমাত্র মুনাফিক। মুসলমান তো কখনো সালাতের ব্যাপারে অলসতা করতে পারে না। কেননা দীনের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব তো হল এমন, শরীরের মধ্যে মাথার গুরুত্ব যেমন। মাথা ব্যতীত কি কেউ জীবিত থাকতে পারে? জানা নেই যে, কি বিপদ সামনে আসছে যে, মুসলিম নারীরা পর্যন্ত সালাতের ব্যাপারে অলসতা করে। অথচ মুসলিম নারীদের সালাতের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার কথা খুবই প্রসিদ্ধ বিষয়। একজন মুসলমানের তাওবার জন্য সর্বপ্রথম জরুরি হল কষ্ট করে তার সালাতের বিষয়টি পুরোপুরি ঠিক করে নেওয়া এবং এ পর্যন্ত যত অলসতা হয়েছে, তার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফার করা।

হে মুজাহিদগণ! সালাতের বিষয়টি ঠিক করে নাও

মুজাহিদদের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ যে, সালাতের বিষয়টি অনেক বেশি খেয়াল করুন। জামাতের সাথে দীর্ঘ কেরাতের সাথে সালাত। তখন আপনার জিহাদের মধ্যে আশ্চর্য রকম বরকত পরিলক্ষিত হবে। আর এই বরকতে গোটা মুসলিম উম্মাহর উপকার হবে। সালাতের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অলসতাকারী মুজাহিদ বেশি দিন মুখলিস জিহাদি কাফেলার সাথে চলতে পারে না। সে হয়তো দুনিয়ার মুসিবতে পতিত হয়ে যায় অথ বা অন্য কোন ফিতনার শিকার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। এটাও খাঁটি তাওবার অন্তর্ভুক্ত যে, নিজের ছুটে যাওয়া সালাতসমূহ আদায় করতে শুরু করা।

হে মুসলিম বোনেরা! সালাতের বিষয়টি ঠিক করে নাও

হে মুসলিম বোনেরা! সালাতের বিষয়টি ঠিক করে নিন। সকল মন্দ স্বভাব ও নির্লজ্জতার অভ্যাস নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। সালাতের জন্য খুব পবিত্রতা, সময়ানুবর্তিতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আপনার নিজেরই উপকার হবে। আপনার সন্তানদের উপকার হবে। কাল হাশরের দিন তো

কেউ কারো কোন প্রকার কাজে আসবে না। হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এবং হজরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদেরকে তাদের শারীরিক সৌন্দর্য, ইজ্জত, মোহনীয় কণ্ঠ এবং অতি চালাকি ধ্বংস করে দিয়েছে। কুরআনুল কারিম পাঠকারী প্রতিটি মুসলিম এই দুই নারীর কুফর এবং মন্দ স্বভাবকে বর্ণনা করে থাকে। অথচ তারা মনে করত যে, তারা খুব বুদ্ধিমান এবং যুগ সচেতন নারী। তারা তাদের জাতি ও ভাইদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করেছে। নিজের পয়গাম্বর স্বামীর অবমূল্যায়ন করেছে। জানা নেই তাদের জাতি ও তাদের ভাইয়েরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা। তবে এ কথা সত্য যে, এই দুই নারী হাজার বছর ধরে আজাবে নিপতিত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাওবা-তাওবা। তাওবা হে আমার মালিক। আপনার নিকট কবরের আজাব থেকে পানাহ চাই। আপনার নিকট আখিরাতের আজাব থেকে পানাহ চাই।

আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি

অজু করতেছে। কেন? যেন আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। সালাতের জন্য দৌড়াচ্ছে। কেন? যেন আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। সিয়াম পালন করতেছে। হজ পালন করতেছে। জিকির-আজকারে লিপ্ত রয়েছে। জিহাদে রত আছে। লোকেরা গান শুনতেছে আর এরা গান থেকে দূরে থাকছে। ফিল্ম থেকে দূরে থাকছে। কুদৃষ্টি থেকে দূরে থাকছে। কেন? যেন আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। সকাল-বিকাল ইস্তিগফার। দুরূদ শরিফ ও কালিমায়ে তাইয়্যেবার আমল। স্রষ্টার ইবাদাত এবং মাখলুকের খিদমত। এমন আমানত যে, মন সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এমন বিনয় যে, জমিন ঈর্ষা করে। কেন? যেন আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। সকাল-বিকাল, রাত-দিন শুধু কাজই কাজ। অবশেষে ভালোবাসার এই বন্ধন অকল্পনীয় ব্যর্থতায়ই পরিণত হবে এবং "রাহমাতুল্লাহি আলাইহি" এর ঘোষণা সাত আসমানে গুঞ্জরিত হবে।

হে সাহসীগণ! ক্লান্ত হয়ো না

হে সাহসীগণ! ক্লান্ত হয়ো না, যে কোন মুহূর্তে কবুলিয়াতের আওয়াজ এসে যাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— বান্দা যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য একাধারে লেগে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ভাল করে শুনে রাখ! তার উপর আমার রহমত রয়েছে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এটা শুনে) বলেন— رَحْمَةُ اللهِ عَلٰى فُلَانٍ অর্থাৎ তার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত রয়েছে। অতঃপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাও এটা বলে এবং তার আশেপাশের সকলে এটা বলে। এমনকি সাত আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত এটা বলতে থাকে। তারপর এই রহমতের বার্তা জমিনে অবতীর্ণ করা হয়। [৮১]

আশ্চর্য এক অবস্থা

মোটকথা মুসিবতের সময় যদি আল্লাহ তা'আলার উপর অভিযোগ তৈরি না হয়, বরং এই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ় হয় যে, আল্লাহ ত'আলার অনুগ্রহ তো অসংখ্য রয়েছে। স্বয়ং আমি নিজেই তো গুনাহগার, অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা ও অপরাধী। এটা হল ঐ আশ্চর্য অবস্থা, যা মাছের পেট থেকেও মানুষকে জীবিত বের করে আনে। হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দু'আটি পাঠ করে দেখুন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ

। হে আল্লাহ! আপনি তো পবিত্র। আপনার প্রতি কোন অভিযোগ নেই।

اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

। আমি নিজেই জালিম এবং অপরাধী।

যখন এই বাক্য অন্তরের বাক্যে পরিণত হবে, অর্থাৎ মন থেকে বিশ্বাস করবে যে, ভুল ও অপরাধ আমার নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি

[৮১] মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২২৪০১

কোন প্রকার অভিযোগ থাকবে না, তখন নুসরাত ও সাহায্যের এমন দরজা খুলবে যে, বিবেক-বুদ্ধি সব হয়রান হয়ে যাবে। কিন্তু আফসোস! আমরা এমন অবস্থা থেকে বঞ্চিত। আর এটা কত আশ্চর্যের কথা যে, হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ন্যায় নবি, যিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন। তার এই অবস্থা নসিব হয়েছে। হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু যার নিশ্চিত জান্নাতের সুসংবাদ ছিল। তিনিও এই অবস্থায় ডুবে নিজেকে গুনাহগার ও অপরাধী মনে করে কেঁদেছেন। অথচ আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহে ডুবে আছি। তবুও এই অবস্থা থেকে বঞ্চিত রয়েছি। বস্তুত আমাদের জন্য তো নিজেকে গুনাহগার ও অপরাধী মনে করা অধিক সহজ হওয়া উচিত ছিল। এ ধরনীর কোন গুনাহ আছে যা আমরা দীনদার দাবিদারদের মাঝে নেই? পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আত্ম অহমিকা, দুনিয়ার মহব্বত, অহংকার, খ্যাতির লোভ, ফটোসেশন এবং নির্লজ্জতা (নাউযুবিল্লাহ) কোন কোন গুনাহের কথা উল্লেখ করব। হিংসা এবং শত্রুতা আমাদেরকে ভেতর থেকে ঝাঁজরা করে দিয়েছে এবং সম্মিলিত সম্পদের ক্ষেত্রে অসতর্কতা আমাদেরকে ধোঁকার জাল বানিয়ে দিয়েছে। বাস্তবেই আমরা তাওবা ও ইস্তিগফারের সীমাহীন মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় গুনাহের ভয়াবহতা বুঝার তাওফিক দান করুন। পবিত্র কুরআনকেই নিন না! আমরা এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলি। কিন্তু আমাদের রাত-দিন কাটে এর তিলাওয়াত শূন্য অবস্থায়। আমরা এর হক সম্পর্কে উদাসীন। কত হাফেজে কুরআন দীনি কাজের ধোঁকায় হিফজের নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এটাই যদি হয় আমাদের দীন যে, কুরআনুল কারিম ও ভুলে যাবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। মোটকথা আমরা অনেক গুনাহগার। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দেখুন! তিনি আমাদেরকে ইমানের মত মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। আমাদেরকে দীন এবং জিহাদের সুদৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছেন। এ যুগেও আমাদেরকে তাঁর নাম নেওয়ার তাওফিক দান করেছেন। আমাদের থেকে দীনের কাজ নিচ্ছেন এবং আমাদেরকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন। এমন নি'আমতের তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমাদের তা গণনা করাও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রয়োজন হল—আমাদের প্রত্যেকে নিজের গুনাহসমূহের দিকে

তাকিয়ে তার জন্য অশ্রু প্রবাহিত করা। স্বীয় গুনাহসমূহ খুঁজে খুঁজে তা থেকে খাঁটি তাওবা করা এবং দীনের কাজকে আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নি'আমত এবং তাঁর মহান অনুগ্রহ মনে করে তার মূল্যায়ন করা।

গভীর অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো

হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম গভীর অন্ধকারে ডেকেছেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

> "আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।"[৮২]

فَنَادٰی فِی الظُّلُمَاتِ—জুলুমাত তথা কয়েকটি অন্ধকার। অন্ধকার যদি একটি হয়, তাহলে তাকে বলা হয়—ظُلْمَةٌ আর যদি অন্ধকার হয় একাধিক, তাহলে তাকে বলা হয়—ظُلُمَات । আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, কত অন্ধকার হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে বেষ্টন করেছিল। রাতের অন্ধকার। সমুদ্রের অন্ধকার। মাছের পেটের অন্ধকার। কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেন—যে মাছটি তাকে গিলেছিল, সেই মাছটিকে আবার অন্য আরেকটি বড় মাছে গিলে ফেলেছিল। অর্থাৎ অন্ধকারের উপর অন্ধকার। যাকে বলে একবারে গভীর অন্ধকার। কিন্তু এমন গভীর অন্ধকারেও যে উজ্জ্বল আলোটি চমকাচ্ছিল, তা ছিল—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

ইমাম নাসাফী রাহি. লিখেন—

فَنَادٰی فِی الظُّلُمَاتِ—সুতরাং তিনি ডেকেছেন অন্ধকারের মধ্যে। অর্থাৎ মাছের পেটের অনেক গাঢ় এবং গভীর অন্ধকার। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِیْ ظُلُمَاتٍ

---

[৮২] আম্বিয়া- ২১: ৮৭

> "আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন অন্ধকারে।"[৮৩]

অর্থাৎ অন্ধকার তো একটাই ছিল। কিন্তু এ পরিমাণ নিকশ কালো এবং গভীর ও স্তরে স্তরে ছিল যে, একাধিক অন্ধকারের চেয়েও অধিক ছিল। অথবা রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার ও মাছের পেটের অন্ধকার অর্থাৎ বাস্তবেই একাধিক অন্ধকার ছিল।

হাদিস শরিফে এসেছে—যে কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এই দু'আটির মাধ্যমে প্রার্থনা করবে, তার দু'আ অবশ্যই কবুল হবে।

হজরত হাসান বসরী রাহি. বলেন—আল্লাহ তা'আলার কসম! হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র এজন্য মুক্তি দিয়েছেন যে, তিনি নিজের ভুলকে স্বীকার করেছিলেন।[৮৪]

কিবরিতে আহমার তথা দুর্লভ সম্পদ

হজরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহি. বলেন—

প্রত্যেক কাজ ও উদ্দেশ্য চাই তা জালালী তথা কঠোর হোক কিংবা জামালী তথা নম্র হোক। এর জন্য এই আয়াতটি ইসমে আজমস্বরূপ এবং কিবরিতে আহমার বা লাল মুক্তাসদৃশ তথা দুর্লভ সম্পদ।

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

এই আয়াতটি অত্যন্ত পরীক্ষিত এবং অনেক কার্যকরী একটি দু'আ। এই দু'আটির দ্রুত কার্যকারিতার উপর বুজুর্গানে দীনের ঐকমত্য রয়েছে। এই দু'আটির আমল কয়েকটি পদ্ধতিতে করা যায়। যার মধ্যে দুটি পদ্ধতি খুবই সহজ। যথা—

ক. যে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য ১২ দিন দৈনিক ১২ হাজার বার পড়বে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে দৈনিক ১২ শত বার পড়বে। শুরুতে এবং শেষে কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়বে।

[৮৩] বাকারা- ২: ১৭
[৮৪] আল-মাদারিক

খ. বিশেষ কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার পড়বে।

মোটকথা এই আমলের শক্তি ও কার্যকারিতার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এজন্য এই আমলটি ব্যতীত অন্য কোন আমল এমন নেই, যে আমলের বিশুদ্ধতা ও প্রমাণ কুরআনুল কারিম ও সহিহ হাদিস এবং বুজুর্গানে দীনের বাণীতে রয়েছে। কুরআনুল কারিমে এই আমলের ব্যাপারে এই বাক্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

> "অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"[৮৫]

ইস্তিগফার লাভের দু'টি পদ্ধতি

সুপ্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে ইস্তিগফার নসিব করুন। প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফারের উপকারিতা অসংখ্য। ইস্তিগফার হল সকল কল্যাণের ভাণ্ডার এবং চাবি। এটা এই উম্মাহর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তাস্বরূপ। আমরা যেন ইস্তিগফারের নি'আমত লাভ করতে পারি, তাই কয়েকটি জরুরিবিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল—

ক. অন্যের দোষ তালাশ না করা। অন্যের দোষ দেখা এবং তালাশ করার দ্বারা মানুষ ইস্তিগফার থেকে মাহরূম হয়ে যায়। বরং (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন) এই অপরাধের কারণে কোন কোন সময় মানুষ ইমান থেকেও মাহরূম হয়ে যায়। এক ব্যক্তি চল্লিশ বছর বিনা পারিশ্রমিকে দীনের খিদমত করেছে। কিন্তু তার অভ্যাস ছিল যে, সে নারীদের দোষ তালাশের পেছনে লেগে থাকত। অমুকের সাথে অমুকের অবৈধ সম্পর্ক। অমুকের সাথে অমুকের অবৈধ ভাব রয়েছে। অমুকের মধ্যে এই দোষ, এই গুনাহ ও এই দুর্বলতা রয়েছে। তার এই অভ্যাসের কারণে যখন তার মৃত্যুর সময় হল, তখন সে

---

[৮৫] আম্বিয়া- ২১: ৮৮

ইমান থেকে মাহরূম হয়ে গেল।

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা সকলে আমাদের নিজেদের দোষ এবং নিজেদের গুনাহ দেখি। অন্যের দোষ দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। তবেই পবিত্র ইস্তিগফার লাভ হবে ইন শা' আল্লাহ।

খ. নিজের গুনাহের কথা কাউকে না বলা। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সামনেই আবেদন করা। এমনিভাবে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে বিনয়রূপে নিজেকে গুনাহগার ও মন্দ না বলা। মৌখিক বিনয় হল—কোন ব্যক্তি নিজেকে মানুষের সামনে গুনাহগার, অধম এবং মন্দ বলে। কিন্তু বাস্তবে তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় নেই। আর যদি কেউ তাকে গুনাহগার কিংবা মন্দ বলে, তখন সে রেগে আগুন হয়ে যায়। প্রিয় পাঠক! এটা বড় ভয়াবহ রোগ। যা অন্তরকে অনুতপ্ত হতে দেয় না এবং অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে। গুনাহ তো কোন খেলা নয়। বরং মহান এবং ক্রোধান্বিত রবের নাফরমানী তথা অবাধ্যতাকে গুনাহ বলা হয়। তারপরও নিজেকে গুনাহগার বলার উদ্দেশ্য কি? আর তাও আবার শুধুমাত্র মৌখিকভাবে। তবে হ্যাঁ! যারা অন্তর থেকে নিজেকে গুনাহগার ও অপরাধী বলে থাকেন, তারা ভয়ে ভীত হয়ে বার বার ইস্তিগফার করে থাকেন। বুজুর্গানে দীনের মধ্যে যারা নিজেদেরকে গুনাহগার বলতেন, তাদের এই সৎসাহস ছিল যে, অন্য কেউ যদি তাদেরকে গুনাহগার কিংবা মন্দ বলত, তাহলে তারা একদমই অসন্তুষ্ট হতেন না এবং কোন প্রকার রাগও করতেন না। কেননা তারা মনে করতেন যে, তারা বাস্তবেই গুনাহগার। আমাদের মধ্যে যেহেতু সেই ইখলাস এবং সৎসাহস নেই, তাহলে আমরা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে বিনয়ের অভিনয় করে নিজেকে গুনাহগার বলে নিজের নাফরমানী তথা অবাধ্যতার উপর অন্যকে সাক্ষী বানানোর কি প্রয়োজন। আর গুনাহগার শব্দটি কোন হালকা শব্দ নয়। প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফার তো সে-ই করে, যে নিজের মহান রবের মহব্বতে বিলীন হয়ে যায়। এটি একটি গুণ। যা মুমিনের অন্তরে এই চিন্তাভাবনা তৈরি করে দেয় যে, আমার প্রিয় রব যেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন এবং এই সুধারণা তৈরি করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহই তাওবার দ্বারা

ক্ষমা করে দেন।

প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফার! ইস্তিগফার! এবং ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> "বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৬]

সুতরাং আসুন! সকল গুনাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার ফিকির এবং তাঁর রহমতের দৃঢ় বিশ্বাসে ইস্তিগফার করি।

কয়েকটি ইশারা

আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদের সকলকে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহকে মাগফিরাত দান করুন। আপনারা কি কখনো কুরআনুল কারিমের ইস্তিগফারের বিধানাবলী ও ঘটনাবলীর উপর চিন্তা-ভাবনা করেছেন? হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাই স্বীয় পিতার নিকট আবেদন করছে– হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য ইস্তিগফার করুন। সম্মানিত পিতাও ওয়াদা করেছেন। ভাবুন তো! নির্দেশ আসছে—হে নবি ! এই গুনাহগার লোকেরা যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেদের গুনাহের উপর ইস্তিগফার করা অবস্থায় আপনার দরবারে আসে, তাহলে আপনিও তাদের জন্যে ইস্তিগফার করুন। তাহলে তাদের ক্ষমা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! একটু ভাবুন! নির্দেশ আসছে—হে নবি ! কালিমায়ে তাইয়্যেবাকে মজবুত করুন এবং নিজের জন্য ও সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ইস্তিগফার করুন। আরও দেখুন! বলা হচ্ছে যে, ঐ মহান ফেরেশতা যিনি আরশ বহন করছেন, সে জমিনের অধিবাসীদের জন্য ইস্তিগফার করছেন। আরও

---

[৮৬] যুমার- ৩৯: ৫৩

দেখুন! বলা হচ্ছে যে, মুনাফিকদেরকে যখন বলা হত যে, আসো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে। তিনি তোমাদের জন্যে ইস্তিগফার করবেন। মুনাফিকরা তখন অহঙ্কারের কারণে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিত। এই ইশারাগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করুন। তার স্বাদ নিন এবং তা থেকে নিজের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করুন। এগুলো সব হল কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আলোকিত নুর।

أَسْتَغْفِرُاللهَ لِيْ وَلِسَايِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

সকাল-বিকাল ইস্তিগফারের উপকারিতা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللهِ فِيْ يَوْمٍ فَيَرَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ أَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ وَفِيْ آخِرِهَا اِسْتِغْفَارًا إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ مَا بَيْنَ طَرْفَيِ الصَّحِيْفَةِ

> হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখনই কোন দুই ফেরেশতা যে কোন দিন এমন কোন আমলনামা আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির করে, যার শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ তা'আলা ইস্তিগফার দেখতে পান, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন– এই আমলনামার দুই পাশের মাঝখানকে (গুনাহ) আমি আমার বান্দার জন্য ক্ষমা করে দিলাম।[৮৭]

হে মুসলিমগণ! সকাল-বিকাল ইস্তিগফার করুন

হে মুসলিমগণ! সকালে ইস্তিগফার করুন, বিকালেও ইস্তিগফার করুন। হে মুসলিমগণ! বার বার তাওবা করুন। বার বার ইস্তিগফার করুন। হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাকে মেনে নিয়ে অনুতপ্ত অন্তরে ইস্তিগফার করুন। আজ মুসলিম উম্মাহ ইস্তিগফারের অনেক বেশি

[৮৭] মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ১৭৫৭০

মুখাপেক্ষী। জালিম শাসকরা উম্মাতকে লুটে নিয়েছে। ধ্বংস করে দিয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত আমাদের প্রশান্তি কেড়ে নিয়েছে।

সকাল বেলায় ইস্তিগফার

হজরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি দু'আ শিখিয়েছেন এবং এ কথার নির্দেশ দিয়েছেন যে, খুব খেয়াল রাখবে যেন তোমার পরিবারের লোকেরা দৈনিক এটা পাঠ করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সকাল বেলায় এ দু'আটি পাঠ করবে—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ وَاِلَيْكَ،
اَللّٰهُمَّ مَا قُلْتَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ اَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ
فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ
صَلَاةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلٰى مَنْ لَعَنْتَ اِنَّكَ
اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ
اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظْرِ
اِلٰى وَجْهِكَ وَشَوْقًا اِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
اَعُوْذُبِكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَعْتَدِيَ اَوْ يُعْتَدٰى عَلَيَّ اَوْ
اَكْتَسِبَ خَطِيْئَةً مُحْبِطَةً اَوْ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ، اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ فَاِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ
فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاُشْهِدُكَ وَكَفٰى بِكَ شَهِيْدًا اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ
شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ
حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ
تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تَكِلْنِيْ
ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيْئَةٍ وَاِنِّيْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْلِيْ

ذَنْبِيْ كُلَّهٗ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি বার বার হাজির হচ্ছি এবং এটা আমার সৌভাগ্য। কল্যাণ আপনার ভাণ্ডারে রক্ষিত। আপনার পক্ষ থেকে। আপনার কারণে এবং আপনার দিকে। হে আল্লাহ! আমি যে কথাই বলেছি কিংবা মান্নত মেনেছি অথবা কসম খেয়েছি, সবগুলোই আপনার ইচ্ছার সামনে। যা আপনার ইচ্ছা, তা-ই হবে এবং যা আপনার ইচ্ছা নয়, তা হতে পারে না। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার তাওফিক একমাত্র আপনিই দিতে পারেন। নিশ্চয় আপনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি যে দু'আই করেছি এবং রহমত কামনা করেছি, তা তাদের উপরই বর্ষিত হবে, যাদের উপর আপনার রহমত রয়েছে। আর যদি আমি কোন অভিশাপ দিয়ে থাকি, তাহলে তা তাদের উপরই পতিত হবে, যাদের উপর আপনার অভিশাপ রয়েছে। বাস্তবতা হল—দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার ওলী বা অভিভাবক। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট রেযা বিল কাযা তথা সর্বদা আপনার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, মৃত্যুর পর উত্তম জীবন, আপনার সাক্ষাতের স্বাদ এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রেরণা কামনা করছি। সকল ক্ষতিকারক বস্তু এবং পথভ্রষ্টকারী ফিতনার স্বীকার হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি জালিম এবং মাজলুম হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি নিজে কারও উপর সীমালঙ্ঘন করা এবং অন্য কেউ আমার উপর সীমালঙ্ঘন করা থেকে এবং এমন গুনাহ থেকে যা আমার নেকসমূহ ধ্বংস করবে অথবা এমন গুনাহ যার ক্ষমা নেই তা থেকে। হে আল্লাহ! হে আসমান ও জমিন সৃষ্টিকারী! হে সকল প্রকাশ্য এবং গোপন বিষয়ে অবগত!

হে প্রভাবশালী ও সম্মানিত! এ দুনিয়াতে আপনার সাথে ওয়াদা করতেছি এবং আপনাকে সাক্ষী বানাচ্ছি। আর সাক্ষী হিসাবে আপনার সাক্ষীই যথেষ্ট। এ কথার উপর—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনার কোন শরিক নেই। রাজত্ব একমাত্র আপনারই। সকল প্রশংসা একমাত্র আপনার। আপনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসুল। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার সাথে সাক্ষাত সত্য। জান্নাত সত্য। কিয়ামত আসবে এবং আপনি কবরবাসীদেরকে জীবিত করবেন এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যদি আমাকে আমার নফসের সোপর্দ করে দেন, তাহলে আমার ক্ষতি। বেহায়াপনা, গুনাহ ও ক্ষতির সোপর্দ করে দেন, তাহলে আপনার রহমত ব্যতীত আমার আর কোন বস্তুর উপর ভরসা নেই। সুতরাং আমার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি বার বার তাওবা কবুলকারী এবং পুরোপুরি রহমতকারী।[৮৮]

রাতে শোয়ার সময় তিন বার ইস্তিগফার

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করে বলেন—কোন

[৮৮] মুসনাদে আহমাদ; তাবরানী; হাকেম

ব্যক্তি যদি বিছানায় (শোয়ার জন্য) এসে এই দু'আ তিন বার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমানও হয়। যদিও সে গুনাহ গাছের পাতার সমান হয়। যদিও সে গুনাহ বড় টিলার বালুর সমান হয়। যদিও সে গুনাহ দুনিয়ার দিনসমূহের সমান হয়। দু'আটি হল—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ: আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার নিকট, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত সবকিছুর ধারক এবং আমি তাঁর নিকটই তাওবা করছি।[৮৯]

রাতের বেলা উঠার সময় ইস্তিগফার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতের বেলা উঠতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আমি আপনার নিকট আমার গুনাহের মাগফিরাত

[৮৯] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১১০৭৪

কামনা করছি এবং আপনার নিকট আপনার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন এবং আমাকে হিদায়াত দেওয়ার পরে আমার অন্তরকে বাঁকা করে দেবেন না এবং আমাকে আপনার বিশেষ ভাণ্ডার থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি অধিক দানকারী।"[৯০]

তাহাজ্জুদের সময়ের হৃদয়গ্রাহী ইস্তিগফার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতের বেলা তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি আসমান-জমিনের আলো। সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি আসমান-জমিন এবং এতে যা কিছু আছে, সবকিছুর রব। আপনার বাণী সত্য। আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার সাক্ষাত সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনার সামনেই নত হই। আপনার উপরই ঈমান এনেছি। আপনার উপরই ভরসা করেছি। আপনার দিকেই অন্তর থেকে মনোযোগী হয়েছি। আপনার শক্তিতেই আমি শত্রুতা করেছি। আমি আপনার দরবারেই আমার ফায়সালা নিয়ে

[৯০] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৫০৬১

> গিয়েছি। আমার পূর্বের-পরের, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনিই আমার উপাস্য। আপনাকে ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। [৯১]

মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় ইস্তিগফার

হজরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতেন এবং এই দু'আ পড়তেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

> অর্থঃ হে আমার রব! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। [৯২]

অজুর পরে মাসনুন ইস্তিগফার

হজরত আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি অজু থেকে ফারেগ হলে আমি তাঁকে এই দু'আটি পাঠ করতে শুনেছি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِيْ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رِزْقِيْ

> অর্থঃ হে আল্লাহ আমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করুন এবং আমাকে আমার রিজিকের মধ্যে বরকত দান করুন।

আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর নবি! আমি আপনাকে এই দু'আটি পাঠ করতে শুনেছি। নবিজি

---

[৯১] মুআত্তা মালেকঃ ১/৫০৬
[৯২] সহিহ মুসলিমঃ হাদিস নং ৭১৩; সুনানে তিরমিজিঃ হাদিস নং ৩১৫; সুনানে আবু দাউদঃ হাদিস নং ৪৬৫; সুনানে নাসাঈঃ হাদিস নং ৭২৯; সুনানে ইবনে মাজাহঃ হাদিস নং ৭৭১

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—এই দু'আতে কি কোন কিছু বাদ পড়েছে? অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণ এই দু'আয় বিদ্যমান।[৯৩]

সালাতের মধ্যে ইস্তিগফার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، يُصَلِّي صَلَاةً، إِلَّا دَعَا، أَوْ قَالَ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

> হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ অবতীর্ণ হওয়ার পরে নিয়মিত সালাতের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতে দেখেছি। দু'আটি হল—

سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

> অর্থ: হে আমার রব! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। [৯৪]

সালাতের পরে ইস্তিগফার

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ

> "হজরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত থেকে ফারেগ

---

[৯৩] ইবনুস সুন্নাহ
[৯৪] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৮৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৬১৬১

হতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং এই দু'আ পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি সকল দোষ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং আপনার পক্ষ থেকেই নিরাপত্তা লাভ হয়। আপনার সত্তা বড় বরকতময় হে কঠোর ও মহান এবং ইজ্জত ও সম্মানের মালিক।"[১৫]

সালাতের শুরুতে ইস্তিগফার

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতের জন্য দাড়াতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন—

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ، وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থ: আমি তো পুরোপুরি একাগ্রতার সাথে ঐ সত্তার দিকে মনোযোগী হয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের মধ্য থেকে নই। নিশ্চয়ই

[১৫] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৫৯১; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৩; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ২৯৮; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ১৩৩৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৯২৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২২৩৬৫

আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোন শরিক নেই। এ কথার নির্দেশই আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সামনেই মাথানতকারীদের মধ্য হতে। হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহ। আপনাকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমার রব এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি। আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি। আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। বাস্তবতা হল আপনাকে ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন। আপনাকে ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের পথ প্রদর্শন করতে পারবে না। আমার থেকে মন্দ স্বভাব দূর করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ মন্দ স্বভাব দূর করতে পারবে না। আমি বার বার আপনার দরবারে হাজির হচ্ছি (আপনার আনুগত্যের) সৌভাগ্য নিতে। সকল কল্যাণ আপনার ভাণ্ডারে রক্ষিত; আর কোন মন্দ আপনার দিকে সম্পৃক্ত নয়। (আপনার সকল কাজই উত্তম। আপনার কোন কাজই মন্দ নয়) আমার ভরসা আপনার উপর এবং আমার দৌড়ও আপনার দিকে। আপনি বরকতময় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।[৯৬]

সিজদার মধ্যে ইস্তিগফার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু

[৯৬] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৭৭১; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৭৬২; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৪২১; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ৮৯৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩১২১; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৭২৯

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গিয়ে এই দু'আ পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার ছোট-বড়, পূর্বের ও পরের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।[৯৭]

দুই সিজদার মাঝখানে ইস্তিগফার

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে পরিবর্তন করে দিন এবং আমাকে হিদায়াত দিয়ে দিন এবং আমাকে রিজিক দান করুন। [৯৮]

দু'আয়ে কুনুতের মধ্যে ইস্তিগফার

হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের রাহি. থেকে বর্ণিত, হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু রুকু করার পরে কুনুতে নাজেলাবিশিষ্ট দু'আ পড়েছেন। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ

[৯৭] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৮৩; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৮৭৮
[৯৮] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ২৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৮৯৮; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৩৫১৪

وَعَدُوِّهِمْ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী এবং মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর মিলিয়ে দিন এবং তাদেরকে পরস্পর সন্ধি করে দিন এবং তাদেরকে আপনার দুশমন ও তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। [৯৯]

তাশাহ্হুদের মধ্যে ইস্তিগফার

হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতের শেষ অংশে তাশাহ্হুদ এবং সালামের মাঝখানে এই দু'আ পড়তেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আমার সীমালঙ্ঘনকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ঐ গুনাহগুলোও ক্ষমা করে দিন, যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনিই সামনে অগ্রসরকারী এবং আপনিই পেছনে আনয়নকারী। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। [১০০]

রুকু এবং সিজদার মাসনুন ইস্তিগফার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ

[৯৯] বায়হাকী; মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক

[১০০] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৭৭১; সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৭৬২; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৪২১; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ৮৯৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩১২১; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৭২৯

وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ পড়তেন—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমার রব! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।"[১০১]

ফায়দা: ইস্তিগফারের এই দু'আটি অনেক মূল্যবাণ এবং অনেক ব্যাপক। এতে তাসবিহ, তাহমিদ, জিকির ও ইস্তিগফার সব অন্তর্ভূক্ত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ বয়সে এই দু'আ খুব বেশি বেশি পড়তেন। এর দ্বারা এই দু'আর গুরুত্ব ও মর্যাদার অনুমান করা যায়।

সালাতের মাসনূন ইস্তিগফার

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করলেন যে, আমাকে কোন দু'আ শিখিয়ে দিন, যা আমি সালাতের মধ্যে পড়ব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এই দু'আটি পড়তে গুরুত্বারোপ করলেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

[১০১] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৭৯৪

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনাকে ব্যতীত আর কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। সুতরাং আপনার বিশেষ মাগফিরাতের মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি অনেক ক্ষমাকারী ও অনেক অনুগ্রহকারী।"[১০২]

সালাতের পরের ইস্তিগফার

হজরত জাজান রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে একজন আনসারী সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন—আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতের পরে এই দু'আটি একশত বার পড়তে শুনেছি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি বার বার তাওবা কবুলকারী ও অনেক ক্ষমাকারী। [১০৩]

শবে কদরের ইস্তিগফার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবি! আমাকে বলুন আমি যদি শবে কদর পেয়ে যাই, তাহলে আমি কী দু'আ করব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এই দু'আ পাঠ করবে—

---

[১০২] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ৮৩৪; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫৩১; সুনানে নাসাঈ: হাদিস নং ১৩০২; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮৩৫
[১০৩] নাসাঈ কুবরা: ৬/৩১ হাদিস নং ৯৯৩১; মুসনাদে আহমাদ: ২/৮৪

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

> অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি অনেক ক্ষমাকারী এবং ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। আমাকে ক্ষমা করে দিন।"[১০৪]

সা'ঈর মধ্যে ইস্তিগফার

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাতনে মাসিলে সা'ঈ করতেন, তখন এই দু'আ পাঠ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

> অর্থ: হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। আপনিই সবচেয়ে অধিক ক্ষমাকারী এবং সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী।"[১০৫]

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ইস্তিগফার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে মারফুআন বর্ণিত আছে—কোন ব্যক্তি যদি এই দু'আটি তিন বার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ دِيْنِيْ اَصْبَحْتُ عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ سُوْءِ عَمَلِيْ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ لَا يَغْفِرُهٗ اِلَّا اَنْتَ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার জন্যই প্রশংসা। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনার কোন শরিক নেই। আপনি আমার রব আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার উপর এমন ইমান

[১০৪] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৫১৩; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮৫০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৫৪৯৭
[১০৫] তাবরানী

এনেছি যে, আমার ইবাদাত একমাত্র আপনার জন্য। আমি এমতাবস্থায় সকাল অতিবাহিত করেছি যে, আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আপনার সাথে কৃত ওয়াদা এবং স্বীয় অঙ্গিকারের উপর অটল ছিলাম। নিজের মন্দ আমল থেকে আপনার নিকট তাওবা করতেছি এবং নিজের গুনাহের জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। যা আপনি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।[১০৬]

গুনাহ ধ্বংসকারী হাতিয়ার

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْاِسْتِغْفَارُ مِمْحَاةٌ لِلذُّنُوْبِ

"হজরত হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— ইস্তিগফার হল গুনাহসমূহকে ধ্বংসকারী হাতিয়ার।"[১০৭]

মজলিস সমাপ্তির ইস্তিগফার

"হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—মজলিসের কাফ্ফারা হল এই দু'আটি না পড়ে মজলিস থেকে না উঠা। দু'আটি হল—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تُبْ عَلَيَّ وَاغْفِرْ لِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমার তাওবা কবুল করুন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিন।"[১০৮]

---

[১০৬] মু'জামুল আওসাত; তাবরানী
[১০৭] কানযুল উম্মাল: ১/২৪১
[১০৮] তাবরানী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২০৭ হাদিস নং ১৭১৬৪

এক মজলিসে শতবার ইস্তিগফার

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, কোন মজলিস থেকে উঠার পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই মজলিসে একশত বার পর্যন্ত এই দু'আ পাঠ করতেন। দু'আটি হল—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি বার বার তাওবা কবুলকারী এবং বার বার ক্ষমাকারী।"[১০৯]

জীবনের শেষ মুহূর্তেও ইস্তিগফার

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যুর সময় এই দু'আ পাঠ করতে শুনেছি। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহম করুন এবং আমাকে রফিকে আ'লা তথা নবি ও ফেরেশতাগণের

[১০৯] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৩৮১৪; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৫৩৫৪

সাথে মিলিয়ে দিন।”[১১০]

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি লাভ করার ইস্তিগফার

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ

“হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি ঘর থেকে সালাতের জন্য বের হয়ে এই দু'আ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ইস্তিগফার করেন। দু'আটি হল—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ঐ হকের মাধ্যমে প্রার্থনা করছি, প্রার্থনাকারীদের যে হক আপনার উপর রয়েছে [১১১] এবং আমার এই চলার কারণে। কেননা আমি গর্ব-অহংকার

[১১০] সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৪৯৬; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ১৬১৯, মুআত্তা মালেক: হাদিস নং ৬৩৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২৪৭৭৪

[১১১] যদিও আল্লাহ তা'আলার উপর কারও এমন কোন হক নেই, যা করা আল্লাহ তা'আলার

লোক দেখানো এবং নিজের প্রসিদ্ধি লাভের জন্য বের হইনি। বরং আমি তো আপনার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে এবং আপনার সন্তুষ্টি তালাশ করতে বের হয়েছি। সুতরাং আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। বাস্তবতা হল—আপনাকে ব্যতীত কেউ গুনাহ মাফ করতে পারবে না।"[১১২]

ইস্তিগফার হল রাগের প্রতিষেধক

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اِذَا غَضِبَتْ عَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَنْفِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ: يَاعُوَيْشُ قُوْلِىْ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ؛ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

"হজরত কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা যখন রেগে যেতেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

উপর জরুরি। কেননা তিনি আমাদের একমাত্র মালিক ও অভিভাবক। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তাঁর উপর কারও এই অধিকার নেই যে, তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে। উপরন্তু তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে বান্দার হক নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন। যা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। কেননা তিনি সত্যবাদী এবং তাঁর ওয়াদাও সত্য। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর সর্বসম্মত অভিমত। আর মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাদের ভ্রান্তির কারণে মনে করে থাকে যে, নেক বান্দাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া এবং গুনাহগার বান্দাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। আর আমরা বলি যে, আল্লাহ তা'আলা এমনটি ওয়াদা করেছেন। তবে তাঁর উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। তাঁর উপর না কারও কোন জোর চলে। না কারও তাঁর সামনে সামান্য টু-শব্দ করার ক্ষমতা আছে। তিনি যদি চান, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে সকল গুনাহগার, কাফির ও মুনাফিকদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারেন এবং সকল নেককার, দীনদার ও পরহেযগারদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন। মোটকথা এ জাতীয় সকল কিছুই তাঁর একক ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন। যদিও বাহ্যত এমনটি হবার নয়। কেননা তাঁর ওয়াদা সত্য। আর তিনি ওয়াদা করেছেন যে, নেককার বান্দাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব এবং গুনাহগার বান্দা ও কাফির-মুশরিকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর এমনটিই হবে।

[১১২] সুনানে ইবনে মাজাহঃ হাদিস নং ৭৭৮; মুসনাদে আহমাদঃ হাদিস নং ১১১৫৬

তখন তার নাক ঢলে দিতেন আর বলতেন—হে আয়েশা! এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

অর্থ: হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করুন। আমার অন্তরের রাগকে প্রশমিত করুন এবং আমাকে পথভ্রষ্টকারী ফিতনাসমূহ থেকে রক্ষা করুন।"[১১৩]

সাক্ষাতের সময় ইস্তিগফার

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ. غُفِرَ لَهُمَا

"হজরত বারা ইবনে আজেব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখন দুইজন মুসলমান পরস্পরে সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং তাঁর নিকট ইস্তিগফার করে তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১১৪]

সুতরাং মুসলমানদের উচিত এই নির্দেশনার আলোকে পরস্পর সাক্ষাতের সময় নিয়মিত সালাম, হামদ তথা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও ইস্তিগফারের আমল করা এবং একে অপরের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা।

[১১৩] ইবনুস সুন্নাহ: পৃষ্ঠা- ৪৫৭
[১১৪] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৫২১১

হজরত সুফিয়ান সাওরী রাহি.-এর ইস্তিগফার

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন খাযিমা আল-ইস্কান্দারানী বলেন—যখন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি.-এর ইন্তেকাল হল, আমি তখন অনেক দুঃখ এবং আঘাত পেলাম। ইতোমধ্যে আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি.-কে স্বপ্নে দেখলাম। অনেক সুসজ্জিতভাবে চলাফেরা করছেন। আমি আরজ করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ! এটা কেমন অবস্থা? তিনি বললেন, জান্নাতি খাদেমদের কাজ। আমি আরজ করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে মুকুট পরিয়েছেন এবং দুটি স্বর্ণের জুতা পরিয়েছেন। আর বলেছেন, হে আহমাদ! এটা তোমার ঐ কথার প্রতিদান, যা তুমি বলেছিলে। অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম (মাখলুক নয়)। তারপর বলেছেন—হে আহমাদ! আমার নিকট ঐ দু'আ কর, যা তোমার নিকট সুফিয়ান সাওরী থেকে পৌঁছেছিল এবং তুমি দুনিয়াতে আমার নিকট করতে। আমি বললাম—

يَارَبَّ كُلِّ شَيْئٍ بِقُدْرَتِكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ اِغْفِرْلِيْ كُلَّ شَيْئٍ حَتّٰى لَا تَسْئَلَنِيْ عَنْ شَيْئٍ

> অর্থঃ হে সকল বস্তুর রব! সকল বস্তুর উপর স্বীয় কুদরতের সদকায় আমার সবকিছু ক্ষমা করে দিন। এমনকি আপনি আমার থেকে কোন কিছুর হিসাব নিবেন না।

এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে আহমাদ! ঐ যে সামনে জান্নাত। উঠো এবং তাতে প্রবেশ কর।

আল্লাহ তা'আলার রহমতের শান

একটু মহব্বতের দৃষ্টি প্রসারিত করুন। হজরত আকা মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি বরকতময় হাদিস পাঠ করুন—

ক. আল্লাহ তা'আলা যখন মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তখন একটি কথা

লিখেছেন এবং তা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরশের উপরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আর তা হল—

| "নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার গজবের উপর অগ্রগামী।"

আল্লাহু আকবার! আমার রব অনেক দয়াবান। গুনাহের পরে যখন মসজিদে যাওয়ার তাওফিক হয়, তখন একটু ভাবুন যে, আমার রব কত মহান এবং "রাহিম" তথা দয়াবান। অপরাধীকে নিজের ঘরে আসার অনুমতি ও তাওফিক দিয়েছেন। মানুষ হলে তো পায়ের নালাই ভেঙ্গে দিত। অথচ এখানে অপরাধীকে নিজের ঘরে নিজের সামনে সিজদা করার অনুমতি পর্যন্ত মিলে। সুবহানাল্লাহ!

খ. আল্লাহ তা'আলার নিকট একশত রহমত রয়েছে। উক্ত একশত রহমত থেকে মাত্র একটি রহমত আল্লাহ তা'আলা জমিনে অবতীর্ণ করেছেন। আর এই একটি মাত্র রহমতের কারণেই জিন-ইনসান, পশু-পাখি পরস্পর এত মায়া-মহব্বত করে থাকে এবং এ কারণেই হিংস্র জানোয়ার তার বাচ্চাদের উপর দয়া করে। আর নিরান্নব্বইটি রহমত আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। সেগুলোর মাধ্যমে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করবেন।

সকল মাখলুক জমিনের সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি মাত্র রহমতের উপর উৎসর্গিত। বিভিন্ন প্রকার মহব্বত, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা এবং জানা নেই আরও কী কী। এটা হল শুধুমাত্র একটি রহমতের ফল। আর যখন কিয়ামতের দিন নিরান্নব্বইটি রহমত প্রদর্শিত হবে, তখন সকল মাখলুক বলে উঠবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অনেক বড় দয়াবান ও অনুগ্রহশীল।

গ. মুমিন যদি আল্লাহ তা'আলার শাস্তির কথা জানত, তাহলে কখনোই জান্নাতের আশা করত না। আর যদি কাফির আল্লাহ তা'আলার রহমতের কথা জানত, তাহলে কখনো তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

কোন সন্দেহ নেই যে, মালিক অনেক মহান। আবার তিনি شَدِيْدُ الْعِقَابِ তথা কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও বটে। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার রহমত এত বিশাল ও ব্যাপক যে, কোন কাফিরও যদি তার বাস্তবতা বুঝতে পারত, তাহলে কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও জান্নাতের আশা করত। আমরা আমাদের আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পাঠ করেছি। আল্লাহ তা'আলা নিজেই লিখে দিয়েছেন, رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ তথা আমার রহমত আমার গজবের উপর অগ্রগামী।

ইস্তিগফারে এত বিলম্ব এবং লজ্জা কিসের?

আল্লাহ তা'আলা অনেক অনেক দয়াবান। সীমাহীন অনুগ্রহকারী। একটু ভাবুন তো! কেমন লোকদের কেমন গুনাহকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে। অতঃপর সে কালিমা পড়েছে, তাওবা করেছে। আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তার নাম নিতে গোটা উম্মত বলে থাকে রাদিআল্লাহু আনহু তথা আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। গুনাহের ভয়াবহতার কথা অনুমান করুন তো! তারপর আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং মাগফিরাতেরও অনুমান করার চেষ্টা করুন। গুনাহগার ভাই ও বোনেরা এখন তো মানবেন যে, আল্লাহ তা'আলা "রাহিম" তথা অতি দয়ালু। সুতরাং তারপরও তাওবা-ইস্তিগফারে এত বিলম্ব কিসের? এত লজ্জা কিসের?

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শুনুন। তিনি ইরশাদ করেন—

> "তোমরা যদি গুনাহ করে করে গুনাহ দিয়ে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানও ভরে ফেল, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও, তাহলেও তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।"

সুবহানাল্লাহ! আমাদের নিকট জমিনও বড় আসমানও বড়। কিন্তু আমাদের রবের নিকট না জমিন বড়, না আসমান বড় এবং না এই দুটির মধ্যবর্তী খালি জায়গা বড়। তিনি তো শুধুমাত্র একবার রহমতের দৃষ্টিতে তাকালেই সকল গুনাহ নেকিতে রূপান্তর হয়ে যায়। তারপরও তাওবা করতে বিলম্ব? তারপরও ইস্তিগফারে বিলম্ব?

শয়তানের দুটি ষড়যন্ত্র

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার রহমতও বড় আশ্চর্য। তাঁরই সাথে কৃত অপরাধীদেরকে স্বীয় বান্দা বলে সম্বোধন করছে এবং প্রকাশ্য ক্ষমার ঘোষণা করছে। ক্ষমা প্রার্থনাকারীদেরকে উচ্চ উচ্চ মর্যাদা এবং সর্বপ্রকার নি'আমত দ্বারা সম্মানিত করছে। কেউ কি এমন আছে যে নিজের অপরাধীদের সাথে এমন আচরণ করতে পারে? তারপরও আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে অন্যদের আশ্রয় খুঁজি। কখনো এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে নিজে আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ ও একাগ্র করতে পারি না। শয়তানের পুরো চেষ্টা হল, সে আমাদেরকে তাওবা-ইস্তিগফার থেকে বিরত রাখবে। কখনো অহঙ্কারে লিপ্ত করে এবং কখনো গুনাহের প্রতি হতাশ করে। যখন কোন বান্দা গুনাহের প্রতি হতাশ হয়ে তাওবা ছেড়ে দেয়, তখন শয়তান নিজের সফলতার উপর আনন্দ-উল্লাস করে। আর যখন কোন বান্দা নিজের নেকির কারণে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তাওবা করা থেকে বিরত থাকে, তখনই শয়তান তাকে নিজের শিকার বানিয়ে নেয়।

আল্লাহ তা'আলার রহমতের হাত

আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী—

> "আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে নিজের হাত প্রসারিত করে বলেন— আছো দিনের কোন গুনাহগার! তাওবা করে নাও। এভাবে প্রতি দিন স্বীয় রহমতের হাত প্রসারিত করে বলেন, আছো কোন রাতের গুনাহগার! তাওবা করে নাও। আর এই ধারাবাহিকতা সূর্যাস্ত পর্যন্ত চালু থাকে।"[১১৫]

[১১৫] সহিহ মুসলিম

আল্লাহু আকবার কাবীরা! আল্লাহ তা'আলার রহমতের হাত! আমাদের যদি এই রহমত নসিব হয়ে যায়, তাহলে শয়তান আমাদের কি ক্ষতি করবে। আল্লাহ তা'আলা ডাকছেন। নিজের রহমতের দিকে। তাওবার দরজার দিকে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

فَفِرُّوا إِلَى اللهِ

> "সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।"[১১৭]

প্রিয় পাঠক! আজকের সূর্যও পূর্ব দিকেই উদিত হয়েছে। তাতে বুঝা গেল তাওবার দরজা খোলা আছে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমতের হাত আমাদেরকে তাঁর দিকে ডাকছে। মহান রবের আমাদের প্রয়োজন নেই কিন্তু তারপরও আমাদেরকে ডাকছেন। তথাপি বিলম্ব কিসের? আসুন আমরা গুনাহ ত্যাগ করে হতাশাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই এবং নিজের রবের দিকে, নিজের সৃষ্টিকর্তা ও নিজের পালনকর্তা মালিকের দিকে ধাবিত হই।

ইস্তিগফার করার মত কেউ কি আছো?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

[১১৬] নূর- ২৪: ৩১
[১১৭] যারিয়াত- ৫১: ৫০

“হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর প্রতি রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন—আমিই একমাত্র বাদশাহ। আমিই একমাত্র বাদশাহ। কেউ কি আছো, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কেউ কি আছো, যে আমার নিকট কোন কিছু চাইবে? আমি তাকে দান করব। কেউ কি আছো, যে আমার নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। এভাবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।”[১১৮]

অজু, সালাত ও ইস্তিগফার

عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

“হজরত আসমা ইবনুল হাকাম ফাজারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হজরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে এটা বলতে শুনেছি যে, আমার নিয়ম (হাদিস সম্পর্কে) কিছুটা এমন ছিল যে, আমি যদি নিজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস শুনতাম, তাহলে

[১১৮] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৭৫৮; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৪৪৬; সুনানে দারেমী: হাদিস নং ১৫২০; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৭৫৯২

আল্লাহ তা'আলার যতটুকু ইচ্ছা হত আমি তা থেকে উপকৃত হতাম। অর্থাৎ আমি উক্ত হাদিসের উপর আমল করতাম। আর যদি কোন সাহাবী আমাকে হাদিস বর্ণনা করত, তাহলে আমি তার থেকে কসম নিতাম। কেননা এটা হাদিসের ব্যাপার। তাই বিষয়টি সত্য হওয়া চাই। সে যদি কসম করত, তাহলে আমি তা সত্য বলে মেনে নিতাম। তিনি বলেন, আমাকে হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। (আর আমি আমার নিয়ম বহির্ভুত হয়ে তার কাছ থেকে কসম নিইনি। কারণ তার তাকওয়া, ইলম এবং সতর্কতার উপর ভরসা ছিল। এজন্য আমি তাকে কসম ব্যতীতই তার সত্যায়ন করছি এবং বলছি) হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি যে, যে কোন বান্দা কোন গুনাহ করে, তারপর ভালভাবে অজু করে, তারপর দুই রাকাত সালাত পড়ে, তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের সুরাআলে-ইমরানের ১৩৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

অর্থ: আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়।"[১১৯]

[১১৯] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫২১; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৪০৬; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২

গুনাহ যদি জমিন থেকে আসমান পর্যন্তও হয়, তাহলেও মাগফিরাত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَوْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَخْطَأْتُمْ حَتّٰى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمْ لَغَفَرَلَكُمْ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه اَوْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُخْطِئُوْا لَجَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُخْطِئُوْنَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرَلَهُمْ

হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি যে, কসম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার জীবন। অথবা এটা বলেছেন যে, যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন। তোমরা যদি এ পরিমাণ গুনাহ কর যে, উক্ত গুনাহ জমিন ও আসমানের খালি জায়গাকে ভরে দেয় এবং তারপরও তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। কসম ঐ সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন। অথবা বলেছেন, যার হাতে আমার জীবন। তোমরা যদি গুনাহই না করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন, যারা গুনাহ করবে, তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করবে এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ক্ষমা করবেন। [১২০]

কবিরা গুনাহ

যে গুনাহই হোক, তাকে ছোট মনে না করা। সগিরা গুনাহও যদি নিয়মিত বার বার করা হয়, তাহলে তা কবিরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। আর

[১২০] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪২৪৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদিস নং ৭৬২৪

যদি কবিরা গুনাহের জন্য খাঁটি তাওবা করা হয়, তাহলে সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সাধারণ নেক কাজের দ্বারাও সগিরা গুনাহ মাফ হয়ে থাকে। এজন্য কবিরা গুনাহের ব্যাপারে অধিক ফিকির করা উচিত। যেন তা থেকে বেঁচে থাকা যায়। আর যদি হয়েই যায়, তাহলে তা থেকে খাঁটি তাওবা করা উচিত।

কবিরা গুনাহের সংখ্যা কত এবং তা কী কী? এ ব্যাপারে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। আবু তালেব মক্কী রাহি. তার কুওয়্যাতুল কুলুব গ্রন্থে এ সম্পর্কে সকল হাদিসসমূহ ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের বিভিন্ন অভিমত একত্রিত করেছেন। আর তার ফলাফল হল কবিরা গুনাহের প্রকৃত সংখ্যা হল সতেরো। যথা—

১. কুফর।

২. সগিরা গুনাহ নিয়মিত ও বার বার করা। অর্থাৎ কখনোই না ছাড়ার ইচ্ছা পোষণ করা এবং সর্বদা তাতে লেগে থাকা।

৩. আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৪. আল্লাহ তা'আলার ভয় থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া এবং নিজেই নিজের উপর এটা মেনে নেওয়া যে, আমার কিছুই হবে না। আমি তো ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ চারটি কবিরা গুনাহ হল অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এমন সাক্ষ্য যার সাথে কারও হক নষ্ট হয়।

৬. কারও উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। যার দ্বারা তার উপর শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর হয়ে যায়।

৭. মিথ্যা কসম করা। যা কাউকে তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

৮. জাদু-টোনা ইত্যাদি। এটাও কিছু বাক্যই হয়ে থাকে। যা জবান দিয়ে আদায় করা হয়। এ চারটি কবিরা গুনাহ হল জবানের সাথে সম্পৃক্ত।

৯. মাদক সেবন করা। অথবা এমন কোন বস্তু যা নেশা, মদ্যপ ও জ্ঞান শূন্যতার কারণ হয়।

১০. এতিমের সম্পদ গ্রাস করা।

১১. সুদ খাওয়া।

১২. যিনা-ব্যভিচার।

১৩. সমকামিতা। এই দুটি কবিরা গুনাহ লজ্জাস্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

১৪. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

১৫. চুরি করা। যার দ্বারা শরয়ী দণ্ডবিধি অত্যাবশ্যক হয়। এই দুটি কবিরা গুনাহ হাতের সাথে সম্পৃক্ত।

১৬. কফিরদের সাথে যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করা। এই কবিরা গুনাহটি পায়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর এটা তখন, যখন কাফিরদের সংখ্যা দ্বিগুণ বা তার কম হবে।

১৭. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া। আর এই কবিরা গুনাহটি শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত।[১২১]

এই তালিকার একেকটি গুনাহকে পাঠ করুন এবং সাথে সাথে খাঁটি তাওবা করুন এবং এই গুনাহসমূহের ঘৃণা অন্তরে বদ্ধমূল করে নিন এবং এগুলো থেকে দূরে থাকার ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করুন।

সগিরা কখন কবিরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়

এমন কিছু কারণ রয়েছে, যে কারণগুলো সগিরা গুনাহকে কবিরা গুনাহে পরিণত করে দেয় এবং তখন তার ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়। আর এমন কারণ হল ছয়টি। যথা—

১. সগিরা গুনাহ কবিরা গুনাহে পরিণত হওয়ার প্রথম কারণ- সগিরা গুনাহ এমনভাবে বার বার করতে থাকা যে, তা ছাড়ার খেয়ালই আসে না। বরং তা নিজের অভ্যাস বনে যাওয়া। এটা অনেক ভয়াবহ ব্যাপার। বিন্দু বিন্দু পানিও যদি একাধারে কোন পাথরের উপর পড়তে থাকে, তাহলে পাথরেও ছিদ্র হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি সগিরা গুনাহে লিপ্ত, তার ক্ষতিপূরণের জন্য সর্বদা ইস্তিগফার করা উচিত। অন্তরে লজ্জা, পেরেশানি ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং মনে

[১২১] কিমিয়ায়ে সা'আদাত

মনে দৃঢ় সংকল্প করা যে, ভবিষ্যতে আর এর ধারেকাছেও যাব না।

২. সগিরা গুনাহ কবিরা গুনাহে পরিণত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ– মানুষ গুনাহকে একেবারে সাধারণ বস্তু মনে করে তাকে একদমই গুরুত্ব না দেওয়া এবং তাকে খুব হালকাভাবে দেখা। অর্থাৎ অন্তর থেকে গুনাহের অনুভূতি চলে যাওয়া। হাদিস শরিফে এসেছে– একজন মুসলমানের নিকট গুনাহ একটি পাহাড়ের চেয়ে কম নয়। সর্বদা সে এই ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে যে, কোথায় এই পাহাড় তার মাথার উপর আবার ভেঙ্গে না পড়ে। আর অপর দিকে মুনাফিকের নিকট গুনাহ হল একটি মাছির চেয়ে বেশী কিছু নয়। যা নাকের ডগায় এসে বসে এবং উড়ে যায়। মূলত যে মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় আছে এবং তার ইমান নিরাপদ, সে তো প্রতিটি গুনাহকেই ভয়াবহ মনে করে থাকে। কারণ তাতো তার মালিকের নাফরমানি বা অবাধ্যতা।

৩. সগিরা গুনাহ কবিরা গুনাহে পরিণত হওয়ার তৃতীয় কারণ– মানুষ গুনাহ করে আনন্দ অনুভব করা এবং গুনাহ করাকে একটি বিশাল কিছু ও বিজয় মনে করা। এমন লোকেরা অধিকাংশই খুব গর্ব করে এমনভাবে বলতে শোনা যায়, যেমনঃ অমুককে আমি এমন ধোঁকা দিয়েছি যে খুব মজা পেয়েছি। অথবা অমুককে আমি খুব লজ্জা দিয়েছি ইত্যাদি।

৪. সগিরা গুনাহ কবিরা গুনাহে পরিণত হওয়ার চতুর্থ কারণ—কেউ যদি সগিরা করে আর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রেখেছেন। আর ঐ অবস্থায় সে ধোকা খায় এবং এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে গুনাহের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। তাই সে গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং তাওবা করে না। আর এভাবেই নিজের ধ্বংসের পাথেয় পূর্ণ করে।

৫. সগিরা গুনাহ কবিরা গুনাহে পরিণত হওয়ার পঞ্চম কারণ—আল্লাহ তা'আলা যদি কারও গুনাহ গোপন রাখেন, তখন সে শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে নিজ হাতে উক্ত গোপনীয়তাকে নষ্ট করে এবং নিজের গুনাহকে এমনভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করে যে, মানুষও উক্ত

গুনাহের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অন্য লোকদের গুনাহের পরিণতিও তার নিজের উপর বর্তাবে। এজন্য পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দীন বলেছেন যে, এরচেয়ে বড় গজব আর কি ধেয়ে আসতে পারে যে, একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে গুনাহকে সহজ এবং কাঙ্ক্ষিত বানিয়ে দেয়।

৬. সগিরা গুনাহ কবিরা গুনাহে পরিণত হওয়ার ষষ্ঠ কারণ—কোন ব্যক্তি আলেমে দীন ও অনুসরণীয় ব্যক্তি হয়েও গুনাহে লিপ্ত থাকা এবং তা দেখে অন্যান্য লোকেরাও বিনা বাক্যে উক্ত গুনাহ করতে থাকে আর বলতে থাকে যে, এটা যদি ভুলই হবে, তাহলে অমুক আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তি কেন এটাতে লিপ্ত? যেমন: কোন আলেম রেশমি পোশাক পরিধান করে কিংবা দরবারে কুর্নিশ করে বাদশাহের নিকট উপস্থিত হয় এবং এর দ্বারা সে ধন-সম্পদ অর্জন করে অথবা সম্পদ ও পদমর্যাদার লোভ করে এবং তার উপর গর্বও করে। অথবা তর্কে-বিতর্কে অনর্থক কথাবার্তা বলে কিংবা নিজের সঙ্গি-সাথীদেরকে হাসি-ঠাট্টা ও গালি-গালাজের লক্ষ্য-বস্তু বানায় ইত্যাদি। তখন তার ছাত্ররাও তা-ই শিখে যায় এবং তারাও যখন উস্তাদ হয়, তখন তাদের ছাত্রদেরকেও এ পদ্ধতিতেই চালায়। আর এভাবে এই মন্দ সিলসিলা চালু ও জারি থাকে এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই একেকটি এলাকা বিরান এবং ধ্বংস করার কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এ কারণেই উলামায়ে কেরামের জন্য গুনাহের ধ্বংস এবং ভয়াবহতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাদের একটি গুনাহ অন্যদের হাজার গুনাহের সমতুল্য হয়ে থাকে। ঠিক এমনিভাবে তাদের ইবাদাতের সাওয়াবও অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং তাদের একটি ইবাদাত অন্যদের হাজার ইবাদাতের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিদান দেওয়া হয়। কেননা যে সকল লোক তাদের অনুসরণ করে থাকে, তাদের ইবাদাতের মধ্যেও উক্ত আলেমের সাওয়াব অর্জন হয়।[১২২]

[১২২] প্রাগুক্ত

শুধুমাত্র মৌখিক ইস্তিগফারও উপকার থেকে শূন্য নয়

ঐ ইস্তিগফার যা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে পাঠ করেছে এবং অন্তরে উদাসীন ছিল। তা বিশেষ কোন উপকারী নয়। ঐ ইস্তিগফার হল সবচেয়ে উপকারী, যাতে মুখের সাথে সাথে অন্তর ও শরি কথাকে। অন্তর শরিক থাকার অর্থ হল—ইস্তিগফার করার সময় অন্তরে ভয় থাকা। ক্ষমা ও মাগফিরাতের কামনা থাকা এবং অন্তর লজ্জিত, পেরেশান ও অনুতপ্ত হওয়া। তবে মনে রাখবেন যে, শুধুমাত্র মৌখিক ইস্তিগফারও উপকার থেকে একেবারে শূন্য নয়। কেননা এর দ্বারা আর কিছু না হোক, অন্তত জবান অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা থেকে তো নিরাপদ রইল। আর অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা থেকে উত্তম হল চুপ থাকা। আর তা থেকেও উত্তম হল ঐ উত্তম ও বরকতময় অভ্যাস যে, যখন পাঠ করা হবে, তখন জবান অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা বলার চেয়ে ইস্তিগফার পড়ার প্রতি অধিক ধাবিত হয়ে যায়। আর এটাও আশা করা যায় যে, মৌখিক ইস্তিগফার পড়তে পড়তে অবশেষে একদিন অন্তরও কোন এক সময় শরিক হয়ে যাবে এবং কাজ হয়ে যাবে।

আবু উসমান মাগরিবী রাহি. এর এক মুরিদ তাকে বলল, এমন সময়ও আমার আসে, যখন আমার জবানে আল্লাহ তা'আলার জিকির জারি হয় কিন্তু তখন আমি থাকি অমনোযোগী। অর্থাৎ জিকির হয় শুধুমাত্র মৌখিক। আমার অন্তর থাকে অন্যত্র। তিনি বললেন– শুকরিয়া আদায় কর যে, তোমার কোন অঙ্গকে (জবান) খিদমতের নির্দেশ তো দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্তত তোমার জবানকে তো আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজে লাগিয়েছেন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। আর তা হল– কোন ব্যক্তি যখন শুধুমাত্র মৌখিকভাবে জিকির ও ইস্তিগফার করে এবং তার অন্তর হাজির থাকে না, তখন শয়তান তার উপর অনেক কঠিন আক্রমণ করে এবং বলে যে, হে বান্দা! জবানটা বন্ধই করে ফেল। তোমার অন্তরই যেহেতু অনুপস্থিত, তাহলে মৌখিক জমা-খরচ শুধুমাত্র নির্লজ্জতা ও অনেক বড় বেআদবী। শয়তানের এই আক্রমণ ও ধোঁকার জবাবদানকারী ব্যক্তি তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা—

ক. সাবেক: এরা হল ঐ লোক, যারা শয়তানের এই কুমন্ত্রণার জবাবে বলে– হ্যাঁ! তোর কথা ঠিক আছে। শুধুমাত্র মৌখিক জমা-খরচের কি ফায়দা! তাই এই নে আমি এখন জোরপূর্বক আমার অন্তরকে হাজির করে নিচ্ছি। এ লোকেরা শয়তানকে আঘাত করে এবং তার কাটা গায়ে লবণ ছিটায়।

খ. জালেম: এরা হল ঐ লোক, যারা শয়তানের কথায় এসে যায় এবং বলে যে, তুমি একদমই ঠিক বলেছ। বাস্তবেই অন্তরের মনযোগ ব্যতীত জবান নাড়ানো পুরাই বেকার। তারপর বাস্তবেই জিকির ও ইস্তিগফার ছেড়ে দেয় এবং মনে করে যে, তারা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। বস্তুত এসব লোক শয়তানের অনুসরণ করছে।

গ. মুকতাসিদ: এরা হল ঐ লোক, যারা শয়তানের এই কুমন্ত্রণার জবাবে বলে—এটা ঠিক যে, আমার অন্তর হাজির না। কিন্তু আমি জবানকে আল্লার জিকির থেকে কেন বাধা দেব? অন্তত চুপ থাকার চেয়ে তো জিকির করা উত্তম। কেননা নিঃসন্দেহে চৌকিদারীর পেশা বাদশাহীর পেশার চেয়ে নিম্ন মানের। কিন্তু বেকার থাকার চেয়ে তো উত্তম। এখন যদি কোন চৌকিদার বাদশাহ হতে না পারে। তার জন্য এটা কি করে মুনাসিব হয় যে, চৌকিদারী ছেড়ে বেকার হয়ে যাবে?[১২৩]

ইস্তিগফারের দ্বারা কবিরা গুনাহ মাফ

"নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হজরত যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই দু'আটি পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধ থেকে পলায়নকারী হোক। (যা কবিরা গুনাহ) দু'আটি হল—

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ: আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার নিকট,

---

[১২৩] প্রাগুক্ত

যাকে ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব। গোটা জগতের ব্যবস্থাপক। আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।"[১২৪]

ছোট গুনাহর ধ্বংসাত্মক পরিণাম

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّمَامَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ حَتّٰى حَمَلُوْا مَا اَنْضَجُوْابِهٖ خُبْزَهُمْ، وَاِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتٰى يُؤْخَذْبِهَا صَاحِبُهَا يُهْلِكْهُ

"হজরত সাহাল বিন সা'আদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঐ গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে তোমরা ছোট মনে কর। কেননা এই ছোট গুনাহসমূহের উপমা হল এমন, যেমন কোন এক কাফেলা কোন মরুভূমিতে যাত্রাবিরতি করল। আর তাদের আগুনের প্রয়োজন দেখা দিল। তখন তারা একেকজন একেকটি করে লাকড়ি নিয়ে আসল। এভাবে তারা এ পরিমাণ লাকড়ি জমা করল, যার দ্বারা তারা তাদের খানা পাক করে নিল। বাস্তবতা হল, এমন গুনাহকারীর যখন শাস্তি হবে, তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।"[১২৫]

অর্থাৎ যেমনিভাবে একেকটি লাকড়ি জমা হয়ে আগুনের শিখায় পরিণত হয়েছে, ঠিক একই অবস্থা এই ছোট গুনাহসমূহের, যেগুলো থেকে তাওবা না করা হয়।

রহমত ও মাগফিরাতের ছড়াছড়ি

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ

[১২৪] সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৭; সুনানে তিরমিজি: হাদিস নং ৩৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১১০৭৪

[১২৫] আহমাদ; তাবরানী

بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"হজরত আবু মূসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বর্ণনা করেন—আল্লাহ তা'আলা রাতে স্বীয় রহমতের হাত (বিশেষ রহমত) ছড়িয়ে দেন। যেন দিনের গুনাহগাররা তাওবা করতে পারে এবং দিনেও স্বীয় রহমতের হাত ছড়িয়ে দেন। যেন রাতের গুনাহগাররা তাওবা করতে পারে। (এ ব্যাপারটি এভাবে চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্ত না যায়।"[১২৬]

আল্লাহর কসম অমুকের মাগফিরাত হবে না, বলা কেমন?

عَنْ جُنْدَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى، قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ

"হজরত জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– এক ব্যক্তি কারো (গুনাহগার) সম্পর্কে বলে দিল যে, অমুককে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এটা কে, যে কসম খেয়ে আমাকে বাধ্য করে যে, অমুককে ক্ষমা করব না। মনে রেখো! আমি অমুককে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিলাম।"[১২৭]

আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত অনেক প্রশস্ত। তিনি নিজেই নিজের নাম রেখেছেন—"রহমান-রাহিম, গাফুর-গাফ্ফার, রাউফ ও ওয়াদুদ।" জমিন

[১২৬] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৭৫৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ৩৬৭৩
[১২৭] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ২৬২১

ভরা গুনাহও আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছুই না। আল্লাহ তা'আলা যাকে ক্ষমা করতে চান, তাঁকে কেউ বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এজন্য কারো জন্য কারো সম্পর্কে এটা বলার অনুমতি নেই যে, আল্লাহর কসম! তার মাগফিরাত হবে না। তাই এটা না বলে বরং নিজের মাগফিরাতের ব্যাপারে ফিকির করা উচিত।

সকল ছোট-বড় ও জানা-অজানা গুনাহ থেকে ইস্তিগফার

"হজরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন—আমি যখনই কোন সালাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হয়েছি, চাই তা ফরজ সালাত হোক কিংবা নফল সালাত। তখনই তাঁকে এই বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করতে শুনেছি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطَايَايَ كُلَّهَا؛ اَللّٰهُمَّ اَنْعِشْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ؛ وَاهْدِنِيْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ؛ فَاِنَّهٗ لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আমার সকল গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমাকে সৌভাগ্য নসিব করুন। আমাকে নেক আমল এবং সচ্চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ সচ্চরিত্রের পথ প্রদর্শন করতে পারবে না এবং কেউ মন্দ আমল থেকে ফেরাতে পারবে না।"[১২৮]

ক্ষমা ও পথ প্রদর্শন

"হজরত উসমান ইবনে আবিল আস রাদিআল্লাহু আনহু এবং কাবাস গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দু'আটি পাঠ করতে শুনেছেন—

[১২৮] তাবরানী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/১৪৮ হাদিস নং ১২৯৮২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَخَطَأِيْ وَعَمَدِيْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَهْدِيْكَ لِاَرْشَدِاَمْرِيْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। ভুলে হোক কিংবা ইচ্ছায়। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার উত্তম আচরণের পথ প্রদর্শন কামনা করছি এবং আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।"[১২৯]

দ্বিতীয়বার হয়ে যাওয়া গুনাহের জন্য ইস্তিগফার

"সুফিয়ান রাহি. থেকে বর্ণিত, মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহর দু'আসমূহ থেকে একটি দু'আ ছিল এটি—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا سَأَلْتُكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ؛ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا جَعَلْتَهُ لَكَ عَلٰى نَفْسِيْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ؛ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا زَعَمْتُ اَنِّيْ اَرَدْتُ فِيْهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَ قَلْبِيْ فِيْهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি ইস্তিগফার করছি ঐ সকল গুনাহ থেকে যা ক্ষমা চেয়েছিলাম কিন্তু পুনরায় করে ফেলেছি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আমলের ব্যাপারে, যা আমি আপনার জন্য আমার উপর অত্যাবশ্যক করেছি কিন্তু তারপরও আমি তা পূর্ণ করিনি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আমলের জন্য, যা আমি আমার ধারণা মতে আপনার জন্যই করেছিলাম কিন্তু আমার অন্তরে ঐ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা এসে গেছে, যা আপনি অবগত।"[১৩০]

তাওয়াফ অবস্থায় ইস্তিগফার

"হজরত আবদুল আ'লা তামিমি রাহি. থেকে বর্ণিত, হজরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাওয়াফ করা

[১২৯] আহমাদ; তাবরানী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ
[১৩০] শু'আবুল ঈমান; বায়হাকী

অবস্থায় আমি কী বলব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করেন যে, এটা পড়ো—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَخَطَایَایَ وَعَمَدِیْ وَاِسْرَافِیْ فِیْ اَمْرِیْ اِنَّكَ اِنْ لَّا تَغْفِرْلِیْ تُهْلِكْنِیْ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ও ভুলত্রুটিসমূহ ক্ষমা করুন। ইচ্ছায় করা ভুলগুলো ক্ষমা করুন। আমার কাজের সীমালঙ্ঘনকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।"[১৩১]

জুলুম ও অকৃতজ্ঞতার উপর ইস্তিগফার

হজরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু একবার দু'আ করলেন—হে আল্লাহ! আমার জুলুম এবং কুফরকে ক্ষমা করুন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! জুলুমের কথা তো বুঝে আসে কিন্তু কুফরের ব্যাপারটি কী? উমর রাদিআল্লাহু আনহু তখন পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা ইবরাহিমের ৩৪ নং আয়াতের এই অংশটি তিলাওয়াত করলেন—

إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

> "নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।"[১৩২]

ফায়দা: আরবিতে কুফর শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ তো হল ঐটা যা প্রসিদ্ধ তথা ইমানের বিপরীত কুফর। আর দ্বিতীয় অর্থ হল—নাশুকরি তথা অকৃতজ্ঞতা। এখানে উমর রাদিআল্লাহু আনহু দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ছয় প্রকারের গুনাহের উপর ইস্তিগফার

"হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল

---

[১৩১] শু'আবুল ইমান
[১৩২] ইবনে আবি হাতেম; কানযুল উম্মাল: ২/৬৭৬

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ দু'আ ছিল এটি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُّ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَ مَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُّ

> অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার ঐ গুনাহসমূহ যা আমার অনিচ্ছায় হয়েছে এবং ঐ গুনাহসমূহ যা আমার ইচ্ছায় হয়েছে এবং ঐ গুনাহসমূহ যা আমি লুকিয়ে করেছি এবং ঐ গুনাহসমূহ যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং ঐ গুনাহসমূহ যা আমি না জেনে করেছি এবং ঐ গুনাহসমূহ যা আমি জেনে করেছি।"[১৩৩]

নিজের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসের মূল্যায়ন করুন

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: اِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهٗ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْاِنَابَةَ

> "হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— মানুষের সৌভাগ্যের মধ্যে একটি হল এই যে, তার হায়াত দীর্ঘ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে রুজু ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়া নসিব করেছেন।"[১৩৪]

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। জান্নাতে যাওয়ার পরে দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানি ও আফসোস নামক কোন বস্তু থাকবে না। কিন্তু জীবনের ঐ মুহূর্তটির জন্য বড় আফসোস হবে, যা গুনাহের কাজে কিংবা কোন প্রকার নেক কাজ ব্যতীত কেটেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রুজু ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

[১৩৩] আহমাদ: ৪/৪৩৭ হাদিস নং ১৯৯২৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১১০/২৭১ হাদিস নং ১৭৩৫৬

[১৩৪] মুস্তাদরাকে হাকেম

গুনাহ যদি বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

> "হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত ও সম্পদের (যেকোন প্রকারের) জুলুম করেছে, তার জন্য উচিত হল আজই তা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া। ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন এই জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং সেদিন না কোন প্রকার দিনার হবে, না দিরহাম হবে। সেদিন যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তাহলে তার জুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে মাজলুমের গুনাহসমূহ থেকে সে পরিমাণ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"[১৩৫]

গুনাহ প্রকাশ করার ভয়াবহতা

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الْمُجَاهِرُوْنَ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ بِاللَّيْلِ فَيَسْتُرُهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ يُصْبِحُ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ؟ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ

> "হজরত আবু কাতাদা আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে

[১৩৫] সহিহ বুখারী: হাদিস নং ২৪৪৯; মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ১০৫৭৪

বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমার সমস্ত উম্মতের সাথে ক্ষমার আচরণ করা হবে, তবে ঐ লোকেরা ব্যতীত, যারা "মুজাহিরীন"। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল! "মুজাহিরীন" কারা? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "মুজাহিরীন" হল ঐ ব্যক্তি, যে রাতে কোন গুনাহের কাজ করে। তখন তার রব তা ঢেকে রাখেন। কিন্তু সকাল বেলা সে মানুষকে বলে বেড়ায়, হে অমুক! আমি গত রাতে এইটা করেছি, ঐটা করেছি। আর তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত পর্দাকে উঠিয়ে নেন।"[১৩৬]

শুধুমাত্র ইচ্ছা গুনাহ নয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْهَوٰى مَغْفُوْرٌ لِصَاحِبِهٖ مَالَمْ يَعْمَلْ بِهٖ اَوْ يَتَكَلَّمْ

"হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ইচ্ছা মানুষের জন্য ঐ সময় পর্যন্ত মাফ, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আমল না করা হয় অথবা তা জবানে উচ্চারণ না করা হয়।"[১৩৭]

অন্তরে যদি কোন প্রকার অবৈধ ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন গুনাহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আমল না করা হবে। আর যদি মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, গালি ইত্যাদির ইচ্ছা অন্তরে সৃষ্টি হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা জবানে উচ্চারণ না করা হবে।

বিদ'আতের শাস্তি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ

---

[১৩৬] তাবরানী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ

[১৩৭] সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ১২৭; মুয়াত্তা মালেক: হাদিস নং ২৫৮০

حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা সকল বিদ'আতি থেকে তাওবাকে লুকিয়ে রেখেছেন।"[১৩৮]

আত্মার চিকিৎসা

মুজাহিদদের মধ্যে ইস্তিগফারের আমল সম্পর্কে কয়েকটি কথা—

১. মুজাহিদরা কি জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে নাকি যে, এখন ইস্তিগফারে লেগে গেছে? জ্বী না। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদীন যাদের ক্রেতা হল, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাদের প্রথম গুণ বর্ণনা করা হয়েছে اَلتَّائِبُوْنَ তথা তাওবা ও ইস্তিগফারকারী।

২. পূর্বে তো কালিমায়ে তাইয়্যেবার আমল চলেছে। এখন কি তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে যে, এখন ইস্তিগফারের আমলে মনোনিবেশ করতে হবে? জ্বী না। পবিত্র কুরআনুল কারিমের বিন্যাস হল, কালিমাকে পাক্কা কর, অতঃপর ইস্তিগফারে লেগে যাও। দেখুন সুরা মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ
وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

> "অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।"[১৩৯]

এই আয়াত ও তার তরজমাটি অবশ্যই দু-চার বার পাঠ করবেন। দেখবেন! অন্তরে কেমন স্বাদ অনুভব হয়। আলহামদুলিল্লাহ! কালিমার বরকতে

---

[১৩৮] মাজমউয যাওয়ায়েদ: ১০/২২২
[১৩৯] মুহাম্মাদ- ৪৭: ১৯

ইস্তিগফারের তাওফিক হয়েছে। আর ইস্তিগফার কালিমার ইয়াকিনকে বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

৩. নফস বলবে, আমি তো এত গুনাহ করিনি যে, হাজার বার ইস্তিগফার করতে হবে। তখন আপনি তাকে নির্জনে নিয়ে যান এবং তাকে তার ঐ সকল কর্মকাণ্ড স্মরণ করিয়ে দিন, যা সে আমাকে জাহান্নামে এবং লাঞ্ছনায় নিক্ষেপ করার জন্য করেছে। তখনও সে ক্লান্ত হবে না। যখন ইবাদাতের সময় হবে, তখন সে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাকে তখন জিজ্ঞেস করুন! হে জালিম! কোন দিন এমন গিয়েছে যে, তুই আমাকে ধ্বংস করিসনি? কখনো কি একদিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এমনভাবে আদায় করতে দিয়েছিস, যাতে পরিপূর্ণ খুশু এবং ইখলাস ছিল। যা আমি আমার মহান মালিককে পেশ করতে পারি। মিথ্যা, গীবাত, অশালীন ভাষা, কুদৃষ্টি, লৌকিকতা ও লোভ-লালসা এবং আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে গাইরুল্লাহর নিকট আশা-ভরসা করা ইত্যাদি। হে জালিম! তোকে কত জুলুমের কথা স্মরণ করাব। ব্যাস! এভাবে স্মরণ করাতে থাকুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না নফস কান্না শুরু করে এবং আল্লাহ তা'আলার এই বিদ্রোহী তাওবা না করে।

৪. গুনাহ আমাদেরকে অকর্মণ্য বানিয়ে দিয়েছে। সর্বদা অন্তরে কুচিন্তা কেন? এটা হল ঐ দুর্গন্ধময় কীট, যা গুনাহই আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই অস্থিরতা ও পেরেশানি কেন? এটা হল ঐ আঘাত, যা গুনাহই আমাদের অন্তরে লাগিয়ে দিয়েছ। এই হতাশা কেন? এটা হল ঐ পক্ষাঘাত, যা গুনাহই আমাদের রূহের উপর ঢেলে দিয়েছে। এই অলসতা কেন? এটা হল ঐ জাল, যা গুনাহই আমাদের অন্তরের উপর বিছিয়ে দিয়েছে। ইস্তিগফার হল ঐ সাবান ও পানি, যা দিয়ে আমরা হৃদয় এবং আত্মাকে ধৌত করি। ইস্তিগফার হল ঐ মলম, যা দিয়ে আমরা অভ্যন্তরীণ ব্যথাকে উপশম করে থাকি।

৫. কুরআনুল কারিমের ভাষ্যমতে আত্মাও অসুস্থ হয়। আত্মার প্রাণ ও সুস্থতা কোন বস্তুতে নিহিত? ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করা, তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, কালিমায়ে তায়্যিবাহ, ইস্তিগফার, দুরূদ শরিফ ও নেককার-বুজুর্গদের সংশ্রব ইত্যাদি হল আত্মার

খোরাক ও ভিটামিন।

৬. নফস ও শয়তান আমাদেরকে শরীরের ফিকিরে লাগিয়ে দিয়েছে। সম্পদের ফিকির, ইজ্জতের ফিকির, প্রবৃত্তির ফিকির, নাম ও যশ-খ্যাতির ফিকির ও দুনিয়াবী ভবিষ্যতের ফিকির। এখন আর মুসলমানদের ইসলামের ফিকির নেই। ইসলামের দাওয়াহ, ইসলামের সম্মান ও ইসলামের বিজয়ের ফিকির। নফসের প্রবৃত্তি আমাদেরকে জমিন ও আসমানে সস্তা ও মূল্যহীন বানিয়ে দিয়েছে। এজন্য কুরআনুল কারিমের পৃষ্ঠা জ্বলছে এবং তার ছাই আমাদের নফসপূজার উপর বিলাপ করছে। হাজারো বোন ইজ্জত হারাচ্ছে এবং জেলখানায় কাতরাচ্ছে। প্রতিটি আন্দোলনের শহিদদের খুন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে, হীন প্রবৃত্তিই তোমাদেরকে মেরে ফেলেছে। সুতরাং প্রিয় পাঠক! ইস্তিগফার করে স্বীয় মালিককে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। যেন আমাদের অবস্থার উপর অনুগ্রহ হয়।

অন্তরের মরিচা দূর করবেন কীভাবে?

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدَاءً كَصَدَاءِ الْحَدِيْدِ وَجِلَاءُهَا الْاِسْتِغْفَارُ

> "হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—অন্তরেও মরিচা পড়ে যেমনটি লোহার মধ্যে মরিচা পড়ে। আর তা পরিষ্কার করার মাধ্যম হল ইস্তিগফার।"[১৪০]

[১৪০] শু'আবুল ইমান; বায়হাকী; মু'জামুল আওসাত ও মু'জামুল কাবীর লিত-তাবরানী জামেউস সগীর: হাদিস নং ২৩৮৯

বাংলা ভাষান্তর-এর সম্পাদকের আবেদগপূর্ণ দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

ইয়া আরহামার রাহিমিন! এই গ্রন্থের লেখককে মাফ করুন। অনুবাদককে মাফ করুন। সম্পাদককে মাফ করুন। প্রতিটি পাঠকের হাতে পৌছতে যতজন মাধ্যম হবে—তাদের সকলকে মাফ করুন। হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত যত মানুষ আপনাকে রব স্বীকার করে- বিদায় হয়েছে সবাইকে মাফ করুন। উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফারের সমজ ও তাওফিক নসিব করুন। আমিন।

হানিফ আল-হাদী
২৯/১২/১৪৪২ হিজরী

সমাপ্ত

মাগফিরাত! শব্দটি শুনতেই হৃদয়ে এক অন্যরকম প্রশান্তি-প্রশান্তি শিহরণ অনুভব হয়। একজন মুমিনের গোটা জীবনের পরম চাওয়াটাই হল এই মাগফিরাত। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা আর পরকালের চিরমুক্তি। মাগফিরাতের জন্য প্রয়োজন খাঁটি তাওবা আর ইস্তিগফার।

আর এ বিষয়ে পাকিস্তানের মাজলুম কারাবন্দি মুজাহিদ আলেম মুফতি খুবাইব হাফি.-এর রচিত "ইলা-মাগফিরাহ" গ্রন্থটি একটি অসাধারণ গ্রন্থ। যে গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে মুহতারাম লেখক পুরো কুরআনুল কারিমের মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত সকল আয়াত, আয়াতের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির সুরার বিন্যাস অনুসারে একত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় খন্ডে মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফারের সংজ্ঞা, ফজিলত ও মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার বিষয়ের হাদিস ও আসার তথা বিভিন্ন বাণী একত্রিত করেছেন। মোটকথা মাগফিরাত, তাওবাহ ও ইস্তিগফার সম্পর্কে অসাধারণ একটি গ্রন্থ। যে গ্রন্থে পাঠক পাবেন তাওবাহ-ইস্তিগফার ও মাগফিরাতের এক অনাবিল ঝর্ণাধারা। আসুন! পাঠ করি আর অবগাহন করি মাগফিরাতের পরম কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নীল ভুবনে।